# সোণার কমল।

## প্রথম খণ্ড।

# সোণার কমল।

[ উপন্যাস ]

শ্রীদামোদর-মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

কলিকাতা।

আশ্বিন, ১৩০৮ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

PRINTED AND PUBLISHED

BY

KUNJA BIHARI DEY,

At the Hara Sundara Machine Press,

98, *Harrison Road, Calcutta.*

# উৎসর্গপত্র।

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের

নামে

এই গ্রন্থ

সাদরে

উৎসর্গীকৃত হইল।

# বিজ্ঞাপন।

এই উপন্যাস প্রথমে "অপরাজিতা" নামে "সাহিত্য সংহিতা'' মাসিক পত্রে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। কয়েক মাস প্রকাশ হওয়ার পরে, ঐ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এই উপন্যাসের "সোণার কম[illegible]নাম করা হইয়াছে।

''সাহিত্য সংহিতায়'' এ গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইতি

গ্রন্থকার।

করিয়া, আদালতের লোকের দ্বারা, তাহার প্রাপ্য টাকার অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যের সামগ্রী লইয়া যাইতেছে। তাহাতেও মহিলার বিশেষ কাতরতার কারণ ছিল না; কিন্তু তন্মধ্যে তাঁহার স্বর্গগত স্বামীর কয়েকটী প্রিয় সামগ্রী ছিল। পবিত্র স্মৃতির নিদর্শন-স্বরূপে, মহিলা, সেই সামগ্রীগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি সেই কয়টী দ্রব্য রাখিবার নিমিত্ত সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছেন; কিন্তু ডিক্রীদার ও আদালতের লোকেরা, জিনিসগুলি ফিরাইয়া দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছে।

বিনোদ, সমস্ত কথা শুনিয়া, বেলিফ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার ডিক্রী কত টাকার?"

বেলিফ উত্তর দিল,—"পঁচিশ টাকা বারো আনা।"

তাহার পর মহিলার নিকটস্থ হইয়া, বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনাদের ঘরে দোয়াত কলম আছে কি না?"

তিনি উত্তর দিলেন, "আছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"এক বার তাহা চাহি।"

অদূরে মহিলার দাসী দাঁড়াইয়াছিল। ইঙ্গিত-অনুসারে সে উপর হইতে দোয়াত ও কলম লইয়া আসিল। বিনোদ, তৎসমস্ত লইয়া, বেলিফের নিকটে গিয়া বলিলেন,—"ওয়ারাণ্টের পৃষ্ঠে সমস্ত টাকার রসিদ লিখিয়া দেও। আমি টাকা দিতেছি।"

বিনোদ টাকা বাহির করিলেন। বেলিফ্ রসিদ দিয়া টাকা লইল। পেয়াদারা হতাশ ভাবে এক জন অপরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। কয়েক জন মুটিয়া ডাকা হইয়াছিল। তাহারা মনে মনে বিনোদকে গালি দিতে লাগিল। সকলে চলিয়া গেল।

ওয়ারাণ্ট দেখিয়া বিনোদ বুঝিলেন, মহিলার নাম শ্রীমতী তারাসুন্দরী দাসী। তিনি সেই কাগজ মহিলাকে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"আপনার দেনা মিটিয়া গিয়াছে মা। আর কোন জিনিসই কেহ লইয়া যাইবে না।" তাহার পর সেই ঝির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তুমি বুঝি এই বাড়ীতে কাজ কর? এস না, জিনিসগুলি ধরাধরি করিয়া বাড়ীর মধ্যে আনিয়া ফেলি।"

উভয়ে মিলিয়া জিনিস-পত্র বাটীর মধ্যে ফেলিলেন. তাহার পর বিনোদ, সেই মহিলার নিকটস্থ হইয়া, বলিলেন,—"এখন তবে আসি মা?"

সাশ্রু-নয়না তারাসুন্দরী, রাস্তার ধারের দরজা বন্ধ করিয়া, বলিলেন, "বুঝিলাম বাবা, তুমি যথার্থ মহাপুরুষের সন্তান। দেবতার সন্তান না হইলে, কখনই এমন দেবত্ব হয় না। এখনই যাইতে পাইবে না; একটু বসিয়া-দুইটা কথাবার্ত্তা কহিয়া যাইবে। আমার সহিত উপরে আইস।"

বিনোদ কোন আপত্তি করিলেন না। তারাসুন্দরী

বিশৃঙ্খলভাবে পতিত সেই সামগ্রীরাশির মধ্য হইতে, একটা বাঁধা হুকা, একটি রূপার ডিবা, এক জোড়া খড়ম ও একটা টুপি বাছিয়া লইলেন। তাহার পর ঝিকে অবশিষ্ট সামগ্রী যথাস্থানে রাখিতে আদেশ দিয়া, বিনোদকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিলেন। তথায় এক অপ্সরী-সদৃশী রূপসী কিশোরী ব্যাকুল ভাবে দ্বারের প্রতি চাহিয়া বসিয়া আছেন। তারাসুন্দরী গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"মা, বিজলী, আমাদের সব জিনিসই আছে।"

বিজলী, অতিশয় ব্যস্ততার সহিত, মাতার হস্ত হইতে পিতার খড়ম গ্রহণ করিলেন এবং প্রথমে তাহা মস্তকে, পরে বক্ষে স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"আমার সেই স্বর্গগত পিতা ইহা পায়ে পরিতেন। কেমন করিয়া এ সব জিনিস ফিরিয়া পাইলে মা? ফিরিয়া পাইবার তো কোন উপায় ছিল না।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"এক দেবতা আমাদের সহায় হইয়াছিলেন। দেবতার সাহায্যে কি না হইতে পারে?"

বিনোদ তখন তারাসুন্দরীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন; এই জন্য বিজলী তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। এক্ষণে তারাসুন্দরী একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইয়া বলিলেন,—"ইনিই সেই দেবতা।"

সেই স্নিগ্ধ-কান্তি মোহন যুবাকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া যুবতী সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন এবং অধোমুখে জননীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"ইনি কে মা?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"জানি না কে।" যুবকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, —"এস বাবা, তোমাকে আদর করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আমাদিগের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। প্রাণের আশীর্ব্বাদ ভিন্ন তোমাকে দিবার কিছুই নাই। ভগবান্ নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল করিবেন। তুমি রাজ-রাজেশ্বর হইবে।"

অগত্যা বিনোদকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত তথায় থাকিতে হইল এবং সংক্ষেপে আপনার পরিচয়ও দিতে হইল। হরিপুরের ৺ হরিদাস রায় তাঁহার পিতা, তিনি এখানে কলেজে পড়েন, নিকটেই তাঁহার বাসা, তাঁহার নাম শ্রীবিনোদবিহারী রায় ইত্যাদি বৃত্তান্ত তিনি জানাইলেন। অনেক প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বিনোদ বুঝিলেন যে, তারাসুন্দরী ও তাঁহার কন্যা এখানকার অধিবাসী নহেন; পল্লীগ্রামে তাঁহাদের পূর্ব্ব-নিবাস। তাঁহারা কায়স্থ; নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন; তাঁহাদের অন্য পরিচয় নিতান্ত ক্লেশজনক; সুতরাং তাহা তাঁহারা ব্যক্ত করিতে বাসনা করিলেন না। আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে তাঁহারা জীবনের অতীত কাহিনী বিনোদকে জানাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহারা নিঃসহায়; কিন্তু একান্ত

সৎ ও নির্ম্মল-স্বভাব। পিতৃহীনা দুরবস্থাপন্না কন্যার এখনও বিবাহ হয় নাই।

বিদায় কালে বিনোদকে দয়া করিয়া, সময়ে সময়ে তাঁহাদের সন্ধান লইবার নিমিত্ত তারাসুন্দরী কাতর ভাবে অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য, বিনোদ সানন্দে সেই অনুরোধ পালনে সম্মত হইলেন।

বিনোদ প্রস্থান করিলেন। যে অবস্থায় ও যে ভাবে এই স্থানে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই অবস্থায় ও সেই ভাবে তিনি ফিরিতে পারিলেন কি? না। প্রাণের অনেক জিনিস হারাইয়া, কত অজ্ঞাত-পূর্ব্ব সুখের এবং আনন্দের কল্পনা ও আশায় হৃদয়কে মাতাইয়া, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। বিজলীর রূপ, তাঁহার ভঙ্গী, তাঁহার কণ্ঠস্বর. বিনোদের সম্মুখে এক সুখময়, অদৃষ্টপূর্ব্ব, কল্পনা-রাজ্যের মোহময় পথ খুলিয়া দিল। তিনি যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।

বিনোদ, এই ঘটনার পর হইতে, তারাসুন্দরী ও বিজলীর পরমাত্মীয়রূপে পরিগণিত হইয়া উঠিলেন এবং তদবধি, সময় ও সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র, তিনি বিজলীদের বাটীতে যাতায়াত করিতে থাকিলেন। পরিচয় ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল এবং অচিরকালমধ্যে যুবক ও যুবতী পরস্পরের প্রেমে আকণ্ঠ ডুবিয়া পড়িলেন।

ন্যায়-শাস্ত্রে যে বিধান আছে, এ ক্ষেত্রে তাহার

কোনই অন্যথা হইল না। উপযুক্ত ভূমিতে, সমুচিত সময়ে, প্রণয়ের বীজ পড়িয়া সহজেই অঙ্কুরিত হইল। প্রতি-নিয়ত জলসেক ও যত্ন করায়, অচিরে তাহা বাড়িয়া উঠিল এবং কোনরূপ বিঘ্ন বাধা না পাইয়া, অবিলম্বে পত্র-পুষ্প সুশোভিত মনোহর পাদপে পরিণত হইয়া উঠিল।

কত সময়েই তাঁহাদিগের নির্জ্জনে সাক্ষাতের সুবিধা হইত; কত সময়েই তাঁহাদের প্রাণের কথা পরস্পরকে জানাইবার সুযোগ ঘটিত এবং কত সময়েই তাঁহারা পরস্পরের বুদ্ধি, বিবেচনা ও চরিত্রবলের মহোচ্চতা পরীক্ষা করিবার অবসর পাইতেন। প্রত্যেকেই আপনাকে অপরের অপেক্ষা অযোগ্য এবং একান্ত হীন বলিয়া মীমাংসা করিতেন; সুতরাং এ ক্ষেত্রে নিরতিশয় মধুময়, মোহময়, পবিত্র প্রেমেরই উদ্ভব হইল, একথা বলাই বাহুল্য।

তারাসুন্দরী যুবক-যুবতীর এই ভাব লক্ষ্য করিতে পারিলেন না, এমন নহে। এই বর্দ্ধমান প্রেমের স্রোত নিরুদ্ধ করিতে তাঁহার বাসনা হইল না; কিন্তু নিদারুণ চিন্তায় তিনি আকুল হইয়া রহিলেন। বিবাহ-সঙ্ঘটনের শত সহস্র প্রতিবন্ধক তিনি দেখিতে থাকিলেন। অদৃষ্ট, নিতান্ত প্রসন্ন না হইলে, এরূপ শুভ সম্মিলন ঘটিবে না, ইহাও তিনি বুঝিলেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি কন্যাকেও ইহার আভাস দিলেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিনোদ এম্. এ. পাস করিলেন। কিন্তু কথাটা বলাই ভাল—এবার আর তিনি প্রথম বিভাগের উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিলেন না। গেজেটে দ্বিতীয় বিভাগে এম্. এর তালিকায় তাঁহার নাম প্রকাশিত হইল। কেবল আইন শুনিবার জন্য প্রাতে এক এক বার কলেজে যাওয়া ছাড়া, তাঁহার আর কলিকাতায় থাকিবার প্রয়োজন রহিল না।

ক্রমে সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাণের প্রাণ বিজলীকে নিত্য দর্শনের সুযোগ ছাড়িয়া, বিনোদকে এবার বাটী যাইতে হইবে। এই দীর্ঘাবকাশ কলিকাতায় কাটাইবার ওজর কিছুই নাই। মা কোন কথাই শুনিবেন না; দাদা আর বউ দিদি ঝগড়া করিবেন। বিশেষতঃ বড়ই আদরের, বড়ই স্নেহের বিধবা ভগ্নী অপরাজিতা, সুদীর্ঘ কালের পর, বাপের বাড়ী আসিয়াছেন; তাঁহার সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত কলেজ বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই যাওয়া উচিত ছিল; ছুটীর সময় না যাওয়া নিতান্ত অসম্ভব। অতএব বাটী যাইতেই হইবে এবং অন্ততঃ একমাস কাল বিজলীর কাছ ছাড়া

হইয়া থাকিতেই হইবে। অতীব উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে, তারা-সুন্দরী ও বিজলীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে, বিনোদ তাঁহাদিগের আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিজলী একাকিনী উপরের ঘরে বসিয়াছিলেন। বিনোদ ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, —"তুমি একা বসিয়া আছ বিজু? মা কোথায়?"

বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এত পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা থাকিলেও, একাকিনী বিনোদের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতে তাঁহার বড়ই লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। মুখ রক্তবর্ণ হইল; লজ্জা সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিল। অধোমুখে অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"মা নীচে স্নান করিতে গিয়াছেন।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমাকে আজি বাড়ী যাইতে হইবে। তাই তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

বিজলীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিনোদকে দর্শন করিয়া, বিনোদের সহিত কখন কখন এক একটী কথা কহিয়া, বিজলী শোক ও দুঃখ, দুরবস্থা ও দারিদ্র্য সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতেই অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। অনেক সুখের কল্পনা হৃদয়ে লইয়া, প্রাণের ভিতর অনেক আনন্দের পুতুল ভাঙ্গিয়া ও গড়িয়া, তিনি বড়ই সন্তোষের সহিত কাল কাটাইতেছেন। অভাগিনীর কপাল-দোষে

সে সুখের রাজ্য বুঝি আজি ভাঙ্গিয়া যায়। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"বাড়ীতে কত দেরী হইবে?"

বিনোদ উত্তর দিলেন,—"অন্ততঃ এক মাস।"

তবু ভাল! বিজলীর প্রাণ কতকটা আশ্বস্ত হইল। এক মাস দীর্ঘ সময় বটে; কিন্তু কষ্টে স্থষ্টে কাটিতে পারে। বলিলেন,—"দয়া করিয়া, নিজগুণে, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আমাকে এক একবার মনে করিবে কি?"

বিনোদ ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"তোমার অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে পারিব না। এক একবার তোমাকে মনে করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে। হৃদয় অনবরত যাহাকে ধ্যান করে, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যাহার স্বর্ণকান্তি অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত, মন যাহার অশেষ গুণরাশি অনুচিন্তনে প্রতিনিয়ত ব্যাপৃত, সেই সর্ব্ব-শোভাময়ী বিজলীকে আমি এক একবার স্মরণ করিব, এরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞায় কখনই আবদ্ধ হইতে পারিব না।"

পূর্ণ হৃদয়ের পূর্ণ প্রেমের কথা। বিজলী ইহার অনুরূপ উত্তর দিতে অশক্ত। উত্তর মনে আসিয়াছিল, কিন্তু মুখে আসিল না। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"তুমি হয় তো পরিণাম চিন্তা করিতেছ না।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি একবারও পরিণাম চিন্তায় উদাসীন নহি। তুমি আমারই হৃদয়-রাজ্যের রাজেশ্বরী। স্থির সঙ্কল্প করিয়াছি বিজু, তোমাকে

সহধর্ম্মিণী করিয়া, আমি জীবনকে অচ্ছেদ্য সুখের নিগড়ে বাঁধিয়া ফেলিব। সংসারের কোন বিঘ্ন-বাধা আমাকে এই সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না। প্রাণেশ্বরি, হৃদয়দেবি, আমার এই বিদায়-কালে, তোমার অভিপ্রায় কৃপা করিয়া ব্যক্ত কর।”

বিজলী নিরুত্তর। মনের আবেগে তখন তিনি উন্মাদিনী। ভাষায় সে হৃদয়-ভাব পরিব্যক্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল। তখনই ধিনোদের চরণ-তলে লুণ্ঠিত হইয়া, আপনাকে তাঁহার ক্রীতদাসী বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য বিজলীর হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি নিরুত্তর। সকাতরে বিনোদ পুনরায় বলিলেন,—“বুঝিতেছি দেবি, আমি অতি হীন, নিতান্ত অযোগ্য। আমার এ সঙ্কীর্ণ ও কুৎসিত হৃদয়ক্ষেত্র তোমার ন্যায় দেবীর নিমিত্ত মন্দির প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান নহে। কিন্তু আমি সকল কথা ভুলিয়াই নিতান্ত প্রগল্‌ভ আশায় প্রমত্ত হইয়াছি এবং আপনার অপূর্ণতার বিচার না করিয়াই, এই দুরাশা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি। অতঃপর তুমি ইচ্ছা করিলে এই জীবনকে চিরানন্দময় ও সুখের নিকেতন করিতে পার, অথবা ইহার আশা ভরসা বিচূর্ণ করিয়া ইহাকে চির-দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া দিতে পার। বল দেবি, বল করুণাময়ি, আমার জন্য তুমি কোন্ গতি স্থির করিতেছ

বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। বিজলী কাঁপিতে কাঁপিতে বিনোদের চরণ সমীপে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"জানি না, কোন্ পুণ্যবলে এই ঘৃণিত কুসুম দেবপূজায় ব্যবহৃত হইবার কথা হইতেছে; জানি না, কোন্ সুকৃতি ফলে এই পথের মৃত্তিকা দ্বারা রাজমুকুট-নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। তোমার সহধর্ম্মিণী—তোমার জীবনসঙ্গিনী! বড়ই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা! বড়ই লজ্জাজনক দুরাশা! এ অভাগিনীর সে স্পর্দ্ধা নাই। তোমার দাসীর দাসী হইয়া চরণের এক প্রান্তে স্থান পাইলেই, আমি আপনাকে ভাগ্যবতীগণের অগ্রগণ্যাজ্ঞান করিব। কিন্তু"—

আবার বিজলীর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। নিতান্ত ব্যাকুলতার সহিত বিনোদ বলিলেন,—"কিন্তু কি? বল, বল, বিজলি! কিন্তু কি? আমাকে স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুনরায় নরকে নিক্ষেপ করিও না।"

বিজলী বলিলেন,—"কিন্তু আমি মা'র মুখে শুনিয়াছি তোমার সহিত আমার বিবাহ সঙ্ঘটন অসম্ভব। আমরা অপরিচিত দরিদ্র। তুমি রাজরাজেশ্বর; রূপে, গুণে, ধনে, মানে অতুলনীয়। এরূপ বৈষম্য স্থলে বিবাহ করিতে, তোমার আত্মীয়গণ, কখনই মত দিবেন না।"

বিনোদ ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"এই কথা! আমার প্রাণ এতক্ষণ উড়িয়া গিয়াছিল। তোমার এ কথার কোনই মূল্য নাই। আমার মা, আমার দাদা

আমাকে বড়ই ভাল বাসেন। যাহাতে আমি সুখী হই, তাঁহাই তাঁহারা করিয়া থাকেন! আমার প্রবল বাসনার বিরোধে, তুচ্ছ ধন-সম্পত্তির জন্য বা অবস্থার বৈষম্য হেতু, কথনই তাঁহারা আপত্তি করিবেন না। তোমার মা'র নিকট শুনিয়াছি তোমাদিগের সহিত আমাদিগের ঘরে মিল আছে। আর কোন কারণই তো আমাকে এ রত্ন বক্ষে ধারণে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।"

বিজলী বলিলেন,—"আমি বলিতে পারি না। বোধ হয় আরও আপত্তি আছে। বিবাহ না হয়, নাই হইবে। এ দাসী চিরদিন মনে মনে তোমারই চরণের দাসী হইয়া থাকিবে। বিবাহের দুরাশা আমি কোন দিনই মনে স্থান দিই নাই। বিবাহ হউক বা না হউক, সে'জন্য আমার বিশেষ চিন্তাও নাই। তুমি আমার ইষ্টদেবতা। বিবাহ না হইলেও, কল্পনায় তোমার সেবিকা ও সঙ্গিনী হইয়া আমি পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিব এবং মনে মনে নিরন্তর তোমাকে ধ্যান করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিব। আর কিছু আমি জানি না।"

বিনোদ বাহু প্রসারণ করিয়া বিজলীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইতেছিলেন; কিন্তু তারাসুন্দরী উপরে উঠিতেছেন বুঝিতে পারিয়া, নিরস্ত হইলেন। বিজলী উঠিয়া একটু দূরে দাঁড়াইলেন। তারাসুন্দরী প্রবেশ করিলেন।

বিনোদ বলিলেন,—"মা, আমাকে আজই বাটী যাইতে হইবে; প্রায় এক মাস বিলম্ব হইতে পারে; আপনাদের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"এবার অনেক দিন বাড়ী যাও নাই; এই দীর্ঘ ছুটিতে বাড়ী যাওয়াই আবশ্যক। আমরা বহু বিষয়েই তোমার মুখাপেক্ষী। তোমাকে দিনান্তে একবারও দেখিতে না পাইলে, আমাদের বড়ই কষ্ট হইবে। বাটী হইতে দুই একদিন অন্তর একখানি করিয়া পত্র লিখিলে আমরা বড়ই সুখী হইব।"

বিনোদ বলিলেন—"নিশ্চয়ই পত্র লিখিব। অনুরোধ করিতেছি, আপনাদিগের কোনরূপ বিপদ বা অমঙ্গলের সূচনা হইলে, আমি যেন তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাই। বিজলী, তোমাকেই এ ভার গ্রহণ করিতে হইবে। বল, সামান্য অনিষ্টের আশঙ্কা হইলেই তুমি আমাকে সংবাদ দিবে!"

বিজলী সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলেন। বিনোদ তারাসুন্দরীকে প্রণাম করিলেন এবং বিজলীকে বলিলেন, —"তবে বিজু, আমি যাই।"

বিজলী নিরুত্তর—অধোমুখ। তারাসুন্দরী বলিলেন,— "আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সকল মনোরথ সফল হউক।"

ধীরে ধীরে বিনোদ প্রস্থান করিলেন। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলার' জগজ্জয়ী কবি কালিদাসের লেখনী-চিত্রিত দুষ্মন্ত, যখন কণ্বমুনির আশ্রম-পালিতা বল্কলবসনা শকুন্ত-

লার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার হৃদয়ের যে ভাব হইয়াছিল, এই অধম লেখকের ক্ষুদ্র নায়কের ক্ষুদ্রহৃদয়ও যে অধুনা তদ্রূপ আলোড়িত হইতে থাকিল, এ অনুমান অসঙ্গত নহে। সুতরাং :

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিবকেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্থ॥"

কালিদাসের এই অতুলনীয় বাক্যের সাহায্যে, আমরা বিনোদের বর্ত্তমান মনের অবস্থা কেন না পরিস্ফূট করিতে সাহসী হইব?

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্ন কালে, হরিপুরে রায়দিগের প্রকাণ্ড ভবনের এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া, বিনোদ লেখাপড়া করিতে-ছেন। তাঁহার সম্মুখে অনেক কাগজ, খাতা, কলম ও দোয়াত; চারি দিকেই ছোট বড় অনেক পুস্তক; কোন খানি খোলা, কতকগুলি বোজান। পড়া শুনা আর ভাল লাগিল না। পুস্তক হইতে নয়ন অপসারিত করিয়া, উভয় হস্ত দ্বারা কেশগুলিকে নাড়িতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর, বলিয়া উঠিলেন,—"সময় হইয়াছে —জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য সাধনের সময় আসিয়াছে। বয়সের অল্পতা, সময়ের অনুপযোগিতা কিছুই আর প্রতি-বন্ধক নহে। কে জানে সে অন্বেষণে আমার জীবনে কি বিপদ ঘটিবে। বিবাহের পূর্ব্বে—নিরপরাধ নারীকে জীবন-সঙ্গিনী করিবার পূর্ব্বে, এই ব্রত সমাপ্ত করিতে হইবে। বাচি বা মরি, এই কার্য্যই অধুনা অবলম্বনীয়। ছি! এ অবস্থায় প্রেমের কথা, সুখের চিন্তা, সাধের কল্পনা শোভা পায় না। এইবার কলিকাতায় যাওয়ার পর বিজলীর নিকট বিদায় লইয়া এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইব। ইহারই ফলাফলের উপর আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত ব্যবস্থা

নির্ভর করিতেছে।” আবার তিনি পুস্তকপাঠে মনঃসংযোগ করিলেন। তাঁহার হস্তস্থিত পুস্তক “Jeffrey on Beauty and Taste.” একটু পড়ার পর এ পুস্তক পড়িতে আর ভাল লাগিল না। উপন্যাস বাহির করিলেন। পুস্তকের নাম, “Henry Dunbar”—গ্রন্থকর্ত্রীর নাম Miss Braddon. এ পুস্তক তাঁহার পুনঃপুনঃ অধীত; তথাপি তিনি আগ্রহের সহিত এই পুস্তক আবার অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন

রায়-পরিবারের সহিত বিনোদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলেও, তিনি স্বর্গীয় হরিদাস রায় মহাশয়ের পুত্ররূপে পরিচিত। একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, ঘটনাক্রমে পিতৃহীন হইয়া, বিনোদ রায়দিগের ভবনে আনীত হইয়াছেন এবং তদবধি অপত্য-নির্ব্বিশেষে তথায় প্রতিপালিত হইতেছেন।

স্বর্গীয় হরিদাস রায় মহাশয়ের এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র যতীন্দ্রনাথ রায় বয়সে বিনোদের অপেক্ষা দশ বারো বৎসরের বড়; কন্যা অপরাজিতা বিনোদের অপেক্ষা তিন বৎসরের ছোট।

বিনোদ এই সংসারে আনীত হওয়ার তিন বৎসর পরে, হরিদাস রায় মহাশয় স্বর্গলাভ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, বিনোদকে যেন কখনই কেহ কোনরূপ অযত্ন না

করেন; কেহই যেন তাঁহাকে পর না ভাবেন; গৃহিণী যেন তাঁহাকে গর্ভজাত সন্তান ভিন্ন অন্যরূপ মনে না করেন এবং যতীন্দ্রও যেন তাঁহাকে কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহার এক উইলও ছিল, অন্যান্য কথা ব্যতীত, তাহাতে বিনোদের সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ছিল যে, "ইহাও প্রকাশ থাকে যে, শ্রীমান্ বিনোদবিহারী আমার পুত্র-রূপে প্রতিপালিত হইতেছেন। যদি বিবাহাদির পর আমার প্রথম পুত্র যতীন্দ্রের সহিত বিনোদের মনের অকৌশল ঘটে এবং উভয়ের পৃথক্ অন্নে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে আমার পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি, যতীন্দ্র ও বিনোদ তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইবেন।"

ঘটনা-চক্রে আবর্ত্তিত পিতৃমাতৃহীন বিনোদ, এই নূতন পরিবারের মধ্যে স্থান পাইয়া, বড়ই সুখে কাল কাটাই-তেছেন। তিনি ৺হরিদাস রায়কে পিতা, তাঁহার গৃহিণীকে মাতা, তাঁহার পুত্রকে জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং তাঁহার কন্যাকে সহোদরা ভগিনী ভাবিয়াই আসিতেছেন। গৃহিণী তাঁহাকে গর্ভজাত সন্তান বলিয়া স্নেহ করিয়া থাকেন, যতীন্দ্র তাঁহাকে বাস্তবিকই কনিষ্ঠ ভাই বলিয়া মনে করেন, এবং অপরাজিতা তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসেন। সর্ব্ব-সাধারণে তাঁহাকে রায়দিগের ছোট বাবু বলিয়াই জানে।

রায়দিগের সম্পত্তি নিতান্ত অল্প নহে। তাঁহাদের

ভূসম্পত্তির বার্ষিক আয় দশ-বারো হাজার টাকা। পল্লী-গ্রামে এই আয়ে একটু ধূমধামের সহিতই থাকা যাইতে পারে। তাঁহাদিগের সংসারে লোকও বেশী নহে। বিধবা কর্ত্রী ঠাকুরাণী, যতীন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী এবং বিনোদ এই কয় ব্যক্তিকে লইয়া স্বায় পরিবার গঠিত। সম্প্রতি এই সংসারে আর এক জন বাড়িয়াছেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, বিবাহের কিছু পরেই, অপরাজিতা বিধবা হইয়াছেন। নানা কারণে বাধ্য হইয়া তিনি এত দিন শ্বশুরালয়েই ছিলেন। তাঁহার স্বামীর পরিত্যক্ত প্রায় দেড় লক্ষ টাকা আয়ের তিনিই উত্তরাধিকারিণী। সেই আয় নিষ্কণ্টক করিয়া লইবার নিমিত্ত,যতীন্দ্র ও বিনোদের অভিপ্রায়ানুসারে,বৈধব্যের পরেও প্রায় পাঁচবৎসর তাঁহাকে শ্বশুরগৃহেই থাকিতে হইয়াছিল। অধুনা সে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। তিন মাস হইল এই ধনশালিনী বিধবা আপনার মা ও ভাইদের নিকট আসিয়াছেন।

বিনোদ যখন পুস্তক পাঠে অত্যন্ত আবিষ্ট-চিত্ত, সেই সময়ে যতীন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র বিনোদ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি আজি গ্রামান্তরে যাইবেন শুনিতেছি। কোথায় যাইবেন? কেন যাইবেন?"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"যাইবার কথা হইয়াছে বটে;

কিন্তু তোমার সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। সে কথা পরে বলিতেছি। এই নিদারুণ গ্রীষ্মে কয়েক দিনের অবকাশ পাইয়া বাটী আসিয়াছ। এ সময়ে এত পরিশ্রম করিয়া পড়া-শুনা না করিলেই ভাল হয়। অধিক পরিশ্রমে তোমার চেহারা যেন খারাপ হইয়া যাইতেছে। না হয় বি. এল্. নাই দিবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"মা রাগ করার পর হইতে আমি তো আর রাত্রি জাগিয়া পড়ি না দাদা। আমি এখন পরীক্ষার কোন পুস্তকও পড়িতেছি না। পরীক্ষাটা না দিলেই বা হইবে কি? বয়স তো কম হইল না। কবে আপনাদের কাজে লাগিব তাহা তো জানি না।"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"কাজে লাগিবার কোনই প্রয়োজন দেখিতেছি না। যে আয় আছে, তাহাতে দুই ভাইয়ের নির্ব্বিবাদে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ব্যাঘাত হইবে বোধ হয় না। অপরাজিতারও একটা রাজার মত আয়। অতি দুঃখের বিষয় হইলেও, অতঃপর সে আয় আমাদিগের সংসারের উন্নতির নিমিত্তই প্রধানতঃ খরচ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি এম্. এ., বি, এল. পাস করিয়া মাসে আড়াই শত টাকা না আনিলে যে বিশেষ ক্ষতি হইবে, এমত বোধ করি না। তুমি লেখাপড়া শিখিয়া মুখোজ্জ্বলকারী হইয়াছ, ইহাই যথেষ্ট। আশীর্ব্বাদ

করি, তোমার যশ পৃথিবী ব্যাপ্ত হউক। একটা গুরু-তর কথার জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি উপ-যুক্ত হইয়াছ, তোমার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজই আমার করিতে ইচ্ছা হয় না। বিশেষ এখন যে কাজের কথা বলিতেছি, তাহা নিতান্তই তোমার পরামর্শ সাপেক্ষ।"

বিনোদ একটু উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—"এমন কি কথা দাদা? আপনি যে বিষয়ে যাহা করিবেন, তাহার উপর আবার আমার পরামর্শ কি?"

যতীন্দ্র বলিলেন, "তাহা হইলেও, এ বিষয়টা তোমার শুনিতেই হইবে, আর ইহার একটা উত্তরও দিতে হইবে। মা তো আমাকে তোমার বিবাহের জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতেছেন; তোমার বউ দিদিও এজন্য কম উৎপীড়ন করিতেছেন না। আমি মনে করিতেছি, এই মাসেই শুভ কর্ম্ম শেষ করিয়া ফেলি। তা তুমি কি বল ভাই?"

বিনোদ চমকিত হইয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবি-লেন, "কি সর্ব্বনাশ! আমি কাহাকেও না বলিয়া, গুরু-জনের মত না লইয়া, বিবাহের সকলই স্থির করিয়াছি। কথাটা এই সুযোগে, দাদার পায়ে ধরিয়া, বলিয়া ফেলি না কেন? না না, এখন থাকুক, আরও দিন কতক যাউক। অন্য সময়ে, অন্য সুযোগে বলিব।" অবনত-মস্তকে উত্তর দিলেন,—"তা—আজ্ঞা—এখন সে কথা

থাকুক। আমি এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলিতে পারিব না। যদি কিছু বলিতে হয়, বউ দিদিকে বলিব।”

যতীন্দ্র বলিলেন,—“তা তাঁকেই বলিও। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন আপত্তির কথা আমি আর শুনিতে পারিব না ভাই। কেন না, মা ঠাকুরাণী এজন্য কাঁদাকাটা পর্য্যন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। আমি পাত্রী স্থির করিয়াছি। সে বিষয়ের সমস্ত কথা তোমার বউদিদির নিকট হইতেই শুনিও। বিলম্ব না করিয়া আজিই তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিও। তোমার জলখাবারের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমি বাটীর মধ্যে গিয়া তোমার বৌদিদিকে জলখাবার আনিতে বলি না কেন? জল খাওয়া হইবে, কথাবার্ত্তাও হইবে।”

যতীন্দ্র প্রস্থান করিলেন; বিনোদ ভাবিতে লাগিলেন, “এক্ষণে কি উপায়? স্নেহময়ী মা কাঁদিতেছেন। কি ভয়ানক কথা! লৌকিক না হউক, ধর্ম্মতঃ আমার বিবাহ হইয়াছে। বলিয়া ফেলি। মা’র কাছে কাঁদিয়া, দাদার পায়ে ধরিয়া বলিলে তাঁহারা কখনই অমত করিবেন না। কিন্তু কি বলিব? কাহার কন্যা, কোথায় বাস, কি পরিচয় সে সকল কিছুই জানি না। এইবার গিয়াই সে সংবাদ যেমন করিয়া হউক জানিব। তাহার পর বাড়ীতে সকল কথা বলিব। বিবাহ স্থির হইয়াছে বুঝিলে এখানকার সকলেই নিশ্চিন্ত হইবেন। কিন্তু বিবাহ

ঘটিবে কবে জানি না। যে কর্ত্তব্যের ভার আমার স্কন্ধে তাহার পরিসমাপ্তি না হইলে কখনই বিবাহ হইবে না। বিজলীকে সমস্ত বলিব, তাহার জননীকে সকল কথা জানাইব। নিশ্চয়ই তাঁহারা বুঝিবেন এবং বিলম্ব করিতে সম্মত হইবেন। ঈশ্বর আমাকে বল দেও, বুদ্ধি দেও, সাহস দেও। যেন জীবনের ব্রত সুসিদ্ধ হয়, যেন কর্ত্তব্য-সাধন জনিত শান্তি-লাভে আমি বঞ্চিত না হই।"

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠের একটী পার্শ্বদ্বার খুলিয়া গেল এবং ধীরে ধীরে সেই উন্মুক্ত দ্বার দিয়া এক ভুবন-মোহিনী সুন্দরী তথায় প্রবেশ করিলেন। তিনিই অপরাজিতা—বিধবাবেশধারিণী। তাঁহার এক হস্তে রজত পাত্রপূর্ণ বিবিধ খাদ্য সামগ্রী। অপরাজিতা বলিলেন, —"বউদিদি তোমার জন্য জলখাবার আনিতেছিলেন, আমি তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া আনিয়াছি। তিনিও আসিবেন এখন। দাদা তাঁহাকে তোমার সহিত কি পরামর্শ করিতে বলিয়াছেন। উঠ, এখন জল খাও! একি বিনোদ, তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তুমি কত ভাবিতেছ। কি জন্য এত ভাবনা তোমার?"

এ স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বিনোদ বয়সে কিছু বড় হইলেও, অপরাজিতা কখনই তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকেন না। এজন্য গুরুজনগণের শাসন ও তিরস্কার সকলই ব্যর্থ হইয়াছে। বাল্যকাল হইতে একত্রাবস্থান ও খেলা-ধূলা করায়, উভয়ের মধ্যে বড়ই সমপ্রাণতা হইয়াছে। বয়সও প্রায় সমান। কাজেই অপরাজিতা কোন মতেই বিনোদকে দাদা বলিয়া উঠিতে

পারেন নাই মুখে যেন বাধিয়া যায়। তিনি অন্যায় বুঝিলে বিনোদকে শাসন করেন; সকল বিষয়েই পরামর্শ গ্রহণ ও প্রদান করেন। তাঁহার বিশ্বাস, দাদা বলিলে যেন মস্ত একটা গুরুলোক মনে করিয়া সাবধানে কথা কহিতে হইবে; নিকটে আসিতে হইলে ভয়ে পা কাঁপিবে; সকল সময়েই ধমক খাইবার জন্য প্রাণকে তৈয়ার করিয়া রাখিতে হইবে। বিনোদের সম্বন্ধে তাহা তিনি পারিবেন না। বিনোদও, অপরাজিতার মুখ হইতে দাদা সম্ভাষণ অপেক্ষা, নাম ধরিয়া ডাকাটাই বেশী ভাল বাসেন। সুতরাং এইরূপই চলিয়া আসিতেছে।

বিনোদ বলিলেন,—"না অপি, আমি তো কিছুই ভাবিতেছি না। যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় ভগিনীর আদর, স্নেহ, ভালবাসা ভোগ করে, এ জগতে তাহার কোনই ভাবনার কারণ থাকিতে পারে কি? তবে বোধ হয় প্রাণের মধ্যে লুকান দুই একটা ভাবনা ছাড়া মানুষ নাই। আমার একটা প্রধান ভাবনার কারণ তুমি। তোমাকে দেখিলেই আমার প্রাণে বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। তোমার অশেষ গুণের সঙ্গে সঙ্গে, তোমার এই দুর্দ্দশার কথা মনে হইলেই, প্রাণটা যেন ফাটিয়া যায়।"

অপরাজিতা কিয়ৎকাল অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আমার দুর্দ্দশা কি?"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহাও কি ছাই মুখে বলা যায়! দুর্দ্দশা তোমার সকল দেহেই মাখা রহিয়াছে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"আমার বৈধব্য তোমার কষ্টের কারণ। তোমরা পুরুষ—ভোগাসক্ত, হৃদয়ের বলশূন্য ক্ষুদ্র জীব। বৈধব্যে কি মহত্ত্ব তাহা প্রণিধান করিবার শক্তি তোমাদের নাই। আপনাদিগের সংকীর্ণ হৃদয় লইয়া, তোমরা নারী-হৃদয়ের বিচার করিতে অগ্রসর হও; সেই জন্য তোমরা বিধবার দুর্দ্দশাই দেখিতে পাও। কিসে আমার দুর্দ্দশা?"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার ঐ বস্ত্র, তোমার ঐ ভূষণহীন দেহ, সিন্দুরশূন্য সীমন্ত, ভোগবিহীন অবস্থা সকলই দুর্দ্দশার পরিচয় দিতেছে।"

অপরাজিতা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"ছি! এম্. এ. পাস করা উচ্চশিক্ষিত বিনোদ বাবুর মুখে এ কথাটা ভাল শুনায় না। আমার বস্ত্রে পাইড় নাই, দেহে স্বর্ণ ও হীরক নাই, সীমন্তে সিন্দুর নাই, সামান্য ভোগের উপায় নাই; সুতরাং আমার দুর্দ্দশা অসীম। বিনোদ—ভাই? এ সকল নিতান্ত স্বার্থপরের কথা। দেহকেই যাহারা সকল পদার্থের সার বলিয়া জ্ঞান করে, সেই নাস্তিকদের এই উক্তি। তুমি এ সকল জঘন্য কথা কোথায় শিখিয়াছ? আমার কোন ভোগ নাই, কোন তৃপ্তি নাই? আমি অলঙ্কার পরি না, কিন্তু যাহাদের আমি বড় ভালবাসি, তাহারা

অলঙ্কার পরে। তাহাদের বস্ত্রালঙ্কার দেখিয়া, তাহাদিগকে সাজাইয়া আমি কেন না পূর্ণ সন্তোষ পাইব? আমি মাকে ভক্তি করি, দাদাকে শ্রদ্ধা করি, বউদিদিকে খুব ভালবাসি, তোমাকে অভিন্নহৃদয় সহোদর বলিয়া স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা সকলই করি। আমার বৈধব্য এ সকল সুখ আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই তো। তবে কেন আমি অসুখী হইব?"

বিনোদ নীরব। সকল কথার উত্তর দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। অপরাজিতা আবার বলিলেন,—"শুনিতেছি শীঘ্রই তোমার বিবাহ হইবে। সেই বউটীকেও আমি আমার অভিন্নহৃদয়া সখী বলিয়া বুঝিব। তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া,তোমার সহিত তাহাকে হাস্য-কৌতুক করিতে দেখিয়া, আমি পূর্ণ তৃপ্তি উপভোগ করিব। তবে আমার কোন্ আনন্দ নাই ভাই?"

বিনোদ নীরব। হৃদয়ের এ কি অলৌকিক উদারতা! অপরাজিতা আবার বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি,আমার সন্তান হয় নাই বলিয়া তোমরা আক্ষেপ কর। একটী সন্তান হওয়ার পর যদি আমায় বৈধব্য ঘটিত, তাহা হইলে তোমরা এত দুঃখিত হইতে না। বড় লজ্জার কথা! দাদার ছেলে হইবে, তোমার ছেলে হইবে, আমিই তাহাদের মানুষ করিব, তাহারা দিনরাত্রি আমার কাছেই থাকিবে, পিসি মা ছাড়া আর কিছু তাহারা জানিবে না।

তথাপি সন্তানের অভাব হেতু তোমরা আমাকে অভাগিনী বলিয়া মনে করিবে? কিন্তু তোমরা পুরুষ—ঈশ্বর হয়তো তোমাদের এত বুঝিবার শক্তি দেন নাই।"

এক গ্লাস জল ও এক ডিবা পান হস্তে লইয়া, আর এক পূর্ণাঙ্গী সুন্দরী যুবতী তথায় প্রবেশ করিলেন। তিনিই যতীন্দ্রনাথের পত্নী—ব্রজেশ্বরী। টেবিলের উপর জলের গ্লাস ও পানের ডিবা রাখিয়া, ব্রজেশ্বরী যাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা বর্ত্তমান কালের রুচি অনুসারে বড়ই অশ্লীলরসিকতা ও অসভ্য-জনোচিত উক্তি। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে হইলে, ভাল-মন্দ কিছুই বাদ দেওয়া চলে না। কাজেই আমরা, চক্ষুকর্ণ নিরুদ্ধ করিয়া, সেগুলি লিখিয়া ফেলিলাম। ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"ওমা! এখনও জল খাওয়া হয় নাই বুঝি! ভাই-বহিনে এক জায়গায় হইলেই বুঝি খাওয়া-দাওয়া সবই ভুলিয়া যাইতে হয়?"

বিনোদ বলিলেন,—"বউদিদি, তুমি ভারি দুষ্ট; এই তো অপি খাবার লইয়া আসিয়াছে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"ওমা, সে বুঝি এই তো। তা জানি আমরা, আমোদে থাকিলে সময়টা বড় শীঘ্রই পলাইয়া যায়। তা বেশ তো, আমি না হয় আর কোন কথাই বলিব না। তুমি এখন জল খাইতে আরম্ভ কর; আমি তোমাকে দুইটা দরকারী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া

যাই। তাহার পর তোমরা ভাই-বহিনে যত পার রঙ্গরস করিতে থাক।”

বিনোদ ভোজন আরম্ভ করিলেন। ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“তোমার দাদার মুখে শুনিয়াছি, বিধবার বিবাহ শাস্ত্র-সঙ্গত; তুমিও অনেকবার বলিয়াছ, সে বিষয়ে কোনই ভুল নাই।”

বিনোদ বলিলেন,—“আবার বলিতেছি, অবস্থা বিশেষে বিধবা-বিবাহ নিতান্ত বিধেয়।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“তবে তোমাদের মত গুণবান্ ভাই থাকিতে,এমন ভুবন ভুলান ভগিনীর বিবাহ হয় না কেন?”

অপরাজিতার মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অধোমুখে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“ঠাকুরঝি যাইতেছ কেন? ভাল কথাই তো আমি বলিতেছি। তা যাইতেছ—যাও। আমি ঠাকুরপোর মত ঠিক করিয়া, তোমার দাদাকে জানাইয়া, সব বন্দোবস্ত স্থির করিয়া ফেলিব এখনই।”

অপরাজিতা প্রস্থান করিলেন। ব্রজেশ্বরীর তাহাই দরকার। তিনি বলিলেন,—“তামাসা যাউক, এই মাসেই তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে ঠাকুরপো। এখন তোমার কি মত বল।”

বিনোদ বলিলেন,—“আমি এখন কিছুদিন বিবাহ করিব না।”

"কেন ?"

"এ কেনর উত্তর নাই। আমার এখন ইচ্ছা হয় না—ভাল লাগে না! যখন ভাল লাগিবে, তখন তোমাকে ডাকিয়া, দাদাকে বলাইয়া, বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে অনুরোধ করিব।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"মাকে কি বলিয়া বুঝাইব? তোমার অকারণ অনুরোধ তাঁহারা শুনিতে চাহেন না। তোমার দাদা যদিও তোমার অনিচ্ছা বুঝিয়া চুপ্ করিয়া থাকেন, মা তো সে কথা কাণেও ঠাঁই দিবেন না।"

বিনোদ বলিলেন,—"তুমি মনে করিলে বাড়ীর সকলকে যাহা খুসী তাহাই বুঝাইতে পার। তুমি এ বাটীর লক্ষ্মী; তোমার কথা কে না বুঝিবে, কে না শুনিবে? মাকে বলিও, আমি এবার কলিকাতা হইতে ঘুরিয়া আসিয়াই বিবাহ করিব। আর দাদাকে বলিও, আমি সকল বিষয়েই তাঁহার আজ্ঞার অধীন, কেবল বিবাহবিষয়ে, একটা নিগূঢ় কারণে, আমি কিছু দিন বিলম্ব করিতে চাহিতেছি মাত্র। তিনি যেন দয়া করিয়া এই অপরাধটা ক্ষমা করেন।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"সে নিগূঢ় কারণ কি, আমাকে না বলিলে, আমি তোমার কোন কথাই শুনিব না।"

বিনোদ বলিলেন,—"বলিব, বউদিদি এ জগতে সে কথা তোমাকেই প্রথমে বলিব; কিন্তু আজ নয়। দোহাই

তোমার, এখন আমাকে মাপ কর। যাও তুমি, আমি এখন বেড়াইতে যাই। আমি যেমন যেমন বলিয়া দিলাম, সেই সব কথা একটু ভাল করিয়া, একটু গুছাইয়া,দাদাকে মাকে বলিও, যেন এদিক ওদিক না হয়। আর যেন নষ্টামী করিয়া, দাদার কাছে আমার নামে কতকগুলা মিথ্যা ঠকামি লাগাইও না। তাহা হইলে মজা দেখিতে পাইবে।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“ঠিক বলিব—এক বর্ণও এদিক ওদিক হইবে না। তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে যাহা বলিব তাহা শুনিয়া রাখ না কেন? আমি বলিব, তোমার দেশমজানী ভগিনী তোমার গুণধর ভাই-য়ের মনটীকে একেবারে বেমালুম চুরি করিয়াছেন। এখন যদি সেই ভগিনীকে ধরিয়া ভাইয়ের গলায় গাঁথিয়া দিতে পার, তবেই সকল দিক রক্ষা হয়। কেমন, এই তো কথা? দেখ, কিছু ওদিক এদিক হয় নাই তো?”

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই, মুখে কাপড় দিয়া, হাসিতে হাসিতে,ব্রজেশ্বরী প্রস্থান করিলেন। নিতান্ত চিন্তিতভাবে, অন্য দ্বার দিয়া, বিনোদ নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একখানি ডাকের চিঠি বিনোদের হস্তগত হইল। তাহাতে এই কথা লিখিত ছিল,—

"বিনোদ বাবু,

আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। সহসা মাতাঠাকুরাণীর অতিশয় কঠিন পীড়া হইয়াছে। আমার দ্বারা চিকিৎসাদির কোন ব্যবস্থাই হইয়া উঠা সম্ভব নহে। এ সংসারে সহায় ও ভরসা সকলই আপনি। এ অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, দয়া করিয়া তাহাই করিবেন। ইতি ১৩ই বৈশাখ, ১৩০৭ সাল।

আশ্রিতা

বিজলী।"

পত্র পাঠ করিয়া বিনোদ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। সংসারে কোন আত্মীয়-বন্ধু নাই। নিশ্চয়ই পীড়িতা জননীকে লইয়া বিজলী বড়ই বিব্রত হইয়াছেন। এরূপ বিপদের কথা শুনিয়া স্থির থাকা উচিত নহে। সুতরাং কল্য প্রাতেই বিনোদকে কলিকাতা যাইতে হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া মা, দাদা, বউদিদি ও অপরা-

পিতার নিকট সহসা কলিকাতা গমনের প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন, তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। এই সে দিন তিনি কলিকাতা হইতে বাটী আসিয়াছেন, আবার আজই ফিরিয়া যাইবার কথা বলা বড়ই অসঙ্গত। বলিলেও কেহই মত দিবেন না, সকলেই অনেক আপত্তি করিবেন। আসল কথাটাও সকলকে জানাইবার উপায় নাই। বড়ই বিষম সমস্যা।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনোদ ধীরে ধীরে বউ দিদির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কোন প্রকার সূচনা না করিয়া একেবারেই বলিয়া ফেলিলেন,—"দোহাই বউদিদি, তোমার পায়ে পড়ি; তোমাকে আমার একটা উপকার করিতেই হইবে।"

ব্রজেশ্বরী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তা এত তাড়াতাড়ি কেন? আমি যখন বলিয়াছি, তোমার দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া এ কাজ ঘটাইয়া দিব, তখন তুমি পায়ে পড় বা না পড়, আমি নিশ্চয়ই তাহা ঘটাইব। এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? ক'নে তো ঘরেই আছে; না হয় দু দিন দেরী হইবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"তুমি যে রকম দুষ্ট, তাহাতে তোমার সহিত কথা কহাই ভার। আমি বড় বিপদে পড়িয়াই তোমার কাছে আসিয়াছি; আর তুমি কেবল বাজে কথা বলিয়া হাসিয়া উড়াইতেছ।"

ব্রজেশ্বরী মুখ ভার করিয়া বলিলেন,—"বিপদ! কিসের বিপদ? ক'নে কি তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া আমারই সতীন হইবেন স্থির করিতেছেন? তা সে জন্য তোমাদের সুন্দ-উপসুন্দের মত লড়াই করিতে হইবে না। আমি যেমন করিয়া পারি, তোমার জিনিস তোমাকেই ধরিয়া দিব।"

বিনোদ বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"আঃ যাও তুমি!"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"বটেই তো, ঘরে মনের মত বউ জুটিলে, ধরিয়া আনা বউদের দূর করিয়া দিতেই হয়।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি যাই। বড় দুঃখে, বড় বিপদে পড়িয়াই তোমার কাছে আসিয়াছিলাম। তুমি কথাটা একবার শুনিলেও না। এ সংসারে আর কাহার কাছে তবে দুঃখের কথা বলিব?"

বিনোদ গমনোদ্যত হইতেছেন দেখিয়া, ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"না না—ব'স। তোমার বিপদ এখন বিবাহ হওয়া; আর কথা, দাদাকে বলিয়া কিছু দিন বিবাহ বন্ধ রাখা। এ সকল আমার জানা আছে বলিয়াই, আমি মনোযোগ দিতেছি না। অন্য কোন কথা আছে নাকি? বল, কি কথা, আমি শুনিতেছি। একটা পান খাইবে?"

বিনোদ বলিলেন,—"না, আমি পান টান খাইতে চাহি না, এখন আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না।"

ব্রজেশ্বরী জিজ্ঞাসিলেন,—"কি হইয়াছে? মুখ খানা অত ভার ভার কেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"আমাকে কালি প্রাতেই কলিকাতায় যাইতে হইবে।"

"কেন?"

"আমার একটী আত্মীয়ের কঠিন পীড়া।"

"কে বলিল?"

"চিঠি আসিয়াছে।"

"কই, দেখি।"

"চিঠি বাহিরে ফেলিয়া আসিয়াছি।"

"কে সে আত্মীয়?"

"তোমরা চেন না।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"চিনি বা না চিনি, এরূপ অবস্থায় তোমার যাওয়া উচিত বটে। এ বিষয়ে বাড়ীর সকলকে রাজি করিয়া দিবার জন্য আমাকে মুরব্বি ধরিতে আসিয়াছ, কেমন? এ কথা শুনিলে তোমার দাদা যে সহজেই মত দিবেন, তাহার ভুল নাই; কিন্তু মা তো কোন কথাই শুনিবেন না। কতদিন পরে মোটে সেদিন বাটী আসিয়াছ; আবার আজই যাওয়ার কথা বলিতে গেলে, তিনি ভয়ানক রাগিয়া উঠিবেন। যাহা হউক, আমি চেষ্টা দেখিতেছি; তুমি এক ঘণ্টা পরে সংবাদ পাইবে। তাহা তো হইল, কিন্তু ঠাকুরঝির

হুকুম আদায় করিবে কে? তোমাকে নিজেই তাঁহার পায় ধরিয়া ছুটী লইতে হইবে তো।"

বিনোদ বলিলেন,—"অপির জন্য আমি ভাবি না; তাহাকে তুইটা কথা জোর করিয়া বলিলেই হইবে। মা'র আর দাদার সম্মতির কথা এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার নিকট হইতে শুনিতে চাই। বিলম্ব হইলে তোমার সহিত আড়ি হইবে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"আর আমি যদি মত না দিই।"

বিনোদ বলিলেন,—"তুমি আগেই বলিয়া ফেলিয়াছ, এ অবস্থায় আমার যাওয়া উচিত বটে। এখন যদি তুমি অমত কর, তাহা হইলে বুঝিব, সেটা তোমার মনের কথা নয়, কেবল তুষ্টামী।"

বিনোদ পুনরায় সেই বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। টেবিলের উপর বিজলীর সেই পত্রখানি নিতান্ত অসাবধানভাবে খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি আবার তাহা পাঠ করিলেন। তাহার পর নিতান্ত চিন্তিতভাবে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন।

নিঃশব্দে পশ্চাতের দ্বার দিয়া অপরাজিতা তথায় প্রবেশ করিলেন। চিত্রাদি নানাবিধ শোভন পদার্থে সেই প্রকোষ্ঠ সজ্জিত। টেবিলের উপরে অস্‌লারের অতি রমণীয় এক ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। সেই আলোকের উজ্জ্বল আভা, অপরাজিতার সমুজ্জ্বল বর্ণে প্রতিভাত হইয়া

অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল; গৃহের শোভা যেন বহুগুণে বর্দ্ধিত হইল।

নিরাভরণা সুন্দরীশিরোমণি নিঃশব্দে আসিয়া বিনোদের পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। সুন্দর ও সুন্দরীর রূপের তুলনা যদি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে আমরা এই স্থানে তাহার প্রয়াস করিতাম। কি অপূর্ব্ব শোভাময় যুবক, চিত্রার্পিত পুত্তলীর ন্যায়, অর্দ্ধশায়িতাবস্থায়, চেয়ারে উপবিষ্ট। আর শুভ্রবসনা, ভূষণ-বিহীনা, সুন্দরীপ্রধানা, নবীনা সেই চেয়ারের পশ্চাতে নীরবে দণ্ডায়মানা।

বিদ্যুলীর স্বাক্ষরিত পত্র অপরাজিতার চক্ষু-সমক্ষে পড়িল; তিনি তাহা পাঠ করিলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—"বিনোদ—"

বিনোদ চমকিয়া উঠিলেন; ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি অপি, কতক্ষণ আসিয়াছ?"

অপি উত্তর দিলেন,—"এই আসিতেছি। তুমি নাকি কালি কলিকাতায় যাইবে?"

বিনোদ বলিলেন,—"হাঁ, তুমি কোথায় শুনিলে?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"বউদিদির কাছে। বউদিদি মাকে বুঝাইতেছিলেন। মা রাজি হইয়াছেন; কিন্তু একবার তোমাকে দেখা করিতে বলিয়াছেন। দাদারও আপত্তি নাই; তাঁহার যাহা বলিবার আছে, তিনি নিজে আসিয়া তোমাকে বলিবেন।"

বিনোদ বলিলেন,—"এখন তুমি মত দিলেই আমি নিশ্চিন্তমনে যাইতে পারি।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"আমার মত তো তুমি চাও নাই—আমার কথা তো তুমি কাহাকেও বল নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমাকে নিজে বলিব বলিয়াই কোন উকীল খাড়া করি নাই।"

অপরাজিতা অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিনোদ আবার বলিলেন,—"আমি সম্ভবতঃ দুই তিন দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব। এখন তুমি আমাকে যাইতে বলিলেই আমি হাসিতে হাসিতে যাইতে পারি।"

কিয়ৎকাল নিস্তব্ধতার পর, অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিজলী কে?"

বিনোদ নিতান্ত বিচলিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"বিজলী! বিজলীর কথা তোমাকে কে বলিল? বিজলী যেই হউক, তাহা জানিবার তোমার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না।"

অপরাজিতা বলিলেন,—'প্রয়োজন নাই' এ কথা বলিতে পার না। যদি অধিকার নাই বলিতে, তাহা হইলে হয়ত আমাকে চিন্তিত হইতে হইত। তোমার সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ ইত্যাদির সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং তোমার আত্মীয়-বন্ধু, কার্য্যাকার্য্য সকলই জানিতে আমাদের প্রয়োজন আছে। বুঝিতেছি

বিজলী স্ত্রীলোক; হস্তাক্ষর ও লেখার ভঙ্গী দেখিয়া অনুমান করিতেছি, তিনি সুশিক্ষিতা; আরও বুঝিতেছি, তিনি সর্ব্বপ্রকারেই তোমার অনুগত ও মুখাপেক্ষিণী; আর তিনি স্বয়ং আপনাকে তোমার আশ্রিতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; তাহাতেও যাহা বুঝা যাইতে পারে, তাহাও বুঝিতেছি। এত বুঝিতেছি বলিয়াই 'বিজলী কে' জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।"

বিনোদ অধোমুখ। পত্রখানি সাবধানে—সঙ্গোপনে রাখিবার ত্রুটিতে তাঁহাকে এই দুরবস্থায় নিপতিত হইতে হইয়াছে। অপরাজিতা অসাধারণ বুদ্ধিমতী; বিনোদ মিথ্যাকথনে অশক্ত। দুইটা কল্পিত বাক্যে যাহা তাহা করিয়া বুঝাইলে চলিবে না; চলিলেও বিনোদ তাহা পারিবেন না; সুতরাং তিনি নিরুত্তর।

অপরাজিতা আবার বলিলেন,—"বুঝিতেছি বিজলীর কথা ব্যক্ত করিতে তোমার ইচ্ছা নাই। আর সে কথা বলিবার জন্য আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি না।"

বিনোদ উঠিয়া বলিলেন,—"অপি, আমি জীবনে কখন কোন মিথ্যা কথা কহি নাই; বিশেষতঃ তোমার নিকট হইতে জীবনের কোন রহস্য প্রচ্ছন্ন রাখা নিতান্ত অসম্ভব। সত্বরেই জানিতে পারিবে, বিজলী কে। আপাততঃ আমাকে ক্ষমা কর। আমি কল্য কলিকাতা যাইব; তুমি স্বচ্ছন্দে অনুমতি দিলে সুখী হই।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"আত্মীয়ের পীড়া; তোমার যাওয়াই উচিত। শীঘ্র ফিরিতে চেষ্টা করিবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"নিশ্চয় ফিরিব। এবার আসিয়া বিজলীর পরিচয় তোমাকে জানাইব। প্রার্থনা করি, আমার মুখে শুনিবার পূর্ব্বে, বিজলীর কথা বাটীর কাহাকেও তুমি জানাইবে না।"

অপরাজিতা প্রস্থান করিলেন।

পরদিন বিকালে আসিয়া বিনোদ কলিকাতায় পৌঁছিলেন এবং নিজের বাসা বা অন্য কোথাও না গিয়া প্রথমেই তারাসুন্দরীর সেই ক্ষুদ্র বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া কড়া নাড়িতে লাগিলেন। ভিতর হইতে মধুময় কোমল কণ্ঠে —যে কণ্ঠস্বর বিনোদের প্রাণের ভিতর সর্ব্বদা বাজিয়া থাকে, সেই চিরতৃপ্তিপ্রদ কণ্ঠে শব্দ হইল—"কে?"

বাহির হইতে শব্দ হইল—"বিনোদ।"

দ্বার খুলিয়া গেল। দ্বারপার্শ্বে জলদ-বক্ষে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় আগুল্‌ফলম্বিতকেশী অলৌকিক শোভাময়ী বিজলী হাসিভরা মুখ লইয়া দণ্ডায়মানা। উৎকণ্ঠার সহিত বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিজু, মা কেমন আছেন?"

বিজলী বলিলেন,—"একটু ভাল আছেন। ভিতরে আইস।"

বিনোদ সেই ভবনে প্রবেশ করিলেন।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিজলীর সহিত বিনোদ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তারাসুন্দরী বসিয়া আছেন। বিনোদ নিকটস্থ হইলে তিনি বলিলেন,—"দুই দিন আমার সামান্য জ্বর হইয়াছিল। কালি বৈকাল হইতে আমি বেশ আছি। অকারণ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া, আমার কোন কথা না শুনিয়াই বিজু তোমাকে পত্র লিখিয়া ফেলিয়াছে। বাটীতে ছুটীর সময় স্বচ্ছন্দে ছিলে, বোধ হয় বড় বিরক্ত হইয়াই আসিতে হইয়াছে। বাটীর লোকেরাও বোধ হয় অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। না বুঝিয়া ছেলে মানুষ বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"বিজু বড়ই ভাল কাজ করিয়াছেন। ঈশ্বর কৃপায় আপনি আজ ভাল আছেন; কিন্তু যদি আপনার পীড়া বাড়িয়া উঠিত, তাহা হইলে তো বিজলীকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইত। কোন সঙ্কোচ না করিয়া, আত্মীয়-জ্ঞানে, বিজু যে আমাকে যথাসময়ে সংবাদ দিয়াছেন, ইহাতে আমি বড় সুখী হইয়াছি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"তুমি দেব-কুমার; তোমার দেব-প্রকৃতি। বোধ হয় তুমি এখনও বাসায় যাও নাই। শরীরের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। বিজলি, ঘরে কি

আছে, দেখিয়া শুনিয়া বিনোদকে একটু জল খাইতে দেও মা।"

বিজলী সেই ঘরের এক প্রান্তে অধোমুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন; এক্ষণে মাতার আদেশ পালনে প্রস্থান করিলেন। তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন,—"তোমাকে একটা গুরুতর কথা বলিব বলিয়া বহুদিন হইতেই মনে করিতেছি; কিন্তু সে কথা শুনিয়া পাছে তুমি আমাদের উপর বিরক্ত হও, এই ভয়ে সাহস করিয়া এতদিন বলিতে পারি নাই। আজিও যে তাহা বলিয়া উঠিতে পারিব, এমন বোধ করি না। অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আর একদিন তোমাকে সে কথা জানাইব।"

বিনোদের হৃদয়ে রক্তপ্রবাহ অতি দ্রুতবেগে বহিতে লাগিল। তিনি অতি কষ্টে হৃদয়-বেগ সংযত করিয়া বলিলেন,—"আপনি যতদূর বলিয়াছেন, তাহার পর যদি আর কিছু না বলেন, তাহা হইলে নানাবিধ আশঙ্কায় ও সন্দেহে আমি অতিশয় কষ্ট পাইব। আমি আপনার স্নেহের পাত্র; আমি এরূপ কষ্ট পাইলে আপনি কখনই সুখী হইবেন না। যাহা বলিতে হয়, কৃপা করিয়া এখনই বলুন।"

তারাসুন্দরী বলিলেন—"যদি আমাদিগের এরূপ দুঃখের দশা না হইত, যদি আমাদিগকে এরূপ ঘৃণিত ও দীনভাবে না থাকিতে হইত, তাহা হইলে সহজেই

তোমার নিকট মনের কথা প্রকাশ করিতে সাহসী হই-তাম। অবস্থাগুণে, এখন তাহা বলা দূরে থাকুক, মনে ভাবিতেও লজ্জা হয়। তুমি বড় আগ্রহযুক্ত হইয়াছ, না বলিলে হয় ত দুঃখিত হইবে; কাজেই বলিতেছি।”

বিনোদ হৃদয়কে পরমপ্রীতিপ্রদ সংবাদ শুনিবার নিমিত্ত প্রস্তুত করিতে লাগিলেন; নিতান্ত উৎসুক ও ব্যাকুল হৃদয়কে যত্নে স্থির করিয়া রাখিলেন। তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন,—“এ জগতে এক্ষণে তুমিই আমাদের একমাত্র আত্মীয় ও পরম হিতৈষী। তোমার সহিত এই আত্মীয়তার বন্ধন আরও সুদৃঢ় ও প্রগাঢ় করিবার নিমিত্ত অনেক সময়ে একটা ভয়ানক দুরাশা আমার মনকে কষ্ট দেয়। যদি তুমি রাজ-রাজেশ্বর না হইতে, যদি তোমার রূপ, গুণ, পাণ্ডিত্য সকলই অতুলনীয় না হইত, আর যদি আমরা এত দরিদ্র, এত দুঃখী, এত দূরবস্থাগ্রস্ত না হইতাম, তাহা হইলে আমার দুরাশা বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হইত না।”

এই সময় বিজলী একখানি রেকাবে করিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য ও এক গ্লাস জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। তারাসুন্দরী বলিলেন,—“তুমি একটু জল খাও বাবা। আমি সকল কথাই বলিতেছি।”

বিনোদের হৃদয়ে তখন অনন্ত কল্পনা; তারাসুন্দরীর বাক্যের সমাপ্তি শুনিবার নিমিত্ত তখন তিনি উন্মাদ।

ক্ষুধাতৃষ্ণা তখন তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। বলিলেন,—"আপনার কথার শেষ না শুনিলে অন্ত কিছুই আমি করিব না।"

তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন,—"আমি নানা উপায়ে জানিতে পারিয়াছি, বিজলী তোমাকে বড়ই ভালবাসে।"

বিজলীর মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। অবনত মস্তক আরও অবনত হওয়াতে চিবুক হৃদয় স্পর্শ করিল। সে স্থান হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার বাসনা জন্মিল; কিন্তু হস্ত-পদাদি শক্তি-শূন্য। অগত্যা সেই স্থানে পাষাণপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন,—"বোধ হয় আমার এই দুঃখিনী কন্যাকে তুমিও ভালবাসিয়া থাক।"

বিনোদ বলিলেন,—"আর কি বলিবেন, বলুন।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"আমরা কুলীন কায়স্থ; পর্য্যায়েও তোমাদের সমান। অন্যান্য ঘটনা এত প্রতিকূল না হইলে, আমি তোমার হস্তে বিজলীকে সমর্পণ করিবার আশা করিতে পারিতাম।"

বিনোদ বলিলেন,—"বলুন মা, আমি কি করিলে বিজলী লাভের যোগ্য হইতে পারি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"বিজলী লাভের যোগ্যতা তোমার যথেষ্ট আছে। আমি জানি বিজলী তোমার

দাসী হইবারও অযোগ্যা। তথাপি তুমি তাহাকে দয়া করিয়া দাসীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহা আমাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফল। কিন্তু তোমার মা আছেন, দাদা আছেন। তাঁহারা কেবল এই অভাগিনীর আশীর্ব্বাদমাত্র গ্রহণ করিয়া বিজলীকে লইতে সম্মত হইবেন কেন ?”

বিনোদ বলিলেন,—“এ সম্বন্ধে আপনি কোনই ভয় করিবেন না। কিঞ্চিৎ ধনের জন্য তাঁহারা কখনই আমার ইচ্ছার বিরোধিতা করিবেন না। অবস্থার বৈষম্যের কথা তাঁহারা মুখেও আনিবেন না। আপনার কন্যাকে দেখিবামাত্র তাঁহারা যে পরম স্নেহে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবেন, সে বিষয়ে আমার কিছুই সন্দেহ নাই।”

তারাসুন্দরী বলিলেন,—“আমাদের পূর্ব্বপরিচয় তুমি এখনও জান না। সে বিষয় জানা তোমার নিজেরও আবশ্যক ; তোমার মা দাদাকেও তাহা জানান আবশ্যক। একদিন তাহা তোমাকে জানাইতেই হইবে—আজই বলি না কেন ? পরিচয়ের কোন স্থলেই কোন দোষ নাই ; দোষ কেবলই আমাদের পোড়া কপালের।”

তাহার পর বিজলীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—“বাক্স হইতে সেই কাগজ-পত্রগুলি বাহির করিয়া আন তো মা।”

বিজলী চলিয়া গেলেন। তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন,—“বড়ই দুঃখের কথা—বলিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়

তথাপি বলিতেই হইবে। এক পল্লীগ্রামে আমাদের নিবাস ছিল। আমার স্বামীর অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না; কিন্তু সংসারে কোন অভাব অপ্রতুলও ছিল না। আমার স্বামীর এক অভিন্নহৃদয় অকপট বন্ধু ছিলেন। তিনি রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী এবং সর্ব্বসদ্‌গুণের আশ্রয়। আমার স্বামী ও তাঁহার সেই বন্ধু এক দিন এক সঙ্গে বেড়াইতে যান। তদবধি তাঁহারা আর কেহই বাটীতে ফিরেন নাই। এক দিন পরে, একটা মৃতদেহ পুষ্করিণীতে ভাসিতে দেখিয়া, লোকে তাহা আমার স্বামীর দেহ বলিয়া স্থির করে। এ সম্বন্ধে লোকে যাহা বলে, পুলিসে যাহা সপ্রমাণ করে এবং অনেকেই যাহা বিশ্বাস করে, আমি স্বয়ং সে স্থানে উপস্থিত থাকিয়া চক্ষুতে দেখিলেও, তাহা বিশ্বাস করিতাম না; এখনও করি না।"

বিনোদের বুকের ভিতর কেমন একটা যন্ত্রণার তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল। সুদূর অতীতের কেমন এক বিভীষিকা-ময়ী ছায়া তাঁহার নয়ন-সমক্ষে উপস্থিত হইল। তিনি সভয়ে ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন,—"লোকে কি বলে?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"লোকে বলে, তাঁহার সেই প্রাণের বন্ধু, একটা ঘৃণিত কারণে, আপনার চিরদিনের বন্ধুকে খুন করিয়াছেন।"

বিনোদ চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। পৃথিবী তাঁহার সমক্ষে যেন

দুলিতে ও নাচিতে থাকিল। তারাসুন্দরী বলিলেন,—"আর কিছু আমার বলিতে হইবে না। এই কাগজপত্র পড়িলেই অন্যান্য কথা তুমি বুঝিতে পারিবে।"

বিনোদ সভয়ে ও কম্পিতহস্তে বিজলীর নিকট হইতে কাগজগুলি গ্রহণ করিলেন। ভাঁজ খুলিয়া ফেলিলেন—অন্ধকার! চাদর দিয়া চক্ষু দুইটী একবার মার্জ্জনা করিলেন। কাগজে লিখিত বৃত্তান্তের কয়েক পঙ্‌ক্তি মাত্র পাঠ করিয়া, সর্পদষ্ট জীবের ন্যায় তিনি সেই স্থানে পড়িয়া গেলেন। আর্ত্তস্বরে অতিকষ্টে বলিলেন,—"বিজলি, তোমার সহিত মিলনের আশা আজি শেষ হইল! আমিই তোমার সেই পিতৃহন্তা যদুপতি মিত্রের একমাত্র পুত্র। মা, আপনার পতিহন্তার পুত্র কখনই আপনার স্নেহের যোগ্য নহে। বিজলি তোমার পিতৃহন্তার শোণিত আমার সর্ব্বশরীরে বহিতেছে; এরূপ কলঙ্কিত ব্যক্তি কখনই তোমার দেবদুর্লভ প্রণয়ের অধিকারী নহে। মা, আমি বিদায় হই। যদি কখন আমার ললাট হইতে নরহন্তার পুত্ররূপ নিদারুণ কলঙ্ক অপগত হয়, যদি আমার পিতার চরিত্র হইতে বন্ধুহননরূপ কল্পনাতীত দুষ্কৃতির রেখা কখন প্রক্ষালিত হয়, তবেই আমার সাক্ষাৎ পাইবেন। নচেৎ আমার এই বিদায়, জন্মের মত বিদায় জানিবেন।"

কাগজ কলম লইয়া পত্র লিখিয়া দাও। তুমি প্রস্তুত হও।"

সবিনয়ে শ্রীরাম বলিল,—"একেবারে কাজ ছাড়িয়া দিব কি? হিসাব নিকাশ শোধ করিতে হইবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"চাকরীর সম্বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন নাই। হিসাব বুঝাইয়া দিয়া বিদায় লইয়া আসিবে। এখনই পত্র লেখ।"

শ্রীরাম 'যে আজ্ঞা' বলিয়া, পত্র লিখিতে বসিল।

বিনোদ, রঘুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আমার সহিত তোমায় বিদেশে যাইতে হইবে। ফিরিতে কত বিলম্ব হইবে বলা যায় না। তোমার আমার আবশ্যকমত জিনিষ-পত্র গুছাইয়া লও। কিন্তু সাবধান, মোট যেন বেশি না হয়। যে সকল জিনিষ না লইলে নিতান্তই চলিবে না কেবল তাহাই লইবে মাত্র।"

রঘু বলিল—"হুজুরের যে সকল জিনিষে নিতান্ত দরকার, কেবল তাহাই লইতে হইলে একগাড়ি মোট হইবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"কিছু না। একটী ব্যাগ ও একটী মোট এই দুইটিতেই যাহা ধরে, তাহাই তুমি লইতে পাইবে।"

রঘু অবাক্ হইল। বিনোদ মুখে জল দিয়া আসিলেন। মাথাটা একটু পরিষ্কার করিলেন। বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিলেন। শ্রীরামের পত্র লেখা সমাপ্ত

হইল। তিনখানি পত্রে টিকিট আঁটিয়া ডাকে দিবার নিমিত্ত রঘুর হস্তে প্রদান করা হইল। আসিবার সময়ে একখানি ভাল সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী ডাকিয়া আনিবার জন্য আদেশ হইল। শ্রীরাম ও রঘু প্রস্থান করিল। নিতান্ত অস্থির-ভাবে বিনোদ, বারংবার বারাণ্ডায় পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে গাড়ী আসিলে, বিনোদ তাহাতে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সন্ধ্যার অনেক পরে তিনি বাসায় ফিরিলেন। কল্য প্রাতে সাতটার সময় পুনরায় গাড়ী আনিবার আদেশ দিয়া, তিনি উপরে উঠিলেন।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময়ে তারাসুন্দরীর ঝি সভয়ে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল,—"আপনি কেমন আছেন, কোথায় আছেন জানিবার নিমিত্ত মা-ঠাকুরাণী আমাকে পাঠাইয়াছেন। বৈকালে একবার আসিয়া-ছিলাম; আপনার দেখা পাই নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি এখানেই আছি। কল্যও থাকিব। পরশ্ব আমি বিদেশে যাত্রা করিব। কোথায় থাকিব, কত স্থানে যাইব, তাহা এখন বলিতে পারি না। তোমরা খুব সাবধান থাকিবে।"

ঝি বলিল,—"কি হইয়াছে দাদা-বাবু? দিদী-বাবু আজ সারাদিন মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন। মা-ঠাকুরাণী, একবারও উঠেন নাই। রান্না-বাড়া খাওয়া-দাওয়া কিছুই

হয় নাই। শুনিয়াছি ওবেলা, আপনি গিয়াছিলেন। আমি তখন বাজারে গিয়াছিলাম। আপনি চলিয়া আসিবার পর হইতেই না কি গোল হইয়াছে! তা কি হইয়াছে বাবু?”

বিনোদ বলিলেন,—“রাজাদের একটা সুখের ঘর ছিল। দুরন্ত দস্যু ঢুকিয়া সেই ঘরে আগুন দিয়া আপনি পুড়িয়া মরিয়াছে, আর অনেককেও পোড়াইয়াছে। তুমি এখন যাও।”

আর কোন কথা বলিতে সাহস না করিয়া, ঝি চলিয়া গেল। বিনোদ, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পালঙ্কের উপর পড়িয়া রহিলেন। প্রাণের বিজলীকে এখন আর একবার চ'খের দেখা দেখিতেও, তাঁহার অধিকার নাই। বিজলীর জননী অসীম দয়াবতী। পতিহন্তার কাতর পুত্রের সংবাদগ্রহণে এখনও তাঁহার প্রবৃত্তি। তাঁহাদিগের এই করুণালাভে বিনোদের আর কোন অধিকার নাই। দারুণ অনিদ্রায় ও বহুবিধ দুশ্চিন্তায়, বিনোদ রজনী অতিবাহিত করিলেন।

প্রাতে গাড়ী আসিল। বিনোদ মনের আবেগে ব্যস্তভাবে বাহির হইলেন। মধ্যাহ্নকালে তিনি প্রত্যাগত হইলেন। স্নানাহার সমাপ্ত হইলে, শ্রীরাম আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। শ্রীরাম বলিয়া গেল, ‘সে প্রস্তুত হইয়া আছে।’

তারাসুন্দরীর ঝি আবার আসিয়া সংবাদ লইয়া গেল। বৈকালে বিনোদ আবার গৃহত্যাগ করিলেন। সন্ধ্যার পর ফিরিয়া, বাসার দ্রব্যসামগ্রী যেখানে যাহা রাখার আবশ্যক রঘুকে তাহার উপদেশ দিলেন। দ্বারবান্‌কে সাবধান থাকিতে আজ্ঞা করিলেন। পাচক ব্রাহ্মণ, তাঁহার অনুপস্থিতি কালে, যাহাতে বাসায় থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। রাত্রি পূর্ব্ববৎ অশেষ যন্ত্রণায় অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রাতে বিনোদ, শ্রীরাম ও রঘু বিদেশ যাত্রা করিলেন।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

হুগলী জেলার অন্তর্গত স্বর্ণগ্রাম অতি সামান্য পল্লী-মাত্র। গ্রামে পথ ঘাট ভাল নাই; বিশেষ সঙ্গতিশালী বা সম্ভ্রান্ত লোকেরও বাস নাই। কয়েক ঘর কৈবর্ত্ত ও গোয়ালা, এক ঘর ব্রাহ্মণ, আর কয়েক ঘর কায়স্থ লইয়া প্রধানতঃ এই গ্রাম গঠিত। দুইঘর কায়স্থ সর্ব্বপ্রকারে গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে পরিচিত ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা এক্ষণে নাই। তাহার মধ্যে একঘরের কর্ত্তার নাম জগবন্ধু বসু। তিনি ষাটি টাকা বেতনে, কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের কোন আপিসে, কর্ম্ম করিতেন। আয় সামান্য হইলেও, গ্রামে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। গ্রামবাসীরা বিপদে ও সম্পদে পরমাত্মীয়-জ্ঞানে তাঁহার শরণাগত হইত। দ্বিতীয় ঘরের কর্ত্তা যদুপতি মিত্র বিশেষ সঙ্গতিশালী লোক ছিলেন। তাঁহার জমি-দারী বা কৃষিকার্য্য ছিল না; কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার ঘরে প্রভূত নগদ টাকা ছিল। তাঁহার বাস-ভবন; রাজ-প্রাসাদের ন্যায় শোভাময় এবং গৃহসজ্জা অনেক ঐশ্বর্য্যশালীর অপেক্ষা মূল্যবান্ ও বিপুল। যদুপতি নিরতিশয় নিরহঙ্কার, শান্তস্বভাব ও পর-হিত-পরায়ণ

ছিলেন। গ্রামে তাঁহার অবিসংবাদিত প্রভুতা ছিল। সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক সম্মান করিত।

জগবন্ধু ও যদুপতি প্রায় সমবয়স্ক; যদুপতির বয়স একটু বেশী। উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম আত্মীয়তা ছিল। উভয়েরই চরিত্র সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে কোন প্রয়োজনানুরোধে, এই দুই অকপট বন্ধু সন্নিহিত দুর্গাপুর-নামক গ্রামে গমন করেন। এক দিন পরে তত্রত্য এক সরোবরে একটা মৃতদেহ ভাসিতে দেখা যায়। সকলেই তাহা জগবন্ধুর দেহ বলিয়া অনুমান করেন। সুদক্ষ পুলিস্ও যদুপতিকে বন্ধুহন্তা বলিয়া নির্ণয় করেন এবং তদনুরূপ রিপোর্ট সদরে প্রেরণ করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি করেন। এরূপ ধনশালী ব্যক্তির পক্ষে অকারণে অভিন্নহৃদয় বান্ধবের নিধন-সাধন, নিতান্ত অসঙ্গত হইলেও, পুলিস, অপরিসীম প্রতিভাবলে, এক সুসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করিয়া, আপনাদিগের সূক্ষ্মদর্শিতা ও অসীম অনুসন্ধান-কৌশল প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা দুর্গাপুরের এক কুৎসিতা, বিগলিত-যৌবনা ধীবর-নন্দিনীকে, বন্ধুদ্বয়ের প্রণয়িনীরূপে প্রতিপন্ন করিয়া, প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই দুর্ঘটনার একমাত্র মূলকারণ-রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। জেলেনী স্বয়ং জবানবন্দীতে এবং আনুষঙ্গিক আরও দুই একটি সাক্ষীর বাক্যে এ কথার সমর্থন হইয়াছে। শুনিতে

পাওয়া যায়, আরও অনেক অনুকূল প্রমাণ পুলিসের হস্তগত হইয়াছে। সুতরাং যদুপতি নিশ্চয়ই হৃদয়হীন বন্ধুহন্তৃ-রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন।

প্রায় দশবৎসর হইল এই ঘটনা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এতাবৎকাল যদুপতির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তিনি জীবিত আছেন, কি কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। যদুপতির সহধর্ম্মিণী, এক পুত্র প্রসব করিয়াই, সূতিকাগারে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন। যদুপতি আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। সেই মাতৃহীন সন্তান বেতনভোগী দাস-দাসী দ্বারাই প্রতিপালিত হইত। এই দুর্ঘটনার সময়ে তাহার বয়স প্রায় দশ বৎসর। হরিপুরের হরিদাস রায়ের সহিত যদুপতির অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ছিল। যদুপতির অন্তর্দ্ধানের কয়েক দিন পরে,সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া, হরিদাস স্বয়ং স্বর্ণগ্রামে আগমন করেন এবং অন্যান্য বিষয়ের আবশ্যক-মত ব্যবস্থা করিয়া, যদুপতির পুত্র বিনোদবিহারীকে নিজালয়ে লইয়া যান। বিনোদ তথায় অপত্য-নির্ব্বিশেষে হরিদাস রায়ের পুত্র-রূপেই পরিচিত হইয়া জীবন যাপন করিতেছেন। পিতৃমাতৃহীন বালক, যেরূপ যত্নে ও আদরে তথায় বাস করিতেছেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই।

পরলোক-গত জগবন্ধু বসুর সংসারে পত্নী তারাসুন্দরী

ও পাঁচ বছরের মেয়ে বিজলী ছাড়া কেহই ছিল না। উল্লিখিত দুর্ঘটনার কয়েক দিবস পরে, এক আত্মীয় ব্যক্তি তাঁহাদিগকে কলিকাতায় লইয়া যান। তাঁহারা এক্ষণে কি ভাবে, কোথায় বাস করিতেছেন, স্বর্ণ-গ্রামস্থ কোন ব্যক্তি তাঁহার সন্ধান জানে না। সেই আত্মীয় ব্যক্তি, সাত আট বৎসর তারাসুন্দরীকে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। গত দুই বৎসর তাঁহার আর কোনই সন্ধান নাই। তাঁহার সাহায্যে বঞ্চিত হওয়ার পর হইতে, তারাসুন্দরীর দুর্দ্দশার ইয়ত্তা নাই। নিজের ও বিজলীর যে দুই চারি-খানি সামান্য অলঙ্কার ছিল, জীবন রক্ষার নিমিত্ত তাহা নষ্ট করিতে হইয়াছে। ঘরের দ্রব্যসামগ্রীও অনেক ধ্বংস হইয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন, পাঠকগণের তাহাও অবিদিত নাই।

স্বর্ণ-গ্রামের প্রায় তিন ক্রোশ দূরে জয়নগর-নামে একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। সেখানে জমিদার রাসবিহারী নাগের বাস। তিনি সুবর্ণবণিক্‌জাতীয়। তাঁহার আয় বার্ষিক বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা; ক্ষমতা ও প্রতাপ, প্রভূত। রাসবিহারীর তাদৃশ লেখা-পড়া বোধ ছিল না। তাঁহার চরিত্রও কোনরূপেই ভদ্রজনোচিত ছিল না। কারণে বা অকারণে তিনি সন্নিহিত জনপদবাসী লোক-দিগকে নিগৃহীত ও উৎপীড়িত করিতেন। এই জন্য

চতুর্দ্দিকে পাঁচ সাত ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থানে তাঁহার নাম সভয়ে উচ্চারিত হইত এবং তাঁহার অত্যাচার-কাহিনী, অস্ফুটরূপে আলোচিত হইত। যে সময়ের কথা এই গ্রন্থে বিবৃত হইতেছে, তখন রাসবিহারীর বয়স বত্রিশ বৎসর।

অন্তর্দ্ধানের বৎসর দুই পূর্ব্বে হইতে, যদুপতির সহিত রাসবিহারীর বড়ই মনান্তর ঘটিয়াছিল। দুর্গাপুরের এক ব্রাহ্মণ, এক সময়ে নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া রাসবিহারীর নিকট কিছু টাকা ধার করিয়াছিলেন। রাসবিহারীর টাকা ধার করিলে কেহই শোধ করিতে পারিত না। কেন না সুদে আসলে সে টাকা রাসবিহারীর খাতায় ক্রমেই ফাঁপিয়া উঠিত। টাকার যতই উশুল দেওয়া হউক না কেন, আসল দূরে থাকুক, সুদই শোধ হইত না। অধমর্ণ ব্রাহ্মণের ঋণ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল; এদিকে রাসবিহারীও তাঁহার উপর নিতান্ত নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন। সেই ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ বিঘা আমন-ধানের জমি ছিল। সুদে আসলে টাকা ও সেই পঞ্চাশ বিঘা জমি না পাইলে, রাসবিহারী তাঁহাকে অব্যাহতি দিতে অস্বীকৃত হইলেন। এই জমিটুকু থাকায়, ব্রাহ্মণ একটু শ্রীমান্ লোকের অবস্থায় দিন-পাত করিতেন। তাহা ত্যাগ করিতে হইলে, তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে, ইহা তিনি বুঝিতেন। ব্রাহ্মণ রাসবিহারী দ্বারা তিরস্কৃত, অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইলেন। এইরূপ সময়ে স্বর্ণগ্রামের

যদুপতি মিত্র, করুণা সহকারে ব্রাহ্মণের উপকারার্থ অগ্রণী হইলেন। যত টাকা পাইলে রাসবিহারী, ব্রাহ্মণের উক্ত দাবী ত্যাগ করিতে সম্মত আছেন. তত টাকাই যদুপতি প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ অব্যাহতি পাইলেন; কিন্তু যদুপতির উপর রাসবিহারীর বড়ই আক্রোশ জন্মিয়া থাকিল। যদুপতি প্রভূত ধনশালী ও বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। রাসবিহারী প্রকাশ্যভাবে তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না; কিন্তু একটা জাল এক-তরফা মোকদ্দমা করিয়া; যদুপতির বিরুদ্ধে প্রায় দুই হাজার টাকার এক ডিক্রি করিয়া রাখিলেন। এ সংবাদ যদুপতির গোচরে আসিবার পূর্ব্বে, জগবন্ধুর হত্যাকাণ্ড সাধিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে যদুপতি অন্তর্হিত হইলেন।

যদুপতির অন্তর্দ্ধানের কয়েক দিবস পরে, রাসবিহারী সেই ডিক্রি জারি করাইয়া তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করাইলেন; কিন্তু নীলামের দিন সদরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার লোকেরা দেখিল, ডিক্রির সমস্ত টাকা আদালতে জমা দেওয়া হইয়াছে। কে টাকা দিয়াছে, জানিতে না পারিয়া, যদুপতির অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র বিনোদবিহারীর উপর রাসবিহারীর ভয়ানক ক্রোধ হইল এবং সুযোগ পাইলেই, তাহাকে বিলক্ষণরূপ শিক্ষা দিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প হইল।

যদুপতি ও জগবন্ধুর বৃত্তান্ত এইরূপ কথিত হইল।

চতুর্থ দুই ব্যক্তির তিরোধানের পর হইতে, স্বর্ণগ্রাম শ্রীভ্রষ্ট সম্বল। জগবন্ধুর বাস-ভবন অধুনা পতনোন্মুখ হইয়াছে। যদুপতির প্রাসাদের তাদৃশ দুর্গতি না হইলেও, তাহার শোভা ও সৌন্দর্য্য অপগত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক বৃক্ষ-লতাদি জন্মিয়া, অট্টালিকাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তথায় সর্ব্বত্র পশু-পক্ষীর আবাস স্থান হইয়াছে। বাটীতে জন-প্রাণী নাই। সেই বিপুল গৃহ সামগ্রীও কিছুই নাই। সদর-দরজায় একটা মরিচা-ধরা ভাঙ্গা তালা লাগান আছে মাত্র।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বর্ণগ্রামে একঘর ব্রাহ্মণের বাস আছে। সেই ব্রাহ্মণ রামজীবন চক্রবর্ত্তী অধ্যাপকও নহেন, যাজকও নহেন। যৎসামান্য তেজারতি ও কিঞ্চিৎ কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তিনি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তিনি যদুপতি মিত্রের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়ঃ কনিষ্ঠ ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই অনুগৃহীত। যদুপতিই তাঁহার স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। রামজীবনের বয়স চল্লিশ বৎসর; দেহ কৃশ অথচ সুদীর্ঘ; বদনে শ্মশ্রু বা গুম্ফ কিছুই নাই। তিনি শ্যামবর্ণ।

অপরাহ্নকালে রামজীবন আপনার চণ্ডীমণ্ডপে একটী মাদুরের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছেন। তাঁহার সম্মুখে একটী বাক্স। তাহার উপর ৫ খানি বালির

কাগজের লম্বা খাতা। বাক্সের পাসে একখানা বড় মাটীর খুরীতে একটী দোয়াত ও চারিটী বালী; মাদুর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এক চকমকির বাক্স; তাহার একটী ঘরে অনেক খানি দা-কাটা তামাক; আর এক ঘরে কতকগুলি কয়লা; অন্য ঘরে একখানা পাথর, ইস্পাত ও কয়েকখানি সোলা। গৃহের অন্যান্য আসবাবের মধ্যে আর দুইটী মাদুর; আর দুইটা হুঁকা। রামজীবন ঘোর-চিন্তাকুল। কলিকার তামাক নিঃশেষিত হইলে, হুঁকা রাখিয়া, তিনি বলিলেন,—"সময় তো হইয়াছে। তবে এত দেরী হইতেছে কেন?"

একবার উঠিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। তাঁহার বাড়ি আসিবার পথের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া দেখিলেন। পথ জনশূন্য। আবার চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে আসিয়া জাঁকাল করিয়া তামাক সাজিতে বসিলেন। তামাক সাজা শেষ হইলে, তিনি মাদুরের উপর না উঠিয়া, মাটীতে বসিয়াই, তামাক টানিতে লাগিলেন।

এইরূপ সময়ে ভুবনদাস-নামে এক কৈবর্ত্ত, একখানি ষ্ট্যাম্প-কাগজ হাতে লইয়া, তথায় উপস্থিত হইল। রামজীবন তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন,—"তুমি এখন আসিলে ভুবন? এখন খৎই বা লিখিবে কে? টাকাই বা দেওয়া হইবে কিরূপে?"

ভুবন বলিল,—"আমি তিনু দাদাকে বলিয়া আসি-

য়াছি; তিনিই আসিয়া খৎ লিখিয়া দিবেন এখন; আর স্বাক্ষীর জন্য পাড়ার দুই চারি জন লোক ডাকিয়া আনিলেই চলিবে।”

রামজীবন বলিলেন,—“তাহা বুঝিতেছি; কিন্তু আমি আজি সমস্ত দিন বড়ই ব্যস্ত থাকিব। আজি যে তোমার কাজ হইয়া উঠে, এমন বোধ হয় না।”

ভুবন বলিল,—“আমার তো আজি টাকা না হইলেই চলিবে না, দাদা-ঠাকুর! আপনি জানেন তো, আমার কি ভয়ানক দরকার।”

রামজীবন কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“তুমি ষ্ট্যাম্প-কাগজখানি আমার নিকট রাখিয়া যাও। আমি আপাততঃ দশটী টাকা দিতেছি; ইহাতেই আজি কাজ চালাও। আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি; অধিকক্ষণ থাকিতেও পারিব না; কোন কথাবার্ত্তাও এখন হইবে না।”

ভুবন বলিল,—“তা—যে আজ্ঞা।”

ভুবন ষ্ট্যাম্প-কাগজখানি রামজীবনের বাক্সের উপর ফেলিয়া দিল। রামজীবন বাক্স খুলিয়া একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিলেন এবং তাহা ভুবনের হাতে দিয়া বলিলেন,—“তুমি এখন যাও; কালি যেমন করিয়াই হউক, তোমার কার্য্য শেষ করিয়া দিব।”

ভুবন, অগত্যা নোট লইয়া এবং একটী প্রণাম করিয়া, প্রস্থান করিল।

বাস্তবিকই রামজীবন, আজি বড় ব্যস্ত। তিনি পরোপকারী, বুদ্ধিমান্ অথচ সৎস্বভাব, বিষয় কর্ম্মে বিশেষ চতুর ও অতিশয় সাবধান। কোনরূপ দলিল না লেখাইয়া, এবং পাঁচ জন স্বাক্ষী না রাখিয়া, কাহাকেও টাকা ধার দিবার লোক তিনি নহেন। আজি বাস্তবিকই তিনি একটু ব্যাকুল আছেন; এই জন্যই এত সহজে ভুবনকে তিনি বিদায় করিলেন। গ্রামের আর কেহ, আজি তাঁহার নিকটে আইসে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। তিনি আবার উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। আবার সেই গ্রাম্যপথের যত দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, তত দূর দেখিতে থাকিলেন। পথ পূর্ব্ববৎ জন-শূন্য। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অচিরে একটা গাড়ু হাতে লইয়া প্রত্যাগত হইলেন। গাড়ুর জলে হাত ধুইয়া, গামছায় হাত মুখ মুছিয়া, গাড়ুর উপর গামছাখানি স্থাপন করিলেন। আবার এক বার বাহিরে যাইয়া পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর আপন মনে বলিলেন, "তাই বোধ হয় ঠিক; নিশ্চয়ই কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। কি জানি, বড়ই চিন্তার বিষয়।"

আবার চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া তামাক সাজিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সহসা পার্শ্বস্থ পথে মনুষ্যের পদশব্দ শুনিয়া, তিনি কলিকা-তামাক ফেলিয়া বাহিরে

আসিলেন। তৎক্ষণাৎ তিন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। একজন পরম-রূপ লাবণ্য-সম্পন্ন, পরিচ্ছন্ন-বেশধারী, নবীন যুবক। আর একজন একটা প্রকাণ্ড কার্পেটের ব্যাগ ও একটা মোট হস্তে ভৃত্য। তৃতীয় ব্যক্তি, স্বর্ণগ্রাম-নিবাসী, অথচ কলিকাতা-প্রবাসী, কৈবর্ত্ত শ্রীরাম দাস। তরুণ-বয়স্ক যুবক আমাদিগের সুপরিচিত বিনোদবিহারী রায়। সঙ্গে তাঁহার সুচতুর ও প্রিয় ভৃত্য রঘু।

বিনোদবিহারী ভক্তি-সহকারে রামজীবনের চরণে প্রণত হইলেন। রামজীবন সস্নেহে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তখন ব্রাহ্মণের দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। সকলেই চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

## নবম পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সন্ধ্যার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্তঃপুরে, একখানি খড়ের ঘরের মধ্যে, তিন ব্যক্তি উপবিষ্ট— বিনোদবিহারী, রামজীবন ও শ্রীরাম। পিতলের একটী পিলসুজের উপর মিট্ মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। ঘরে বিশেষ কোন আসবাব নাই; সামান্য একখানি তক্তাপোষের উপর একখানি কম্বল পাতা রহিয়াছে; বিনোদ ও রামজীবন তাহাতেই উপবিষ্ট। মাটীর উপর একখানি মাদুর বিছাইয়া শ্রীরাম বসিয়া আছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হাতে একটী ডাবা হুঁকা, আর বিনোদের সম্মুখে কতকগুলি কাগজ-পত্র রহিয়াছে। অন্যান্য নানা কথার পর, বিনোদ বলিলেন,—"এ কাগজে কেবল দারোগা, ইন্‌স্পেক্টরের রিপোর্ট এবং তাহাদের গৃহীত কয়েকটী স্বাক্ষীর জবানবন্দী আছে মাত্র। আপনারা সে সমস্ত কথা অবগত আছেন মনে করিয়া, আমি এক্ষণে তাহা পাঠ করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। কিন্তু এ সকল বৃত্তান্ত ব্যতীত, এতদ্বিষয়ক অন্যান্য আনুষঙ্গিক এমন অনেক ঘটনা থাকিতে পারে, যাহা জানিলে, অনুসন্ধানের বিশেষ সুবিধা হওয়া সম্ভব।

আপনি আমাকে সম্প্রতি কোন্ পথ অবলম্বন করিতে বলেন ? আমি প্রথমে হুগলীতে পুলিসের সদর আফিসে অনুসন্ধান আরম্ভ করিব —না, এই স্থানে থাকিয়া, নিকট-বর্ত্তী স্থানসমূহে যে কিছু বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা দেখিব ?”

রামজীবন বলিলেন,—“আমি তোমাকে এই দুই রকমের কিছুই করিতে বলি না বাবা ! তুমি ছেলে মানুষ। তোমার এই সুখের শরীর। তোমাকে কোনরূপ কষ্ট করিতেই আমি বলিতে পারি না। তুমি মিত্র-দাদার একমাত্র সন্তান। তুমি বাঁচিয়া আছ—সুখ-স্বচ্ছন্দে আছ, এই আমা-দের পরম সৌভাগ্য। তুমি বাঁচিয়া থাকিলে, আবার সব হইবে বাবা। যাহা হইবার হইয়াছে। যদি কোন অনু-সন্ধান করা নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া স্থির কর, তাহা হইলে, যেরূপ করা তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহা আমা-দিগকে বল। শ্রীরাম ও আমি—উভয়েই এজন্য কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইব না। তোমার কোন কষ্ট স্বীকার করিয়াই কাজ নাই।”

বিনোদ বলিলেন,—“আপনি স্নেহের প্রাবল্যে আমার প্রতি বড়ই অন্যায় আদেশ করিতেছেন। আমি পুত্র। বয়স অল্প হইলেও, আইন-মতে আমি এখন প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছি। নিরুদ্দেশ পিতার সন্ধান করা, অতঃপর আমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য হওয়াই উচিত। যদি তাঁহার পরলোক

গমনের কোন বিশ্বাসজনক সংবাদ পাওয়া যাইত, তনি হইলে এ সম্বন্ধে নিরস্ত থাকিলে চলিত। বসু মহাশয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু, নিতান্ত শোকজনক হইলেও, তাঁহাকে বাঁচাইয়া আনিবার আর কোন আশা নাই; কিন্তু আপনারাও বুঝিতেছেন,—আমিও বিশ্বাস করি, এমন কি, বসু মহাশয়ের বিধবা পত্নী তারাসুন্দরীও জানেন যে, আমার পিতার দ্বারা এরূপ কাণ্ড সঙ্ঘটিত হওয়া কখনই সম্ভব নহে। আমার পিতৃদেব, এই নিদারুণ কলঙ্কের ভার মাথায় লইয়া, নিরুদ্দেশ রহিলেন। আমি তাঁহার পুত্র, এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম,—ইহাও কি কখনও মনুষ্যোচিত ব্যবস্থা?"

শ্রীরাম দাস বলিল,—"আমি একটা নিবেদন করি। বাবু যাহা বলিতেছেন তাহার উপর আর কথা নাই। সাবালক হওয়ার পর, প্রথমেই এই বিষয়ের সন্ধান করা, বাবুর প্রধান কাজ হওয়াই উচিত। একটা চূড়ান্ত রকম চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা, বড়ই দোষের কথা।"

রামজীবন বলিলেন,—"ধর্ম্ম-মতে, শাস্ত্র-মতে এবং লোকাচার-মতে এ কাজ যে পুত্রের প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা আমি বুঝি। কিন্তু শ্রীরাম! তুমি বাবাজীকে এখন কি করিতে বল? স্থানীয় সন্ধান তৎকালে অনেক

করা হইয়াছে। সে সকল কথা, আমাদিগের বেশ মনে আছে। নূতন সন্ধান, ঐস্থানে আর কি হইবে তাহা তো আমি বুঝিতেছি না।”

বিনোদ বলিলেন,—“তাহা আমি ঠিক্ বলিতে পারি না। অনুসন্ধান-কালে এরূপ বিষয়ের কিরূপে কোন্ প্রমাণ সহসা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা বলা যায় না। আমি ইংরাজীতে অনেক পুস্তক ও খবরের কাগজে এরূপ ব্যাপারের বিবরণ বহু দিন হইতে যত্ন-সহকারে পাঠ করিয়া আসিতেছি। কলিকাতায় আমার এক পরম বন্ধুর পিতা গোয়েন্দা-পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি আমাকে বড়ই ভালবাসেন। তাঁহার সহিত আমি এ বিষয়ের অনেক পরামর্শ করিয়াছি এবং তাঁহার নিকট আমি বিস্তর সদুপদেশ পাইয়াছি। বুঝিয়াছি, এরূপ ব্যাপারে বড় বড় ঘটনা ধরিয়া অনুসন্ধান করিলে, বিশেষ ফল হয় না। পুলিস বা অন্যান্য লোক, সাধারণতঃ মোটা বিষয়গুলির উপরেই দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করেন; কিন্তু সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি প্রায়ই এড়াইয়া যায়। অথচ হয় তো সেইরূপ একটা ক্ষুদ্র ঘটনা ধরিয়া অনুসন্ধান চালাইলে, মূল বিষয়ের অনেক ব্যাপারই, বুঝিতে পারা যায়।”

রামজীবন বলিলেন,—“এ কথা অসম্ভব নহে; কিন্তু এ বিষয়ে পুলিস সে সময়ে অনুসন্ধানের কোনই ত্রুটি করে নাই। কোনও ক্ষুদ্র ঘটনাই তাঁহারা ছাড়িয়া দিয়াছে,

আমার এরূপ বোধ হয় না। আমি তো এ বিষয়ে কোন জায়গায় ফাঁক দেখিতেছি না বাবা।”

বিনোদ বলিলেন,—“পুলিসের অনুসন্ধান কিছুই নহে। তাহারা সরকারের বেতনভোগী লোক। যাহা হয় একটা মীমাংসা করিয়া দিতে পারিলেই, তাহাদের ঝঞ্ঝাট্ মিটিয়া যায়। সুতরাং তাহাদের রিপোর্টের উপর বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা, আমাদের উচিত নহে। আমরা এ ব্যাপার নিশ্চয়ই স্বতন্ত্রচক্ষে দেখিব। প্রাণের মমতা, হৃদয়ের ভালবাসা, রক্তের টান, এই সকলের উত্তেজনায় আমরা কাজ করিব। সুতরাং আমাদের চেষ্টা যে অন্যরূপ হইবে, তাহার কোনই ভুল নাই।”

রামজীবন বলিলেন,—“বড় ভাল কথাই তুমি বলিতেছ বাবা! আমরা এক প্রকার মূর্খ লোক; এমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি আমাদের নাই। তোমার কথা শুনিয়া, আমার বড়ই আশা হইতেছে যে, হয় তো এতদিনে এই ব্যাপারের একটা কিনারা হইবে। আমাদিগকে যাহা করিতে বলিবে, তাহাতেই আমরা রাজি আছি। কিন্তু কথাটা এই—এখানে রাসবিহারী নাগ চিরদিনই মিত্র-দাদার বড়ই শত্রু। শুনিয়াছি, তোমার উপরেও তাহার ভয়ানক রাগ। সে লোকটা বড়ই দুর্দ্দান্ত। সেই জন্যই আমি বলিতেছি, তুমি যেখানে আছ, সেখানেই সুখস্বচ্ছন্দে থাক। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার পায়ে যেন কাঁটার আঁচড়ও না লাগে।

যাহা যাহা করিতে হইবে, আমাদিগকে তাহা বলিয়া দিয়া তুমি এস্থান হইতে চলিয়া যাও।"

শ্রীরাম বলিল,—"এ কথা ঠিক্। সোণার বেণে বেটা, না পারে এমন কাজ কিছুই নাই। সে যে রাগিয়া আছে, এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু বাবু না লাগিয়া থাকিলে, আমাদের বুদ্ধিতে সকল বিষয়ের যে সুবিধা-মত অনুসন্ধান হইবে, ইহা আমার বোধ হয় না। আমি বলিতেছি, এই বাড়ীতেই হউক, বা অন্য জায়গায় হউক, বাবু লুকাইয়া থাকুন। আমরা বাবুর পরামর্শ-মত কাজ করিতে থাকি।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহাতে বিশেষ ফল হইবে না। তোমাদের সাহায্য আমার বিশেষ আবশ্যক হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি স্বয়ং অনুসন্ধান না করিলে ফল কিছুই হইবে না এবং আমার মনেরও তৃপ্তি জন্মিবে না। বিপদ ও অনিষ্টের আশঙ্কা ত্যাগ করিয়া সকল ঘটনাই আমি স্বয়ং আলোচনা করিব। অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। প্রাণের ভয়ে আমি কোন কর্ম্মেই ক্ষান্ত হইব না। আপনারা অকপটভাবে আমার সাহায্য করিবেন ভরসা আছে; আমি কেবল তাহাই চাহি।"

রামজীবন বলিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করি ঈশ্বর তোমার অভীষ্টসিদ্ধ করুন। এক্ষণে তুমি কি স্থির করিতেছ বল?"

বিনোদ বলিলেন,—"আপনারা মোটামুটী সকল

বিষয়ই জানেন। তথাপি ঘটনার যে যে স্থান আপনাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার, তাহা আমি বলিতেছি। তাহার পর কি করা কর্ত্তব্য. তাহা হয় তো আপনারা সহজেই স্থির করিতে পারিবেন। প্রথমে দেখুন, দুর্গাপুরের পুকুরে যে লাস ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার দেহের অনেক স্থান ক্ষত-বিক্ষত। ডাক্তার সাহেব বলিতেছেন, ক্ষুদ্র ছুরী দ্বারা সেরূপ ক্ষত হইতে পারে না; বড় তরবারি, বা নেপালের ভোজালিয়া দ্বারা সেরূপ আঘাত হওয়া সম্ভব। বুঝিয়া দেখুন, আমার পিতা ও বসু মহাশয় একসঙ্গে বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলেন; সেরূপ একখানা প্রকাণ্ড অস্ত্র কাপড়ের মধ্যে, বা জামার পকেটে লুকাইয়া লওয়া কখনই সম্ভব নহে। পথে বহুলোকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কেহই এরূপ অস্ত্র তাঁহাদের নিকট দেখে নাই। তাহার পর দেখুন, লাসের গায়ে যে জামা ছিল, তাহার কোন স্থানে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই। যে বধ করিয়াছে সে কি হত ব্যক্তির জামা খুলিয়া মারিয়া ফেলার পর, তাহার গায়ে পুনরায় জামা পরাইয়া জলে ডুবাইয়া দিয়াছে? আরও দেখুন, লাস দেখিয়া যে যে ব্যক্তি সনাক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভাল চিনিতে পারেন নাই বলিয়াছেন। প্রথমতঃ ফুলিয়া ও পচিয়া লাস অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছিল, তাহার পর অস্ত্রাঘাতে তাহার নাক ও কাণ ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, মাছে

ও অন্যান্য প্রাণীতে দেহের কোন কোন অংশ খাইয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং তাহা যে, জগদ্বন্ধু বসুর দেহ, এ কথা নিশ্চিতরূপে কেহই বলিতে পারে নাই। তাঁহার স্ত্রী, হয় তো সে অবস্থায় দেখিয়াও, স্বামীর দেহ নিশ্চিত-রূপে চিনিতে পারিতেন; কিন্তু পুলিস, তাঁহাকে সনাক্ত করিতে লইয়া যায় নাই। তথাপি তাহা যে জগদ্বন্ধুর দেহ, তাহা মীমাংসা করিবার অন্য কারণ আছে। সে কারণ ঐ জামা। এ জামা যে জগদ্বন্ধুর তাহা অনেকেই বলিয়াছে এবং তিনি যে ঐ জামা গায়ে দিয়াই সে দিন বাহির হইয়াছিলেন, ইহা অনেকে দেখিয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। বিশেষতঃ, সেই জামার পকেটে দুইখানি পত্র ছিল; সে পত্র দুইখানি জগদ্বন্ধুর নামে লিখিত; ডাকযোগে সেই দিনপ্রাতে তিনি তাহা পাইয়াছিলেন। আর দেখুন, একটা ইতর স্ত্রীলোক ঘটিত বিরোধ, এই ব্যাপারের কারণ বলিয়া পুলিস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; কথাটা সম্পূর্ণই অবিশ্বাস্য। কেন না সকল স্বাক্ষীই আমার পিতা ও বসু মহাশয়কে সম্পূর্ণ সচ্চরিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। আমার পিতা পত্নী-হীন যুবা-পুরুষ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন চরিত্র-হীনা স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি নিতান্ত অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু তিনি প্রভূত ধনশালী ব্যক্তি; ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির নিমিত্ত একটা অতি কুৎসিতা—নিতান্ত ইতরজাতীয়া স্ত্রীলোকের

প্রতি আসক্তি, তাঁহার পক্ষে সম্ভব বলিয়া আমার বোধ হয় না। এজন্য দুই ক্রোশ দূরে, এক দরিদ্রা নারীর পতনোন্মুখ পর্ণকুটীরে, যাতায়াত করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত বলিয়া আমি বোধ করি না। যদিই সে হতভাগিনী কোন উপায়ে আমার পিতৃদেবের চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ভাবিয়া দেখুন, আমার পিতৃদেব স্বাধীন ব্যক্তি ছিলেন; এজন্য গৃহে বিবাদ করিবারও কোন লোক ছিল না; তিনি অনায়াসে তাহাকে স্বকীয়-ভবনে আনিয়া রাখিতে পারিতেন। যদি মনে করা যায়, তিনি বড় লোক-প্রিয় ছিলেন, সমাজ-রঞ্জনার্থ এরূপ অনুষ্ঠান করেন নাই, তাহা হইলেও দেখিতে হইবে, তিনি দানে, বা পরোপকারে, বা অন্য কোন কার্য্যেই ব্যয়-কুণ্ঠ ছিলেন না; এরূপ ব্যক্তি বাটীতে স্থান না দিলেও, স্বতন্ত্র স্থানেও যে আপনার প্রণয়িণীর উপযুক্ত বাসস্থান বা বসন-ভূষণাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন না, এরূপ কথনই সম্ভব নহে। তাহার পর দেখিতে হইবে যে, পুলিসের মীমাংসামতে, আমার পিতার অধঃপতনের কিছুই বাকী ছিল না; তিনি বেশ্যাসক্ত, সুরাপায়ী, নরহন্তা—যে সে মনুষ্য নহে—আপনার চিরদিনের অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদের প্রাণনাশকারী। এত অধঃপতন যাহার হইয়াছে, সে কি খুন করিয়া সুদীর্ঘ কালের জন্য পলাতক হইয়া থাকে? সে অর্থদ্বারা, সুদক্ষ আইনজ্ঞ লোকের দ্বারা, আপনার

নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। এবং সম্ভবতঃ রাজবিচারে সহজেই নিষ্কৃতিলাভও করিত। এরূপ অনেক ঘটনা সতত ঘটিয়া থাকে। আর দেখুন, খুন করিবার সময় কেহই কাহাকে দেখে নাই। প্রধান স্বাক্ষী রাসবিহারী নাগ বলিতেছেন, তিনি সেই দিন সন্ধ্যার পর, আমার পিতাকে দুর্গাপুরের মাঠ দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই—তিনি ধনবান্ ও প্রবল-প্রতাপ লোক—তিনি তখন সে মাঠে কি করিতে গিয়াছিলেন? অন্ধকারে তিনি তখন আমার পিতাকে স্পষ্টরূপে চিনিলেন কিসে? যদি চিনিয়াই থাকেন, তাহা হইলে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না কেন? মোটামুটা দেখিতে গেলে, আইনের চক্ষুতে আমার পিতার খুন করা অপরাধ একপ্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে বটে; কিন্তু সূক্ষ্মরূপে—আমার ন্যায় দৃষ্টিতে বিচার করিলে, ইহার অনেক স্থানেই গলদ দেখা যায়। আমি যাহা যাহা বলিলাম, সেই সকল কথার যখন সুমীমাংসা হইয়া যাইবে, তখন আমার পিতাকে নরহন্তা বলিয়া আমি কেন, সকলেই বিশ্বাস করিবে। আপাততঃ আমার বিশ্বাস, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ ভুল আছে।"

রামজীবন বলিলেন,—"তোমার কথা শুনিয়া আমারও সম্পূর্ণরূপে তাহাই বিশ্বাস হইতেছে। এ ব্যাপার

যে মিথ্যা, তাহা আমরা ঠিক জানি; কিন্তু পুলিসের দ্বারা যে প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা যে সম্পূর্ণরূপ বিরুদ্ধ, ইহাই আমরা স্থির বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, পুলিসের সে মীমাংসা আগাগোড়াই ভুল।”

শ্রীরাম বলিল,—“আমি বেশ বুঝিতেছি, বাবুর কথামত সন্ধান চালাইলে নিশ্চয়ই সকল মীমাংসা উল্টাইয়া যাইবে। আমি এজন্য শরীরপাত করিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে বাবু কি স্থির করিতেছেন বলুন।”

বিনোদ বলিলেন,—“আমি মনে করিতেছি কল্য আপনাদের দুই জনকে সঙ্গে লইয়া আমি একবার দুর্গাপুর যাইব। ঘটনার স্থানটা আমি স্বচক্ষে একবার দেখিব, আর আবশ্যক বুঝিলে, দুর্গাপুরের দুই একটা লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিব। তাহার পর এ সম্বন্ধে কোন্ পথে চলা আবশ্যক তাহা স্থির হইবে। অতি বাল্যকালে আমি এদেশ ত্যাগ করিয়াছি। পথ ঘাট ভুলিয়া গিয়াছি; লোকেও আমাকে চিনিবে না, আমিও অনেককে চিনিব না। এই জন্যই আপনাদিগকে সঙ্গে যাইতে বলিতেছি, নতুবা আমি একাই যাইতাম। তাহার পরে যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহার ভার আপনারাই গ্রহণ করিবেন। রাসবিহারীর ভয়ে আপনারা চিন্তিত হইবেন না। আমি কল্য একবেলা মাত্র এখানে থাকিব। ইহারই মধ্যে

রাসবিহারী যে আমার কোন গুরুতর অনিষ্ট করিতে পারিবে, এরূপ আশঙ্কা নাই।"

রামজীবন বলিলেন,—"যত বিপদই হউক, আর যাহাই ঘটুক, এবিষয়ের অনুসন্ধান করিতেই হইবে। বাবাজীর কথাই ঠিক থাকিল। কল্য প্রত্যূষে দুর্গাপুর যাওয়া যাইবে।"

## দশম পরিচ্ছেদ।

দশ বৎসরের পূর্ব্বে, যে জলাশয় সমীপে ঘোরতর নৃশংস কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়াছিল; যে স্থানে, বিনোদের দেবোপম পিতা স্বহস্তে, খরধার অসির তীক্ষ্ণ আঘাতে, বাল-বন্ধুর হৃদয় ও দেহের অসংখ্য স্থান ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছেন; সেই স্থানে, অদ্য বিনোদ চিন্তাকুলিত চিত্তে উপস্থিত হইলেন। সেই দুর্ঘটনার স্মৃতি সাধারণ মনুষ্যের হৃদয় হইতে প্রায় অপগত হইয়াছে। কাল স্বকীয় সর্ব্ব-সাধন-ক্ষম হস্তদ্বারা, সেই হৃদয় বিদারক ঘটনার যাবতীয় চিহ্ন বিধৌত করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু বিনোদের হৃদয়ে আজ তাহা নবীভূতরূপে জাগরূক হইল। যেন গতকল্য সায়ংকালে সেই বিজাতীয় ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। হৃদয় অবসন্ন হইল; বক্ষ-বেপন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; হস্ত-পদ যেন শক্তি-শূন্য হইয়া পড়িল। শ্রীরাম ও রামজীবন তাঁহার সঙ্গী।

অনেকক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া বিনোদ বলিলেন, খুড়ামহাশয়! এই স্থানেই আমার পিতার শেষ পদ-চিহ্ন নিপতিত হইয়াছিল। এই স্থানই তাঁহার অমূলক

কলঙ্ক-কালিমার শে[illegible]দশন। এই স্থান হইতেই তাঁহার জন্মভূমির সাহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এস্থান অন্যের পক্ষে পাপ-নিকেতন হইলেও, আমার চক্ষুতে ইহা পবিত্র পুণ্য-তীর্থ। আপনারা অনুমতি করুন, আমি এই স্থানে আমার নিরুদ্দেশ জনকের উদ্দেশে প্রণাম করি।”

রামজীবনের চক্ষুতে জল আসিল। বিনোদ তত্রত্য মৃত্তিকায় ললাটস্পৃষ্ট করিয়া প্রণত হইলেন। যখন তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তাঁহার নয়নে জল। বলিলেন,—“খুড়ামহাশয়! আমি পিতার আদেশ শ্রবণ করিয়াছি। আমার আয়াস নিষ্ফল হইবে না। আমার পিতা নিষ্পাপ—দেবতা। তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমি লাভ করিয়াছি। সেই আশীর্ব্বাদ-বলে আমি তাঁহার অলীক কুকীর্ত্তিত অমূলক প্রসঙ্গ নির্ম্মূল করিতে পারিব।”

রামজীবন বলিলেন,—“আমি ব্রাহ্মণ; কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার সঙ্কল্প সফল হউক।”

বিনোদ ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণ-ধূলি মস্তকে স্থাপন করিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন্ স্থানে লাস ভাসিয়া উঠিয়াছিল?”

রামজীবন বলিলেন,—“কোন্ স্থানে লাস ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমি দেখি নাই। আমাকে যখন সনাক্ত করিবার নিমিত্ত চৌকিদার ডাকিয়া আনিয়াছিল,

তখন লাস জমির উপর তোলা হইয়াছিল। সে স্থান পূর্ব্বদিকে। আমি যেন এখনও সেই স্থানে লাস দেখিতেছি।”

শ্রীরাম বলিল,—“যেখানে লাস ভাসিয়া উঠিয়াছিল, আমি তাহা জানি। যখন মড়া ভাসিয়া উঠিয়াছে বলিয়া প্রচার হইল, তখনই আমি দেখিতে আসিয়াছিলাম। দারোগা আসার পর লাস ডাঙ্গায় তোলা হইয়াছিল। তখন আমার বয়স এই বাবুর মত। সকল কথাই আমার বেশ মনে আছে। আসুন আমার সঙ্গে, আমি সে স্থান দেখাইয়া দিতেছি।”

শ্রীরাম অগ্রগামী হইল, বিনোদ ও রামজীবন তাহার অনুসরণ করিলেন। পুষ্করিণীর পূর্ব্ব তীরে উপস্থিত হইয়া, শ্রীরাম একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—“এই স্থানে লাস ফেলিয়া রাখিয়াছিল।” আর একটা ঢিল জলের উপর ছুড়িয়া বলিল, “ঠিক ঐ স্থানে লাস ভাসিতেছিল।”

বিনোদ উভয় স্থানই দর্শন করিলেন। বিজলীর পিতা নিদারুণ যন্ত্রণায় বিগতজীব হইয়া যে স্থানে ভাসিয়াছিলেন এবং যে স্থানে তাঁহার সেই পূতিগন্ধপূর্ণ বিকৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছিল, উভয়ই তিনি দর্শন করিলেন। কিন্তু সেই হৃদয়-বিদারক অতীত কাণ্ডের কোন চিহ্নই অধুনা বর্ত্তমান নাই। তাহার পর বিনোদ পুষ্করিণীর

চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া দেখিলেন। এক স্থানে জলে তিনটী বক চরিতেছিল; বিনোদ নিকটস্থ হইলে তাহারা উড়িয়া গেল। জল মধ্যে মৎস্য আস্ফালন করিল; জলে তজ্জন্য তরঙ্গ উঠিল। তীরের নিকট কল্মীলতা ভাসিতেছিল, সেই তরঙ্গ লাগায় একটু দুলিয়া উঠিল। পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে একটু ঘনারণ্য ছিল; বিনোদ সেদিকেও গমন করিলেন। একটা গোসাপ গ্রীবা বক্র করিয়া, কিয়ৎকাল তাঁহাদিগকে দর্শন করিল, তাহার পর পলাইয়া গেল। বিনোদ বলিলেন, "এই পুষ্করিণীর নিকটেই যদি খুন হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বনের নিকটেই সে কাজ শেষ হওয়া সম্ভব। যদিও এ পুষ্করিণীর নিকটেই লোকের বাস নাই, তথাপি দেখা যাইতেছে, ইহার উত্তর দিক দিয়া চলাচলের রাস্তা রহিয়াছে। সুতরাং লুকাইয়া খুন করার পক্ষে এই বনের পার্শ্ব ব্যতীত আর কোথাও সুবিধা দেখা যাইতেছে না। এ স্থানটী দেখা হইল; চলুন এখন একবার আমরা গ্রামের মধ্যে যাই।"

তাঁহারা যখন পথে উঠিলেন, সেই সময় দুই জন কৃষক মাঠে যাইতেছিল। তাহারা রামজীবনকে প্রণাম করিল। একজন বলিল,—"চক্রচর্ত্তী ঠাকুর, সকালবেলা কোথায় চলেছ?"

রামজীবন বলিলেন,—"তোদেরই গাঁয়ে যাচ্ছি।"

কৃষকদ্বয় চলিয়া গেল। রাসবিহারী নাগ যে স্থান

হইতে যদুপতি মিত্রকে পলাইতে দেখিয়াছিল, গমনকালে বিনোদ সে স্থান দেখিয়া লইলেন এবং তখন যদুপতি যেখানে ছিলেন বলিয়া রাসবিহারী জবানবন্দী দিয়াছে, তাহাও তিনি জানিয়া লইলেন। উভয় স্থানের দূরত্ব তিনি অনুমান করিয়া লইলেন। তাহার পর তাঁহারা ক্রমশঃ দুর্গাপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"খুড়া মহাশয়! এ গ্রামে রাসবিহারীর কোন প্রবল শত্রু আছে, আপনি জানেন?"

রামজীবন বলিলেন,—"কোন্ গ্রামে নাই? দশ ক্রোশের মধ্যে সকল গ্রামে, সকল লোকই রাসবিহারীর পরম শত্রু। কিন্তু কেহই তো তাহা সাহস করিয়া স্বীকার করিবে না।"

শ্রীরামকে বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"কোনও স্ত্রী-লোককে রাসবিহারী প্রাণের সহিত ভালবাসে, এমন সংবাদ তুমি রাখ কি?"

শ্রীরাম বলিল,—"রাসবিহারী শত শত স্ত্রীলোককে এ পর্য্যন্ত ভালবাসিয়া আসিতেছে; কিন্তু কাহারও সহিত তাহার ভালবাসা দুই চারি মাস—বড় জোর এক বৎসরের অধিক থাকিতে দেখা যায় না। প্রথম প্রথম রাসবিহারী মনের মত স্ত্রীলোক দেখিলে পাগল হইয়া উঠে; তাহার জন্য খুন-খারাপি করিতেও ভয় পায় না। কিন্তু কিছুদিন পরে, আর একটা স্ত্রীলোক চখে পড়িবামাত্রই, রাসবিহারী

পাইকটাকে দূর করিয়া দেয়; ধুয় তো তাহার আর খোঁজও লয় না। এ বিষয়ে তাহার লজ্জাসরম লুকোচুরি কিছুই নাই।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"এরূপ স্ত্রীলোক এ গ্রামে কেহ আছে?"

শ্রীরাম উত্তর দিল,—"অনেক থাকাই সম্ভব। তবে একটার কথা আমি বিশেষ বলিতে পারি। সে চাঁড়ালের মেয়ে। কিন্তু তেমন সুন্দরী আমি তো আর কোথাও দেখি নাই। তাহার স্বামী চাষ করিত। ঐ পুকুরের পশ্চিম ধারে তাহার ক্ষেত ছিল। রাসবিহারী অনেক কাণ্ড করিয়া চাঁড়াল বউকে হস্তগত করে। স্বামীটা স্ত্রীকে বড়ই ভালবাসিত। দুর্দ্দান্ত লোকের সহিত সে যখন কোনই বিবাদ করিতে পারিল না, আর ইহার প্রতিকারও যখন তাহার দ্বারা কিছু হইল না, তখন সে বেচারা এ গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।"

বিনোদ উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"পলাইয়া কোথায় গেল?"

শ্রীরাম বলিল,—"তাহা কেহ বলিতে পারে না। শুনা যায় কোন দূরদেশে গিয়া সে চাষ আবাদ করিতেছে।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"কত দিন হইল, সে চলিয়া গিয়াছে?"

শ্রীরাম বলিল,—"তাহা ঠিক বলিতে পারি না। সে

একটা সামান্য লোক, কবে কোন্ সময়ে সে কি করি-য়াছে, তাহা মনে করিয়া রাখা, বা তাহার বিশেষ সন্ধান করা যায় না। তবে যে সময়ে এই খুন হইয়াছে, সেই সময়ে চাঁড়াল বউয়ের সঙ্গে রাসবিহারীর খুব ঢলাঢলি। বোধ হয় এই ঘটনার কিছু আগে, বা কিছু পরে, সে মনের দুঃখে দেশ ছাড়িয়াছে।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—“তাহার পর তাহার স্ত্রীর কি হইল ?”

শ্রীরাম বলিল, “কিছুদিন পরে একটা মুসলমানের মেয়ের জন্য রাসবিহারী উন্মাদ হইয়া উঠিল। আহা! সেই মেয়েটার ভাইকে রাসবিহারী যেরূপ কষ্ট দিয়াছিল, তাহা মনে হইলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন, “তাহার ভাইকে এরূপ কষ্ট দিয়াছিল কেন ?”

শ্রীরাম বলিল,—“তাহার ভাই বলিয়াছিল, ‘আমার জান্ থাকিতে আমার বহিনকে কখনই রাসবিহারী বাবু ছুঁইতে পাইবে না।’ রাসবিহারী রাগে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া, সদর কাছারি বাড়ীতে তিন দিন গাছে পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার হাত-পায়ের নখের মধ্যে কাঁটা ফুটাইয়া দিয়াছিল। তাহার নাক আর একটা কাণ কাটিয়া দিয়াছিল। তাহার পর তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া, তাহার সম্মুখেই তাহার ভগিনীর সর্ব্বনাশ করিয়াছিল।

বিনোদ চমকিত হইলেন; মনে মনে ভাবিলেন, ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য মানুষ এমন বিগর্হিত ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতে পারে, ইহা স্মরণ করিলেও হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে মুসলমান এখন কোথায় আছে?"

শ্রীরাম বলিল,—"এই কাণ্ডের পর তাহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে আর খাটিয়া খাইতে পারে না। কলিকাতায় এক মসজিদের কাছে বসিয়া সে ভিক্ষা করে। বোধ হয় এখনও কলিকাতায় আছে।"

বিনোদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর, সে চাঁড়ালের স্ত্রীর কি হইল?"

শ্রীরাম বলিল,—"রাসবিহারী তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ ছাড়িয়া দিল। তাহার রূপ-যৌবন যথেষ্ট ছিল। ধর্ম্ম হারাইয়া সে তখন সাধারণ বেশ্যা হইয়া উঠিল। বোধ হয় সে এখন হুগলীতে কোন ধনবান্ লোকের আশ্রয়ে সুখ স্বচ্ছন্দে আছে।"

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর সেই মুসলমানের ভগিনী—সে কোথায় গেল?"

শ্রীরাম বলিল,—"কিছুদিন পরেই রাসবিহারী তাহাকেও ছাড়িয়া দিল। সে নিকটেই আর এক গ্রামে এক মুসলমানের সহিত নিকা করিয়া গৃহস্থ-ভাবেই আছে।"

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খুড়া মহাশয়! সে জেলেনীর বাড়ী কোথায়? আমাকে একবার সে বাড়ী-টাও দেখাইয়া দেন।"

রামজীবন বলিলেন,—"সে বড় বেশী তফাৎ নয়—আইস।"

একটু অগ্রসর হইয়াই, রামজীবন একখানি অতি সামান্য খড়ের ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"এই তাহার বাড়ী।"

সেই সময় এক মলিনবসনা বৃদ্ধা একঝুড়ি ঘুঁটে লইয়া বাহিরে আসিল। রামজীবন বলিলেন,—"এই সেই জেলেনী।"

বিনোদ বিশেষরূপে তাহাকে চিনিয়া রাখিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"এ গ্রামে আমার যাহা দেখিবার ছিল, তাহা একরূপ শেষ হইল। চলুন, এক্ষণে আমরা বাটী ফিরি। আজ মধ্যাহ্নকালে আমি হুগলী যাত্রা করিব। শ্রীরামকে আমার সহিত যাইতে হইবে। আপাততঃ রাসবিহারী কোন্ কোন্ বিষয়ে কিরূপ অত্যাচার করিতেছে, আপনি তাহার সন্ধান রাখিবেন এবং বিশেষ কোন সংবাদ পাইবামাত্র হুগলীতে আমার নামে "পোষ্ট-মাষ্টারের নিকটে পৌঁছাছে" এই ঠিকানা দিয়া তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন। আমাকে সম্ভবতঃ আরও অনেক বার এখানে আসিতে হইবে। সমস্ত সংবাদ আমার মুখেই

আপনি শুনিতে পাইবেন। কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে, আমি আপনাকে পত্র লিখিয়া জানাইব।"

রামজীবন জিজ্ঞাসিলেন,—"কোন বিশেষ কথা বুঝিতে পারিলে কি বাবা?"

বিনোদ উত্তর দিলেন,—"অনেক কথা বুঝিতে পারিয়াছি খুড়া মহাশয়! কিন্তু আর একটু পাকা রকম না বুঝিলে আপনাকে তাহা জানাইতে পারিব না।"

দূরে ঘোড়ায় চড়িয়া একটী লোক আসিতেছিল। ঘোড়া, বিশেষ বলশালী ও সতেজ হইলেও, আরোহীর ইচ্ছানুসারে ধীরে ধীরে চলিতেছিল। তাহার সম্মুখে দুই জন ও পশ্চাতে দুইজন লাঠিয়াল। রামজীবন দূর হইতেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ! রাসবিহারী নাগ আসিতেছে। এক্ষণে বাবাজীকে কোথায় লুকাই?"

বিনোদ বলিলেন,—"লুকাইবার আবশ্যক নাই। যদি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলিবেন, আপনার বিশেষ আত্মীয়ের পুত্র। এদেশে একবার বেড়াইতে আসিয়াছেন।"

বড়ই উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই সম্প্রদায় নিকটস্থ হইলে, রামজীবনের দল পথের একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন; রাসবিহারীর দল মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। পাশাপাশি, হইলে,

রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ঠাকুর, কোথায় গিয়াছিলে ?"

রামজীবন সসম্মানে উত্তর দিলেন,—"এই দুর্গাপুরেই একটু দরকার ছিল।"

রাসবিহারী আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"সঙ্গে এ বাবুটী কে ?"

রামজীবন বলিলেন,—"আমার একটী আত্মীয়ের ছেলে, একবার এদেশে বেড়াইতে আসিয়াছেন।"

রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিল —"কোথায় নিবাস ?"

"কলিকাতা।"

রাসবিহারী বলিলেন,—"কলিকাতার লোক বন দেখিতে পায় না। এখানে তাই দেখিতে আসিয়াছ বাবু ? ঠাকুর, আমার বাটীতে তোমার আত্মীয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে; এদেশের রাজাই আমি; যদি কিছু দেখিতে শুনিতে হয়, তাহা হইলে আমার বাটীতে যাওয়াই আবশ্যক।"

বিনোদ বলিলেন.—"আপনার বাটীতে গিয়া,আপনার সহিত দেখা করিবার আমার বিশেষ প্রয়োজনও আছে; কিন্তু এ যাত্রায় ঘটিবে না। আর এক যাত্রায় আসিয়া আপনার সহিত নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

রাসবিহারী চলিয়া গেলে, রামজীবন বলিলেন,—"রাম ! রাম ! আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল।"

বিনোদ বলিলেন,—"বড়ই ভাল হইয়াছে। ঐ লোক-টাকে বিশেষ করিয়া চিনিয়া রাখা আমার বড়ই আবশ্যক।"

তাঁহারা রামজীবনের বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তাড়াতাড়ি সে স্থানে আহারাদি শেষ করিয়া, সেই দিনই বিনোদ, শ্রীরাম ও রঘু হুগলী যাত্রা করিলেন।

# একাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিপুরে রায়দিগের বিশাল ভবনের অন্তঃপুরস্থিত একটী প্রকোষ্ঠে একটী বাতায়ন খুলিয়া, অপরাজিতা অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার সম্মুখে অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যান। তথায় কত রকমের কতই ফুল ফুটিয়াছে। রঙ্গনিপুণ বায়ু তাঁহাদিগকে লইয়া বড়ই কৌতুক করিতেছে। একটা ফুলকে ধাক্কা দিয়া, আর একটা ফুলের গায়ে ফেলিয়া দিতেছে; সে ফুলটা যেন "ছিঃ! কর কি?" বলিয়া পিছাইয়া যাইতেছে। কোথাও ফুল নাচিতেছে ও দুলিতেছে। কোথাও বা ফুলে ফুলে আলিঙ্গন করিতেছে। কোথাও নির্লজ্জ ভ্রমর, ফুলের উপর বসিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু শকুন্তলার ন্যায় বিব্রত হইয়া, ফুল কেবলই মাথা নাড়িতেছে ও গা দুলাইতেছে। অপরাজিতা বাতায়ন-সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন কি? না। তিনি ভাবিতেছেন, বিনোদ তিন দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন; ছয় দিন হইয়া গেল; তাহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তিনি ফিরিয়াও আসিলেন না। কেন এরূপ হইল?

নিঃশব্দে পশ্চাতের দ্বার দিয়া ব্রজেশ্বরী সেই প্রকোষ্ঠে

প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন,—"এখন হইতে তোমার ভাইরা, তোমার অপেক্ষায়, ফুলবাগানে বসিয়া থাকিবেন ঠিক্ হইয়াছে কি ?"

অপরাজিতা,চিন্তার ভাব ত্যাগ করিয়া,হাসিমুখে বলিলেন,—"আমার ভাইরা চোর নহেন।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"সে কথা তো আমি জানি ; তাঁহাদিগকে তোমার জন্য লুকাইয়া থাকিতে হয় না। সদরে যাঁহারা প্রাণের সুভদ্রাকে লইয়া সুখে থাকিতে পারেন, তাঁহাদের লুকোচুরির প্রয়োজন কি ?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"ভাইয়ের ভালবাসা সদরে ভোগ করিবারই জিনিষ। আমার বোধ হয়, এ সংসারে ভাইয়ের অপেক্ষা মিষ্ট সামগ্রী আর কিছুই নাই। স্বামী নারীজাতির দেবতা—পরম পদার্থ ; তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া পূজা করা ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার মনোরঞ্জন করা নারীর ধর্ম্ম। ভাইয়ের প্রতি ভালবাসায় সে ধর্ম্মপালনের কোনই ব্যাঘাত হইতে পারে না। আমরা ভালবাসা কথাটাকে বড় বিকৃত করিয়া বুঝি। ভালবাসা বলিলে, একটা দৈহিক সুখের সম্বন্ধ আমরা জড়াইয়া ফেলি। তাই পরম প্রণয়ের পদার্থ ; ভাইকেও 'ভালবাসি' বলিতে আমরা কুণ্ঠিত হই।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"অত কথা আমরা বুঝি না ; তোমার মত পণ্ডিতও আমি নহি, অধ্যাপক-ঠাকরুণও

নহি। মোটের উপর বুঝিলাম, তুমি নিজমুখে স্বীকার করিয়াছ, ভাই তোমার বড় প্রাণের সামগ্রী। তা বেশ তো ভাই, তার জন্য এত বক্তৃতাতেই বা কাজ কি, আর লম্বা চওড়া কথাতেই বা দরকার কি? এখন হইতে তোমাকে আর ঠাকুর-ঝি না বলিয়া সতীন বলিয়াই ডাকিব। বোধ হয় তাহা হইলে তুমি আমাকে সন্দেশ খাওয়াইবে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"সন্দেশ খাওয়াইব, কি কিল খাওয়াইব, তাহার ব্যবস্থা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিব। সপত্নী কথাটা হইতেই সতীন কথা জন্মিয়াছে। ভগিনী ...তঃ ধর্ম্মতঃ চিরদিন ভাইয়ের ভগিনীই থাকিবে, পত্নী কখনই হইবে না। মনুষ্য-সমাজের ব্যবস্থা যাহাই হউক, আমার বিবেচনায়, ভগিনীর সম্বন্ধ বড়ই মধুর, বড়ই পবিত্র এবং বড়ই কোমল। পত্নীর সহিত পতির সম্বন্ধ লৌকিক, পতি-পত্নীর মিলন একটা ঘটনামাত্র এবং একটা দৈহিক সম্বন্ধের উপর তাহার ভিত্তি। কিন্তু ভাই-ভগিনীর সম্বন্ধ আজন্ম, পূর্ব্বাগত এবং অবিচ্ছেদ্য। পতির সহিত পত্নীর মনের একতা না হইলে, একের প্রতি অন্যের অনুরাগ না জন্মিলে এবং একে অপরের তৃপ্তি না হইলে, তাঁহাদের সম্বন্ধ বিছিন্ন হইয়া যায়, অশেষ অনর্থের উদ্ভব হয়, পুণ্য-ক্ষেত্রে পাপের স্রোত বহিতে থাকে এবং সুখের সংসারে পিশাচ নৃত্য করে। কিন্তু ভাই ও ভগিনীর সম্বন্ধ সেরূপ নহে। স্নেহে বা বিদ্বেষে, অনুরাগে বা

বিতৃষ্ণায়, আদরে বা অনাদরে সকল অবস্থাতেই ভাই-ভগিনী, ভাই-ভগিনীই থাকিবেন। লোকে স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে। বাস্তবিক একটা ধরিয়া আনা জিনিষের পক্ষে অর্দ্ধাঙ্গ হইলেই যথেষ্ট গৌরব হইল; কিন্তু ভাই-ভগিনী সমাঙ্গ; কারণ এক উপাদানে উভয়েরই দেহ গঠিত; সমান স্নেহে উভয়েই লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত; এক আনন্দময় আশ্রয়ে উভয়েরই বাল্যজীবন অতিবাহিত এবং এক সুখময় ভোগ্যদ্রব্য সেবনে উভয়েই পরিপুষ্ট। আমার বোধ হয়, ভাই-ভগিনীর মত সম্বন্ধ, পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। বউ দিদি, আমি ভাইকে ভালবাসি বলিয়া তুমি চিরদিন আমাকে বিদ্রূপ করিও, তোমার রসিকতার ভাণ্ডারে যত কথা সঞ্চিত আছে, সে সমস্ত ব্যবহার করিয়া আমাকে লাঞ্ছিত করিও; বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আমি তাহাতে গৌরব অনুভব করিব। তবে সপত্নী বলিয়া যদি আমাকে বিদ্রূপ কর, তাহাতে আমি শতবার আপত্তি করিব। কেন না পত্নী, পতির দাসী, সেবিকা, ভোগ্যা, লালসা-তৃপ্তির ক্ষেত্র; কিন্তু ভগিনী ভ্রাতার মন্ত্রী, সুখ-সৌভাগ্যের অনুরাগিণী এবং সর্ব্ববিষয়ে অভিন্নহৃদয়া হিতৈষিণী।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"সকল কথাই তো বুঝিলাম। যদি এতই হইয়া থাকে, তাহা হইলে সপত্নীও হও না কেন? তাহাতে মধুর সম্বন্ধ আরও মধুর হইয়া উঠিবে।"

অপরাজিতা বলিলেন, —"তাহা হইবার হইলে তোমাদের ধরিয়া আনিতে হইত না।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, —"ভাল, এক ভাইয়ের জন্য তে এখনও ধরিয়া আনা হয় নাই। সেই খালি জায়গাটায় তুমি জুড়িয়া বইস না কেন? বড়ই মানাইবে ভাল; দুই বিদ্বানে মিলিবে বেশ; আর রূপে ঠাকুরপো যেমন অতুলনীয়, তুমিও তেমনই ভুবনমোহিনী। বল যদি, আমি এই মাসেই তাহা ঘটাইয়া দিতে পারি।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"যদি তোমার কথার কোন অর্থ থাকিত, তাহা হইলে আমি জবাব দিতাম। বিনোদের স্থায় ভাই পাইয়া বাস্তবিকই আমি আপনাকে ভাগ্যবতী জ্ঞান করি। তাঁহার জন্য, তোমার মত, একটা সন্তান প্রসব করিবার লোকের দরকার হইবে বটে। হাজার হাজার লোক ধন-সম্পত্তি লইয়া তাহার উমেদারী করিতেছে। তাহার মধ্য হইতে দেখিয়া, শুনিয়া, বাছিয়া, বিচার করিয়া, একটা—ইচ্ছা হইলে দশটা উঠাইয়া আনিলেই হইবে। কিন্তু আমি তাঁহার ভগিনী; সংসারের সর্ব্বস্ব দান করিয়াও তুমি তাঁহার আর একটা ভগিনী আনিয়া দিতে পারিবে কি?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"ঠাকুর-ঝি তোমার মুখে এই সকল মধুর কথা শুনিয়া, আর তামাসার কথা বলিতে লজ্জা হয়। এ সংসারে ভাইয়ের মর্য্যাদা তুমিই বুঝিয়াছ।

তোমার ন্যায় ভগিনী যাহাদের আছে, সে ভাইরা বাস্তবিকই ধন্য। তোমাকে ঠাকুর-ঝি পাইয়া, তোমার ভাইয়ের দাসীরা নিশ্চয়ই সকল যন্ত্রণা, সকল ক্লেশ অতিক্রম করিয়া পরমানন্দে জীবন কাটাইবে।"

অপরাজিতা, ব্রজেশ্বরীকে আলিঙ্গন করিয়া, বলিলেন,—"বাস্তবিকই তোমরা তামাসা করিয়া যাহাই বল না কেন, ভাই বড় আদরের বস্তু। ভাই যাহাকে ভাল বাসিয়া তৃপ্ত হন, ভাই যাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দ লাভ করেন, ভগিনীর চক্ষুতে তিনিও বড়ই আদরের সামগ্রী। বলিয়াছি তোমাকে, ভাই ভগিনী সমাঙ্গ। আমি তোমাকে প্রাণের ভালবাসা মিশাইয়া চুম্বন করি। প্রার্থনা করি, তুমি দেবতার ন্যায় সন্তান প্রসব করিয়া আমার পিতৃবংশ উজ্জ্বল কর।"

অপরাজিতা, অনেকক্ষণ ব্রজেশ্বরীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া, তাঁহার বুকের উপর পড়িয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"বিনোদের নিমিত্ত আমার বড়ই ভাবনা হইয়াছে বউ দিদি। আত্মীয়ের কঠিন পীড়া বলিয়া বিনোদ কলিকাতায় গিয়াছেন; দুই তিন দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন কথা ছিল। তিনি ফিরিয়াও আসিলেন না, তাহার কোন সংবাদও পাওয়া গেল না।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"চিন্তারই বিষয় বটে। তোমার দাদাও এজন্য ভাবিতেছেন। মা, কতবারই এ কথা

জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হয় তো সে আত্মীয়ের পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে।”

অপরাজিতা বলিলেন,—“অসম্ভব নহে। কিন্তু তাহা হইলেও বিনোদ তো একটা সংবাদ দিতে পারিতেন। তাঁহার নিজের কোন পীড়া হওয়াও বিচিত্র নহে।”

এক জন ঝি আসিয়া অপরাজিতার হাতে একখানি ডাকের চিঠি দিল এবং বলিল,—“ছোট বাবুর পত্র, বড় বাবু তোমার কাছে দিতে বলিলেন। তাঁহার নামেও একখানি আসিয়াছে।”

অপরাজিতা তাড়াতাড়ি পত্র খুলিয়া ফেলিলেন। পত্রে লিখিত ছিল,—

“স্নেহের অপি!

তোমার নিকট বলিয়া আসিয়াছিলাম, আমি তিন দিনের মধ্যে বাটী ফিরিব; কিন্তু কোন অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যানুরোধে আমাকে কিছুকাল ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। কত দিনে ফিরিতে পারিব, ঠিক্ করিয়া বলিতে পারি না। কোথায় থাকিব, তাহারও বিশেষ স্থিরতা নাই। যেখানেই থাকি, সময় ও সুযোগ পাইলেই তোমাকে সংবাদ দিব। তুমি চিন্তা করিও না। আমি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছি, তাহার বৃত্তান্ত তোমাকে নিজ মুখে বলিব; পত্রে তাহা লিখিবার সময় নাই। আমা-

দিগের দুষ্ট বউ দিদিটীকে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইবে। দাদাকে স্বতন্ত্র পত্র লিখিলাম। ইতি।

তোমার ভাগ্যবান্ অগ্রজ
বিনোদ।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"বড়ই চিন্তার কথা! সহসা বিনোদের কি প্রয়োজন উপস্থিত হইল! নানা স্থানে ঘুরিতে হইবে, কত দিনে কার্য্য শেষ হইবে তাহারও স্থিরতা নাই। নিশ্চয়ই ব্যাপার গুরুতর—বিপজ্জনকও হইতে পারে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"কিছুই বুঝা যাইতেছে না। জানি না ঠাকুরপো কি কাণ্ড ঘটাইয়াছেন।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তুমি যাও বউ দিদি, দাদার পত্রখানি দেখিয়া আইস। যদি তাহাতে কোন গোপনীয় কথা না থাকে, তাহা হইলে সে খানি চাহিয়া লইয়া আইস। আমার পত্র তো তুমি দেখিয়াই চলিলে।"

ব্রজেশ্বরী প্রস্থান করিলেন। যতীন্দ্র বাবুর নিকট যে পত্র আসিয়াছিল, তাহাতে লিখিত ছিল,—

"শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,

বড়ই ভয়ানক প্রয়োজনে আমাকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে। কোথায় কখন

থাকিব এবং কি কি করিব, তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। যে প্রয়োজনে যাইতেছি, তাহাতে হয় তো অনেক টাকা খরচ হইলেও হইতে পারে। আমার হাতে বড় বেশী টাকা নাই। একটা স্থানে স্থির হইয়া বসিতে পারিলেই, আপনার নিকট টাকা চাহিয়া পাঠাইব। আশঙ্কার বিশেষ কোন কারণ নাই। আমি অতি সাবধানে থাকিব ও সতর্কতার সহিত কাজ কর্ম্ম করিব। সঙ্গে বিশ্বাসী ও পুরাতন ভৃত্য রঘু থাকিবে। আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন আমি অভীষ্টসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারি। শ্রীমতী মাতৃদেবীকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইবেন। অপরাজিতাকে স্বতন্ত্র পত্র লিখিলাম। ইতি।

সেবক শ্রীবিনোদবিহারী রায়।"

ব্রজেশ্বরীর হস্তে এই পত্র দিয়া যতীন্দ্র বলিলেন,—"ভয়ানক ভাবনার বিষয়। আমি পত্র পাঠ করিয়া বুঝিতেছি, বিনোদ নিশ্চয়ই কোন বিপজ্জনক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছেন। তুমি অপিকে ঐ পত্র দেখাইতে পার। মনে করিতেছি, সংসারের একটা সুব্যবস্থা করিয়া, আর কিছু টাকা লইয়া, আমি হয় তো কালই কলিকাতায় যাইব।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"তুমি কলিকাতায় গিয়া কি করিবে? ঠাকুরপো তো কলিকাতা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় আছেন, জানিতে পারিলে তোমাকে

এখনই সেখানে যাইতে বলিতাম। ঠাকুর-ঝি সকল বিষয়ই বুঝেন ভাল ; তুমি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া, যাহা হয় স্থির কর।"

ব্রজেশ্বরীর হস্ত হইতে পত্র লইয়া, যতীন্দ্র স্বয়ং অপরাজিতার নিকট চলিলেন।

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা সাড়ে সাতটার সময় হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-অব্-পুলিস সাহেবের দ্বারে বিনোদ দণ্ডায়মান। তিনি, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ সাহেবের নিকট হইতে, পুলিস সাহেবের উপর, এক পরিচায়ক পত্র লইয়া আসিয়াছেন। বিনোদ কালেজের একজন অতি সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান্ ও প্রতিষ্ঠাভাজন ছাত্র। অধ্যক্ষ তাঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন। পুলিস সাহেব ও কালেজের অধ্যক্ষ সাহেব নিতান্ত বিভিন্ন-কর্ম্মাবলম্বী হইলেও, অতি নিকট কুটুম্বিতা-সূত্রে উভয়েই ঘনিষ্ঠরূপে সংবদ্ধ। বিনোদ, দ্বারবান্ দ্বারা সেই পত্র, সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়া, দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।

শীঘ্রই দ্বারবান্ ফিরিয়া আসিল এবং সাহেবের সেলাম জানাইল। বিনোদ সাহেবের কুঠির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেলাম ও শিষ্টাচার সমাপ্ত হইলে, সাহেব তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন —"আমার দ্বারা আপনার কোন্ কার্য্য, সম্পন্ন হইতে পারিবে?"

বিনোদ সবিনয়ে বলিলেন,—"আমি একটা পুরাতন

চাপা-পড়া কথা লইয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।' দশ বৎসর পূর্ব্বে, ১১ই কার্ত্তিক তারিখে, এই থানার অধীনে দুর্গাপুর গ্রামে, একটা খুন হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে আপনি সে সময় এ জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন; আবার নানা জেলা ঘুরিয়া, সম্প্রতি এই খানেই আসিয়াছেন।"

সাহেব, একটু চিন্তা করিয়া, বলিলেন,—"যদুপতি মিত্র কর্তৃক জগদ্বন্ধু মিত্রের হত্যাকাণ্ডের কথা আপনি বলিতেছেন কি? বড়ই দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি সে খুনের কোন কিনারা হয় নাই। আসামী আজিও পলাতক।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহা আমি জানি। আমি এক্ষণে সবিনয়ে আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি, যদুপতি মিত্রকেই হত্যাকারী বলিয়া মীমাংসা করিবার কি কি কারণ আছে?"

সাহেব বলিলেন,—"সকল কথা আমি এখন ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। কেন না, অনেক দিনের ঘটনা; সকল কথা মনে থাকা সম্ভব নহে। আপনি যে মহাত্মার পত্র লইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া, সকল কথা জানাইতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ বিষয়ের সহিত আপনার কি সম্বন্ধ? কেন আপনি এই অতীত পুলিস-কাহিনীর উদ্ধার করিতে উৎসুক হইয়াছেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"আপনি যেরূপ সরলতার সহিত আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তাহাতে অকপটভাবে আপনাকে সকল কথা জানাইতে আমি বাধ্য।" কিয়ৎকাল নিস্তব্ধতার পর, সাশ্রুনয়নে ও বিকৃতস্বরে বিনোদ বলিলেন,—"সেই যদুপতি মিত্র মহাশয় আমার পিতা।"

সাহেব, গম্ভীর-মুখে সমবেদনা-ব্যঞ্জক স্বরে, বলিলেন,—"বড়ই দুঃখের বিষয়। আপনার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, আমি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। অন্য কথার পূর্ব্বে, এস্থলে একটা প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। প্রিন্সিপাল্ সাহেবের পত্রে দেখিতেছি, আপনার নাম বিনোদবিহারী রায়। আর যদুপতির উপাধি ছিল মিত্র। আপনি কেমন করিয়া তাঁহার পুত্র হইতে পারেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"এই দুর্ঘটনার পর, হরিপুরের ৺হরিদাস রায় মহাশয় আমাকে নিজের বাটীতে লইয়া যান এবং ঔরস-পুত্রের ন্যায় যত্নে আমার লালন-পালন করিতে থাকেন। তখন আমার বয়স ১১।১২ বৎসর। আমি তদবধি তাঁহারই পুত্ররূপে পরিচিত হইয়া আসিতেছি এবং আমার নামের সহিত তাঁহারই উপাধি সংযুক্ত হইয়াছে।"

সাহেব বলিলেন,—"সকল গোলই তো মিটিয়া রহি-

য়াছে। আপনি এ ভয়ানক কাণ্ডের প্রধান কর্ত্তার সহিত লোকতঃ সকল সম্পর্কই ত্যাগ করিয়াছেন। যদুপ্রতির উপাধি, তাঁহার বাসভবন, তাহার পরিচয় সকলই আপনি ছাড়িয়াছেন—ভালই করিয়াছেন। কিন্তু এত দিন পরে এ সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল কেন জন্মিল? কেন আপনি, ইচ্ছা পূর্ব্বক ঘটনার যবনিকা ভেদ করিয়া, অতীত রহস্য জানিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"সহসা কোন কৌতূহল হেতু, আমি এ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই নাই। চিরদিনই এ সম্বন্ধে আমার মনে প্রবল বাসনা আছে। নিরুদ্দেশ পিতার সন্ধান করিব, ইহাই আমার চিরদিনের সংকল্প। কিন্তু আমি এতদিন নাবালক ছিলাম। আমার কথা, ইহার পূর্ব্বে কোথাও গ্রহণীয় হইত না। অনেকে হয় তো বালকের কথা বলিয়া হাসিয়া উড়াইত। রাজদ্বারেও আমার কথা, শ্রবণযোগ্য হইত না। এই জন্যই এত দিন, প্রবল বাসনা থাকিলেও, আমি এই কর্ত্তব্য-পালনে অগ্রসর হইতে পারি নাই। এখন আমার বয়স হইয়াছে। আইনের চক্ষুতে ও লোকের বিচারে আমি আর এখন বালক নহি। এই জন্যই আমি সম্প্রতি এ কার্য্যের ভার মাথায় লইয়া এক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছি।"

সাহেব বলিলেন,—"বুঝিলাম, আপনি পিতার সম্বন্ধে পুত্রের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য-সাধনের অভিপ্রায়ে এ

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতেছি, আপনার এ কার্য্য ভাল হইতেছে না। আপনার পিতা, ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াও, স্বকীয় ক্ষমতা বা বুদ্ধিবলে রাজকর্ম্মচারীদিগের অলক্ষিত-ভাবে, লুক্কায়িত থাকিয়া জীবনপাত করিতেছেন। আপনার অত্যধিক আগ্রহ এবং অনাবশ্যক পিতৃভক্তি হয় তো তাঁহার সর্ব্বনাশের হেতুভূত হইবে। হয় তো সরকারী কর্ম্মচারী আপনার পিতার যে সন্ধান এত দিন করিয়া উঠিতে পারে নাই, আপনি তাহা সহজেই করিয়া উঠিতে পারিবেন। সরকারী কর্ম্মচারী অনুসন্ধানার্থ আসিতেছে শুনিয়া, আপনার পিতা হয় তো স্বকীয় প্রচ্ছন্ন অবস্থানস্থান অধিকতর প্রচ্ছন্ন করিতেছেন ; কিন্তু আপনি আসিতেছেন সংবাদ পাইলে, তাঁহার সে সাবধানতা বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং স্বাভাবিক অপত্যস্নেহ, তাহাকে হয় তো সহজেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রবৃত্ত করিবে। তাহা হইলেই, এতদিন পরে তিনি হয় তো সহজে ধরা পড়িবেন। অতএব আপনার এই পিতৃভক্তি, বর্ত্তমানস্থলে পিতৃশত্রুতায় পরিণত হইবে।”

বিনোদ বলিলেন,—“আপনার এই সদ্‌যুক্তিপূর্ণ সদুপদেশহেতু আমি আপনাকে বার বার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার হৃদয় লইয়া আপনি এ ঘটনার আলোচনা করিতে পারিতেছেন না ;

আমার প্রণালীর অনুসরণ-ক্রমে আপনি সমস্ত ব্যাপারের বিচার করিতেছেন না; এবং আমার চক্ষু লইয়া আপনি আদ্যোপান্ত বিষয়সমূহ দেখিতেছেন না। আমার বিশ্বাস —আমার পিতৃদেব এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক; তাঁহার চরিত্র, চিরদিনই সর্ব্বত্র সমাদৃত; তাঁহার শিক্ষা ও সংসর্গ সকলই এ কার্য্যের বিরোধী। আমার এই অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি সামান্য কৌতূহল-সম্ভূত নহে। আমি আমার পূজনীয় পিতৃদেবকে লোকের চক্ষুতে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক ভাবে উপস্থিত করিব, তাঁহার সম্বন্ধে যত কিছু কলঙ্কের কথা বা কুকীর্ত্তির প্রসঙ্গ জন সমাজে প্রচারিত হইয়াছে, তৎসমস্ত ধৌত করিব এবং রাজদ্বারে বা রাজকর্ম্মচারীদিগের সমক্ষে তিনি যে অপরাধে অপরাধী হইয়া আছেন, তাহা হইতে তাঁহাকে নির্ম্মুক্ত করিব। জগদীশ্বর কৃপা করিলে আমার এ সংকল্প নিশ্চয়ই সংসিদ্ধ হইবে। পিতার চরিত্র সম্বন্ধে যদি আমার একটুও অবিশ্বাস থাকিত, এই দারুণ দুষ্ক্রিয়া-সাধনে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম, ইহা যদি আমার স্থির বিশ্বাস না হইত, এবং নিশ্চয়ই কোন কল্পনাতীত ব্যাপার, অচিন্তনীয় উপায়ে তাঁহাকে অন্যায় অপরাধী করিয়া রাখিয়াছে, ইহা যদি আমার ধ্রুব সিদ্ধান্ত না হইত, তাহা হইলে, আমি কদাপি এ সন্ধানে হস্তক্ষেপ করিতাম না।"

সাহেব বলিলেন,—"আমি আপনার পিতৃভক্তির

বার বার প্রশংসা করিতেছি। আপনাকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখুন, পিতৃভক্তির প্রাবল্যে এবং কর্ত্তব্যপালন প্রবৃত্তির আতিশয্যে আপনি ঘটনা-গুলিকে উপযুক্তরূপ আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না।—বহুদিনের কথা, সকল ঘটনা আমার ঠিক্ মনে নাই। কিন্তু ইহা আমার বেশ মনে আছে যে, তৎকালে যেরূপ প্রমাণাদি, উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আপনার পিতার অপরাধ একরূপ অবধারিত হইয়াছিল। আপনি সমস্ত বিষয়টা কিরূপ শুনিয়াছেন ও কিরূপ বুঝিয়াছেন, তাহা একবার আমার নিকট বলুন দেখি।"

পুলিসের রিপোর্ট পাঠ করিয়া, সাক্ষীর জবানবন্দী দেখিয়া ও সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া, বিনোদ যাহা বুঝিয়া-ছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিলেন। রামজীবন চক্রবর্ত্তীর নিকট যেরূপভাবে তিনি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, সাহেবের নিকটও তাহাই করিলেন। সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া সাহেব বলিলেন,—"আমি এখনই আপনাকে কোন কথা বলিতে পারিলাম না। এ সম্বন্ধে পুলিসের তদন্ত তখনই শেষ হয় নাই। পরেও পুলিস-তদন্ত চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে। আপনি সে সকল কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই। আজি আপনি প্রস্থান করুন। আমি অদ্য আফিসে গিয়া এ বিষয়ের

সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়া রাখিব এবং আর যাহা যাহা জানা আবশ্যক, সমস্ত জানিয়া আসিব। কল্য প্রাতে আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তখন আপনার সমস্ত কথার আমি উত্তর দিব। এ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিতও আমি পরামর্শ করিব। আবশ্যক হইলে, আপনি যাহাতে তাঁহারও সাহায্য পাইতে পারেন, আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিব।"

বিনোদ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"আপনাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া আমি এক্ষণে বিদায় হইতেছি।"

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিনোদ বাসায় ফিরিলেন। শ্রীরাম, গত রাত্রিতে ১০ টার সময় বাহিরে গিয়াছে —এখনও ফিরে নাই। ব্যস্ততা-সহকারে বিনোদ স্নানাদি সম্পন্ন করিলেন।

তখন একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ি বিনোদের বাসার দ্বারে লাগিল। গাড়ি হইতে বাহির হইল—শ্রীরাম দাস। কাহার সাধ্য তাহাকে আর শ্রীরাম দাস বলে? সে একটা প্রকাণ্ড বিলাসী বাবু। তাহার গায়ে সিল্কের গেঞ্জি। তাহার উপর অতি উত্তম আদ্দির পাঞ্জাবী, বুকের উপর সোণার চেন, কাঁধের উপর ফরাসডাঙ্গার সুন্দর উড়ানী, পরিধান সিমলার কালপেড়ে ধুতি, পায়ে ডসনের জুতা; মাথার মাঝখান দিয়া এলবার্ট-কাটা ছিল; এখন কেশগুলা সুবিন্যস্ত নাই; একটু আলুথালু। তথাপি গত রাত্রিতে যে তাহার মধ্যস্থান সযত্নে চিরিয়া দেওয়া ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। তাহার গায়ে আতরের গন্ধ ভুর্ ভুর্ করিতেছে। সে, গাড়ির বাহিরে আসিয়া, পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বলিল, "আজি বোধ হয় আর দরকার হইবে না। দরকার হইলে খবর পাঠাইব।" কোচ্‌মান্ টাকাটী

গ্রহণ করিল এবং অতীব সম্মান সহকারে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

শ্রীরামের চক্ষু একটু রক্তবর্ণ; মুখেও একটু দুর্গন্ধ। সে, বাসায় প্রবেশ করিয়া, বিনোদের নিকট গেল না। শ্রীচে তাহার থাকিবার স্থান। সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া, যেমন কৈবর্ত্ত সে চিরদিন ছিল, সেইরূপই হইয়া পড়িল। তাহার পর রঘুর নিকট বাবুর খোঁজ করিল। তাহার পর স্নানাদি শেষ করিল।

বিনোদ, আহারাদি শেষ করিয়া, শয্যার উপর বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। এমন সময়ে শ্রীরাম সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে ভূলগ্ন মস্তকে তাহাকে প্রণাম করিল এবং বলিল,—"একটু বলিবার মত সংবাদ আছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"বল।"

শ্রীরাম বলিল,—"লাস যে দিন পুকুরে ভাসিয়া উঠে, নিধে চাঁড়াল, তাহার একদিন পূর্ব্ব হইতে বাটী আইসে নাই।"

"সে এখন কোথায় আছে, তাহা তাহার স্ত্রী জানে কি?"

"আজ্ঞে না। নিধে তাহার স্ত্রীকে বড় ভালবাসিত। রাসবিহারী বলপূর্ব্বক তাহার স্ত্রীর ধর্ম্মনষ্ট করিলেও, নিধে স্ত্রীকে ত্যাগ করে নাই। সে তাহাকে লইয়া ঘর-কন্না করিত এবং কি উপায়ে দুর্গাপুর হইতে চলিয়া গিয়া

দেশান্তরে বাস করিতে পারে, স্বামী-স্ত্রীতে তাহার উপায় চিন্তা করিত।”

“রাসবিহারী কি নিধের বাটীতে আসিত?”

“না। নিধের স্ত্রীকে রাসবিহারীর লোকেরা লইয়া যাইত।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—“নিধের সম্মুখেই এ কাণ্ড ঘটিত? নিধে তাহার প্রতীকার করিতে পারিত না?”

“আজ্ঞে না। তাহাকে চুপ্ করিয়াই থাকিতে হইত। তাহার বউ প্রথম প্রথম কাঁদা-কাটা করিত, যাইতে নারাজ হইত। কিন্তু লোকেরা, জোর করিয়া লইয়া যাইত। শেষে সে আর কথা কহিত না—লোক আসিলেই সঙ্গে যাইত। নিধে পাড়া-প্রতিবাসীর নিকট কাঁদা-কাটা করিয়া সাহায্য চাহিয়াছিল; কিন্তু রাসবিহারীর ভয়ে কোন কথাই কেহ বলে নাই।”

বিনোদ বলিলেন,—“এরূপ অত্যাচার করিয়া, রাসবিহারী, চাঁড়াল-বউকে কোন পুরস্কার দিয়াছিল?”

শ্রীরাম বলিল, “আজ্ঞে না। সে পাত্র রাসবিহারী নহে। পূজার সময় সে চাঁড়াল-বউকে একখানি বিলাতী কাপড় কিনিয়া দিয়াছিল। চাঁড়াল-বউ তাহা এক দিনও ব্যবহার করে নাই।”

“কেন নিধে দেশত্যাগী হইল তাহার কোন কারণ চাঁড়াল-বউ অনুমান করিতে পারে?”

শ্রীরাম বলিল,—"নিরুদ্দেশ হওয়ার দুই এক দিন আগে রাসবিহারীর সহিত নিধের খুব বচসা হইয়াছিল।"

"কোথায় ?"

"গ্রামের মাঝেই। রাসবিহারী তাহাকে স্ত্রী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলে। সে তাহাতে রাসবিহারীকে অনেক কথা শুনাইয়া দেয়। রাসবিহারী রাগের ভরে তাহাকে চাবুক মারে। নিধেও তাহাকে পাঁচনবাড়ি দিয়া বিলক্ষণ দুই চারি ঘা দেয়। সে মাঠে লোক ছিল না। রাস-বিহারীও ঘোড়ার উপর একা ছিল। কাজেই সে মারি খাইয়া পলাইয়া যায়। এ কথা নিধে আসিয়া তাহার স্ত্রীর নিকট বলিলে, সে স্বামীকে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে বলে। তাহার পর দূরে গ্রামান্তরে জায়গা ঠিক্ করিয়া, একদিন রাত্রিতে আসিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পরামর্শ দেয়। কথাটা দু'জনেই ভাল বলিয়া মনে করে। দুর্গাপুরে থাকিলে, রাসবিহারী নিশ্চয়ই যে নিধেকে প্রাণে মারিবে. তাহা তাহাদের দু'জনেরই খুব বিশ্বাস হয়। এই পরামর্শ মত কার্য্য করিবার জন্য নিধে সেই দিনই পলায়ন করে ; এ পর্য্যন্ত আর ফিরিয়া আইসে নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহার কোথায় যাওয়া সম্ভব, বা কোথায় থাকা সম্ভব, এ সম্বন্ধে তাহার স্ত্রী কোন অনু-মান করিতে পারে ?"

"আজ্ঞে না। যে যে জায়গায় যাওয়া বা থাকা সম্ভব

বলিয়া তাহার মনে হয়, সে সকল স্থানেই তাহার স্ত্রী, সাধ্যমত সন্ধান করিয়াছে ; কোনই ফল হয় নাই। তাহার পর রাসবিহারী, তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে হুগলীতে পলাইয়া আসিয়াছে এবং অধর্ম্মের পথে দিন কাটাইতেছে।”

বিনোদ বলিলেন,—“তাহার স্বামীর সম্বন্ধে সে আর কোন কথাই বলিতে পারে না ?”

শ্রীরাম বলিল, —“আজ্ঞে না। সে মনে করে, তাহার স্বামী আর নাই। বাঁচিয়া থাকিলে সে নিশ্চয়ই স্ত্রীর সন্ধান করিত এবং ব্যভিচারিণী হইলেও, সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিত না।”

বিনোদ বলিলেন,—“আচ্ছা, তুমি এখন বিশ্রাম কর। বোধ হয়, তোমাকে কল্য স্থানান্তরে যাইতে হইবে। আমাদের অতঃপর কোথায় যাওয়া হইবে এবং কি করিতে হইবে, কালি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিব। তাহার পর যাহা হয়, ব্যবস্থা করিব। আমার হাতে টাকা-কড়ি কমিয়া আসিয়াছে। বাটী হইতে, বোধ হয়, টাকা আনার দরকার হইবে।”

শ্রীরাম পুনরায় প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। বিনোদ, পত্র লিখিতে বসিলেন। প্রথম পত্র লিখিলেন—রামজীবন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে। তাহাতে স্বকীয় কুশল-সংবাদাদি লিখিয়া, সাবধানে দুইটী বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া সত্বর উত্তর লিখিতে অনুরোধ করিলেন। ১ম বিষয়—“রাস-

বিহারী এখন কোন্ স্ত্রীলোকে আসক্ত? সে নারীর নিবাস কোন্ গ্রামে? সে কোন্ জাতীয়া?" ২য় বিষয় —"রাসবিহারী সম্প্রতি কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করিয়াছে কি না?" তাহার পর আর দুইখানি পত্র লিখিলেন। একখানি দাদাকে, একখানি অপরাজিতাকে। উভয় পত্রেই আপনার নিরাপদ কুশল সংবাদ লিখিলেন এবং কোন চিন্তার কারণ নাই বলিয়া আশ্বাস দিলেন। যতীন্দ্রের পত্রে জানাইলেন যে, টাকা আনিবার নিমিত্ত হয় তো শীঘ্রই লোক যাইবে। মা ও বউ-দিদির কথা লিখিতে ভুল হইল না। কোন পত্রেই বর্ত্তমান ঠিকানা লেখা হইল না।

পত্রগুলি ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিয়া, বিনোদ, উকীল গুরুপ্রসাদ বাবুর বাটীর অভিমুখে, যাত্রা করিলেন।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পর দিন যথাসময়ে বিনোদ, পুলিস সাহেবের কুঠীতে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও মাজিষ্ট্রেট্‌—দুই জনেই তথায় উপস্থিত। নিয়মিত শিষ্টাচারাদির পর, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব, বিনোদকে মাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবের সহিত, পরিচিত করিয়া দিলেন। তাহার পর পুলিস সাহেব বলিলেন,—"আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত, আমি মাজিষ্ট্রেট্‌-সাহেবের গোচরে আনিয়াছি। ইনি সমস্ত বিষয় বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং আপনার সম্বন্ধে অতিশয় আগ্রহযুক্ত হইয়াছেন। আমাদের দ্বারা আপনার কোন সহায়তা হইলে, বড়ই আনন্দলাভ করিব; কিন্তু আমরা যত দূর বুঝিতেছি, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাহা আপনার অভীষ্টসিদ্ধির নিতান্ত প্রতিকূল। আপনি যে যে কথা জানেন, তাহা ছাড়া আপনার পিতার বিরুদ্ধে আরও ভয়ানক প্রমাণ পুলিসের হস্তে আছে। আপনাকে ক্রমশঃ তাহা বুঝাইয়া দিতেছি।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে ঘটিবে। কিন্তু এসম্বন্ধে আমি যে আপনাদের ন্যায় উচ্চ

পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা আপাততঃ আমার পরম সৌভাগ্য।”

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন,—“কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদিগের সহানুভূতি আপনার কোনই উপকারে লাগিবে না। আমরা আইনের দাস। আইনের চক্ষুতে আপনার পিতার অপরাধ সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।”

বিনোদ বলিলেন,—“আমি বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে, রাজকর্ম্মচারী বা আইন-ব্যবসায়ী না হইলেও, আমিও আইনের দাস। আইনের বিন্দুমাত্র অন্যথাচরণ করিতে আমার কথনই প্রবৃত্তি নাই। আমার পিতা যদি আইনের চক্ষুতে প্রকৃতপ্রস্তাবে অপরাধী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহার নিষ্কৃতির কামনা আমি করি না, বরং যাহাতে তিনি যথোপযুক্ত দণ্ড ভোগ করেন এবং আইনের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, তাহাই আমার লক্ষ্য। আপনারা আমার অভিপ্রায় বুঝিতে ভ্রম না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।”

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—“তাহা হইলে, আপনি এই সময়েই এ অনুসন্ধান কেন ত্যাগ করুন না!”

বিনোদ বলিলেন,—“যদি আমার মনে পিতার অপরাধ-সম্বন্ধে কণিকামাত্রও সন্দেহ থাকিত, ভ্রমেও যদি এই ঘটনা সত্যের নিকটস্থ বলিয়া আমার মনে হইত, তাহা হইলে, আপনি বলিবার পূর্ব্বেই, পিতার অদৃষ্টে যাহা

থাকে হউক মনে করিয়া, এ আলোচনা আমি ত্যাগ করিতাম।”

পুলিস সাহেব বলিলেন,—“বোধ হয়, আজি আমাদিগের কথা শুনিলে, আপনার সেইরূপ ইচ্ছাই জন্মিবে। আপনি মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনুন। দুর্গাপুরের পুকুরে জগদ্বন্ধুর মৃতদেহ ভাসিয়া উঠার দুই একদিন পূর্ব্বে হত্যাকার্য্য সাধিত হইয়াছে, ইহা বোধ হয় আপনি স্বীকার করিবেন। লাস ভাসিয়া উঠার এক দিন পূর্ব্বে, রাত্রি বারোটার ট্রেণে যদুপতি, একটা অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া, পশ্চিমে পলায়ন করিয়াছেন, ইহা একরূপ স্থির হইয়াছে। যদুপতির হাতে একখানি উত্তম তরবারি ছিল। স্ত্রীলোক ও তরবারি দেখিয়া, রেলওয়ে পুলিস, তাহার উপর সন্দিহান হয়। জিজ্ঞাসা করিলে, সে আপনাকে স্বর্ণগ্রামের যদুপতি মিত্রের ভৃত্য রামদীন বলিয়া পরিচয় দেয়। যদুপতির আকৃতির যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এ ব্যক্তির আকারও তদ্রূপ। এ ব্যক্তির গায়ের জামা, পায়ের জুতা, মাথার চুল, পরিধানবস্ত্র, সকলই বাঙ্গালীর মত। সে ঠিক বাঙ্গালীর মত কথাবার্ত্তা কহিতে পারে। অথচ সে আপনাকে হিন্দুস্থানী বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে। কথাটী যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার নিকট কোনও লাইসেন্স ছিল না। যদুপতি মিত্র, অস্ত্র আইনের বিধানমতে, লাইসেন্স রাখিতে বাধ্য ছিলেন

না। তাই বলিয়া তাহার একজন ভৃত্য বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র লইয়া যাইতে পারে না। এই বিবেচনায় রেলওয়ে পুলিস, তাহার নিকট হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া, কয়েক দিন পরে তাহা বেঙ্গল পুলিসের হস্তে পাঠাইয়া দিয়াছে। সেই তরবার যে আপনার পিতার, তাহা অস্বীকার করিবার কোনই কারণ নাই। আপনি খুলিয়া দেখুন, ইহার মুটের নিকট পরিষ্কৃতরূপে আপনার পিতার নামের আদ্য অক্ষর জে এম ( J. M. ) ইংরাজিতে ক্ষোদা রহিয়াছে।”

পুলিস সাহেব, আলমারি হইতে একখানি তরবারি বাহির করিয়া, বিনোদের হস্তে প্রদান করিলেন।

বিনোদ,তরবারি হাতে লইয়া, কিয়দংশ খুলিয়াই বাঁটের নিকট ইংরাজি জে. এম. এই দুই অক্ষর দেখিতে পাইলেন। তাহার পর বলিলেন,—“আপনি সকল কথা বলিয়া যান। আমার যে উত্তর আছে, তাহা আপনার কথা-সমাপ্তির পর বলিব।”

পুলিস সাহেব বলিতে লাগিলেন,—“জগদ্বন্ধুর দেহে যে সকল আঘাত চিহ্ন দেখা গিয়াছিল, তাহা ডাক্তার সাহেবের মতে এবং পুলিসের অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের মতে, এইরূপ তরবারি দ্বারাই হইতে পারে। যখন রেল-ওয়েপুলিসের নিকট হইতে এই তরবারি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন পনর দিন অতীত হইয়াছে। সুতরাং তখনই

রামদীনকে ধরিতে পারা যায় নাই। রামদীন ও যদুপতি একই ব্যক্তি স্থির করিয়া, নানা স্থানে হুলিয়া করা হয়। এ পর্য্যন্ত তাহার কোনই সন্ধান করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই। কিন্তু চারি পাঁচ দিন অতীত হইল, সংবাদ আসিয়াছে, রামদীন সম্প্রতি ভাগলপুরে ধরা পড়িয়াছে। তাহার সঙ্গের সে স্ত্রীলোকটা ওলাউঠা রোগে মরিয়া গিয়াছে। অতএব আপনি দেখিতে পাইতেছেন, এত দিনের পর যদুপতি এইবার গ্রেফতার হইয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"আপনাদিগের এই সকল কথা শুনিয়া আমি বিশেষ চিন্তাকুল হইতেছি না। যখন এ কাণ্ড হয়, আমার তখন নিতান্ত বাল্যকাল। সকল কথা আমি জানি না; যাহা জানি, তাহারও সকল অংশ আমার মনে থাকা সম্ভব নয়। তথাপি আমি এ কথা বেশ মনে করিয়া বলিতে পারি যে, রামদীন-নামে আমাদিগের বাটীতে একটা চাকর ছিল। আমি তাহার কোলে চড়িয়া অনেক সময় বেড়াইয়াছি। আমার ইহাও মনে পড়ে যে, আমার পিতা; তাহার উপর বিরক্ত হইয়া, তাহাকে জবাব দিয়াছিলেন? প্রস্থান-কালে রামদীন, ভিক্ষা-স্বরূপে চাহিয়াই হউক, বা চুরি করিয়াই হউক, একখানি তরবারি আনিয়া থাকিতে পারে। আপনারা যে রামদীনকে, যদুপতি বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন, যদি সে তাহা হয়, তাহা হইলে, গোলের মীমাংসা হইবে বটে,

নতুবা ভাগলপুর হইতে রামদীনকে ধরিয়া আনিলেও, এ হত্যাকাণ্ডের কোনই কিনারা হইল না।”

ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিলেন, —“ঠিক্ সেইদিন পশ্চিমে পলায়ন; যেরূপ অস্ত্র-দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে, ঠিক্ সেইরূপ অস্ত্র লইয়া প্রস্থান; আকার প্রকারের সমতা ইত্যাদি ঘটনা অন্যান্য ব্যাপারের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, সন্দেহের কোনই কারণ থাকে না। সেই দিন সন্ধ্যার সময় রাসবিহারী নাগ নামে একজন ভদ্রলোক, যদুপতিকে মাঠের মধ্য দিয়া দ্রুতভাবে পলাইতে দেখিয়াছেন। আপনি এই স্থলে আপত্তি করিয়াছেন যে, রাসবিহারী পলাতকের সহিত একটাও কথা কহেন নাই; কেন—কোথায় যাইতেছেন, কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই; ইহা অসঙ্গত। কিন্তু এরূপ স্থলে কথা না কহার সহস্র কারণ থাকিতে পারে। রাসবিহারী ব্যস্ত ছিলেন; রাসবিহারীর কথা কহিতে ইচ্ছা হয় নাই; যদুপতি সম্ভ্রান্ত লোক; তিনি কেন অসময়ে কোথায় যাইতেছেন জিজ্ঞাসা করা অশিষ্টতা; ইত্যাদি অনেক কারণে রাসবিহারী কথা না কহিতে পারেন। তাহার পর, শুনিয়াছি আপনি বলিয়াছেন, জগদ্বন্ধু ও যদুপতি যখন বেড়াইতে বাহির হন, তখন তাঁহাদের সহিত তরবারি ছিল না, অন্য লোকও ছিল না। এরূপ বৃহৎ তরবারি দ্বারা খুন করিতে হইলে, তাহা জগদ্বন্ধুর অগোচরে সঙ্গে লওয়া

যদুপতির পক্ষে সম্ভবপর নহে। ঠিক্ কথা। কিন্তু যে পুকুরের ধারে খুন হইয়াছে, তাহার দক্ষিণদিকে একটা ঘন বন আছে। যে ব্যক্তি খুন করিবে স্থির করিয়াছে, সে কি অন্য কোন সময়ে সেই বনে এই তরবারি লুকাইয়া রাখিয়া যাইতে পারে না? আমি আরও শুনিয়াছি, যে স্ত্রীলোকের প্রতি প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এইহত্যাকাণ্ডের কারণ, আপনি বলিয়াছেন, সেই স্ত্রীলোক অতিশয় কুৎসিত, অধিক বয়স্কা এবং সর্ব্বথা যদুপতির ন্যায় ধনবান্ ব্যক্তির অযোগ্যা। একথার উত্তর দিতে, আমার হাসি আইসে বাবু। আপনি লেখা-পড়া শিখিয়াছেন, অনেক কাব্য-নাটক আলোচনা করিয়াছেন; ওথেলোর প্রতি যদি ডেস্‌ডিমনার আসক্তি হইতে পারে, তাহা হইলে এই জেলেনীর প্রতি যদুপতির আসক্তি না হইবে কেন? প্রণয় ব্যাপারটা বড়ই ভয়ানক। কিসে কি হয় তাহা বলা বড়ই সুকঠিন।"

পুলিস সাহেব বলিলেন,—"আপনার একটা কথা, বিশেষ বিচার্য্য। আমরাও এ মোকদ্দমার প্রথম হইতে সেই কথাটার কোন ভাল মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। জগদ্বন্ধুর দেহে প্রকাণ্ড অস্ত্রের দাগ, শরীরের নানা স্থান ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু তাঁহার জামার কোথাও একটীও চিহ্ন নাই। এ কথাটা বিশেষ ভাবিবার বিষয় বটে! বাস্তবিকই ইহার কোন মীমাংসা দেখা যাইতেছে

না। তবে যদি মনে করা যায়, দুই বন্ধু অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া বড়ই ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত শরীরে পুকুরের ধারে, অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে, বিশ্রাম করিতে বসিয়াছিলেন এবং জগদ্বন্ধু, অপেক্ষাকৃত স্থূলতাহেতু, দেহে উত্তমরূপে বায়ু লাগাইবার অভিপ্রায়ে, জামা খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই সময়ে যদুপতি, পুষ্করিণীর অপর পারের বন মধ্য হইতে, সঙ্গোপনে তরবারি আনয়ন করিয়া, তাঁহাকে বধ করেন এবং লাসকে চিনিতে লোকের অসুবিধা ঘটাইবার অভিপ্রায়ে পরে জামা পরাইয়া জলে ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে নিতান্ত অসঙ্গত কল্পনা হয় না। ফলতঃ, আমরা এ ব্যাপারে আপনার অনুকূলে কোন প্রমাণই দেখিতে পাইতেছি না।"

বিনোদ বিনীতভাবে বলিলেন,—"আমি কোন তর্ক-বিতর্ক করিয়া আপনাদিগের বিরাগভাজন হইতে ইচ্ছা করি না। সবিনয়ে এইমাত্র বলিতেছি যে, এ সকল যুক্তি কেবল কল্পনামূলক। আমার বিশ্বাস, যদি কখনও আমার পিতা উপস্থিত হন, তাহা হইলে এ সকল যুক্তির বলে তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণ হইবে না। তখন ঘটনা-চক্র নিশ্চয়ই অন্যরূপ ধারণ করিবে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিলেন,—"আমাদিগের বিরাগ উৎপাদনের নিমিত্ত আপনি যে আশঙ্কা করিতেছেন, তাহার কোন ভিত্তি নাই। আপনি যে মহাত্মার পত্র লইয়া এবং যাঁহার

আন্তরিক প্রশংসায় ভূষিত হইয়া, আমাদিগের নিকট পরিচিত হইতে আসিয়াছেন, তিনি আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি। আপনার ন্যায়-সঙ্গত কথায় বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আপনি কোন অন্যায় কথা বলিলেও, আমরা বিরক্ত হইব না। দেখিতেছি আপনি বুদ্ধিমান্, অধ্যবসায়ী, কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও পিতৃভক্ত। এ সকল সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির সহায়তা করাই বিধেয়। আমাদিগের দ্বারা সাধ্যমতে তাহার ত্রুটি হইবে না।”

বিনোদ বলিলেন,—“আমি আপনাদিগের সৌজন্য ও সদাশয়তায় চির-বাধিত হইতেছি। কেন আমি আপনাদিগের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া দুষ্কর। কিন্তু ইহা আপনারা স্থির জানিবেন যে, আজই হউক, বা বহুকাল পরেই হউক, আমি পিতার এ কলঙ্ক প্রক্ষালিত করিবই করিব। আপনারা তখন দেখিবেন, এ সকল যুক্তি নিতান্ত মূলাহীন। আমার পিতা জীবিত আছেন কি না জানি না। যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে বড়ই আনন্দের সহিত আমার সেই নিষ্কলঙ্ক-স্বভাব পিতৃদেবকে সঙ্গে লইয়া, আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব। যদি তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও সমস্ত প্রমাণ পদ-বিদলিত করিয়া, আমি আপনাদের মুখ হইতেই, আমার পিতৃচরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন সাধুতা-সূচক সমর্থন

শ্রবণ করিব। আপনারা যে সকল প্রমাণের বলে এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তৎসমস্তই আকস্মিক ও অনুমেয় প্রমাণ। আমি জানি, আর আপনারা তো জানেনই, এইরূপ অলীক প্রমাণের বলে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কত নিরপরাধ ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অসম্ভব না হইতে পারে। আকস্মিক ও অনুমেয় প্রমাণ যে সকল সময়ে ঠিক্ হয়'না, তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু যতক্ষণ অন্যরূপ কোন প্রমাণ উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ আমরা যে মীমাংসা করিয়াছি, তাহাই স্থির রাখা ভিন্ন আর উপায় কি? আপনি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছেন। জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি এ সম্বন্ধে কি মীমাংসা করিয়াছেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"আপনারা যে রাসবিহারী নাগের নাম ভদ্রলোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে একটা মহাপাপী ও দুর্দ্দান্ত লোক।"

পুলিস সাহেব বলিলেন,—"আমরা শুনিয়াছি, সে লোকটা অত্যাচারী জমিদার।"

বিনোদ বলিলেন,—"তবে আপনারা কিছুই শুনেন নাই। সে ব্যক্তি নরাধম। সে যে কত নারীর ধর্ম্মনাশ করিয়াছে, কত লোককে খুন করিয়াছে, কত নিরীহ ব্যক্তিকে অত্যাচারে উৎপীড়িত করিয়াছে, কত লোকের

কত সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাহা বলিয়া উঠা যায় না। আমার পিতার উপর বহুকালাবধি তাহার ক্রোধ ছিল। যে দিন পুকুরে লাস ভাসিয়া উঠে, তাহার দুই দিন পূর্ব্বে এক দরিদ্র চণ্ডাল রাসবিহারীর ভয়ানক অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, নিরুদ্দেশ হইয়াছে। পুলিস তাহার কোন সন্ধান রাখে না; অন্য কোন লোকও তাহার কোন খবর জানে না। আমি এখনও সকল ঘটনা মিলাইতে পারি নাই; কিন্তু আমার বড়ই সন্দেহ হয়, রাসবিহারীর সহিত এ ব্যাপারের নিশ্চয়ই কোন সম্বন্ধ আছে।”

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন—“রাসবিহারী এরূপ অত্যাচারী লোক, তাহা আমরা জানি না। এত অত্যাচার সে চাপিয়া চলিতেছে কিরূপে?”

বিনোদ বলিলেন,—“তাহার অর্থ-বল আছে। পুলিসের নিম্ন-কর্ম্মচারীরা অর্থের দাস। তাহার প্রবল অত্যাচার করিবার শক্তি ও সুযোগ আছে। তাহার বিরুদ্ধে কথা কহে, এমন সাধ্য কাহারও নাই।”

পুলিস সাহেব বলিলেন;—“আপনি রাসবিহারীর সম্বন্ধে বিশেষ কোন ঘটনা জানেন?”

বিনোদ বলিলেন,—“দুই একটি ঘটনা জানি।”

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—“আপনি এইরূপ উৎপীড়িত কোন ব্যক্তি দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে কোন নালিশ করাইয়া দিতে পারেন?”

বিনোদ। বোধ হয় পারি; আমি চেষ্টা করিব। আপনাদিগকে কিন্তু বাদীর প্রাণরক্ষার ভার লইতে হইবে। রাসবিহারী বলপূর্ব্বক একটী মুসলমানের সুন্দরী যুবতী ভগিনীর ধর্ম্ম নষ্ট করিতে চাহে। মুসলমান ভয়ানক আপত্তি ও বিরোধ উপস্থিত করে। রাসবিহারী সেই হতভাগ্য ও তাহার ভগিনীকে আপনার কাছারি-বাড়ীতে ধরিয়া আনে। তাহার পর সেই পুরুষের উপর কল্পনাতীত অত্যাচার করিয়া, তাহার নাক-কাণ কাটিয়া দেয়। তদনন্তর তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া, তাহার সমক্ষেই তাহার ভগিনীর ধর্ম্মনাশ করে। সেই অত্যাচারে অভাগা মুসলমান অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। শুনিয়াছি, সে এখন কলিকাতায় এক মস্‌জিদের নিকট বসিয়া ভিক্ষা করে।

ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া, বলিলেন,—"এরূপ কাণ্ড নিতান্ত অরাজকতার পরিচায়ক।"

পুলিস্ সাহেব বলিলেন,—"ইহা বৃটিশশাসনের কলঙ্ক। আপনি সেই মুসলমানকে আনিতে পারিবেন কি?"

বিনোদ বলিলেন,—"চেষ্টা করিব। কিন্তু রাসবিহারীর বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিবে কে?"

পুলিস্ সাহেব বলিলেন,—"তাহার বিবেচনা পরে করিব। আপাততঃ এইরূপ একটা নালিশ রুজু হইলে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া, হাজত দেওয়া যাইতে পারিবে। তখন লোকের স্বাক্ষী দিতে সাহস হইবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহার বিরুদ্ধে আরও ভয়ানক মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে; কিন্তু আজি আমি আর কিছুই বলিব না। আমি যত দূর অগ্রসর হইয়াছি, তাহাতে আমারই প্রাণ লইয়া টানাটানি। আমাকে হয় তো এই বিষয়ের জন্য বার বার স্বর্ণগ্রাম যাইতে হইবে। আমার উপরেও যে রাসবিহারী অনেক অত্যাচার করিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিলেন,—"আপনি পুলিসের সাহায্য পাইবেন; আমরা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব। আপনি যেখানে যে অবস্থায় পুলিশের সহায়তা চাহিবেন, সেখানেই তাহা পাইবেন, এরূপ আদেশ অদ্যই দেওয়া হইবে। কিন্তু মূল বিষয়ের কথা শেষ হইল না। আপনি সে সম্বন্ধে কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা আমরা বিশদরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।"

বিনোদ বলিলেন,—"দুইটী ঘটনা সম্ভব বলিয়া আমার মনে হয়। রাসবিহারী স্বয়ং জগদ্বন্ধুকে খুন করিয়াছে। খুনটা রাসবিহারীর কৃত, এ মীমাংসা করিবার আমার আরও একটা হেতু আছে। পুকুরে যে লাস্ পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাক-কাণ কাটা ছিল। যে মুসলমানের উপর রাসবিহারী উৎপীড়ন করিয়াছিল বলিয়াছি, তাহারও নাক-কাণ কাটিয়া দিয়াছিল। নাক-কাণ কাটিয়া বিকৃত করা, রাসবিহারীর একটা অভ্যাস। দ্বিতীয় অনুমান—

যে দেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহা জগদ্বন্ধুর নহে, অন্য কোন ব্যক্তির।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ জিজ্ঞাসিলেন,—"তাহা হইলে, আমার জিজ্ঞাস্য—যদি রাসবিহারী কর্ত্তৃক জগদ্বন্ধু হত হইয়া থাকেন, তবে যদুপতি নিরুদ্দেশ কেন? আর যদি যদু-পতি ও জগদ্বন্ধু, কেহই না মারা গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা উভয়েই নিরুদ্দেশ কেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি এ বিষয়ের এখনও কোন সুসঙ্গত মীমাংসা করিতে পারি নাই; যতদিন আমি স্বয়ং ইহার সুসঙ্গত মীমাংসা করিতে না পারিতেছি এবং যতদিন এ সম্বন্ধে কোন অবিসংবাদিত প্রমাণ আমার হস্তগত না হইতেছে, ততদিন আমি আপনাদিগের ন্যায় রাজপুরুষের সমক্ষে কোন কথা সমর্থন করিতে পারিতেছি না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিলেন,—"দেখিতেছি আপনার বুদ্ধি ভয়ানক তীক্ষ্ণ। আশা করি আপনার প্রযত্ন সফল হইবে। আপাততঃ আপনি কি করিবেন স্থির করিতেছেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"পুলিসে যদুপতির সম্বন্ধে যে রিপোর্ট আসিয়াছে, আপনাদের অনুগ্রহে তাহা সংগ্রহ করিয়া, আমি অদ্যই ভাগলপুর যাইব। সেখানে যেরূপ ফলাফল হয়, তাহা আপনাদিগকে জানাইব। সন্দেহ-জনকই হউক, অবিশ্বাস্যই হউক, আমার পিতার সন্ধান

হইয়াছে বলিয়া যখন সংবাদ আসিয়াছে, তাহা শুনিবামাত্র তখনই আনন্দে আমার প্রাণ নাচিয়া উঠিয়াছে।' যদি যদুপতি ও রামদীন একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ ভাগলপুরেই আমার অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তি হইয়া যাইবে। তাহা না হইলে কি করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আমি এখনও কিছু স্থির করিতে পারি নাই।"

পুলিস্-সাহেব বলিলেন,—"তাহা হইলে আপাততঃ কিছু দিনের নিমিত্ত আপনার সহিত আমাদিগের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হইতেছে। প্রার্থনা করি, আপনি নূতন কোন সংবাদ পাইলে, আমাদিগের গোচর করিবেন। আর সেই মুসলমানের সন্ধান করিয়া রাসবিহারীর বিরুদ্ধে নালিসের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিলেন,—"অদ্য পুলিস্ আফিসে গিয়া আপনার প্রয়োজন-মত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লইবেন। আপনার নিকট রীতিমত মোহরাঙ্কিত একখানি পরওয়ানা থাকিবে। তাহা দেখিলে সর্ব্বত্রই পুলিস্ আপনাকে সাহায্য করিবে।"

বিনোদ, গাত্রোত্থান করিয়া, অতীব বিনীতভাবে উভয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক, বিদায় হইলেন।

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিনোদ বাসায় আসিয়া, ব্যস্ততা সহকারে স্নানাহার সমাপন করিয়া লইলেন। শ্রীরাম অত্য বাসাতেই ছিল। বিনোদ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমি অদ্য ভাগলপুর যাইব; কবে ফিরিব বলিতে পারি না। তোমাকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতেছি; এই পত্র লইয়া হরিপুর যাইতে হইবে। ইহা দেখাইয়া, আমার দাদা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা লইয়া তুমি কলিকাতায় যাইবে। আমি ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিব। ফিরিবার সময় হুগলী দিয়া আসাও অসম্ভব নহে। যত শীঘ্র পারি, ফিরিবার চেষ্টা করিব। তোমাকে আমাদের বাটীতে পাইয়া, অনেকে হয় তো অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। আমার এক বুদ্ধিমতী ভগিনী আছেন। আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসার সীমা নাই। তিনি হয় তো অনেক কথা জানিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। আমি কি করিতেছি, কোথায় আছি, কোথা হইতে কোথায় যাইতেছি, ইত্যাদি সংবাদ তাঁহারা এক্ষণে জানিতে না পারেন, ইহাই আমার বাসনা। অতএব তুমি সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া কথাবার্ত্তা

কহিবে। যাহা নিতান্ত না বলিলে নহে, তাহাই বলিবে। কলিকাতায় গিয়া তুমি সেই নাক-কাণ-কাটা মুসলমানের সন্ধান করিবে। তুমি তাহাকে চেন এবং সে কোথায় থাকে তাহার সন্ধান জান। সুতরাং তাহাকে সন্ধান করিতে বোধ হয় তোমার অসুবিধা হইবে না। তাহাকে আমার বিশেষ দরকার আছে। আমি কলিকাতায় আসিয়া যেন তাহাকে পাই।”

শ্রীরাম বলিল,—“বাবুর যদি কোন কারণে বিলম্ব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আমরা সংবাদ পাইব কিরূপে?”

বিনোদ বলিলেন,—“বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা বুঝিলে আমি সংবাদ পাঠাইব।”

বিনোদ তাহার পর হুগলীর পোষ্ট-মাষ্টারকে এক পত্র লিখিয়া নিবেদন করিলেন যে, “বিনোদবিহারী রায়ের নামে যদি কোন পত্র আইসে, তাহা যত দিন অন্য সংবাদ দেওয়া না হয়, তত দিন পোষ্ট আফিসে জমা থাকিবে।” এই পত্র ডাকঘরে লইয়া গিয়া, পোষ্টমাষ্টার বাবুর হাতে দিয়া, রসিদ আনিবার নিমিত্ত শ্রীরামকে আদেশ করিলেন। শ্রীযুক্ত রামজীবন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার এক পত্র আসিবার সম্ভাবনা। সে পত্র নিতান্ত গোপনীয় ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। সেই জন্যই এই সাবধানতার আবশ্যক।

শ্রীরাম পত্র লইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর বিনোদ

হারিপুরের পত্র লিখিতে বসিলেন। বড়ই ভাবনার কথা—কি লিখিবেন? তিনিতো জীবনে ভক্তিভাজন জ্যেষ্ঠের সহিত, আদরিণী ভগিনীর সহিত, স্নেহময়ী মাতার সহিত, রঙ্গমতী ভ্রাতৃজায়ার সহিত কখনই কোন প্রতারণা করেন নাই। আজি তিনি আপনার উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় অবলম্বিত কার্য্য, গন্তব্য স্থানাদির বিবরণ, সকলই সাবধানে সঙ্গোপনে রাখিয়া, স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে চলিতেছেন। বড়ই অন্যায় ও অসঙ্গত ব্যবহার! না জানি তাঁহারা বিনোদের জন্য চিন্তায় কতই ব্যাকুল হইতেছেন, কতই ইষ্টানিষ্ট কল্পনা করিয়া তাঁহারা হয় তো উদ্বেগে অস্থির হইতেছেন। তাঁহাদিগকে এরূপ কষ্ট দেওয়া নিতান্ত অকৃতজ্ঞতা, একান্ত-হৃদয়-হীনতা। কিন্তু সর্ব্বহৃদয়ের ভাবজ্ঞ ভগবান্ জানেন, বিনোদের প্রাণ তাঁহাদিগের প্রতি কত অনুরাগী, তাঁহাদিগের সুখ-সন্তোষ ও প্রীতি-সাধনে কতই আগ্রহান্বিত। বর্ত্তমান ব্যাপারের বিবরণ বিনোদ তাঁহাদিগকে জানাইতে অশক্ত। কেন না তাঁহারা সম্ভবতঃ এ সকল কথা শুনিয়া, বা এ চেষ্টায় বিনোদকে নিযুক্ত দেখিয়া, পাছে তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধের শেষ হয়, পাছে তিনি পর হইয়া যান, এই আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন এবং হয় তো বিনোদের অবলম্বিত ব্রতের বিরোধিতাও করিবেন। বিনোদ জানেন, তাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য—জীবনে ও মরণে তাঁহারা বিনোদের

আপন হইতেও আপন। বিনোদ কখন মা দেখেন নাই মাতৃস্নেহ কিরূপ উপাদেয় সামগ্রী, তাহা বাল্যকালে জানিতেন না। হরিদাস রায় মহাশয়ের সংসারে আনীত হইয়া এবং তথায় অলৌকিক মধুময় মাতৃস্নেহ ভোগ করিয়া, তাঁহার প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে। তাঁহার ভাই-ভগিনী ছিল না। তিনি যতীন্দ্রের ন্যায় গুণময়, অকৃত্রিম প্রেমময়, একান্ত স্নেহময় জ্যেষ্ঠ পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছেন। আর অপরাজিতা—স্বর্গের দেবী নিষ্কলঙ্ক—সুপবিত্র— অলৌকিক— স্বভাব— দেববালা, হিম-কর-নিঃসৃত সুশীতল সুধার অপেক্ষা মধুরতর ভালবাসার সাগরে তাঁহাকে ভাসাইয়া রাখিয়াছেন। তাহার কি আর তুলনা সম্ভব! দেবতারাও এরূপ ভগিনী পাইলে চরিতার্থ হন। এরূপ ভগিনীর স্নেহ যে ভোগ করিতে পায়, এ সংসারে সেই সুখী। ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার বিপদে সম্পদ ঘটাইয়াছেন। যাহা তাঁহার ছিল না, যাহা পাইবার তাঁহার আশা ছিল না, তাহা তিনি বিপুল পরিমাণে পাইয়াছেন। এ সংসারে বিনোদ ধন্য হইয়াছেন!

বিনোদ ভাবিতে লাগিলেন, কর্ত্তব্য-পালনই ধর্ম্ম; পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য—অসীম, অনন্ত, অচ্ছেদ্য। আমি কর্ত্তব্যপালনরূপ পরম ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি মাত্র। ইহা যখন জানিতে পারিবে, তখন মা, দাদা, বউ-দিদি

অপ্সরা-দুহিতা, তোমরা আমার উপর রাগ করিবে কি? আমাকে পরিত্যাগ করিবে কি? আমাকে ঘৃণা করিবে কি? কখনই না। তোমরা দেবতা। কর্ত্তব্য-পালনে দেবতার অনুগ্রহ ভিন্ন, নিগ্রহ কখনই হইতে পারে না। তোমাদের বিনোদ চিরদিনই তোমাদের আছে, তোমাদেরই থাকিবে।

বিজলী—সাধের—সোণার—আদরের—বিজলী! এক দিন তোমাকে না দেখিলে, থাকিতে পারিতাম না, সংসার অন্ধকার দেখিতাম। আজি দশ বারো দিন হইল, তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই। আর কি জীবনে সাক্ষাৎ হইবে না? অবশ্য হইবে। কিন্তু পিতৃ-হন্তার পুত্ররূপে আমি তোমার সম্মুখে কখনই দাঁড়াইব না। যে দিন পিতার কলঙ্কের চিহ্নও থাকিবে না, যে দিন আমার নিরপরাধ পিতৃচরিত্রের নির্ম্মলতা সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবে, সেই দিন বিজলি! তোমার এই প্রেম-মুগ্ধ, গুণ-মুগ্ধ, অযোগ্য প্রেমিক, তোমার স্বর্গীয় প্রণয়-সুধাংশুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ-তলে শান্তিলাভার্থ উপস্থিত হইবে। নচেৎ এই পর্য্যন্ত। এ পাপমুখ আর তুমি দেখিতে পাইবে না। পিতৃহন্তার পুত্রের ছায়াও তোমাকে স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত করিবে না।

পিতঃ! কোথায় তুমি? জানি তুমি দেবতা। বাল্য-কালে তোমার যে অমৃত-নিষিক্ত স্নেহ উপভোগ করিয়াছি, তাহার স্মৃতি এখনও এ অধমকে উন্মত্ত করে। কোন

পাপে তোমার দেব-চরিত্রে এই অচিন্তনীয় কলঙ্ক? কিন্তু ইহাও কি কখন সম্ভব? সাহেবেরা এ সকল বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ; তাঁহারা বলেন, ইহা সম্ভব। সাধারণ লোকে বলে, ইহা সম্ভব। জনরব শত মুখে বলে, ইহা সম্ভব। যুক্তি বলিতেছে, মানবচরিত্র দুর্জ্ঞেয়—মানবের পক্ষে সকলই সম্ভব। বিচার বলিতেছে, ঘটনা সকলই প্রতিকূল—এ কার্য্য সম্ভব। তাই কি ঠিক্? কখনই না। আমার প্রাণ বলিতেছে, ইহা অসম্ভব। আমার যুক্তি, তর্ক, বিচার সকলই বলিতেছে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পিতঃ! কোথায় তুমি? তুমি আমার ধর্ম্ম, তুমি আমার স্বর্গ, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ সাধনা। বলিয়া দেও, পিতৃদেব! বলিয়া দেও, কি করিলে আমি তোমার দর্শন পাই। উপদেশ দেও, কোন্ পথে কার্য্য করিলে, আমার মনোরথ সফল হইবে। আমি তোমার চরণে বার বার প্রণাম করিতেছি। তোমারই আশীর্ব্বাদে, আমি তোমাকে দর্শন করিয়া এবং পুনরায় তোমারই চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া, জীবন সফল করিব।

বিনোদ, পিতৃচরণোদ্দেশে সাশ্রুনয়নে প্রণাম করিয়া, গাত্রোত্থান করিলেন; তাঁহার হৃদয়ের ভার যেন বহুগুণে লঘু হইয়া গেল; তিনি যেন আশ্বস্ত হইলেন। রঘুকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া, বিনোদ বাসা হইতে বাহির হইলেন।

পুলিস্-আফিস্ হইতে কাগজ-পত্র লইয়া ও অন্যান্য

সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, বিনোদ বাসায় ফিরিলেন। শ্রীরামকে আবশ্যক মত খরচ দিয়া, অন্যান্য বিষয়ের উচিত ব্যবস্থা করিয়া, রঘুর সহিত বিনোদ গাড়িতে উঠিলেন। ষ্টেশনে আসিয়া বিনোদ দেখিলেন, গাড়ির আর বিলম্ব নাই। যথাসময়ে রেলগাড়িতে উঠিয়া তাঁহারা ভাগলপুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

পথে চিন্তার সীমা নাই। কোন দৃশ্য বা কোন নূতন কাণ্ড ক্ষণকালও তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। রামদীন ও যদুপতি কি একই ব্যক্তি? দুষ্কর্ম্ম প্রচ্ছন্ন করিবার জন্য তাঁহার পিতাই কি রামদীন নাম গ্রহণ করিয়াছেন? এ কথা কি সম্ভব? দুষ্কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু অন্য বহুকারণেও তো তাঁহার প্রচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজন ঘটিতে পারে। কে জানে, তাঁহার জীবনে কি রহস্য আছে। বিনোদ মনে করিতে লাগিলেন, সাধু উদ্দেশ্যে ও সৎকর্ম্ম-সাধনের নিমিত্তও মহাত্মারা অনেক সময়ে ছদ্মবেশ ধারণ করেন। সেরূপ কোন ঘটনায় বাধ্য হইয়া তাঁহার পিতা এ অসঙ্গত রূপান্তর ধারণ করিয়াছেন কি না, কে বলিতে পারে? মনে বড়ই আশার সঞ্চার হইল। এই বার বোধ হয়, নিরুদ্দেশ পিতার সন্ধান হইল ভাবিয়া, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন।

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অদ্য প্রাতে যতীন্দ্র বাবু হুগলী গমন করিয়াছেন। ডাক-যোগে বিনোদ বাবুর যে পত্র আসিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার কোন ঠিকানা বা অবস্থান-স্থানের উল্লেখ না থাকিলেও, ভারতবর্ষের কর্ম্মঠ ও সুদক্ষ ডাক-বিভাগ, আপনার কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ হয় নাই। ডাকঘর, পত্রের উপর যথাস্থানে উত্তমরূপে, হুগলীর ছাপ মারিয়া দিতে ভুল করে নাই। সেই ডাকের ষ্ট্যাম্প দেখিয়া বিনোদের সন্ধানার্থ হুগলী যাওয়াই আত্মীয়গণ সৎপরামর্শ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবু সঙ্গে এক হাজার টাকা লইয়াছেন। বিনোদ পত্রে টাকার অপ্রতুলতার কথা লিখিয়াছিলেন। যদি লোক দ্বারা টাকা পাঠাইলে পাইতে অসুবিধা হয়, যদি মণিঅর্ডার বা রেজিষ্টরি পত্র যোগে টাকা পাঠাইলে পাইতে বিলম্ব হয়, এইরূপ নানা-প্রকার আশঙ্কা করিয়া, যতীন্দ্র স্বয়ং টাকা সহ প্রস্থান করিয়াছেন। যতীন্দ্র ও অপরাজিতা তন্ন তন্ন করিয়া বিনোদের পত্রের প্রত্যেক কথা আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, নিশ্চয়ই বিনোদ কোন ভয়ানক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বেলা ব্রজেশ্বরী, আপনার ঘরের মধ্যে অন্যমনস্ক-ভাবে বসিয়া আছেন। হাতে গৃহস্থালীর অনেক কাজ আছে; কিন্তু তাহার কিছুই তিনি করিতেছেন না। ধীরে ধীরে, অতি চিন্তাকুলভাবে অপরাজিতা তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র ব্রজেশ্বরী বলিলেন,— "আহা! ঠাকুরঝির মুখখানি আজি শুখাইয়া গিয়াছে! দুই ভাইই বাড়ীছাড়া।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"ভাইরা কাছে থাকা বড়ই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা পুরুষমানুষ। নানা কাজে তাঁহাদিগকে নানাস্থানে যাইতে হয়; সুতরাং নিয়ত বাড়ীতে বসিয়া থাকা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। কার্য্যসূত্রে তাঁহাদিগকে বাড়ী ছাড়িয়া যদি বিদেশে যাইতে হয়, তাহা হইলেই তাঁহাদের আত্মীয়গণের মুখ শুখাইয়া যাওয়া ভাল কথা নহে। কিন্তু যদি মনে হয়, তাঁহারা স্বচ্ছন্দ নাই, তাহাদের বিপদ ঘটিয়াছে, অথবা তাঁহাদিগকে ক্লেশ পাইতে হইতেছে তাহা হইলে যাঁহারা তাহাদিগকে ভালবাসেন, তাঁহাদের মুখ শুখাইবে, এটা কি একটা আশ্চর্য্য কথা, বউ দিদি? বাস্তবিক বিনোদের নিমিত্ত আমার বড়ই চিন্তা হইতেছে। আমার যেন মনে হইতেছে, বিনোদ নিশ্চয়ই কোন বিশেষ বিপদে পড়িয়াছেন।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"বালাই, বিপদ কেন হইবে? যদি কিছু হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয় তো সুখের

বিপদ হইয়াছে। আমি যে কথা বলিতেছিলাম, তাহা যে তোমরা ভাই-ভগিনী কেহই কাণেও ঠাঁই দিতেছ না। ঠাকুরপোর বয়স হইয়াছে; রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে; ধনবান্ বলিয়া চারিদিকেই প্রচার আছে। কলিকাতায় অনেক রকম উপসর্গ ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন উপসর্গ যে তাহার ঘাড়ে চাপে নাই, এ কথা কে বলিতে পারে?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তাহা না ঘটিতে পারে, এমন নহে। কেন না, পুরুষ মানুষ আত্ম-সংযমে বড়ই অপটু। তাহাদের লাম্পট্য, আদর মাখা বিদ্রূপের কথা—হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয়। তাহাদের হাতে কলম; তাহাদের হাতেই শাসন; তাহারাই কর্ত্তা। এই জন্যই তাহাদের মুখে স্ত্রী-চরিত্রের নিন্দা কথায় কথায়; কিন্তু ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এ সম্বন্ধে নারী-জাতির সাধুতা, পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশী। যাহারা স্ত্রী থাকিতেও অনায়াসে পর-নারীতে আসক্ত হয়, আর স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, তিন দিন পরেই আবার নূতন স্ত্রী সংগ্রহ করে, তাহারা ইন্দ্রিয়-সংযমে একান্ত অক্ষম, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বিচারের এ সময় নহে এবং আমাদের তাহাতে প্রয়োজনও নাই। যদি বিনোদের ন্যায় সুশিক্ষিত ও সুপরীক্ষিত ব্যক্তির কথা না হইত, তাহা হইলে তুমি বার বার যাহা বলিতেছ,

তাহাদের প্রথমেই মনে হইত। আমার বিবেচনায় বিনোদের সম্বন্ধে সেরূপ সন্দেহ করাও পাপ।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“এ বিষয়ে পুরুষ-মানুষের ভাল-মন্দ বড়ই কম দেখিতে পাওয়া যায়; বাস্তবিক এ সম্বন্ধে তাহারা বড়ই শিথিল। ধর্ম্ম-শাস্ত্র তাহাদের অনুকূল, সমাজ তাহাদের সহায়, আর সংস্কার তাহাদের পোষক। এই জন্যই এ বিষয়ে তাহারা ধর্ম্ম-জ্ঞান-শূন্য—যথেচ্ছাচারী।”

অপরাজিতা বলিলেন,—“কিন্তু বউ দিদি, পুরুষের এই চরিত্রহীনতার অনুকূল যুক্তিও অনেক আছে। যদিও সে যুক্তি উপেক্ষা করিয়া, চরিত্রকে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারিলেই পুরুষের গৌরব বর্দ্ধিত হয়, তথাপি যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা ও সংসর্গের দোষে, পাপে প্রমত্ত হয়, তাহারা আমাদের দয়ার পাত্র; তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারিলেই, করুণারূপিণী নারীজাতির মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, চরিত্র-বল-বিহীন পুরুষগণের যুক্তি ও চেষ্টার বিষয় আলোচনা করা, নারীর পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নারী যে ধর্ম্ম শিখিয়াছে, যে ধর্ম্ম অনায়াসে পালন করিয়া আসিতেছে এবং যে ধর্ম্মের মধুর শাসন তাহাদের অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে, তাহা তুলনা-রহিত, তাহা স্বর্গপ্রদ, তাহা পরম সমাদৃত এবং তাহা নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ, অমূল্য ভূষণ ও অবিচ্ছিন্ন সহ-

চর। যে নারী সে ধর্ম্ম হারাইয়াছে, সে রাক্ষসী ও পিশাচী হইয়াছে। স্বামী নারীর দেবতা। ইন্দ্রিয়-বিষয়ে সাধুতা নারী-জীবনের সার ধন। স্বামীর জাতি যে নীতির অনুসরণ করেন, স্ত্রীর জাতি যেন কখন তাহা কাণেও ঠাঁই না দেয়। বিনোদের জ্ঞান ও শিক্ষা যেরূপ উচ্চ এবং তাঁহার হৃদয় যেরূপ বলবান্, তাহাতে তাঁহাকে সাধারণ পুরুষের ন্যায়, নীতি-জ্ঞান-বিহীন বলিয়া মনে করিতে কখনই ইচ্ছা হয় না।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“ঠাকুরপো খুব নিখুঁত লোক—লেখা-পড়া, জ্ঞান-বুদ্ধিতে খুব টন্‌টনে মানুষ। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ ব্যাপারে তাঁহার যে পা সরিয়া না যাইতে পারে, এমন কথা কখনই বলা যায় না। যে দেশের ইন্দ্র-চন্দ্র পর্য্যন্ত অধঃপাতে গিয়াছেন, সে দেশের পুরুষের আর কথা কি ?”

বিজলীর কথা সকল সময়েই অপরাজিতার মনে আছে। সে কথা এখন ব্রজেশ্বরীর নিকট ব্যক্ত করিয়া, তৎ-সম্বন্ধে তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতে অপরাজিতার ইচ্ছা হইল। কিন্তু বিনোদ বলিয়াছেন, তিনি না বলিলে, যেন সে কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করা না হয়। সুতরাং বিনোদের বাসনানুসারে অপরাজিতাকে সে কথা চাপিয়া রাখিতে হইল। কিন্তু তিনি স্থির করিয়াছেন, নিশ্চয়ই বিজলীর সহিত, বিনোদের এই গুপ্ত ব্যস্ততার বিশেষ

সম্বন্ধ আছে। এ সম্বন্ধে তিনি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছেন; বিজলীর পত্রের প্রত্যেক অক্ষর তিনি আলোচনা করিয়াছেন। বুঝিয়াছেন, বিজলী ধর্ম্মশীলা, দুঃখিনী, গৃহস্থ-কন্যা। সেই বিজলী, যদি বিনোদের নয়ন-মনকে ঝল্‌সাইয়া থাকে, তাহাতে বিশেষ আপত্তির কথা অপরাজিতার এক বারও মনে হয় নাই। অনেকক্ষণ নীরবে নানা কথা চিন্তা করিয়া, অপরাজিতা বলিলেন,—"বউ দিদি! আমরা বিনোদের সম্বন্ধে সঙ্গত অসঙ্গত নানারূপ কল্পনা করিতেছি; কিন্তু মা যাহা বলিতেছেন, তাহা তো এক বারও ভাবিয়া দেখিতেছি না। মা বলিতেছেন,—বিনোদ আমার পেটের ছেলে নহে—পালিত পুত্র। এ কথাটা সকলেই জানে। বিনোদও না জানেন এমন নহে। বাল্যকালে সে মা-হারা হয়; তাহার পিতা ছিলেন। এখন তিনি আছেন কি না সন্দেহ। বিনোদের এখন বয়স হইয়াছে। এখন সে, পিতার সন্ধানেও নিযুক্ত হইতে পারে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"তোমার দাদা বলেন, পিতার সন্ধান করিবার ইচ্ছা মনে উদিত হওয়া বিনোদের পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কাজ বিনোদ লুকাইয়া করিবেন কেন? সে বিষয়ের অনুসন্ধান অবশ্য-কর্ত্তব্য—পবিত্র কর্ম্ম। আমরাও সে কার্য্যে প্রাণ-পণে বিনোদের সহায়তা করিব। তবে তিনি লুকান কেন? ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য কোন রহস্য আছে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"দাদা হয় তো কালিই ফিরি-বেন ; না হয় নিশ্চয়ই একটা সংবাদ দিবেন। আমার প্রাণ যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাতে ঘরের কোণে বসিয়া বসিয়া, ভাবিতে ভাবিতে, আর কাল কাটাইতে পারিতেছি না। হয় তো বিনোদ বিপদে পড়িয়াছেন, আর আমরা নানাপ্রকার কল্পনা করিতে করিতে স্বচ্ছন্দে বসিয়া আছি।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"তুমি স্ত্রীলোক—তুমি কি করিবে ?"

অপরাজিতা বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোক ! স্ত্রীলোক মনে করিলে, পুরুষের কোন্ সাহায্য না করিতে পারে ? তাহারা একরাশি করিয়া ভাত খায়, হাসিয়া বাড়ী ফাটায়, কাঁদিয়া দেশ ভাসাইয়া দেয়, ঘুমাইয়া কুম্ভকর্ণকে হারি মানায়, কোন্দলে দেশ তোল-পাড় করে। আর যেখানে একটু গোলের কথা, সেখানেই স্ত্রীলোক—অবলা—আহা ! তাহারা কি করিবে ?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "তুমি কোথায় যাইবে ? কি বা করিবে ? যেখানে গিয়া এই ভুবন-ভুলান রূপের বাঁধন খুলিয়া দিবে, সেখানেই দেশ উৎসন্ন হইবে ; সৃষ্টি রসাতলে যাইবে। ভাইয়ের বিপদ উদ্ধার করিতে গিয়া, শেষে ভগিনী হয় তো এমন বিপদে পড়িবেন যে, রাম লক্ষ্মণ দু'

জন্যেই, সীতা-হারা পাগল হইয়া, তখন পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইলেন।”

অপরাজিতা বলিলেন,—“রূপ—পোড়া রূপের জন্য বিপদ হওয়া অসম্ভব নহে। কেন না, এদেশের পুরুষ জাতি বড়ই চরিত্রহীন। কিন্তু এ রূপের আগুণে যদি কেহ পুড়িয়া মরে, তাহা হইলে তাহারা আপনারাই পুড়িয়া মরিবে। তাহাতে আমার ক্ষতি কি—অপরাধই বা কি? দীপ দেখিয়া অনেক পতঙ্গ তাহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত উন্মত্ত হয়। কিন্তু ফল কি দাঁড়ায়—কেবল পুড়িয়া মরা। দীপ কাহাকেও ডাকে না, কাহাকেও মরিতেও বলে না। তুমি ঠিক্ জানিবে, বড় দিদি! যে নারী ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি পদ-বিদলিত করিতে শিখিয়াছে, মৌখিক না হইয়া, সতীত্ব যাহার অন্তরের ধন হইয়াছে, বসুন্ধরার সম্রাট্, সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়াও, তাহার ধর্ম্মের এক তিলও নষ্ট করিতে পারেন না। মনে করিয়া দেখ, রাবণের ন্যায় প্রতাপশালী কে ছিল? সীতাকে এক বৎসর হাতে পাইয়াও, সেই রাবণ তাঁহার ধর্ম্মনাশ করিতে পারে নাই। ধর্ম্মের বক্তৃতা ও ধর্ম্মের বড়াই এক কথা, আর ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান আর এক কথা। যথার্থ ধর্ম্মশীলা নারীর বিপদ কখনই হইতে পারে না। কেন না, দেবতারা তাহার সহায়; ধর্ম্ম তাহার রক্ষক।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"ঠাকুর-ঝি, যখনই তোমার যে কথা শুনি, তাহাই আমাকে মাতাইয়া তুলে। তোমার অমৃতময় কথা শুনিলে, বোধ হয় শাস্ত্র-কথা-শ্রবণ, ধর্ম্মোপদেশ-গ্রহণ কিছুরই আর প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু ভাই, ধর্ম্মনাশের কোন ভয় না থাকিলেও, দুর্ব্বল নারী, বিপদে পুরুষের কি সাহায্য করিতে পারে? হয় তো সে নিজে এত কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়ে যে, পুরুষকে তখন তাহার জন্য আরও বিপদাপন্ন হইতে হয়।"

অপরাজিতা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আমার বিশ্বাস, ধর্ম্মশীলা নারী, কখনই দৈহিক শক্তির অপ্রতুলতা হেতু, কষ্ট পায় না। সংসারে ধর্ম্ম-বল অন্যান্য সকল বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহার ধর্ম্ম-বল আছে, তাহার পক্ষে দুষ্কর বা অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। সাবিত্রী আপনার ধর্ম্ম-বলে যমকে পর্য্যন্ত জয় করিয়া মরা স্বামী বাঁচাইয়া আনিয়াছিলেন। দময়ন্তী ধর্ম্ম-প্রভাবে হেলায় ভয়ানক বিপদ-সমূহ অতিক্রম করিয়াছিলেন। যাহার ধর্ম্ম আছে, তাহার সকলই আছে। আমার তো একবারও মনে হয় না বউ দিদি! যে আমি অবলা বলিয়া বিপদে আত্মরক্ষা করিতে পারিব না; অথবা বিপদাপন্ন ভ্রাতার সাহায্য করিতে সমর্থ হইব না। মনে কর, দুষ্ট শত্রু আমার ভাইকে মারিয়া ফেলিবার জন্য ধরিয়াছে। আমি তখন আর কিছু সাহায্য করিতে না পারিলেও, যদি দূর হইতে

প্রাণ-পণে চীৎকার করি, তাহা হইলে, হয় তো সেই শব্দ শুনিয়া অন্য লোক সাহায্য করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে পারে, এবং অনেক লোক দেখিয়া শত্রু, হয় তো আমার ভাইকে ছাড়িয়া পলাইতে পারে। ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালও বৃহৎ ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারে। তবে কেন যে স্ত্রীলোক কিছু করে না, বা করিতে পারে না, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে আমার সাধ্য নাই। যাহারা সুখের বেলায় হাসিতে হাসিতে বেশ ভাগ লইতে পারে, বিপদের সময় কেন তাহারা ঘরের মধ্যে বসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চুপ করিয়া থাকে, তাহা আমি বলিতে পারি না। যাহাই হউক, আমি যখন বুঝিতেছি, আমার ভাই হয় তো বিপদে পড়িয়াছেন, তখন আমি রূপ, যৌবন বা দুর্ব্বলতার ওজরে কখনই এখানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব না। নিশ্চয়ই আমি স্বয়ং বিনোদের সন্ধানে যাত্রা করিব। যদি তিনি বিপদে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন অসুবিধাই আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। আমি তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত স্বচ্ছন্দে সকল বিপদেরই সম্মুখীন হইব।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“ঠাকুর-ঝি, তুমি কখনই মানুষ নই—তুমি দেবতা। দেব-কার্য্যে দোষ হয় না; ভয়েও দেবত্বকে বাসনা নিবৃত্ত করিতে হয় না। তুমি যাহা

কর, যাহা বল, যাহা বুঝাও সকলই ভাল। আমি তোমার মধু-মাখা কথা শুনিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করি।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"বেশ কর। এখন আইস, আমরা মা'র কাছে যাই।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"চল, তুমি ভাই খুঁজিতে যাইতেছ, তোমাকে সব গুছাইয়া দিতে হইবে। সাজ-সজ্জা বেশ-ভূষা অনাবশ্যক। কেন না ভগবান্ তোমাকে যে রূপের সাগর করিয়া গড়িয়াছেন, বেশ-ভূষার কলসী তাহাতে ঢাল বা না ঢাল, তাহা সমানই থাকিবে। কিন্তু ভাই, ব্যবস্থাটা কিছু উল্টা হইতেছে না কি? সুভদ্রা কি কখন কৃষ্ণ-বলরামের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিলেন? তুমি না কি খুব পণ্ডিতা; তাই তোমাকে পুরাণের এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

ব্রজেশ্বরীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া, অপরাজিতা বলিলেন,—"তোমার এই দুষ্ট জিভ্-খানা আমি কাটিয়া দিব। শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ পুরুষ। তাঁহার নামে না বুঝিয়া যাহারা কলঙ্ক আরোপ করে, তাহারা সকলেই মিথ্যাবাদী। এখন আইস তুমি।"

তাহার পর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে,ব্রজেশ্বরীকে লইয়া,অপরাজিতা সেই প্রকোষ্ঠ হইতে প্রস্থান করিলেন।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অপরাজিতা ও ব্রজেশ্বরী যখন বারান্দায় আসিলেন, তখন হাসিতে হাসিতে একটী যুবতী দাসী তথায় উপস্থিত হইল। সে অনবরত হাসিতে হাসিতে বলিল,—"দিদি ঠাক্রুণ, বউ-ঠাক্রুণ, তোমরা এখানে? বাপ্‌রে বাপ্, এমন লোক তো কখন দেখি নাই!"

দাসী, মুখে কাপড় দিয়া, হাসিতে লাগিল। ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"আরে গেল! অত হাসিস্ কেন? কে লোক? কাহার কথা বলিতেছিস্?"

দাসী বলিল,—"হাসিব না? সে যে মজার লোক! তাহার রকম-সকম দেখিলে না হাসিয়া থাকা যায় কি? বাপ্‌রে, পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া গেল!"

অপরাজিতা বলিলেন,—"কে সে লোক? কি করিয়াছে সে? বল্ না, আমরাও তোর সঙ্গে একটু হাসি।"

দাসী বলিল,—"তাহার রকম দেখিলেই তোমরা হাসিয়া অস্থির হইবে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"কে সে?"

দাসী বলিল,—"কে সে, তা কি করিয়া জানিব? লাখ কথাতেও সে একটা কথা কয় না?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"বোবা বুঝি ?"

দাসী বলিল,—"উঁ হুঁ—তাহার কথায় খৈ ফুটে। এক কথায় সে দশটা জবাব দেয়।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তবে যে বলিতেছিস্, লাখ্ কথাতেও সে কথা কহে না ?"

দাসী বলিল,—"ঐ তো মজা! যখন তার মনের মত কথা হয়, তখন তার নাক, মুখ, চোক দিয়া কথার তুব্‌ড়ি ছুটিতে থাকে। সে তখন খুব চালাক্; এক দমে রামায়ণ-পালাটা শেষ করিয়া ছাড়ে। আর যখন আমাদের মনের মত কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে যেন বোবা, হাবা, ধোকার একশেষ, একেবারে পেঁচা হইয়া বইসে। কাহার সাধ্য তখন তাহার পেট হইতে একটা কাজের কথা বাহির করে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"আশ্চর্য্য লোকই বটে! কোথায় আছে সে ?"

দাসী বলিল,—"দপ্তর-খানায় জাম্বুবানের মত গা দুলাইতে দুলাইতে বসিয়া আছে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"কোথা হইতে আসিয়াছে সে ?"

দাসী বলিল,—"বলিতেছে, ছোট বাবুর কাছ থেকে আসিয়াছে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"ছোট বাবুর কাছ থেকে

লোকটা আসিয়াছে, এ কথা এতক্ষণ বলিস্ নাই কেন? কি জন্য আসিয়াছে? কতক্ষণ আসিয়াছে? কি কথা বলিতেছে? কি খবর সে আনিয়াছে?"

দাসী বলিল,—"বাপ্ রে বাপ্! সে দিকে মিন্‌সে মারিয়া ফেলিলেও যেমন কাজের কথায় চুপ, এ দিকে ঠাক্‌রুণ্‌রাও তেমনই কথার হাউই। তাহার কথা ছাইও বুঝা যায় না। নায়েব মহাশয় তাহাকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কোন কথারই জবাব পান নাই। কিছুই ভাল রকম বুঝিতে না পারিয়া, শেষে তিনি আপনাদিগকে জানাইবার জন্য আমাকে ভার দিয়াছেন।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"সে কি খবর আনিয়াছে, তা তুই জানিতে পারিয়াছিস্ কি?"

দাসী বলিল,—"মাথা-মুণ্ড তবে আর বলিতেছি কি? খবর কি ছাই তাহার কাছে পাইবার যো আছে? সে মিন্‌সে যেন কথক-ঠাকুরের মত বেদিতে বসিয়া হাত, মুখ, গোঁপ, চোখ, নাড়িতে নাড়িতে কতই বকাবকি করিতেছে; কিন্তু খবর কিছুই বলে না। যাও বলে, তা শুনিয়া কিছুই বুঝা যায় না। আমার বোধ হয়, সে একটা পাগল। হয় তো ছোট বাবুর নাম করিয়া এখান হইতে কিছু ভিক্ষা লইতে আসিয়াছে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"সে যে ছোট বাবুর কাছ থেকে আসিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ আছে?"

দাসী বলিল,—"আছে। সে বলিয়াছে, তাহার কাছে ছোট বাবুর হাতের চিঠি আছে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"ছোট বাবুর পত্র লইয়া আসিয়াছে, এ কথা তুই এত ক্ষণ বলিস্ নাই কেন? আইস ঠাকুরঝি, আমরা নীচে যাই। ইহার নিকট শুনিয়া কোন কথাই বুঝা যাইতেছে না।"

ভ্রাতৃজায়া ও ননন্দা ব্যস্ততা সহ নামিয়া আসিলেন। সেখানে আসিয়া, অপরাজিতা, একটী বুদ্ধিমতী ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন;—"শুনিতেছি ছোট বাবুর নিকট হইতে একটী লোক আসিয়াছে। সে এখন বাহিরে কাছারিতে বসিয়া আছে। সে কেন আসিয়াছে, কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, শীঘ্র জানিয়া আইস।"

ঝি প্রস্থান করিল। অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল,—"সে বড় বাবুর নামে, ছোট বাবুর এক পত্র লইয়া আসিয়াছে। বড় বাবু বাড়ী নাই; কাজেই সে পত্র লইয়া ফিরিয়া যাইতেছে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তুমি তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বারণ করিয়া আইস। তাহার পর যাহা করিতে হইবে, তাহা তোমাকে পরে বলিতেছি।"

ঝি পুনরায় প্রস্থান করিল। তখন ব্রজেশ্বরী ও অপরাজিতা, অল্প কথায়, একটা পরামর্শ স্থির করিলেন। ঝি প্রত্যাগত হইলে, অপরাজিতা বলিলেন,—"তুমি

নায়েব মহাশয় ও সেই লোকটাকে সঙ্গে করিয়া পাশের ঘরে লইয়া আইস। আমরা তাহার কথা শুনিব।”

ঝি আবার প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—“তাঁহারা আসিয়াছেন।”

তখন অপরাজিতার আদেশে ঝি বলিল,—“এখানে বউ-ঠাক্‌রুণ আর দিদি-ঠাক্‌রুণ আছেন। যে লোক ছোট বাবুর নিকট হইতে আসিয়াছেন, তিনি কি জন্য আসিয়াছেন, বলুন।”

যিনি আসিয়াছেন তিনি আর কেহ নহেন—আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত শ্রীরাম দাস। শ্রীরাম বড়ই বিপদে পড়িল। সে ছোট বাবুর নিকট শুনিয়া আসিয়াছে, তাঁহার ভগিনী বড়ই বুদ্ধিমতী। কোন রহস্যই যেন প্রকাশ না হয়, কিছুই যেন কেহ জানিতে না পারেন, ইহাই তাহার প্রতি ছোট বাবুর উপদেশ। অথচ সে জানে, টাকা লইতেই তাহার আসা—বাবুর হাতে টাকার টানাটানি। বড় বাবু বাটীতে নাই; সুতরাং সেই বুদ্ধিমতী দিদি-ঠাকুরাণীর জেরায় তাহাকে পড়িতে হইল। অতি অল্প কথায়, প্রকারান্তরে যাহা না বলিলে নহে তাহাই বলিয়া, কাজ সারিতে তাহার প্রতি উপদেশ ছিল। সেই কথা স্মরণ রাখিয়া সে বলিল,—“আমি ঠাকুরাণী-দিগকে প্রণাম করিতেছি। ছোট বাবুর নিকট হইতে বড় বাবুর নামে এক পত্র লইয়া আমি আসিয়াছিলাম।”

অপরাজিতার উপদেশ মত মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, ঝি কথা কহিতে লাগিল। ঝি জিজ্ঞাসিল,—"পত্র কোথায় ?"

শ্রীরাম বলিল,—"আমার কাছে আছে।"

ঝি বলিল,—"দেও।"

শ্রীরাম বড়ই মুস্কিলে পড়িল। বলিল,—"পত্র—তা—আজ্ঞে—আমার কাছে—পত্র ছিল—আজ্ঞে—আছে। পত্র তো আর কাহাকেও দিতে আজ্ঞা পাই নাই।"

ঝি বলিল,—"পত্র আর কাহাকেও দিতে হইবে না, এরূপ আজ্ঞা পাইয়াছ কি ?"

শ্রীরাম বলিল,—"ঠিক্ সেরূপ আজ্ঞাও পাই নাই। তবে বাবুর যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি, তাহাতে পত্র আর কাহারও হাতে না দেওয়াই উচিত।"

ঝি বলিল,—"ঠাকুরাণীরা বুঝিতেছেন, যে ব্যক্তি মনিবের অভিপ্রায় বুঝিয়া কাজ করিতে পারে, সে বড় বুদ্ধিমান্, চতুর ও বিশ্বাসী লোক। তুমি বুঝিতেছ না কি, এই পত্র না দিলে, হয় তো বাবুর বিশেষ ক্ষতি হইতেও পারে ?"

শ্রীরাম বলিল,—"বিশেষ ক্ষতি কেন হইবে ? একটু অসুবিধা হইতে পারে।"

ঝি বলিল,—"তবে পত্র দেও।"

শ্রীরাম আর আপত্তি করিতে সাহস করিল না। ইতস্ততঃ করিয়া, সে পত্রখানি ঝির হস্তে প্রদান করিল।

অপরাজিতা ও ব্রজেশ্বরী, পত্র পাঠ করিলেন। তাহাতে কোন সংবাদই নাই; কেবল পত্রবাহক দ্বারা পাঁচ শত টাকা পাঠাইবার কথা আছে। ঝি বলিল,—"এ পত্রে কি কথা আছে, তাহা তুমি জান কি?"

শ্রীরাম বলিল,—"পাঁচ শত টাকা লইয়া যাইবার কথা আছে জানি। আর কোন কথা আছে না আছে আমি তাহা জানি না।"

ঝি জিজ্ঞাসিল,—"ছোট বাবু, এখন কোথায় আছেন?"

"ঠিক্ জানি না।"

"তিনি কলিকাতায় আছেন কি?"

"বোধ হয় না।"

"তিনি কি হুগলীতে আছেন?"

"না।"

"তাঁহার কোথায় থাকা সম্ভব বলিয়া তুমি মনে কর?"

"আমি কেমন করিয়া কি মনে করিব?"

"কেন? তুমি সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাক; তিনি কোথায় গিয়াছেন তাহা বলিতে পার না?"

শ্রীরাম একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"বোধ হয় পশ্চিমে।"

ঝি জিজ্ঞাসিল,—"পশ্চিম তো অনেক জায়গা। তাহার মধ্যে কোথায় তিনি আছেন বলিয়া তোমার মনে হয়?"

শ্রীরাম বলিল,—"কিছু মনে হয় না।"

"বাবু পশ্চিমে আছেন বলিয়া তোমার বোধ হয়; কিন্তু কোথায় তিনি আছেন, সে সম্বন্ধে কিছুই তোমার মনে হয় না। তুমি তাঁহার কিরূপ অনুগত লোক?"

শ্রীরাম বলিল,—"আমি অতি সামান্য লোক।"

ঝি বলিল,—"সামান্য লোক হইলেও বাবু পশ্চিমে কোথায় আছেন, ইহা না জানা তোমার পক্ষে বড় অন্যায় কথা।"

শ্রীরাম বলিল,—"আমার বোধ হয় বর্দ্ধমান ছাড়াইয়া কোন স্থানে তিনি থাকিলেও থাকিতে পারেন।"

"তুমি এখন টাকা লইয়া কি করিবে?"

"বোধ হয় কিছুই করিব না।"

"তবে টাকা লইতে আসিয়াছ কেন?"

"সঙ্গে রাখিব বলিয়া।"

"এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া তুমি কোথায় যাইবে?"

শ্রীরাম বলিল,—"তা কি ঠিক বলা যায়? কখন কোথায় যাইবার দরকার হয়, কে বলিতে পারে?"

ঝি জিজ্ঞাসিল,—"প্রথমে তুমি কোন্ দিকে যাইবে?"

"রেলের ষ্টেশনের দিকে।"

"সেখানে তুমি কোথাকার টিকিট কিনিবে?"

"বোধ হয় কলিকাতার।"

"তাহা হইলে, ছোট বাবুর কাজ মিটিবে কিরূপে তিনি আছেন পশ্চিমে, আর তুমি টাকা লইয়া যাইতেছ কলিকাতায়। এ কি প্রকার ব্যবস্থা?"

"দরকার পড়িলে তিনি আমার নিকট টাকা চাহিয়া লইবেন।"

"তাহা হইলে তিনি শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিবেন না বোধ হয়?"

"ইচ্ছা তাঁর।"

"তুমি আপাততঃ কোথা হইতে আসিতেছ?"

"এই রেলের ষ্টেশন হইতে।"

"তাহার পূর্ব্বে তুমি কোথায় ছিলে?"

"অনেক স্থান ঘুরিয়াছি। কত নাম করিব?"

"ছোট বাবুর সহিত তোমার কোথায় শেষ দেখা হইয়াছে?"

"সে একটা বাসায়।"

"কোথায় সে বাসা?"

"হুগলীতে।"

"ছোট বাবু কি কাজে হুগলী গিয়াছিলেন?"

"অনেক কাজ। সব কি আমরা জানি?"

"সব জানিয়া কাজ নাই। কি কাজ তুমি জান?"

"বোধ হয় সাহেব-সুবার সহিত দেখা করা এক কাজ।"

"আর ?"

"ঠিক বলিতে পারি না। ঐ কাজই তো দেখিয়াছি। সাহেব-সুবার কাছে যাওয়া-আসার কথা আমরা জানি।"

ঝি জিজ্ঞাসিল,—"তিনি হঠাৎ পশ্চিমে যাইলেন কেন—বলিতে পার ?"

শ্রীরাম বলিল,—"তা আমরা কেমন করিয়া বলিব ? তিনি বড় লোক। যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।"

"তিনি পশ্চিমে—তুমি টাকা লইয়া যাইতেছ কলিকাতায়। তাঁহার হাতে টাকা নাই লিখিয়াছেন। তবে বোধ হয় তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিবেন।"

"আশ্চর্য্য কি ? তিনি বড় লোক। ইচ্ছা হইলে সবই করিতে পারেন।"

"তিনি কোন বিপদে পড়েন নাই তো ?"

শ্রীরাম বিশেষ উৎসাহের সহিত এ প্রশ্নের উত্তরে বলিল,—"রাধাকৃষ্ণ ! বিপদ কিসের ?"

"তাঁহার শরীর ভাল আছে ?"

"তাঁহার শরীর খুবই ভাল আছে। তাঁহার জন্য আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না।"

ঝি বলিল—"তোমার সহিত এতক্ষণ কথা কহিয়াও বিশেষ খবর কিছুই পাওয়া গেল না। এজন্য ঠাকুরাণীরা বড়ই দুঃখিত হইতেছেন। বোধ হয়, ছোটবাবু তোমাকে এইরূপে অল্প কথায়, সকল বিষয় চাপিয়া রাখিয়া, কথা

কহিতেই বলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তোমার কোন দোষ নাই। তুমি উপদেশ-মত কার্য্য করিয়া ভালই করিয়াছ। ঠাকুরাণীরা ছোট বাবুর সংবাদের জন্য বড়ই চিন্তিত রহিয়াছেন; বিশেষ খবর কিছু জানিতে পারিলে, তাঁহারা বড়ই সুখী হইতেন।"

শ্রীরাম বলিল,—"বাবুর জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। তিনি বেশ সুস্থ আছেন। কোন প্রকার ভয়-ভাবনা নাই; কোন বিপদেও তিনি পড়েন নাই।"

ঝি বলিল,—"আপাততঃ তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ইহার বেশী আর কোন সংবাদ তুমি বলিবে না; সুতরাং আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই। বড় বাবু এখানে না থাকিলেও, টাকা পাওয়ার কোনই ব্যাঘাত হইবে না। তুমি কখন যাইবে মনে করিয়াছ?"

শ্রীরাম বলিল,—"টাকা লইয়া রাত্রিকালে যাওয়া ভাল নয়। আজি রাত্রিতে না ফিরিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়াও বোধ হয় না। কালি প্রাতেই আমি যাইব।"

ঝি বলিল,—"নায়েব মহাশয়! দিদি-ঠাকুরাণী হুকুম দিতেছেন—এই লোক যখন চাহিবেন, তখনই যেন ইহাঁকে পাঁচ শত টাকা দেওয়া হয়। আর ইহাঁর রাহা-খরচ ইত্যাদিও যেন দিতে ভুল না হয়।"

নায়েব মহাশয় "যে আজ্ঞা" বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীরামকে লক্ষ্য করিয়া ঝি বলিল,—"তুমি যখন যাইবে তখনই নায়েব মহাশয়ের নিকট টাকা পাইবে। আপাততঃ তুমি জল খাও—বিশ্রাম কর।"

শ্রীরাম, ঠাকুরাণীদের উদ্দেশে পুনরায় প্রণাম করিয়া, নায়েব মহাশয়ের সহিত বাহিরে আসিল এবং তথায় আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নকালে কলিকাতার সেই ক্ষুদ্র বাসায় তারাসুন্দরী ও বিজলী বসিয়া আছেন। উভয়েই নিতান্ত বিষণ্ণ ও মলিন। বিনোদ বাবু সেই চলিয়া গিয়াছেন; সে আজি প্রায় পনর দিন হইল, এ পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সংবাদ নাই। আপনাদের অদৃষ্টে যাহা থাকে হউক, কিন্তু সেই একান্তহিতৈষী যুবকের কি হইল, অধুনা ইহাই তাঁহাদের চিন্তার প্রধান কারণ হইয়া পড়িয়াছে। বহুক্ষণ মাতা ও কন্যা নীরবে বসিয়া রহিয়াছেন। উভয়ের মনে সমান চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কাহারও কথা কহিতে সাহস হইতেছে না। কথা কহিতে হইলেই হয় তো কাঁদিয়া ফেলিতে হইবে। অনেকক্ষণ পরে তারাসুন্দরী বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্, তোমার মনে আরও কি আছে জানি না। কিন্তু মানুষের দুর্গতি ইহার অপেক্ষাও বেশী হইতে পারে কি? এক অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ীর মুখ চাহিয়াছিলাম, তিনও আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন।"

বিজলী বলিলেন,—"মা, তোমার কি বোধ হয়, তিনি আমাদের উপর রাগ করিয়া গিয়াছেন? আমরা কি অপরাধ করিয়াছি?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"না—রাগ করিয়া যান নাই। তাঁহার দয়ার শরীর। তিনি কি আমাদের মত দুঃখিনী-দের উপর রাগ করিতে পারেন?"

বিজলী সজল নয়নে বলিলেন,—"তবে এত নিগ্রহ কেন? কোন সংবাদ দিতেছেন না, বা লইতেছেন না কেন? সেই ভয়ানক দিনের পরও এখানে দুই দিন ছিলেন; ঝি তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিল; কিন্তু তখনও তিনি কোন দয়ার কথা বলিলেন না কেন? আমরা তো জ্ঞানতঃ কোন অপরাধ করি নাই।"

বিজলী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারাসুন্দরী অতি কষ্টে আপনার নয়নের জল পড়িতে না দিয়া, কন্যার নিকটস্থ হইলেন এবং সস্নেহে বিজলীর মুখ মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন,—"সেই অতীত ঘটনার আলোচনা আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। অদৃষ্টে যাহা ছিল ঘটিয়া গিয়াছে। এক্ষণে ভগবান্ আমাদের আশাতিরিক্ত সুখসৌভাগ্যের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। কপালদোষে সে সৌভাগ্য তাঁহার এক কথায় ভাঙ্গিয়া গেল।"

বিজলী বলিলেন,—"কিন্তু মা, লোকে বলিলেও, তুমি তো কখনই বিশ্বাস কর না যে, যদুপতি মিত্র মহাশয় আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছেন।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"কখন না। মিত্র মহাশয় দেবচরিত্রের লোক ছিলেন। তোমার পিতা তাঁহার

পরম বন্ধু ছিলেন। এরূপস্থলে একের দ্বারা অপরের হত্যাকার্য্য কখনই সম্ভব নহে। পুলিস ও অন্যান্য লোকে এই দুর্ঘটনার যে সকল কারণ দেখাইয়া স্থির করিয়াছে যে, ইহা সম্ভব ও সত্য, সে সকল যুক্তি ও কারণ যে নিতান্ত ঘৃণাজনক ও অবিশ্বাস্য, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।"

বিজলী আবার বলিলেন,—"আমরা যখন সে কথা বিশ্বাস করি না, সে সম্বন্ধে একটু সন্দেহও করি না, তখন তিনি আমাদের উপর রাগ করিলেন কেন?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"তিনি রাগ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। পিতার এই কলঙ্ক দূর করাই বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রায়। এই অপবাদ দূর করিতে না পারিলে, আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে, স্বভাবতঃ তাঁহার বিশেষ লজ্জা হইতে পারে। আরও দেখ, তিনি সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য সন্তান। পিতার সুনাম বজায় করিবার চেষ্টা না করা, তাঁহার পক্ষে নিন্দার কথা। এ চেষ্টা ত্যাগ করিলে তাঁহার নিজের হৃদয় ও জীবনে কখনই শান্তিলাভ করিতে পারিবে না। এই সকল কারণেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের ন্যায় নিঃসহায় লোকের উপর তিনি রাগ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না।"

বিজলী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিন্তু মা তিনি যে

চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া তুমি মনে করিতেছ, তাহাতে কখন তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন এরূপ তোমার বোধ হয় কি ? সেই অতীত কাণ্ডের অন্ধকার ভেদ করিয়া, সত্যের আলোক তিনি প্রকাশ করিতে পারিবেন বলিয়া তোমার মনে হয় কি ?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"বড়ই কঠিন কথা—বড়ই চিন্তার বিষয়। ভুবনের মধ্যে তিনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, ধনবান্ ও বলবান্ ; কিন্তু আমার চিরদিনই সন্দেহ হয়, নিশ্চয়ই এ ব্যাপারের মধ্যে একটা দুর্দ্দান্ত লোকের চক্রান্ত আছে। আমি সে কথা কখনও কাহাকেও বলি নাই। সে লোকটার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। কোন প্রকার দুষ্কর্ম্মেই সে পশ্চাদ্‌পদ নহে। যদি আমার সন্দেহ সত্য হয়, তাহা হইলে বিনোদের নিমিত্ত আমাদিগকে চিন্তিত থাকিতে হইবে। আমার সন্দেহ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে কোন ভয়ের কারণ নাই। কৃতকার্য্য হউন বা না হউন, তাঁহার কোন বিপদ না ঘটিলেই আমি পরম লাভ জ্ঞান করিব।"

বিজলী বলিলেন,—"কিন্তু মা, যদি তোমার আশঙ্কাই সত্য হয়, তাহা হইলে কি হইবে ?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"তাহা হইলে কি হইতে পারে, তাহার কল্পনা করিতে আমার সাহসে কুলায় না। ঈশ্বর যাহা ঘটাইবেন, তাহাই হইবে।"

আবার মা ও মেয়ে নীরব। কিয়ৎকাল পরে বিজলী বলিলেন,—"মা, আমার বড় মাথা ঘুরিতেছে, আমি বুঝি পড়িয়া যাই।"

সঙ্গে সঙ্গে তারাসুন্দরী কন্যাকে চাপিয়া ধরিলেন। বিজলীর মস্তক হেলিয়া পড়িল, নয়ন মুকুলিত হইয়া উঠিল, হস্তাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবসন্নভাবে ঝুলিয়া রহিল। অতি সন্তর্পণে তারাসুন্দরী কন্যার মস্তক আপন উরুতে স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে সেই ভূশয্যায় শয়ন করাইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ঝিকে ডাকিতে লাগিলেন। ঝি নীচে কাজ করিতেছিল; তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। তারাসুন্দরী তাহাকে পাখা ও শীতল জল দিতে বলিলেন; তারাসুন্দরী ও ঝি উভয়ে সেই সুন্দরীশিরোমণি কিশোরীর নানাপ্রকার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিজলীর চৈতন্য সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইয়া গেল। রোগিণীর নিকটে ঝি শয্যারচনা করিল। উভয়ে বিজলীর সেই মৃতকল্প কলেবর অতি সাবধানে সেই শয্যায় স্থাপিত করিলেন। তারাসুন্দরী, ঝিকে ডাক্তার ডাকিতে ও বরফ কিনিয়া আনিতে পাঠাইয়া, নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে, পীড়িতা কন্যার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

বরফ লইয়া ঝি ফিরিয়া আসিল এবং ডাক্তারও শীঘ্র আসিতেছেন বলিয়া সংবাদ দিল। তারাসুন্দরী কন্যার মাথায় ও কপালে বরফ দিতে লাগিলেন।

সেই পাড়ার ডাক্তার অমৃতলাল বাবু বড়ই ভদ্রস্বভাব, সদয়হৃদয় ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। ঝি তাঁহাকেই ডাকিয়া আসিয়াছিল। অনতিকাল মধ্যে ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সাবধানে রোগীর সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন এবং জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ প্রশ্নদ্বারা জানিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি স্থির করিলেন, সহসা চিত্তের উপর কোন ভয়ানক আঘাত লাগায় এ পীড়ার উদ্ভব হইয়াছে। নিরন্তর চিন্তাজনিত অবসাদ এ রোগের হেতু। অমৃত বাবু উপযুক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন।

তারাসুন্দরী অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিলেন,—"আমার অবস্থা নিতান্ত মন্দ; কিন্তু এই কন্যাই আমার জীবনের একমাত্র সম্বল। আমার এখনও দুই চারিটা ঘটী বাটী আছে। কন্যাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার দয়া ছাড়া আর উপায় নাই। আমার যাহা আছে, সমস্তই আপনার। আপনি দয়া করিয়া আমার মেয়েটীকে বাঁচাইয়া দিন।"

অমৃত বাবু বলিলেন।—"সে জন্য আপনার কোন চিন্তা করিতে হইবে না। আমি পাড়ার লোকের নিকট ফি লই না; সুতরাং আপনারও লাগিবে না। ঔষধের দাম আপাততঃ আপনার লাগিবে বটে; কিন্তু পরে বুঝিয়া তাহারও সুব্যবস্থা করা যাইবে। আমার দ্বারা যত্নের কোন ত্রুটি হইবে না। আপাততঃ কন্যার জন্য

চিন্তার কোন কারণ দেখিতেছি না। আমি কল্য প্রাতে আসিব।

ডাক্তার ঔষধ প্রয়োগ ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা বুঝাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। ঝি ঔষধ আনিল। নিয়মিতরূপে ঔষধ সেবন করান হইতে লাগিল এবং ডাক্তারের উপদেশমত অন্যান্য অনুষ্ঠান চলিতে থাকিল।

রোগের প্রথম আক্রমণ হইতেই বিজলী নির্ব্বাক ছিলেন। শেষ রাত্রি হইতে তিনি কথা কহিতে লাগিলেন। অসংবদ্ধ প্রলাপমাত্র হইলেও, তাঁহার মুখে কথা শুনিয়া তারাসুন্দরীর মৃতদেহে যেন জীবনের সঞ্চার হইল। প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বিজলী নিরন্তর অর্থহীন সামঞ্জস্যরহিত কথা কহিতে লাগিলেন। তারাসুন্দরী সে সমস্ত বাক্যের কোনই প্রকৃত অর্থ অবধারণ করিতে পারিলেন না; কিন্তু সেই অসংবদ্ধ বাক্যস্রোত অনুসরণ করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, বিনোদের নিমিত্ত ভয়ানক চিন্তাই এই রোগের কারণ এবং বিজলী, এই অজ্ঞান অবস্থাতেও, সেই উদ্বেগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই।

বেলা সাড়ে আটটার সময় ডাক্তার বাবু আবার আসিলেন। তিনি সাবধানতা সহকারে রোগীর অবস্থা দেখিয়া ও রাত্রি যে ভাবে কাটিয়াছে তাহা জানিয়া বলিলেন,—"কালি সন্ধ্যার পর পীড়িতার অবস্থা যেরূপ দেখিয়াছি

এখন তাহার অপেক্ষা কিছু ভাল বোধ হইতেছে বটে; কিন্তু রোগ সমানই আছে। এ রোগ কতদিনে সারিবে তাহা এখন স্থির বলা যায় না। ঔষধ সেবনেও যে রোগের বিশেষ প্রতীকার হইবে, এমন বোধ হয় না। তথাপি পীড়িতার দুর্ব্বলতা ও অবসাদ নিবারণের জন্য একটা বলকারক ঔষধ নিয়মিতরূপে চালাইতে হইবে। যদি রোগীর দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে আপাততঃ ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি আবার বৈকালে আসিব।”

যথোপযুক্ত ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার প্রস্থান করিলেন। তারাসুন্দরী সেই সংজ্ঞাহীনা কন্যা লইয়া বসিয়া রহিলেন। আহার নিদ্রা বন্ধ।

দিন একরূপ কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর পুনরায় ডাক্তার আসিলেন, এবং রোগীর সমস্ত লক্ষণ ও উপসর্গ দেখিয়া একটু বিমর্ষ হইলেন। বলিলেন,—“আমি যাহা আশঙ্কা করিতেছিলাম, তাহাই ঘটিয়া আসিতেছে দেখিতেছি। রোগীর দুর্ব্বলতা একটু বাড়িয়াছে। এখনও চিন্তার কোন কারণ ঘটে নাই; কিন্তু এই দুর্ব্বলতা আরও বৃদ্ধি পাইলে বড়ই চিন্তার কারণ হইবে।”

তারাসুন্দরী কাতরভাবে বলিলেন,—“আমি আপনাকে হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ দিতেছি। দুঃখিনীর আশীর্ব্বাদে আপনি চিরদিন সুখী থাকিবেন; কৃপা করিয়া যাহা করিলে এই দুর্ব্বলতা দূর হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন।

ডাক্তার বলিলেন,—"আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আমার দ্বারা যত্নের কোন ত্রুটী হইবে না। কিন্তু যে আকস্মিক চিত্তের অবসাদ এই পীড়ার কারণ, তাহা দূর করিতে না পারিলে, অন্য চেষ্টায় বিশেষ ফল হইবে এরূপ আমি বোধ করি না। ঔষধে যাহা হইতে পারে, তাহার উপায় আমি করিতেছি।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। তারাসুন্দরী পীড়িতা কন্যা লইয়া অকূলপাথারে ভাসিতে লাগিলেন। হাতে একটীও পয়সা নাই। কন্যার শুশ্রূষা, ঔষধ পথ্য বুঝি আর চলে না। চিন্তার সীমা নাই। আরও একদিন কাটিয়া গেল।

ডাক্তার নিয়মিতরূপে দুইবার রোগীকে দেখিয়া যাইতেন। তারাসুন্দরী তাঁহার চিন্তাকুল ভাব দেখিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"কিরূপ বুঝিতেছেন?"

অমৃত বাবু বলিলেন,—"ভাল কিছুই বুঝিতেছি না। দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি দেখিতেছি। জীবনের বিশেষ কোন আশঙ্কা এখনও উপস্থিত হয় নাই; তবে ক্রমশঃ এই ভাব বাড়িতে থাকিলে বিশেষ অনিষ্ট হওয়া আশ্চর্য্য নহে।"

আরও এক দিন ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বিজলীর অবস্থা বড়ই মন্দ হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি অনেক সময়েই বাক্যহীন অজ্ঞান ভাবেই থাকিতে লাগিলেন। সে সময়ে বিশেষ মনঃসংযোগ সহকারে না দেখিলে, তাঁহাকে সজীব বলিয়া মনে করা যাইত না। তখন

তাঁহার নয়নদ্বয় মুদ্রিত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রিয়াশূন্য, দেহের ভাব মৃতের ন্যায় বোধ হইত। কিন্তু তখনও তাঁহার নাড়ীর গতি অস্বাভাবিকরূপ দ্রুত, এবং হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া প্রবল বলিয়া উপলব্ধ হইত। এই ভাবে ক্রমাগত তিন চারি ঘণ্টা মৃতবৎ নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকার পর, সহসা বিজলা বিস্ফারিতলোচনে চারি দিকে চাহিয়া দেখিতেন। অনবরত নানারূপ প্রলাপ বাক্য তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতে থাকিত; যেন কোথায় কাহাকে দেখিতে পাইয়া শয্যাত্যাগ করিবার প্রযত্ন করিতেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইত, যেন কখন, দূরে, কখন বা অতি নিকটে কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইতেছেন। সে সময় কখন বা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিতেন, কখন বা কাতরভাবে শিশুর ন্যায় রোদন করিতেন। কখন বা কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া কোন বিশেষ কথা বলিতেন, কখনও বা দূরস্থিত কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া সৎপরামর্শ প্রদান করিতেন। কখন বা যেন ক্রোধে তিনি অভিভূত হইতেন, তখন তাঁহার হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হইত; আবার কখন বা পরমানন্দে তাঁহার দেহ কণ্টকিত হইত এবং সন্তোষের সুবিমল জ্যোতিঃ তাঁহার বদনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিত। যখন বিজলী এইরূপ উন্মাদিনীভাবে থাকিতেন, তখন তাঁহার নয়নের আয়তন বড়ই বাড়িয়া উঠিত; যেন স্থানভ্রষ্ট হইয়া লোচনদ্বয় বাহিরে আসিতেছে বলিয়া বোধ হইত। তখন

তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইত, দেহের স্থানে স্থানে উচ্চ শিরা দেখা যাইত এবং হস্তের অঙ্গুলি সকল বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িত। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল এই ভাবে থাকার পর, আবার বিজলী পূর্ব্ববৎ নিশ্চেষ্ট ও মৃতকল্প অবস্থায় অবস্থিত হইতেন।

ডাক্তার আসিয়া প্রাতে বলিয়া গিয়াছেন,—"রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে যাইতেছে। যে কারণে এই পীড়ার উদ্ভব হইয়াছে, এখনও চেষ্টা করিয়া তাহা দূর করিতে পারিলে, আরোগ্যের আশা করা যাইতে পারে। তাহা না হইলে, কি হইবে তাহা বলিতে পারি না।"

এ কথার অর্থ কি তাহা তারাসুন্দরী সহজেই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু এ অবস্থায় সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতি, বিপন্নের সহায়, নিঃসম্বলের সম্বল, ভগবান্ ভিন্ন আর কে রক্ষা করিতে পারেন? তারাসুন্দরী সেই সংজ্ঞাহীনা মরণাপন্না কন্যার মস্তক অঙ্কে লইয়া অনন্যমনে সেই আর্ত্ত-বান্ধব, বিপদ্ভঞ্জন মধুসূদনকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

# ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্নকালে তারাসুন্দরীর সেই ক্ষুদ্র বাসার সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল। ঝি নীচে ছিল, দ্বার খুলিয়া দেখিল, দরজার নিকট দুইজন স্ত্রীলোক, আর একটু দূরে রাস্তার উপর একখান পাল্কী।

একটী স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই বাটীতে বিজলী থাকেন ?"

ঝি উত্তর করিল,—"হাঁ। তাহার বড় শক্ত ব্যারাম। তোমরা কে ?"

স্ত্রীলোকেরা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, পাল্কীর নিকটে গমন করিল। পাল্কীর দ্বার খুলিয়া গেল। স্থূল বস্ত্রে আচ্ছন্নকায়া এক নারী সেই পাল্কী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গিনী স্ত্রীলোকদ্বয়ের সহিত আসিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দরজা বন্ধ করা হইলে, তিনি মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন। তারাসুন্দরীর ঝি অবাক্ হইল! মানুষের এতরূপ হইতে পারে, ইহা তাহার জানা ছিল না।

স্থূলবস্ত্রাবৃতা নারী বলিলেন,—"বিজলী কোথায় ? সেখানে আর কে আছেন ?"

ঝি বলিল,—"তিনি উপরে আছেন। বড় শক্ত ব্যারাম। বাঁচেন কি না সন্দেহ। কাছে কেবল মা আছেন।"

নবাগতা নারী বলিলেন,—"আমাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে লইয়া চল।"

ঝির সহিত নবাগতা নারী ও তাঁহার পরিচারিকাদ্বয় উপরে উঠিলেন। তারাসুন্দরী তাঁহাকে দর্শনমাত্র বলিলেন,—"স্বর্গকন্যার ন্যায় আপনার আকার। বড় দুঃসময়েই আপনি আমাদের বাটীতে আসিয়াছেন। আপনি কে?"

নবাগতা নারী বলিলেন,—"আমি আপনার মেয়ে। মেয়েকে কেহ কখন আপনি বলিয়া কথা কহে না।"

নবাগতা কথা কহিতে কহিতে পীড়িতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার সমস্ত অবস্থা মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিলেন এবং বিবিধ প্রশ্ন দ্বারা তারাসুন্দরীর নিকট রোগের সূচনা হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত অনেক বিবরণ জানিয়া লইলেন। বলিলেন,—"ভয় কি মা! ঈশ্বর নিশ্চয়ই আপনার কন্যাকে ভাল করিয়া দিবেন। এই লক্ষ্মীরূপা কন্যার অদৃষ্টে অনেক সুখসৌভাগ্য আছে। আকার প্রকারে দেখিতেছি, ইনি রাজরাণীর যোগ্য। আমি আপনার মুখে ডাক্তারের সমস্ত কথা শুনিয়া ও অন্যান্য বিবরণ জানিয়া বুঝিতেছি, দারুণ মানসিক ক্লেশে ইঁহার

এই রোগ জন্মিয়াছে। সে ক্লেশ বোধ হয় আমি কতক দূর করিতে পারিব। আপনি বিজলীকে আমার কোলে দিয়া সরিয়া বসুন।”

তারাসুন্দরী বলিলেন,—“তোমার মধুমাখা কথা শুনিয়া আমার প্রাণে বড়ই ভরসা হইতেছে। বল মা, তুমি কে?”

নবাগতা বলিলেন,—“বলিয়াছি আমি আপনার বড় মেয়ে। আমার নাম অপরাজিতা।”

তারাসুন্দরী বলিলেন,—“তুমি কি তবে বিনোদের ভগিনী—৺ হরিদাস রায় মহাশয়ের কন্যা? তোমরা সকলেই দেবতা, দয়ার অবতার। তুমি যখন যেখানে যাইবে তখনই সেখানে আশা ভরসা, তোমার সঙ্গে যাইবে, অকূলেও কূল পাইবে।”

অপরাজিতা বিনীতভাবে তারাসুন্দরীকে সরাইয়া দিয়া বিজলীর মস্তক স্বকীয় উরুদেশে স্থাপন করিলেন এবং ধীরে ও সাবধানে তাঁহার ললাটে ও বক্ষে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বিজলী এতক্ষণ মৃতবৎ অচেতন ও বাক্যহীন অবস্থায় ছিলেন। এক্ষণে সহসা নয়ন উন্মীলন করিয়া চীৎকার করিলেন,—“ঐ যে! ঐ যায়! হাতে ছোরা! কি ভয়ানক! ধর ধর! ঐ যে বাবা! কে ধরিল? তুমি—তুমি না হইলে এত শক্তি—এত গুণ আর কাহার?”

বিজলীর অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাসি লাগিয়া রহিল। যেই বিজলীর বাক্যস্রোত বন্ধ হইল, তৎক্ষণাৎ অপরাজিতা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"ধরা তো পড়িয়াছে—মারিতে পারে নাই তো। আর ভয় কি?—"

অপরাজিতার কথায় বাধা দিয়া বিজলী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"না না বুঝি আবার উঠিয়া পড়িল। লোকটার গায়ে খুব জোর। চল, চল, আমরাও যাই।"

বিজলী উঠিবার প্রযত্ন করিতেছেন দেখিয়া, অপরাজিতা তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন। বিজলীর কথা অসংবদ্ধ প্রলাপবাক্য নহে এবং তিনি অপরাজিতার বাক্যসমূহের মর্ম্ম প্রণিধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মস্তিষ্কের পূর্ণবিকার ঘটে নাই বুঝিয়া, অপরাজিতার অসীম আনন্দোদয় হইল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—"পারে নাই—হাত ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। ঐ যে তাহার হাত হইতে ছোরা কাড়িয়া লইল। ঐ যে বুকের উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়াছে, দেখিতেছ না?"

বিজলী অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—"না। কই দেখিতে পাইতেছি না। কিছুই না। অন্ধকার। মারিতে পারে নাই তো? তুমি দেখিয়াছ?"

অপরাজিতা বুঝিলেন, তিনি পীড়িতার মনের গতি অনুমান করিয়া এবং তাঁহার বাসনার অনুসরণক্রমে কথা কহিয়া, ক্রমে রোগিণীর মস্তিষ্ককে অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ

করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবার বিজলী তাঁহার প্রশ্নের সঙ্গত ও অনুরূপ উত্তর দিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিল না।

রাত্রি এইরূপে কাটিয়া গেল। অপরাজিতা সমস্ত রাত্রি বিজলার মস্তক কোলে লইয়া বসিয়া রহিলেন। কন্যার পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইতেছে বলিয়া, তারাসুন্দরীও বুঝিতে পারিলেন। অপরাজিতার আগ্রহাতিশয্য হেতু, তারাসুন্দরী চারি দিন পরে কাপড় ছাড়িয়া একটু জল খাইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার ঝি বিনোদ বাবুর বাসা হইতে একজন দ্বারবান ডাকিয়া আনিল। সে নীচের ঘরে শুইয়া থাকিল। অপরাজিতার দাসীরা টাকা লইয়া রাত্রিতে সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং আপনারা সকলে আহারাদি শেষ করিয়া বারান্দায় শুইয়া রহিল।

বিজলী নিস্পন্দ ও নির্ব্বাক রহিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া, তিনি মৃতকল্প অবস্থায় রহিয়াছেন বলিয়া কাহারও মনে হইল না। তিনি সহজ ভাবে নিদ্রা যাইতেছেন বলিয়াই সকলের বোধ হইল। পীড়িতার কর্ণে যাহাতে কোন প্রকার শব্দ প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত না করে, অপরাজিতা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অপরাজিতা পরদিন প্রাতে তারাসুন্দরীর ঝির দ্বারা

ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বেলা সাড়ে আট্‌-টার সময় ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপরাজিতা, লজ্জায় বা সঙ্কোচে, পীড়িতার শয্যা ত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে গমনের প্রয়োজন অনুভব করিলেন না। তিনি সাবধানতা সহকারে আপনার অঙ্গাদি আবৃত করিয়া এবং অল্পমাত্র অবগুণ্ঠনে বদনের কিয়দংশমাত্র আচ্ছন্ন করিয়া, সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

ডাক্তার বাবু তাহার স্বভাবসিদ্ধ যত্ন সহকারে রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন,—"বড়ই হিত-পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত নিয়মিত হইয়াছে, নাড়ীর গতি বড়ই ভাল দেখিতেছি; রোগীর মুখ চোখের ভাবও বিশেষ প্রকৃতিস্থ বলিয়া বোধ করিতেছি। আমি কালি প্রাতে দেখিয়া পীড়িতার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম; সেই জন্যই সন্ধ্যার পর আর আসি নাই; কিন্তু এক্ষণে ইনি সারিয়া উঠিবেন বলিয়া আমার সম্পূর্ণ ভরসা হইতেছে। কিরূপে এ পরিবর্ত্তন ঘটিল?"

অপরাজিতার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া, তারাসুন্দরী বলিলেন,—"আমার এই মেয়ে কিরূপ মন্ত্রবলে কি করিলেন তাহা বলিতে পারি না। বিজলীর প্রলাপবাক্যের সহিত উনিও চীৎকার করিয়া কথা কহিয়াছিলেন জানি। ক্রমেই বিজলীর কথা যেন অর্থযুক্ত বলিয়া বোধ করিতেছি। জানি না কিসে কি হইল।"

ডাক্তার বলিলেন,—"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিদারুণ চিন্তা ও মানসিক অবসন্নতা এই রোগের কারণ; কোন উপায়ে সেই উদ্বেগ দূর করিতে পারিলে, রোগী প্রকৃতিস্থ হইবেন। বোধ হয়, সেই প্রণালীর অনুসরণে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।"

অপরাজিতা সমর্থন-সূচক মস্তকান্দোলন করিলেন। ডাক্তার বাবু তারাসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইনি অপনাদের কে?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"বড়ই আপনার লোক।"

ডাক্তার বাবু প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময়, পীড়িতার যতক্ষণ আপনি নিদ্রাভঙ্গ না হয়, ততক্ষণ তাঁহাকে কোনরূপ ঔষধ বা পথ্য প্রদান করিতে, নিষেধ করিয়া গেলেন।

অপরাজিতা বলিলেন,—"মা, আপনি বোধ হয়, নিজেই বুঝিতেছেন, ডাক্তারের মুখেও শুনিলেন, বিজলী অনেক ভাল আছেন। শীঘ্রই যে ভগিনী ভাল হইয়া উঠিবেন তাহার সন্দেহ নাই; এক্ষণে আপনি উঠিয়া স্নানাহার করুন।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—তোমার ন্যায় ভগবতী যখন সশরীরে আবির্ভূতা হইয়াছেন, তখন মরাও বাঁচিতে পারে। কিন্তু মা, বিজু উঠিয়া কথা না কহিলে, আমি অন্ন-জল মুখেও দিতে পারিব না তো।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"সে কি মা, দেহ রক্ষা না করিলে বিজুর সে মধুর কথা শুনিবে কে? আপনি উঠিয়া এক ঘটি জল মাথায় দিয়া যাহা হয় কিছু আহার না করিলে, আমি বড়ই দুঃখিত হইব; আর বুঝিব, আমি আপনার পেটের মেয়ে নহি বলিয়া, আপনি আমাকে দেখিতে পারেন না।"

তাহার পর আপনার পরিচারিকাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমরা কি দেখিতেছ? মাকে ধরিয়া লইয়া যাও, মাথায় খানিকটা তেল দিয়া এক ঘড়া জল ঢালিয়া দেও, মাথা মুছাইয়া কাপড় ছাড়াইয়া দেও। এ বাটীর ঝিকে আমার কাছে ডাকিয়া দেও।"

অগত্যা তারাসুন্দরীকে উঠিতে হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তা মা, আমি এখানে বসিয়া থাকি; তুমি কেন আগে স্নান করিয়া একটু জল খাও না।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তা কি হয় মা? আপনি পাঁচ ছয় দিন স্নানাহার করেন নাই; উদ্বেগে অস্থির হইয়া আছেন। আপনারই সর্ব্বাগ্রে শুশ্রূষার আবশ্যক। আপনি আসিলেই, আপনাকে ভগিনীর নিকট রাখিয়া আমি যাইব।"

দাসীদ্বয়ের সহিত তারাসুন্দরী প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ঝি আসিয়া অপরাজিতার সমক্ষে দাঁড়াইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের ঘরে সন্দেশ মিষ্টান্ন কিছু আছে কি?"

ঝি বলিল,—"একে টানাটানির সংসার, তাহে দিদির এই রোগ। ঘরে কিছুই নাই।"

"বিজলীর দুগ্ধ আছে?"

"কালি রাত্রিতেই ফুরাইয়া গিয়াছে. এখন, আর একটুও নাই।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তুমি আমার সঙ্গের লোকদের নিকট হইতে দুইটা টাকা চাহিয়া লও। শীঘ্র বাজার হইতে মার জন্য কিছু ভাল সন্দেশ ও ভগিনীর জন্য দুধ লইয়া আইস। এখনই সংসারে যে সকল জিনিষ লাগিতে পারে, তাহাও আনিয়া ফেল। বিলম্ব হয় না যেন; মা স্নান করিয়াই জল খাইবেন, বিজুর ঘুম ভাঙ্গিলেই দুধ দিতে হইবে।"

ঝি প্রস্থান করিল। অতি অল্পকাল মধ্যেই তারাসুন্দরী স্নান সমাপ্ত করিয়া উপরে আসিলেন। তাঁহার ঝিও সন্দেশ দুগ্ধাদি লইয়া উপস্থিত হইল। অপরাজিতার নির্ব্বন্ধাতিশয্য হেতু তারাসুন্দরী একটা সন্দেশ মুখে দিয়া জল খাইলেন। বলিলেন,—"এখন তুমি যাও মা?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"হাঁ মা, আপনি বিজুর কাছে বসুন। যদি বিজুর ঘুম ভাঙ্গে, তখনই আমাকে ডাকিবেন। আমি শীঘ্রই আসিতেছি।"

অপরাজিতা প্রস্থানের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় বিজলী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়া উঠিলেন,—"বেশ

হইয়াছি,—ধরা হইয়াছে, আর ছাড়া হয় না যেন। ধর, ভাল করিয়া ধর।"

অপরাজিতা তৎক্ষণাৎ পীড়িতার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন এবং উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"বেশ ধরা হইয়াছে, কোন মতেই আর ছাড়াইতে পারিবে না।"

বিজলী আবার বলিলেন—"উহাকে ভাল করিয়া বাঁধিয়া ফেল। হাত পা বাঁধ। হাঁ, হাঁ। আর তুমি ওখানে থাকিও না—চলিয়া আইস। বড় কষ্ট করিয়াছ। ধন্য তুমি! দেরি করিও না—যদি তুমি আবার বিপদে পড়।"

অপরাজিতা চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"ভয় কি? তুমি যাহাকে ভাল বাস, তাহার কি বিপদ হয়? আসিতেছেন—ঐ যে আসিতেছেন।"

বিজলীর মুখে লজ্জার চিহ্ন দেখা দিল। মৃদুস্বরে বলিলেন,—"বড় অন্যায় করিয়াছি—তোমাকে বড় কষ্ট দিয়াছি। তোমার পা ধরিয়া কাঁদিতেছি—আমাকে ক্ষমা কর।"

বিজলী বালিকার ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। অপরাজিতা বলিলেন,—"না না, উনিই তোমার নিকট অপরাধী। তুমি কাঁদিও না। তোমার মুখে হাসি না দেখিলে, উঁহার চক্ষুতে সংসার অন্ধকার।"

বিজলী লজ্জায় মুখ ফিরাইলেন। অতুল আনন্দে তাঁহার মুখ আচ্ছন্ন হইল। অপরাজিতা নিজের মুখের

প্রতি বিজলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিজলীর শূন্যদৃষ্টি যখন যে দিকে সঞ্চালিত হইতে লাগিল, তিনি যখন যে দিকে বদন আবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন, অপরাজিতাও সেই দিকেই, ঠিক তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে নিজের বদন স্থাপিত করিতে লাগিলেন। অনেকবার বিজলীর দৃষ্টি অপরাজিতার দৃষ্টির সহিত মিলিত হইল, কিন্তু একবারও বিজলীর চক্ষু বুদ্ধিযুক্ত ভাবে অপরাজিতার বদন দেখিতে সমর্থ হইল না। অপরাজিতা জানিতেন, এরূপ রোগে যতক্ষণ দর্শন-শক্তির পূর্ণ আবির্ভাব না হইবে ততক্ষণ মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ হইয়াছে বলিয়া স্থির করা অসম্ভব! ইহাও তিনি জানিতেন যে, চিরপরিচিত ব্যক্তি, বা চিরদৃষ্ট পদার্থ অপেক্ষা, নূতন লোক বা নূতন বস্তু সহজেই দর্শন-শক্তি উত্তেজিত করিয়া দেয়; সুতরাং সত্বরেই মস্তিষ্ককে প্রকৃষ্টরূপে কার্য্যক্ষম করিয়া তুলে। এই জন্যই অপরাজিতা এ প্রযত্ন পরিত্যাগ করিলেন না। বহুক্ষণ পরে একবার বিজলী, যেন কিয়ৎকাল সংজ্ঞাযুক্ত ভাবে, অপরাজিতার বদনের প্রতি চাহিলেন; কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই আবার তাঁহার দৃষ্টি শূন্য-ভাবে অন্যদিকে সঞ্চালিত হইল। অপরাজিতাও পীড়িতার নয়ন-সমক্ষে স্বকীয় বদন স্থাপন করিলেন। বারংবার এইরূপ ঘটার পর, আবার একবার বিজলী জ্ঞানযুক্ত নয়নে অপরাজিতার বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অনেকক্ষণ তিনি সেদিক হইতে

দৃষ্টি [illegible] করিতে পারিলেন না। তাহার পর সহসা বলিয়া উঠিলেন,—“তুমি কে?”

আনন্দে অপরাজিতার চক্ষুতে জল আসিল। বলিলেন,—“আমি অপরাজিতা।”

বিজলীর মুখ একটু চিন্তাকুল হইল। বলিলেন,—“অপরাজিতা—কালো ফুল! না না—এ যে—সোণার কমল।”

অপরাজিতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“তবে তাই। আমি আজি হইতে বিজলীর ‘সোণার কমল’ হইলাম।”

ধীরে ধীরে বিজলীর চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। তিনি পুনরায় নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। অপরাজিতা অস্ফুট-স্বরে তারাসুন্দরীকে বলিলেন,—“মা, আপনার আদরের বিজুর জন্য আর কোন ভয় নাই।”

তারাসুন্দরী বলিলেন,—“সকলই তোমার মাহাত্ম্য। দেবীর চেষ্টায় সকলই সম্ভব। তুমি এখন যাও মা, সমস্ত রাত্রি বসিয়া জাগিয়াছ, এদিকেও বেলা [illegible] তৃতীয় প্রহর। আমি বিজুর কাছে বসিয়া আছি।”

অপরাজিতা বলিলেন,—“আপনি অল্প অল্প [illegible] দুধ ঝিনুকে করিয়া বিজুর মুখে দিতে থাকুন। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলেও কোন ক্ষতি হইবে না। আমি শীঘ্র আসিতেছি।”

অপরাজিতা প্রস্থান করিলেন।

## বিংশ পরিচ্ছেদ।

অতি ব্যস্ততা সহ স্নানাদি শেষ করিয়া, অপরাজিতা উপরে আসিলেন এবং পীড়িতার নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, বিজলীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। জননী দুগ্ধ দিবার উদ্যোগ কবিবামাত্র কন্যার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ সহকারে বিজলী এবার পূর্ব্বের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠেন নাই, কোন প্রকার প্রলাপ-বাক্য তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হয় নাই এবং হাস্য বা রোদনাদি কোন অসংবদ্ধ ব্যবহারও তিনি করেন নাই। তবে তাঁহার লোচন-যুগল, পূর্ব্বের ন্যায় না হইলেও, এখনও অস্বাভাবিকভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই বিস্তৃত নয়নে বিজলী চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন। দৃষ্টির পূর্ব্ববৎ উদ্দেশ্য-বিহীন ভাব আর নাই; এখন যেন কোন পদার্থ বা ব্যক্তি-বিশেষের দর্শন কামনায় তাহার নয়ন আগ্রহ সহকারে চারিদিকে ফিরিতেছে। কিয়ৎকাল এইরূপে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, সহসা বিজলী বলিয়া উঠিলেন, "তবে কেন দেখা দিলে? স্বপ্ন—স্বপ্ন। মিথ্যা কথা। না বলিয়া কেন চলিয়া গেলে?"

অপরাজিতা তৎক্ষণাৎ পীড়িতার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং বিজলীর নয়ন-সমক্ষে আপনার বদন সংস্থাপিত করিয়া বলিলেন,—"কোথায়ও যাই নাই ভাই, এখানেই আছি। কিছুই স্বপ্ন নহে, সকলই সত্য।"

বিজলী অনেকক্ষণ অপরাজিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"স্বপ্নও তবে সত্য হয়। তুমি কে?"

বিজলীর কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হইয়াছে। অপরাজিতা আনন্দে বলিলেন,—"আমি সংসারের আর সকলের অপরাজিতা; কিন্তু তোমার সোণার কমল।"

বিজলী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি তোমার কে? তুমি তাঁহার কে?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"বিনোদ আমার দাদা, আমি বিনোদের ভগিনী।"

বিজলীর দুর্ব্বল হস্ত স্বকীয় বস্ত্রাগ্র ধরিয়া টানিতে লাগিল। পীড়িতার অভিপ্রায় অনুমান করিয়া, অপরাজিতা কাপড় সরাইয়া ধরিবার সুবিধা করিয়া দিলেন। বিজলীর কম্পিত হস্ত, সেই বস্ত্রাগ্র আকর্ষণ করিয়া আপনার মুখের উপর স্থাপন করিল।

অপরাজিতা বলিলেন,—"ছি ভাই, আমার কাছে কি লজ্জা করিতে আছে? তুমি যে আমার বড় আদরের ধন।

যাহাকে বিনোদ ভাল বাসেন, তিনি আমাদের বড়ই সোহাগের সামগ্রী।”

বিজলী অনেকক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ।

তারাসুন্দরীকে অপরাজিতা বলিলেন,—“মা, বিজুর জন্য আর কোন ভয় নাই। এক্ষণে উপযুক্ত পথ্যাদি দিয়া যত্ন করিলে শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিবেন।”

তারাসুন্দরী বলিলেন, “সকলই তোমার দয়া। তুমি দেব-বালা—তোমার ইচ্ছায় না হইতে পারে কি ? আমি বড় দুঃখিনী—আশীর্ব্বাদ ছাড়া আমার আর সম্বল নাই। যে বয়সে তোমার যে দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে, তাহার পর তোমাকে আর কোন আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা হয় না। তথাপি প্রাণের ভিতর হইতে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যেন ধর্ম্মে তোমার চিরদিন অচলা মতি থাকে, যেন তোমার আত্মীয়-স্বজন কোথাও কেহ কখন কোন কষ্ট না পান।

অপরাজিতা বলিলেন,—“আপনার এই আন্তরিক আশীর্ব্বাদে আমি ধন্য হইলাম। কিন্তু আপনি আমাকে বিধবা দেখিয়া এত কষ্ট প্রকাশ করিতেছেন কেন ? হিন্দু রমণীর হৃদয়ে পরলোকগত স্বামী সজীব ভাবেই বিরাজমান থাকেন। স্বামীর সহিত কেবল জীবনাবধি সম্বন্ধ, এরূপ ঘৃণিত কদর্য্য শিক্ষা হিন্দু-কুল-বালারা কখনই প্রাপ্ত হয় না। যাঁহার সহিত সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী। যিনি

মোক্ষ...-বিধাতা প্রত্যক্ষ দেবতা, যিনি নারীর ধ্যান ও জ্ঞানের একমাত্র বিষয়, সেই পরম প্রেমাস্পদ মহাপুরুষ, যদি কর্ম্ম-সূত্রে বাধ্য হইয়া, দশ দিন বিদেশে যান, তাহা যেমন সহনীয়, দশ দিন অগ্রে যদি তিনি লোকান্তর গমন করেন, তাহাও তেমনই সহনীয় হওয়া উচিত।) মনের মন্দিরে সেই দেবতার প্রতিমা যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাঁহার অদর্শন-জনিত যাতনা তাহাকে কখনই ব্যাকুল করিতে পারে না। আমার বৈধব্য হেতু আপনি একটুও দুঃখ করিবেন না; আমি এ অবস্থায় আপনাদের চরণাশীর্ব্বাদে বিশেষ কোন ক্লেশ অনুভব করি না।"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"ভগবান্ তোমাকে সুখে রাখুন। হিন্দু নারী যেন তোমাকে দেখিয়া অসময়ে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লয়।"

আবার বিজলী নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিলেন,—"তুমি যেখানে থাক তাহাই কি স্বর্গ?"

অপরাজিতা হাসিয়া বলিলেন,—"এখনও সে স্থান স্বর্গ হয় নাই। যে দিন তুমি গিয়া সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করিবে, সেই দিন হইতে তাহা স্বর্গ হইয়া উঠিবে।"

আবার বিজলী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। অপরাজিতা বলিলেন,—"তোমার ঘুম আসিতেছে। লক্ষ্মী ভাই, একটু দুধ খাও আগে, তাহার পর ঘুমাও।"

তারাসুন্দরীর নিকট হইতে দুধের বাটী উঁচোমিচা লইয়া অপরাজিতা ধীরে ধীরে বিজলীকে দুধ খাওয়াইয়া দিলেন। তাহার পর বিজলী বলিলেন,—"আমার মা—আমার দুঃখিনী মা কোথায়?"

তখনই আনন্দ-জনিত অশ্রুপূর্ণ নয়নে তারাসুন্দরী কন্যার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। বিজলী, অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে জননীর বদন লক্ষ্য করিয়া, ধীরে ধীরে স্বকীয় কম্পিত হস্ত তাঁহার কণ্ঠে স্থাপিত করিলেন।

বিজলী সুস্থ হইয়া উঠিলেন। পর দিন তিনি উঠিয়া বসিতে পারিলেন। ডাক্তার আর আসেন না, ঔষধও আর দেওয়া হয় না। যে যে পদার্থ তাঁহার পক্ষে এ অবস্থায় সুপথ্য, অপরাজিতা তৎসমস্ত যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং স্বহস্তে যত্ন, আদর ও সোহাগ মিশাইয়া, বিজলীকে আবশ্যকানুসারে সেবন করাইতেছেন: বিজলী অনেক সময়েই অপরাজিতার সহিত সুখ-দুঃখের কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পরিচয় ও আত্মীয়তা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার প্রাণের কথা অপরাজিতার বুঝিতে বাকী থাকিল না।

তারাসুন্দরীর সহিত অনেক সময়ে অপরাজিতার অনেক কথোপকথন হইয়াছে। কেন বিনোদ, সহসা কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, স্থানান্তরে ফিরিতেছেন, কি নিদারুণ আন্তরিক বেদনা সেই নিষ্কলঙ্ক-স্বভাব বিনো-

দের প্রাণ-মন ব্যাকুল করিতেছে, এ সকল রহস্যই অপরাজিতা জানিতে পারিয়াছেন। তারাসুন্দরীর ন্যায় অপরাজিতারও বিশ্বাস, দশ বৎসর পূর্ব্বে, দুর্গাপুরের সরোবরতীরে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইয়াছে, যদুপতি মিত্র মহাশয় নিশ্চয়ই তাহাতে লিপ্ত ছিলেন না। সেরূপ পিশাচের কখনই এরূপ দেব-সন্তান হইতে পারে না। মিত্র মহাশয় তাদৃশ নরাধম হইলে, অপরাজিতার পিতা ৺ হরিদাস রায় মহাশয় কখনই আজীবন তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধ-বন্ধন সমান ভাবে অচ্ছিন্ন রাখিয়া, জীবনে ও মরণে তাহার হিত কামনা করিতেন না। অপরাজিতা বুঝিলেন, নিশ্চয়ই সেই অচিন্তনীয় ব্যাপারের মধ্যে অন্য কোন ভয়ানক রহস্য আছে; কিন্তু রহস্য যাহাই থাকুক, এতদিনে যে তাহার উচ্ছেদ হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোনই সন্দেহ থাকিল না। বিনোদ যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহা কখনই নিষ্ফল থাকিতে পারে না। বিনোদের জ্ঞান ও বুদ্ধি, শক্তি ও সামর্থ্য সকল বিষয়েই অপরাজিতার অসীম বিশ্বাস।

যতই নানা ভাবে সেই অতীত হত্যাকাণ্ডের বিষয় অপরাজিতা আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোন দুরন্ত লোকের গূঢ় চক্রান্ত নিহিত আছে এবং এত দিন পরে সেই অতীত কাণ্ডের যবনিকা উত্তোলন করিতে প্রবৃত্ত

হইলে, সম্ভবতঃ বিনোদকে নানা প্রকারে বিপন্ন হইতে হইবে। বিনোদের বিপদ সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা, অপরাজিতার পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। বিজলী সুস্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য আবশ্যকমত সকল সুব্যবস্থাই করা হইয়াছে। তবে অপরাজিতা আর এখানে থাকিবেন কেন?

# সোণার কমল

## দ্বিতীয় খণ্ড।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

গভীর রাত্রিকালে বিনোদ বাবুকে বহন করিয়া রেল গাড়ি ভাগলপুর পৌঁছিল। বিনোদের একজন সহাধ্যায়ী বন্ধু ভাগলপুরের স্কুলের অন্যতম শিক্ষক আছেন, একথা গাড়িতে উঠিবার সময়ই বিনোদের মনে হইয়াছিল। কিন্তু এই ঘোর রাত্রিকালে বন্ধুর বাটী অন্বেষণ করিতে ও পরে নিতান্ত অসময়ে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে, বিনোদের প্রবৃত্তি হইল না। তিনি ধীরে ধীরে ও নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে, রেলওয়ে ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য রঘু বাহিরে বসিয়া রহিল। তিনি স্থির হইয়া বসিতে না বসিতে, রিফ্রেসমেণ্ট রুমের চাপকান-আচ্ছাদিত-কলেবর, বিকট পাগড়ী ধারী, নগ্নপদ এক খানসামা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং এক লম্বা সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসিল,—"বাবু, গরম চা।"

বিনোদ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"না।"

খানসামা আবার জিজ্ঞাসিল,—"এক পেয়ালা কাফি।"

বিনোদ পূর্ব্ববৎ ঘাড় নাড়িলেন। নাছোড়বান্দা খানসামা আবার জিজ্ঞাসিল,—"হুজুর চুরুট।"

বিনোদ তাহাতেও ঘাড় নাড়িলেন। তখন খানসামা স্থির করিল, বাঙ্গালী বাবুদের এখন আর চা-চুরুটে সানায় না। একটু উঁচু অঙ্গের কথা না পাড়াই বেকুবি হইয়াছে। ভ্রম সংশোধন করিয়া জিজ্ঞাসিল,—"ধর্ম্মাবতার! একটা পেগ?"

তাহার সুখ-সন্তোষ-সংবিধানার্থ একান্ত পরহিতৈ খানসামার এইরূপ অযাচিত আগ্রহ হেতু, বিনোদ বড়ই জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন। তিনি পকেটে হাত দিয় একটী সিকি বাহির করিলেন এবং তাহা মেজের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"আমার কিছুরই দরকার নাই।"

সেই গোলাকার উজ্জ্বল রজত খণ্ড গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়াও, খানসামা ভূতলে করস্পর্শ করিয়া বিনোদকে সেলাম করিল; সঙ্গে সঙ্গে সিকিটী তাহার হস্তগত হইল। সে আবার জিজ্ঞাসিল,—"হুজুর কি সাহেবগঞ্জে ডিনার করিয়াছেন?"

অতীব বিরক্তির সহিত বিনোদ বলিলেন,—"না।"

খানসামা বলিল,—"বটে! তবে তো ধর্ম্মাবতারের ড় কষ্ট হইয়াছে। আমি এখনই তাহার তদ্বির করিতেছি। ফাউল কারি, লেগ রোষ্ট, চপ, কটলেট ও রুটী জুত আছে। একটা পীজন্ পাইয়ের উদ্যোগ করিব কি? এখনই শেষ হইবে, সকলই তাজা গরম পাইবেন।

হায়! হায়! সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল, হুজুরের খাওয়া হয় নাই! কি কষ্ট!"

বিনোদ তখন আর্ত্তভাবে মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া, এই একান্ত শুভানুধ্যায়ী অনাহূত বন্ধুর হস্ত হইতে নিস্তার লাভের কামনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া খানসামাপুঙ্গব বলিল,—"হুজুর হয় তো ভাবিতেছেন, খাওয়ার কথা যাহা হউক হইল বটে; কিন্তু শেষের কথা কিছুই তো হইল না। তা সে জন্য ধর্ম্মাবতারের কোনই চিন্তা নাই। আপনার অবশ্যই জানা আছে, আমাদের কোম্পানির মত হুইস্কি আর কোন গুদামেই পাওয়া যায় না। সেই হুইস্কি আছে, সোডা-লিমনেড আছে, শেষের জন্য হুজুরকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না।"

বিনোদের চিত্তের নিতান্ত চিন্তাকুল অবস্থা না হইলে, তিনি হয় তো খানসামার অদ্ভুত পরামর্শ ও আয়োজনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেন না। সম্প্রতি এই সকল অকারণ হিতৈষিতা তাঁহার নিতান্ত বিরক্তিকর হইয়া পড়িল। তিনি ধীর ভাবে বলিলেন,— "তুমি এখন যাও, আমার মেজাজ বড় খারাপ আছে। তুমি কালি প্রাতে আমার সহিত দেখা করিও। এখন আর কথা কহিলে আমি বড়ই বিরক্ত হইব।"

অগত্যা খানসামা মহাত্মা প্রস্থান করিল। যাইবার

সময় সে আবার একবার ভাল করিয়া সেলাম করিতে ভুলিল না। সে মনে মনে বুঝিয়া গেল, 'এ বাবুটা বাবু নামের কলঙ্ক।'

বিনোদ বাবু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। অতি কষ্টে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতে রঘু গাড়ি ঠিক করিয়া, বিনোদ বাবুকে সংবাদ দিল এবং ট্রঙ্ক প্রভৃতি লইয়া বিনোদ বাবুর পশ্চাতে চলিল। বিনোদ বাবু দয়াময় ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিয়া, নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে যাত্রা করিলেন। এখনই ভাগলপুরের থানায় যে রামদীনকে তিনি দেখিতে পাইবেন, সে ব্যক্তি কে? তাঁহার পিতা কি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ও রামদীন নাম গ্রহণ করিয়া কালযাপন করিতেছেন? কি জানি ঈশ্বরের মনে কি আছে!

তিনি যখন গাড়িতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন অতি ব্যস্ত ভাবে পূর্ব্ব রাত্রির পরিচিত সেই খানসামা মহাশয় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেলাম করিল এবং বলিল,—"খোদাবন্দ, ব্রেকফাষ্ট, হাপ বাইল আণ্ডা, চা, রুটী, বিসকুট সব তৈয়ার। মেহেরবানি করিয়া আসুন। আহা! কাল্লি রাত্রিতে খাওয়া হয় নাই, মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে।"

বিনোদ বাবু বলিলেন,—"আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি, বিশেষ কাজে যাইতেছি। এখন খাওয়া দাওয়া আমার মনে নাই। তুমি এখন যাও।"

পকেট হইতে আবার একটী সিকি বাহির করিয়া বিনোদ বাবু মাটীতে ফেলিয়া দিলেন। আবার তাহা সেলামের সহিত মিশিয়া খানসামার হস্তে প্রবেশ করিল। বিনোদ বাবু গাড়িতে উঠিলেন। খানসামা বলিল,—"হুজুর নিশ্চয়ই ডিপুটী বাবু। এখানে কোথায় ধর্ম্মাবতারের বাসা হইবে? আমি সময়ে সময়ে বাবুর বাসায় গিয়া হুকুম তামিল করিব।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি ডিপুটি নহি; এখানে একদিনের বেশী থাকিব না বোধ হয়।"

খানসামা অবাক্। বলিল,—"আপনি এত বড় বাবু, ডিপুটী নহেন!"

হায় ডিপুটী! কি শুভক্ষণেই এ বঙ্গভূমিতে তোমার আবির্ভাব হইয়াছে। তুমিই বাঙ্গালীর চরম গৌরবস্থল।

গাড়ি চলিয়া গেল। খানসামা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। সে হিসাব করিয়া রাখিয়াছে, এ সংসারে বাবু আছে বত্রিশ রকম। কিন্তু খাইতে বলিলেই বখসিস্ দেয়, এরূপ বাবু সে আর কখন দেখে নাই। খাইয়া পয়সা দেয় না, দিলেও যাহা দিবার কথা তাহার অপেক্ষা কম দেয়, দশ রকম কথা না শুনাইলে পকেটে হাত দেয় না, বখসিস চাহিলেই কদলী প্রদর্শন করে, অনেক আশা দিয়া গোলে মিশিয়া যায়, বাদশাহের মত ফরমাইস করিয়া পয়সার সময় নির্লজ্জ চোরের ন্যায় ব্যবহার করে, সুযোগ

পাইলে, হোটেলের কাঁটা, ছুরি, চামচা সরাইতেও পিছপা হয় না, খানসামাকে পরিতুষ্ট করিয়া ডিকাণ্টার হইতে নিজে মদ ঢালিয়া লয় এবং শেষে চারি ঔন্স খাইয়া এক ঔন্স ছাড়া কবুল করে না, ইত্যাদি অনেক রকম বাবু তাহার জানা আছে। কিন্তু খাইতে অনুরোধ করিলেই কিঞ্চিৎ বখসিস্ দেয়, এ এক প্রকার অদ্ভুত বাবু বটে! তাহার হিসাবে আর এক প্রকার বাবু বাড়িয়া গেল।

হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে অশেষ উৎকট ধ্বনি উৎপাদন করিতে করিতে, গজেন্দ্রগমনে গাড়ি বিনোদ বাবুকে বহন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রবল আশা, সঙ্গে সঙ্গে দারুণ সন্দেহ, অতিশয় উৎসাহ ও আগ্রহ, সঙ্গে সঙ্গে নিরুদ্যম ও অবসন্নতা, বিনোদের হৃদয়কে আলোড়িত করিতে থাকিল। তাঁহার মনের এইরূপ বিচলিত ভাবের বিষয় ভাড়াটীয়া গাড়ির পঞ্জরাবশেষ অশ্বদ্বয়, অথবা তদুভয়ের পক্ক-অহিফেনসেবী পরিচালক কেহই অনুভব করিতে পারিল না; সুতরাং তাহারা কেহই সে জন্য ব্যস্ত হইয়া আপনাদের বনিয়াদী চাইল ছাড়িল না। বিলম্বের জন্য বিনোদকে বিশেষ জ্বালাতন করিয়া, গাড়ি অবশেষে [illegible]নার দ্বারদেশে উপনীত হইল। ভগবানকে স্মরণ করিয়া [illegible]নোদ গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন।

এই স্থানে—সম্মুখস্থ ঐ ভবনের স্থান-বিশেষে, যে [illegible]মদীন আছে, সেই কি তাঁহার পিতা? নর-হন্তা হইলেও,

তিনি বিনোদের সজীব দেবতা। বহুকাল পরে পিতৃ-দর্শনের আশা বিনোদকে বড়ই উত্তেজিত করিল। মুখের চিন্তাকুল ভাব সযত্নে প্রচ্ছন্ন করিয়া, ধীর পদ-বিক্ষেপে বিনোদ থানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাগলপুরের থানা তৎকালে একজন মুসলমান দারোগার অধীন ছিল। অনেক লোক লইয়া, হৈ হৈ শব্দ করিতে করিতে, দারোগা মহাশয়, থানার বারান্দায় বসিয়া, তখন একটা চুরির আসামীকে কবুল করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার পাদুকাবৃত চরণ কখন কখন সেই হতভাগ্য চোরের বক্ষে বা বদনের সহিত সংমিলিত হইতেছে। অধিকন্তু তিনি অনবরত সেই অভাগার প্রতি যে মধুর বাক্যাবলী প্রয়োগ করিতেছেন, তাহা উচ্চারণ করা দূরে থাকুক, শ্রবণ করিতেও মনুষ্য লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হয়। যখন এই সকল মহদ্ব্যাপারের অনুষ্ঠানে থানা তোলপাড়, তখন বিনোদ বাবু ধীর ও গম্ভীর ভাবে, দারোগা মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনোহর রূপ ও অসাধারণ গাম্ভীর্য্য দর্শনে, দারোগা মহাশয় তাঁহাকে একটা খুব 'বড় লোক' বলিয়া মনে করিলেন। নিতান্ত অসময়ে তাঁহার আগমন হেতু মনে মনে বিরক্ত হইলেও, দারোগা সাহেব মুখে সৌজন্য প্রকাশ করিয়া বিনোদকে সেলাম করিলেন এবং পার্শ্বস্থ একখানি চেয়ার দেখাইয়া বসিতে বলিলেন। তাহার পর সন্নিহিত

হেড কনষ্টবল ও কনষ্টবলগণকে বলিলেন,—"তোমরা এই আসামীকে গাছতলায় লইয়া গিয়া আসল কথা জানিবার চেষ্টা কর ; আমি ততক্ষণ বাবুর সহিত একটু কথা কহি।"

আসামীটাকে ধাক্কা দিতে দিতে, কনষ্টবলগণ সরাইয়া লইয়া গেল। দারোগা সাহেব তখন বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে ? আপনার কি হুকুম ?"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি কে তাহা আপনার এখন জানিবার আবশ্যকতা নাই। আপনার হাতে সম্প্রতি রামদীন নামে বাঙ্গালাদেশের এক খুনী আসামী আছে। আমি তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি।"

দারোগা একটু স্থির ভাবে কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, বাবুটী একটা বড় রকম আফিসর হওয়াই সম্ভব, সুতরাং তাঁহার আগমনে পয়সা প্রাপ্তির কোন সুযোগ হইবে না, বাড়ার ভাগ কাজের কোন গলদ বাহির হইলেই পরম লাভ! এখন বিনোদ বাবুর কথা শুনিয়া, তাঁহার একটু আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু আর একটু ভাল করিয়া না বুঝিয়া কোন্ পথে চলিলে সুবিধা হইবে, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। দারোগা জিজ্ঞাসিলেন,—"ঐ আসামীকে আপনি কেন দেখিতে চাহিতেছেন ? কি জন্য আপনার তাহাকে দরকার ইহা না বুঝিলে আমরা আসামীর সহিত আপনাকে দেখা করিতে দিব কেন ?"

বিনোদ বলিলেন—"আপনার কথা অসঙ্গত নহে। সে আসামী বাঙ্গালী কি হিন্দুস্থানী, পুলিস তাহাকে যে লোক মনে করিতেছে, সে সেই লোক, কি অন্য কেহ; এ সকল কথা জানা আমার বিশেষ দরকার। আমি সেই জন্যই হুগলী হইতে আপনার নিকট আসিয়াছি।"

দারোগা স্থির করিলেন, এ একটা খাদ্য বটে। বলিলেন,—"আসামীকে উমি লোকের সহিত দেখা করিতে দিবার হুকুম নাই। মেজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম না হইলে, আমার কোন এক্তিয়ার নাই। আপনি কি পুলিসে কাজ করেন ?"

বিনোদ বলিলেন,—"না।"

দারোগা জিজ্ঞাসিলেন,—"গবর্ণমেণ্টের আর কোন কাজ করেন কি ?"

বিনোদ বলিলেন—"না।"

দারোগা মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। বুঝিলেন, এ ব্যক্তি যখন হুগলী হইতে আসামী দেখিবার অভিপ্রায়ে এতদূর আসিয়াছে, তখন কার্য্যসিদ্ধির জন্য পয়সা খরচ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। বলিলেন,—"তা বাবু, সে আসামীর সহিত দেখা করায় আপনার কি দরকার ? খুনী আসামীকে যাহার তাহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইবে না।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"দেখার কথা না হয় একটু

পরেই হইবে। আপাততঃ আমি তাহার সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা জানিতে ইচ্ছা করি।”

দারোগা বলিলেন,—“খুনী আসামীর কথা যে কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই যে বলা হয়, এরূপ মনে করিবেন না। বিশেষ আমি সকল কথা জানি না। আসামী আর এক থানা হইতে সদরে চালান হইয়াছে। যে গ্রেপ্তার করিয়াছে সে বিশেষ বখসিস্ পাইবে, খোসনামিও তাহার খুব হইবে। খোদা আমাকে এরূপ একটা কাজও করিতে দেন নাই। আসামীর সহিত এক তাড়া কাগজও আসিয়াছে; অনেক জোবানবন্দী, অনেক হুলিয়া, অনেক পরোয়ানা তাহাতে আছে। যে জমাদার আসামীকে সঙ্গে লইয়া হুগলী যাইবে তাহারই জিম্মায় কাগজ-পত্র সব দেওয়া হইয়াছে। আমি তো কোন কথাই ভাল করিয়া বলিতে পারিব না।”

বিনোদ বুঝিলেন, টাকার কথা না কহিলে এ ক্ষেত্রে কোন কাজ মিটিবে না। এই সেকেলে পাকা দারোগার কাছেই কাগজ পত্র আছে, সবই এ জানে; কিন্তু সহজে কোন কথা বলিবে না। কেবল মেজিষ্ট্রেট সাহেবের পরোয়ানা দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার হওয়া সম্ভব নহে। কারণ তাহা হইলে নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া, যাহা তাহা বলিয়া, কাজ শেষ করিবে। বলিলেন,—“আমার নিকট হুগলীর মেজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেবের দস্তখতি এক পরোয়ানা

আছে। আপনি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, পুলিস আমাকে সাহায্য করিতে বাধ্য। আমি একটা গুরুতর তদন্তে নিযুক্ত আছি।”

দারোগার হৃদয় অবসন্ন হইল। প্রাপ্তির আশায় ছাই পড়িল। বিনোদ পকেট হইতে একখানি মোহরাঙ্কিত কাগজ বাহির করিলেন এবং তাহা দারোগার হাতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—“কিন্তু আপনি মনে করিবেন না যে, এই পরোয়ানা আমার হাতে আছে বলিয়া আমি আসল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। আপনি একজন পুলিসের পুরাতন পাকা লোক। আপনার সাহায্য না পাইলে আমি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিব না। আপনার মত লোকের পান খাইবার জন্য কিছু না দিলে, ভাল দেখাইবে কেন?”

দারোগা বলিলেন, “আপনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। আপনাকে কোন কথা বলিতে হইবে কেন? আমাদের এ চাকরি, জানেনই আপনি,সারাদিন চোর ঠেঙ্গাইয়া বেড়ান বই নয়। তা যা হয় আপনি বিবেচনা করিবেন। এখন সে আসামীর সম্বন্ধে আপনি কোন্ খবর জানিতে চাহেন?”

বিনোদ বলিলেন,—“আপনি আগে কাগজ-পত্র গুলা আনান।”

দারোগা বলিলেন,—“কাগজ-পত্র এখনও আফিস

ডেস্কেই আছে,—এখনও বোধ হয় জমাদার তাহা নিজের কাছে লইয়া যায় নাই। দেখিতেছি।”

দারোগা উঠিয়া সহজেই নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া আনিলেন এবং বলিলেন,—“কাগজ আমার বেশ দেখা আছে। আপনি কোন্ খবর জানিতে চাহেন বলুন।”

বিনোদ বলিলেন,—“এ আসামী কে? ইহার নিবাস কোথায়?”

দারোগা, কাগজগুলি হাতে নাড়িতে নাড়িতে, বলিলেন,—“বাবু, এ বড় শক্ত আসামী। ইহার আদত নিবাস বাঙ্গালা দেশ—হুগলী জেলা—স্বর্ণগ্রাম। আসামী একটা বড় লোক। ইহার নাম যদুপতি মিত্র।”

বিনোদের বক্ষস্থলে রক্ত-স্রোত প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। বলিলেন,—“আসামী কি এইরূপেই আপনার পরিচয় দিয়াছে?”

দারোগা বলিলেন,—“না মহাশয়, তা হইলে ভাবনা ছিল কি? এই কথা প্রমাণ করিতে পুলিসকে যার পর নাই হায়রাণ হইতে হইয়াছে। লোকটা ভয়ানক চালাক।”

বিনোদ বলিলেন,—“আসামী কি প্রথমে এ নাম স্বীকার করে নাই?”

দারোগা বলিলেন,—“তোবা তোবা। নাম স্বীকার! আসামী গোড়া হইতেই খুব চালাকি করিয়া

নিজের চাকর রামদীনের নামে জাহির হইয়াছে, আর সেই রকম সাজিতে যত কিছু যোগাযোগ লাগে, তাহার কিছুই সে করিতে বাকী রাখে নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহার নিকট হুগলীর ষ্টেশনে যদুপতির নামযুক্ত তরবারি পাওয়া গিয়াছিল; তাহার সহিত একটা বাঙ্গালী স্ত্রীলোক ছিল; এ সকল কথা আমি জানি।"

দারোগা বলিলেন,—"তাহা হইলে আপনি অনেক কথাই জানেন। আসামী তাহার পর পাটনায় আসিয়া নামে এবং দেহাতে গুরাইয়া নামক এক গ্রামে সেই স্ত্রীলোকটাকে লইয়া বাস করে। প্রায় এক বৎসর পরে বাঁকিপুরের একজন সুদক্ষ ইনিস্পেক্টর তাহার সন্ধান পান। আসামী সেখানে রামদীন নামেই পরিচিত। যে দিন তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সকল আয়োজন ঠিক হইয়াছে, সেই দিনই সে পলাতক হয়। কিরূপে যে সে সংবাদ পায় তাহা খোদা জানেন।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"পলাইয়া কোথায় গেল?"

দারোগা বলিতে লাগিলেন,—"কোথায় গেল তাহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। দুই বৎসর এজন্য বেহারের সকল পুলিস নাস্তানাবুদ হইয়া পড়ে। কত লম্বা জটাদাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী-ভৈরবী ধরিয়া টানাটানি হয়। ঐ অঞ্চলে যেখানে যত সাধু ফকির ছিল, সকলকেই জ্বালাতন হইতে হইয়াছিল। যাহারা যোগী সাজিয়া

ভিক্ষা করিয়া খায়, পুলিসের টানাটানিতে পড়িয়া তাহারাও পলাতক হইল।”

“তার পর?”

“তার পর খবর পাওয়া গেল, কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে যদুপতি ধরা পড়িয়াছে। সে একটা লম্বা চেওড়া সন্ন্যাসী—বাঙ্গালীও বটে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সে স্ত্রীলোকটা ছিল না।”

“সেই কি এই রামদীন?”

দারোগা বলিলেন,—“না মহাশয়, শুনুন না। সে লোকটার সহিত অনেক বিষয়েরই মিল হইল এবং সে সহজেই আপনার নাম যদুপতি বলিয়া স্বীকার করিল। কিন্তু আর কোন কথাই সে স্বীকার করিল না এবং খুন-খারাপির এক বর্ণও তাহার কাছে পাওয়া গেল না। তাহার বাসস্থান ও জাতিরও অমিল হইল। তাহার বাস ছিল নদীয়া জেলায়, আর সে ব্রাহ্মণ। সন্ন্যাসী হওয়ার পর তাহার নাম হইয়াছে কি একটা আনন্দ!”

“অমিল হইল বলিয়া পুলিস তাহাকে ছাড়িয়া দিল কি?”

“তাও কি পুলিস ছাড়ে? রাত্রিকে দিন,দিনকে রাত্রি তাহারা হামেশা করে, কত আকাশ-পাতাল অমিল পুলিস মিলাইয়া ঠিক করিয়া দিতে পারে; সেই পুলিস কি সামান্য একটু অমিল দেখিয়া হটিয়া আসিবার পাত্র? যদুপতি ধরা পড়িয়াছে বলিয়া পুলিস খুব বাহবা লইল, কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"কি গোল হইল ?"

দারোগা বলিলেন,—"হুগলীর অনেক লোক কাশীতে ছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই স্বর্ণগ্রামের যদুপতিকে জানিতেন। পুলিস তাঁহাদের সকলকে আনিয়া ফেলিল ; কিন্তু কেহই এ যদুপতিকে সে যদুপতি বলিয়া সনাক্ত করিল না। বিশেষ সেখানে তখন একজন পেন্সন প্রাপ্ত সব জজ ছিলেন। তিনি যদুপতির বিশেষ পরিচিত। তিনি বিশেষ করিয়া বলিলেন, 'এ ব্যক্তি কখনই স্বর্ণ গ্রামের সে যদুপতি নহে।' এ লোক ২০ বৎসর সন্ন্যাসী হইয়া প্রকাশ্যভাবে কাশীতে আছে, ইহা কাশীর প্রধান প্রধান অনেক লোক হলপ করিয়া বলিল। আরও অনেক কারণে পুলিসকে শেষে দুঃখিত হইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিতে হইল।"

বিনোদ বলিলেন,—"আপনি এত কথা জানিলেন কিরূপে ?"

দারোগা বলিলেন,—"আমরাও যদুপতির সন্ধানে ছিলাম ; কাজেই এ সম্বন্ধে সকল কথা শুনিবার জন্য আমাদের খুব আগ্রহ ছিল। সেই সময়ে কাশীতে আমার এক দোস্ত কোতোয়াল ছিলেন। তিনি কিছুদিনের জন্য মুঙ্গের আসিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় ; তাঁহারই মুখে আমি এ সব কথা শুনিয়াছি।"

"সে যদুপতি এখন কোথায় আছে ?"

"ঠিক জানি না। বোধ হয় সে কাশীতেই আছে। সে তো লুকাইয়া বেড়ায় না।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"তার পর এ রামদীনকে আপনারা পাইলেন কোথা?"

দারোগা বলিলেন,—"দুই তিন বৎসর ইহার আর কোনই সন্ধান নাই। তার পর ভাগলপুরের বাঁকা মহকুমায় এ ব্যক্তি সহজেই ধরা পড়িল; ইহার সঙ্গের সে স্ত্রীলোকটা হঠাৎ ওলাউঠা রোগে মরিয়া যায়। এ তাহার পর বাঁকায় এক মুদীখানা করিয়া দিন কাটায়। আর লুকাইয়া থাকে না, এ দেশ হইতে ও দেশ করিয়াও পলায় না। কাজেই সহজে ধরা পড়িল।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"কিন্তু এই যে সেই যদুপতি ইহা আপনারা স্থির করিলেন কিরূপে?"

দারোগা বলিলেন,—"সে বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। থানা তল্লাসীতে এ ব্যক্তির নিকট যদুপতির নামের এক পত্র পাওয়া গিয়াছে। এতদিন বসিয়া খাইতেছে ও নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তবু এ লোকের হাতে এখনও টাকা অনেক। এ লোক আপনাকে বেহারী বলে; কিন্তু ইহার কথাবার্ত্তা ঠিক বাঙ্গালীর মত; দশ বৎসর এ দেশে থাকিলেও ইহার বাঙ্গলা কথা এখনও প্রায় সমানই আছে; বেহারী কথাও এ কহিতে জানে। যদুপতি মিত্রের গল্প, পাঁচ লাখ, দশ লাখ

টাকার গল্প এ অনেক সময়েই করে। বাঙ্গলায় ফিরিবার জন্য ইহার বড়ই ইচ্ছা; কিন্তু একটা গোলের জন্য যাইতে সাহস করে না। ইদানীং এ বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে গোল শেষ হইয়াছে, এইবার বাঙ্গলায় ফিরিবে। যদুপতি মিত্রের মোকদ্দমা মিটিয়া গিয়াছে কি না, ইহা জানিবার জন্য সে অনেক সময়ে হুগলীতে ও অন্যান্য স্থানে পত্র লিখিয়া থাকে। একদিন এক লোকের কাছে এমন বলিয়া ফেলিয়াছে যে, যদুপতি মিত্র আর সে একই কথা! ইত্যাদি ছোট বড় অনেক কথার দ্বারা নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে, এই ব্যক্তিই যদুপতি মিত্র। এ বিষয়ে আমাদের আর কোনই সন্দেহ নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"আপনারা যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বলবান্ বটে। এক্ষণে আমাকে একবার সেই আসামীকে দেখিতে দিবেন কি?"

দারোগা বলিলেন,—"স্বচ্ছন্দে। আপনি আমার সহিত আসুন।"

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দারোগা সাহেব অগ্রসর হইয়া, বিনোদকে আসিতে বলিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কম্পিত হৃদয়ে বিনোদ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বিনোদের চিত্তের তখন যে অবস্থা তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। আর একটা পার্শ্বের বারান্দা অতিক্রম করিয়া, তাঁহারা ভবনের অপর দিকে লম্বা গরাদে দেওয়া প্রকাণ্ড এক দ্বারের নিকটস্থ হইলেন। সে স্থানে একজন অস্ত্রধারী পাহারাওয়ালা দণ্ডায়মান। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দারোগা বলিলেন,—"এই স্থানেই আসামী আছে। পাহারাওয়ালা চাবি খুলিয়া দিতেছে। আপনি আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করুন, কথাবার্ত্তা কহুন। আমি এক্ষণে অন্য কার্য্যে যাই। আবার শীঘ্রই আপনার কাছে আসিতেছি।"

দারোগা সাহেব কোতের চাবি আনিবার নিমিত্ত হাওলদারকে ডাকিলেন। সে চাবি আনিয়া উপস্থিত হইলে, দারোগা বলিলেন,—"কোতের চাবি খুলিয়া দেও; এই বাবু আসামীর সহিত দেখা করিবেন। কোতের পাহারাওয়ালা আর তুমি দুজনেই এখানে থাক। নিকটে থাকিবার আবশ্যকতা নাই; একটু দূরে থাকিলেই চলিবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"আপনার সুব্যবস্থায় বাধিত হইলাম।"

দারোগা চলিয়া গেলেন। হাওলদার চাবি খুলিতে লাগিল। বিনোদ ভাবিতে লাগিলেন,—"এই ঘরে—এই লৌহ দণ্ডগুলির অপর দিকেই কি আমার সেই পরম স্নেহময়, সর্ব্বগুণময়, দেবকল্প পিতা অবস্থান করিতেছেন। তিনি পাপী হউন, তিনি নরহন্তা হউন, সে বিচারে আমার কি প্রয়োজন? তিনি আমার দেবতা। সে দেবদর্শন কি আবার আমার ভাগ্যে ঘটিবে? ভগবন্! জানি না তোমার কি বাসনা।"

হাওলদার দরজা খুলিয়া ফেলিল। তখন বিনোদ নিতান্ত কাতর ও অবসন্ন ভাবে সেই লৌহ দ্বারের সম্মুখীন হইলেন এবং দেখিতে পাইলেন, সেই দুর্ব্বৃত্তগণের আবাস স্থলে, অন্ধকার মধ্যে, এক দীর্ঘকায় পুরুষ বসিয়া আছে। বিনোদের বক্ষ-বেপন বর্দ্ধিত হইল। এইরূপ—তাঁহার ভক্তিভাজন পিতৃদেবও এইরূপ দীর্ঘাকার। পুরুষ দ্বারের দিকে মুখ করিয়া উপবিষ্ট। অন্ধকারে ভাল দেখা যাইতেছে না—মুখ চোক বেশ বুঝা যাইতেছে না। বিনোদ আরও নিকটস্থ হইলেন এবং নিতান্ত আগ্রহ সহকারে সেই কদর্য্য স্থানে উপবিষ্ট পুরুষের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দুই পদ পিছাইয়া আসিলেন

এবং ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যুক্তকরে কহিয়া উঠিলেন;—"দয়াময় ভগবন্! জানি না ইহা তোমার কি নিগ্রহ। আমার সেই পিতৃদেব—কোথায় তিনি? এ জীবনে আমি কি সেই পরম দেবতার আর সাক্ষাৎ পাইব না?" তাহার পর আবার সেই কোতের দ্বারদেশে প্রত্যাগত হইয়া এবং তন্মধ্যস্থ হাতকড়ি-নিবদ্ধ সেই পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"রামদীন আমাকে চিনিতে পার?"

রামদীন অনেকক্ষণ প্রশ্নকারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর বলিল,—"আমার মুনিবের এক খোকা ছিলেন। দশ বৎসর আগে আমি তাঁহাকে সারাদিন কোলে পিঠে লইয়া বেড়াইতাম। সেই বাবু এক্ষণে কোথায় আছেন, আছেন কি না আছেন, কিছুই আমি জানি না। যে সকল ঘটনা পরে ঘটিয়াছে তাহাতে তিনি এতদিন বাঁচিয়া আছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে, এতদিনে তাঁহার চেহারা এইরূপই হইত।"

বিনোদ কোমল ও করুণস্বরে বলিলেন,—"রামদীন! আমিই তোমার সেই খোকা বাবু।"

রামদীনের চক্ষুতে জল আসিল; বলিল,—"বাবু, আইস, আমার নিকটে আইস—তোমার গায়ে একবার হাত দিই।"

বিনোদ অগ্রসর হইয়া রামদীনের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিলেন; রামদীন কাঁদিতে কাঁদিতে হাতকড়ি বদ্ধ উভয় হস্ত বিনোদের পায়ে দিল। বলিল,—"হুজুরকে আর কখন দেখিতে পাইব মনে ছিল না। কর্ত্তার খবর কি?"

বিনোদ বলিলেন,—"কোন খবরই পাওয়া যায় নাই। অনেক সন্ধান করিতেছি।"

রামদীন বলিল,—"আমি চলিয়া আসার পনর দিন পরে দুর্গাপুরের পুকুরের ধারে বোস মহাশয় মারা পড়িয়াছেন। আমি দূরদেশে থাকিয়া সকল খবর ঠিক শুনিতে পাই নাই। এ কথা আমি শুনিয়াছি যে, আমাদের কর্ত্তা মহাশয় সেই খুন করিয়াছেন বলিয়া পুলিস সাব্যস্ত করিয়াছে; আর সেই অবধি কর্ত্তা মহাশয় নিরুদ্দেশ আছেন।"

বিনোদ বলিলেন,—"কথা ঐরূপই বটে।"

রামদীন বলিল,—"নিতান্ত মিথ্যা কথা। চক্ষুর সম্মুখে যে কাণ্ড দেখিলেও বিশ্বাস হয় না, লোকের কথায় তাহা বিশ্বাস করা যায় কি? ইহার মধ্যে একটা বড়ই গোল আছে, তাহার কোনই ভুল নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহাই তো সম্ভব। কিন্তু গোলটা যে কি তাহা এখনও বাহির করিতে পারিতেছি না।"

রামদীন বলিল,—"গোল আর কিছুই নহে, সকলই সেই সোণারবেণে হারামজাদার কাজ। রাসবিহারী নাগ চিরদিন কর্ত্তামহাশয়ের প্রবল শত্রু। আপনি ছেলে

মানুষ ছিলেন, কোন কথাই জানিতেন না। সে বেটা না পারে এমন কাজ নাই। সেই নিশ্চয় কোনদিন বেকায়দায় পাইয়া কর্ত্তামহাশয়কে ফাঁদে ফেলিয়াছে আর তাঁহার নামে এই দুর্নাম রটাইয়াছে।”

বিনোদ বলিলেন,—“আমারও এইরূপ মনে হইয়াছে; কিন্তু তাহাকে এ ঘটনার সহিত লিপ্ত করিবার কোনই সুযোগ দেখিতেছি না।”

রামদীন বলিলেন, “যেমন করিয়া হউক, সেই বেটাকে ধরিয়া অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই খুনের কিনারা হইবে, আর কর্ত্তামহাশয় কোথায় আছেন, আছেন কি না, সকলই জানা যাইবে।”

বিনোদ বলিলেন,—“আমিও কতকটা সেইরূপ স্থির করিয়াছি।”

রামদীন বলিল,—“কি বলিব আমি সে সময়ে সেখানে ছিলাম না। আমি প্রাণের মায়া না করিয়া, যেরূপে হউক বেণে বেটাকে কায়দা করিয়া একটা কিনারা করিতে পারিতাম। আমার কপাল মন্দ। এখন হুজুর বড় হইয়া নিজে তল্লাসে লাগিয়াছেন। আমি এ সময়েও কোন কাজে লাগিলাম না। এত কাল নুন খাইয়াছি, দুঃসময়ে আমাকে দিয়া একটু কাজও হইল না।”

বিনোদ বলিলেন,—“তুমি দুঃখিত হইও না। তোমাকে ভুলক্রমে ধরিয়াছে; এ ভুল জানিবামাত্র পুলিস

তোমাকে ছাড়িয়া দিবে। তাহার পর তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া এই সন্ধানে নিযুক্ত থাকিবে। আপাততঃ আমি তোমাকে কয়টী কথা জিজ্ঞাসা করিব। ভরসা করি, তুমি কোন কথা না লুকাইয়া সরল ভাবে সত্য উত্তর দিবে।”

রামদীন বলিল, --“মিথ্যা কথা আপনার নিকট কোন মতেই বলিব না। যে সকল কথা ব্যক্ত করিলে হুজুর আমার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইবেন বুঝিব, তাহারও আমি কোন কথা লুকাইব না। ধর্ম্মাবতার যাহা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করুন।”

বিনোদ বলিলেন,—“তুমি যখন চলিয়া আইস তখন তোমার হাতে বাবার নাম লেখা তলোয়ার ছিল?”

“ছিল বই কি?”

“সে তলোয়ার তুমি কোথায় পাইলে?”

“হুজুরের বাড়ীতে। আমি সেই তলোয়ার সর্ব্বদা ব্যবহার করিতাম। যখন কর্ত্তামহাশয় আমার ভয়ানক দোষের কথা শুনিয়া আমাকে দূর হইয়া যাইতে হুকুম দিলেন, তখন সেই তলোয়ার আমার হাতেই ছিল। আমি সেই অবস্থায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সম্মুখ হইতে তলোয়ার সমেত চলিয়া আসিলাম।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—“তোমার যে দিন জবাব হয়, তাহার পনর দিন পরে হুগলীর রেল ষ্টেশনে পুলিশ

তোমার তলোয়ার কাড়িয়া লয়। এ কয় দিন তুমি কোথায় ছিলে? কেন ছিলে?"

রামদীন বলিল,—"হুজুরের নিকট এ কথার উত্তর দিতে আমার মাথা কাটা যাইবে। যাহাই হউক, আমি সত্য কথা বলিব। হুগলীতে কোন ভদ্রঘরের এক বিধবার সহিত আমার ভালবাসা হয়। কেমন করিয়া ঘটে, আর সে কোন ঘর তাহা বোধ হয় বলিবার দরকার নাই। আমি প্রায়ই স্বর্ণগ্রাম হইতে সন্ধ্যার পর হুগলী আসিতাম, আবার রাত্রি থাকিতে হুগলী হইতে স্বর্ণগ্রামে ফিরিতাম। ক্রমে কর্ত্তা উহা জানিতে পারিলেন। আমাকে দুই চারি দিন এজন্য সাবধান করিয়া দিলেন। কিন্তু আমি তখন উন্মত্ত, যাহার হুকুমে জলে ডুবিতে আগুনে পুড়িতে পারিতাম, এ বিষয়ে তাঁহার হুকুমও মানিতে পারিলাম না। তাহার পর কর্ত্তা আমাকে দূর করিয়া দিলেন। কর্ত্তার দয়া যে ভোগ করিয়াছে, সে যদি কপাল ক্রমে তাহা হারায়, তাহা হইলে তাহার মরণই মঙ্গল। কিন্তু আমি তখন কর্ত্তা মহাশয়ের রাগেও ভয় পাইলাম না। ভাবিলাম, ভগবানের কৃপায় আমার ভাল হইল। আমি হুগলীতে যাহা হয় একটা কাজ জুটাইয়া লইয়া থাকিয়া যাইব। সে সুবিধা সহজে হইয়া গেল। কিন্তু সেখানে আমার নিয়ত থাকার পর সেই স্ত্রীলোক ও আমার দুই জনেরই বেজায় বাড়াবাড়ী হইয়া

উঠিল। বড়ই লোক জানাজানি—গণ্ডগোল হইয়া পড়িল। শেষে সেই স্ত্রীলোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তখন কাজেই আমরা পরামর্শ করিয়া দূর দেশে পলাইয়া যাওয়াই আবশ্যক বলিয়া স্থির করিলাম।”

বিনোদ বলিলেন,—“এতদূর পর্য্যন্ত তোমার কথা বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু দেশে আসিয়া তুমি নানা স্থানে পলাইয়া বেড়াইতে থাকিলে কেন? একটু লুকানো ভাবে কাল কাটাইতে থাকিলে কেন? তাহা আমি স্থির করিতে পারি নাই।”

রামদীন বলিল,—“হুজুর, আগেই শুনিয়াছেন, সে স্ত্রীলোকটা ভদ্রঘরের মেয়ে। আসিবার সময় সে কিছু অলঙ্কার টাকা কড়ি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। আমি জানিতাম, নিশ্চয় আমার নামে গ্রেফতারি পরওয়ানা বাহির হইবে। সেই জন্যই আমাকে একটু সাবধান হইয়া চলিতে হইয়াছিল।”

বিনোদ বলিলেন,—“আমার পিতার এই হেঙ্গাম উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে তুমি চলিয়া আইস। যে দিন দুর্গাপুরে খুন হয় সেই দিনই রাত্রির গাড়ীতে তুমি হুগলী হইতে চলিয়া আইস। তবে তুমি সে ঘটনার কথা জানিতে পারিলে কোথায়? তুমি সময়ে সময়ে আমার পিতার মোকদ্দমা মিটিয়া গেল কি না, তাহার সন্ধান করিতে কেন?”

রামদীন বলিল,—"আমি হুগলী হইতে চলিয়া আসার সময় এ সকল কথার কিছুই জানিতাম না। প্রথমে যখন গুরাইয়া গ্রামে আমাকেই কর্ত্তামহাশয় মনে করিয়া গোয়েন্দা লাগে, তখনই আমি এ কাণ্ডের কতকটা সন্ধান পাই। কর্ত্তামহাশয় একটা গোলে পড়িয়াছেন, পুলিস তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, ইহাই আমি জানিতে পারি। তাহার পর সে মোকদ্দমায় কি হইল, তাঁহার দায় কাটিয়া গেল কি না, ইহা জানিবার জন্য আমার খুব আগ্রহ হয়। আমি সন্ধান পাওয়ার মত লোক পাইলেই সে কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। বিশেষ বৃত্তান্ত আমি গ্রেফতার হওয়ার পর জানিতে পারিয়াছি।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি আগে যেরূপ সাবধানে থাকিতে, এবার গ্রেফতার হওয়ার সময় সেরূপ সাবধান থাকিতে না শুনিয়াছি। তাহার কারণ কি?"

রামদীন বলিল,—"যাহার জন্য ভয়, যাহার জন্য এত সর্ব্বনাশ, যাহার জন্য রাজা মুনিব হারাইলাম, মুনিবের বিপদে একটু কাজেও লাগিলাম না, দেশে দেশে চোরের মত ঘুরিয়া বেড়াইলাম, সে স্ত্রীলোক হঠাৎ মরিয়া গেল। তখন আর আমার ভয়ের কারণ থাকিল না। আমি তখন হইতে লুকাইয়া থাকিবার দরকার বুঝিলাম না।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার নিকট বাবার নামের এক পত্র পাওয়া গিয়াছে। সে পত্র তুমি কোথায় পাইলে ?"

রামদীন বলিল,—"সে পত্র স্বর্ণগ্রামে কর্ত্তামহাশয়ের হাত হইতে আমি পাইয়াছি। কর্ত্তা মহাশয় বৈকালে হাওয়া খাইবার জন্য বাহির হন। আমি পিছনে ছিলাম। পথে একটা লোক তাহার হাতে সে পত্র দেয়। তিনি তাহা পড়িয়া আমাকে রাখিয়া দিতে বলেন। তাহারই দুই দিন পরে আমার জবাব হয়। তখন তিনিও সে পত্র ফেরত চাহেন নাই, আমারও তাহা দিতে মনে হয় নাই। দরকারী পত্র হইবে বিবেচনায়, আমি এ পর্য্যন্ত তাহা নষ্ট না করিয়া যত্নে রাখিয়া দিয়াছি। এখন পুলিসের লোকেরা আমার নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমাকে আপাততঃ আমার আর কোন জিজ্ঞাসা করিবার কথা নাই। তুমি ইচ্ছা করিলে আমার অনেক উপকার করিতে পারিবে। তুমি আমাদের বিশ্বাসী ও পুরাতন ভৃত্য। একটা অন্যায় কাজ করিয়াছ বলিয়া তোমাকে চিরদিন ত্যাগ করা উচিত নহে।"

রামদীন বলিলেন,—"হুজুর গোলামকে মাপ করিবেন। এ নিমকের চাকর হুজুরের কাজে জান দিবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"বেশ কথা! আপাততঃ তোমার সহিত আর কথার প্রয়োজন নাই। আমি এখন পিতার সন্ধানে কাশী যাইব। সেখানেও আমার আশা সফল হইবে বোধ হয় না। যাহা হউক, সেখান হইতে আমি হুগলী ফিরিব। যতদিন পিতার সন্ধান না হয়, যতদিন এ বিষয়ের একটা কিনারা না হয়, ততদিন আমি আর কোন কাজ করিব না স্থির করিয়াছি। তোমার কোন ভয় নাই। তোমাকে পুলিসের লোক এখনই সঙ্গে করিয়া হুগলী লইয়া যাইবে। আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারিব না। আমি যাই বা না যাই, তুমি হুগলী যাইলে তোমাকে ছাড়িয়া দিবে। তুমি সেখানেই থাকিও। সেখানে গিয়া সকল কথা বলিব—সকল পরামর্শ করিব। আমি এখন আসি।"

বিনোদ চলিয়া আসিলেন। হাওলদার চাবি বন্ধ করিল। দারোগা বিনোদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বিনোদ তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনারা আসামী চালান দিউন। দুঃখের বিষয় আপনাদের সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। এ ব্যক্তি যদুপতি মিত্র নহে। যাহা হউক, আপনি আমার সহিত অনেক সৌজন্য করিয়াছেন এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনেক সংবাদ জানাইয়াছেন। আমি সে জন্য আপনার নিকট বিশেষ উপকৃত। এক্ষণে বিদায় হই।"

একখানি দশ টাকার নোট বিনোদের পকেট হইতে বাহির হইয়া দারোগার হস্তে প্রবেশ করিল। তিনি বিনোদকে সসম্মান সেলাম করিয়া বলিলেন,—"আমাদের এত প্রমাণ উড়িয়া যাইবে কিসে?"

বিনোদ বলিলেন,—"সকলই আনুমানিক প্রমাণ। যদুপতি মিত্রকে হুগলীর অনেক ভাল লোকই জানেন। এ ব্যক্তিকে কেহই যদুপতি বলিয়া সনাক্ত করিবে না।"

বিনোদ গাড়ীতে উঠিলেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হতাশ অথচ প্রসন্ন হৃদয়ে বিনোদ থানা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার একজন সহাধ্যায়ী এখানকার এন-ট্রান্স স্কুলের হেড-মাষ্টার। তিনি সেই দিকে গাড়ি চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। গাড়ি মাষ্টার বাবুর দ্বারে লাগিলে, তিনি স্বয়ং কাহার গাড়ি দেখিবার নিমিত্ত, বারান্দায় আসিলেন। বহুকালের বন্ধু বিনোদকে গাড়ির মধ্যে দেখিয়া মাষ্টার বাবুর আনন্দের সীমা থাকিল না। অনেক দিন পরে উভয় বন্ধুর সানন্দ সম্মিলন হইল। অন্যান্য কথার সহিত কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর, বিনোদ সেখানে আহার্য্য প্রস্তুত করিতে বলিয়া, আর যে সকল বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহা সম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় গাড়িতে উঠিলেন। ডাকঘরে যাইবার নিমিত্ত কোচম্যানকে আদেশ দিয়া, বিনোদ অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য মনে মনে তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন।

কাশীতে যে সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বিনোদ মনে করিলেন। হইতে পারে যাঁহারা তাহাকে যদুপতি মিত্র বলিয়া চিনিতে পারেন নাই, তাহাদের সকলেরই ভ্রম হইয়াছে। হয়তো তাহার পিতা, কোন

মানসিক বিকার হেতু, সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে পাপের ভার তাঁহার স্কন্ধে আরোপিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা বা নির্লিপ্ততা হেতু স্বচ্ছন্দে প্রকাশ্যভাবেই জীবনপাত করিতেছেন। বহু কারণেই নানা ব্যক্তি তাঁহাকে না চিনিয়া থাকিতে পারেন। তাঁহার ন্যায় মহাত্মাকে বিপদে পাতিত করা অবৈধ বোধে, অনেকে হয়তো ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে চিনিয়াও চিনেন নাই। পুত্র পিতাকে দর্শন মাত্র, এবং পিতাও পুত্রকে দর্শনমাত্র চিনিতে পারিবেন। যে কারণে পিতা সংসার বিরাগীর অবস্থায় কালপাত করিতেছেন, পুত্রের সাক্ষাতে হয়তো সে কারণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে এবং অতি সহজেই সাবধানতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। অনেক ভাবিয়া বিনোদ স্থির করিলেন, বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাট-সন্নিহিত সন্ন্যাসীকে দর্শন করা নিতান্ত আবশ্যক।

গাড়ি ডাকঘরে পৌঁছিলে বিনোদ গাড়ি হইতে নামিয়া পোষ্টমাষ্টার বাবুর নিকট হইতে একখানি তারের খবরের কাগজ চাহিয়া লইলেন এবং কলিকাতায় শ্রীরামের নিকট তারযোগে দুই শত টাকা পাঠাইবার নিমিত্ত সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তাঁহার নামে পোষ্ট মাষ্টারের নিকট টাকা আসিলেই তিনি পাইবেন, এরূপ ব্যবস্থা করিলেন। পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার স্বকৃত ব্যবস্থার কথা তাঁহাকে জানাইয়া রাখিলেন।

তাহার পর বন্ধুর বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে স্নানাহারের সমাপ্তির পর, তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিশেষ গুরুতর প্রয়োজন হেতু, ভাগলপুরে দুই চারিদিন থাকিয়া, বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না বলিয়া, অতিশয় দুঃখ-প্রকাশ করিলেন।

আরোহীর আদেশানুসারে গাড়ি আবার ডাকঘরে আসিয়া লাগিল। তখন বেলা প্রায় ৪ টা। তখনই শ্রীরাম প্রেরিত টাকার তার আসিয়াছে। বিনোদ, পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয়কে শত ধন্যবাদ দিয়া, যথানিয়মে টাকা গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে বহন করিয়া গাড়ি রেলওয়ের ষ্টেশনে প্রবেশ করিল।

গাড়ির বিশেষ বিলম্ব নাই। বিনোদ কাশী পর্য্যন্ত একখানি প্রথম শ্রেণীর ও একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়া প্লাটফরমে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ট্রেণ আসিল। চিরদিন এইরূপ সময়ে যেমন গোলমাল উপস্থিত হয়, আজিও তাহা হইল। রঘুকে যথাস্থানে বসাইয়া দিয়া, বিনোদ প্রথম শ্রেণীতে আরোহণ করিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে তাঁহার পরম 'সুহৃদ্' খানসামার সহিত একবারও দেখা হইল না। সেই গাড়িতে একটি উচ্চ পদস্থ ইংরাজ ছিলেন। তিনি বাঙ্গলা পুলিসের ইন্‌সপেক্টর জেনেরল। বিনোদ ইচ্ছা করিলে তাঁহার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার

চিত্তের অবস্থা এখন ভাল নহে বলিয়া, তিনি সে চেষ্টা করিলেন না।

যথাসময়ে গাড়ি মোগল সরাই পৌছিল। আঁউদ এণ্ড রোহিল খণ্ডের গাড়িতে উঠিয়া বিনোদ বাবু অল্প সময়েই কাশী ষ্টেশনে পৌছিলেন। বিনোদ ও রঘু গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন।

মনের অবস্থা বড়ই মন্দ। পুলিস বুঝিয়াছে, এ যদুপতি কখনই তাহাদের লক্ষ্য যদুপতি নহেন। তবে বিনোদ এত কষ্ট স্বীকার, সময় নষ্ট ও অকারণ অর্থব্যয় করিয়া এখানে আসিলেন কেন ? যদিই তিনি প্রকৃত ব্যক্তি হন যদিই কোন কারণে তিনি সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, যদিই তিনি প্রয়োজনানুরোধে এইরূপ থাকিবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া থাকেন, যদিই পুলিস ঠিক লোককে ধরিয়াও প্রতারিত হইয়া থাকে, যদিই ইনি প্রকৃত ব্যক্তি হইলেও, বিরুদ্ধ প্রমাণাদির দ্বারা অব্যাহতি পাইয়া থাকেন. তাহা হইলে তাঁহার পুত্রের এতদূর আসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন না করিয়া ফিরিয়া যাওয়া উচিত হয় না। এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া বিনোদ কাশীতে উপস্থিত হইলেন। এই যদুপতিতে সন্দেহজনক ব্যাপার কিছু না কিছু না দেখিয়া পুলিস কখনই তাঁহাকে ধরে নাই। হইতে পারে, পুলিস সন্দেহ করিয়াছিল ঠিক, কিন্তু শেষ কালে ঠকিয়া গিয়াছে।

ঘোড়ার গাড়িতে উঠিবার পূর্ব্বে বহু পাণ্ডা তাঁহাকে ঘেরাও করিল। তিনি অনেক কষ্টে তাঁহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া একটু দূরে, একটু নির্জ্জন স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর গলায় কাপড় দিয়া ভূ-পৃষ্ঠে মস্তক-স্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন। তদনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—“প্রভো বিশ্বেশ্বর! তোমার এই অধম দাস তোমার পবিত্র পুরীতে আগমন করিয়াছে; কিন্তু তোমাকে দর্শন করা, বা তোমার চরণোদ্দেশে বিল্বদলাঞ্জলি দেওয়া এ অভাগার অদৃষ্টে নাই। আমার সজীব ও স্নেহময় বিশ্বেশ্বর, আমার প্রতি যে বিশ্বেশ্বরের দয়ার সীমা ছিল না, আদরের অবধি ছিল না, সেই পরম করুণাময় প্রত্যক্ষ দেবতা পিতৃদেব আজি দেশত্যাগী—অজ্ঞাত কারণে নিরুদ্দেশ। সেই দেবতার দর্শন না পাইলে আমার জীবন বৃথা, আমার ধর্ম্ম বৃথা, আমার সাধনা ও সংকল্প বৃথা। প্রভো বিশ্বেশ্বর, তুমি মানব হৃদয়ের ভাবজ্ঞ। কৃপা করিয়া অভাজনকে ক্ষমা কর।” দয়াময়, আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার সংকল্প সিদ্ধ হয়।

ঘোড়ার গাড়িতে আরোহণ করিয়া, বিনোদ দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছিলেন। অল্প অনুসন্ধানেই বিনোদ জানিতে পারিলেন যে, কুবলয়ানন্দ নামে যে সন্ন্যাসী ঘাটের একটু দক্ষিণ পার্শ্বে একটী অতি নিম্ন একতল গৃহে বাস করেন, তিনিই তাঁহার লক্ষিত ব্যক্তি।

সহজেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া বিনোদ দেখি-লেন, এক দীর্ঘকায়, ধবল কেশরাশি-সমন্বিত, সুদীর্ঘ শ্মশ্রু-ভারে আবৃত বক্ষ, বিভূতি বিলেপিত-কায়, কৌপীনমাত্র-ধারী মহাপুরুষ ভক্তিসহকারে দেবার্চ্চনা করিতেছেন। দর্শনমাত্র বিনোদ চমকিত হইলেন। তাঁহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল; চক্ষুতে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। তখনই সেই মহাপুরুষের চরণ-সমীপে নিপতিত হইবার নিমিত্ত হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু হৃদয়কে সংযত করিয়া, বিনোদ দূরে বিনামা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইলেন এবং বিনীত ভাবে প্রণাম করিলেন। তাহার পর সেই মহাপুরুষের পূজা-সমাপ্তির প্রতীক্ষায়, ধীর ভাবে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন। মহাপুরুষের আকৃতি দেখিয়া বিনোদের বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এইরূপ— প্রায় এইরূপ আকৃতি তাঁহার হৃদয়-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। ইনিই কি তিনি?

মহাপুরুষের পূজা সাঙ্গ হইল। তিনি ভক্তি সহকারে দেব চরণে প্রণত হইয়া বিনোদের প্রতি নেত্রপাত করি-লেন। তাঁহার দৃষ্টি দেখিবামাত্র বিনোদের চমক ভাঙ্গিয়া গেল। আশা-ভঙ্গ-জনিত মনস্তাপে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন, আয়াস বৃথা হইল, এ মহাত্মা কখনই তিনি নহেন। তাঁহার অন্তরে যে স্নেহময় মধুর দৃষ্টির স্মৃতি জাগিয়া রহিয়াছে, ইহা সে দৃষ্টি নহে।

মহাপুরুষ জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? এখানে কি প্রয়োজন?"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিনোদের আশা নির্ম্মূল হইল। বুঝিলেন, তাঁহার অন্তর-প্রদেশে যে স্নেহময় মধুর ধ্বনি এখনও সময়ে সময়ে বাজিয়া উঠে, এ স্বর সে স্বর নহে। সবিনয়ে উত্তর দিলেন,—"আমি দূরদেশ হইতে একজন মহাত্মার অনুসন্ধানে আসিয়াছি। মহাশয়কে সেই ব্যক্তি বলিয়া প্রথমে ভ্রম হইয়াছিল। এক্ষণে ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

মহাপুরুষ বলিলেন,—"আমাকে স্বর্ণগ্রামের যদুপতি মিত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলে কি?"

বিনোদ সবিনয়ে বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ।"

মহাপুরুষ বলিলেন,—"জানি না কোন্ পাপে যদুপতি মিত্র ভ্রমে লোকে আমাকে বার বার উত্ত্যক্ত করে। শুনিয়াছি যদুপতি খুন করিয়া পলাইয়াছে। তুমি তাঁহার কে?"

"পুত্র।"

"পুত্র হইয়া এমন পিতৃদ্রোহী কেন হইয়াছ? সে ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে লুকাইয়া আছে। তাহাকে ধরিবার জন্য তোমার এত প্রযত্ন কেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"তিনি এরূপ কার্য্যে অশক্ত; নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আর কোন রহস্য আছে। পিতার কলঙ্ক বিমোচন করাই আমার উদ্দেশ্য।"

মহাপুরুষ বলিলেন,—"ঘটনার আদ্যোপান্ত আমাকে বলিতে পার?"

বিনোদ সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিলেন, মহাপুরুষ বলিলেন,—"বুঝিলাম, তোমার অনুমানই যথার্থ। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে গভীর রহস্য আছে। তুমি এক্ষণে কি স্থির করিয়াছ?"

বিনোদ বলিলেন,—"যে ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই স্থানেই অনুসন্ধানের মূল কেন্দ্র করিব এবং যে ব্যক্তি এই ব্যাপারের প্রধান অপরাধী বলিয়া আমার ধারণা, তাহারই উপর নানাপ্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করিব। তাহার নিকট হইতে রহস্যের উদ্ভেদ না হইলে আর উপায় নাই।"

মহাপুরুষ বলিলেন,—"নিশ্চয়ই হইবে। তুমি অতি সুপুত্র। তোমার ন্যায় পুত্রের পিতা নিশ্চয়ই অপাপ। কিন্তু বৎস, তোমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির এখনও বিলম্ব আছে—এখনও অন্তরায় আছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"বিলম্ব ও অন্তরায় আমি গ্রাহ্য করিব না। জীবনপাত করিয়াও যদি মনোরথ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব।"

মহাপুরুষ বলিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করিতেছি, নিশ্চয়ই তোমার কামনা সফল হইবে।"

ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া বিনোদ গাড়িতে উঠি-

লেন, গাড়ি ষ্টেশনে আসিল। কিন্তু তখন ট্রেণের অনেক বিলম্ব। সেইস্থানে কোনরূপে স্নানাহার শেষ করিয়া, যথাসময়ে রেল গাড়িতে আরোহণ করিলেন এবং পরদিন সন্ধ্যার পর কলিকাতায় পৌঁছিলেন।

বাসায় দেখিলেন তাঁহার নামে একখানি পত্র টেবিলের উপর কাগজ চাপা দ্বারা চাপা রহিয়াছে। একি! কি ভয়ানক! এ যে অপরাজিতার হস্তাক্ষর! ডাকের চিঠি নয়। তাড়াতাড়ি খাম খুলিয়া পত্র পাঠ করিলেন।

"ভাই বিনোদ,

আমি কলিকাতায় আসিয়াছিলাম—বাসায় দুই দিন ছিলাম—তোমার সহিত দেখা হইল না। তোমার চিন্তায় আমরা অস্থির হইয়াছি। তুমি কোথায় আছ জানিতে পারিলে, আমি তোমাকে দেখিতে যাইতাম। কোন উপায়েই তুমি কোথায় আছ, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

বিজলীর বড় কঠিন পীড়া হইয়াছিল। এখন একটু ভাল আছেন, সম্পূর্ণ সারেন নাই। ভগবানের কৃপায় বোধ হয় শীঘ্র সারিয়া উঠিবেন।

তুমি যে কার্য্যে ব্যস্ত আছ, আমি বোধ হয় তাহার কতক অনুমান করিতে পারিয়াছি। ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন।

কলিকাতায় আসিবামাত্র আমাকে তোমার সংবাদ

লিখিও। বিজলী এখন কেমন আছেন লিখিতে ভুলিও না। ইতি

তোমার স্নেহের ভগ্নী

অপি।"

পত্র পাঠ করিয়া বিনোদ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সকল রহস্যই ব্যক্ত হইয়া পড়িল। অনু-সন্ধানে দ্বারবান্ বলিল—"দিদিবাবু দুই দিন ছিলেন, বাসায় আসিয়াছিলেন মাত্র—দ্বারবান্ লোক জন বাসায় থাকিত। তিনি গলির ভিতর ছোট বাড়িতেই থাকিতেন।"

বিনোদ হতাশভাবে শয্যায় পড়িয়া বলিলেন,—"অপিকে আঁটিয়া উঠিবার যো নাই। কিন্তু বিজলীর পীড়া—বড় কঠিন পীড়া। কি সুসময়েই অপি এখানে আসিয়াছিলেন। অপি স্বয়ং যত্ন করিয়াছেন—কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি হয় নাই। হায়! দর্শন করা দূরে থাকুক, সে দেবীর নিকটস্থ হইতেও আমার অধিকার নাই।" দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিনোদ শয্যায় পড়িয়া রহিলেন।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিনোদ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া, শ্রীরামকে ডাকিতে পাঠাইলেন, শ্রীরাম আসিলে বিনোদ সর্ব্বাগ্রে সেই গরজু মুসলমানের সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন। মুসলমানের সন্ধান হইয়াছে; কিন্তু সে নিতান্ত অক্ষম—উত্থানশক্তি রহিত। বিনোদ বলিলেন,—"কোন উপায়ে তাহাকে হুগলী লইয়া যাওয়া যায় কি না?"

শ্রীরাম বলিল,—"লইয়া না যাওয়া যায় এমন নহে; কিন্তু সে যেরূপ পীড়িত, তাহাতে ভয় হয় পাছে পথেই মারা যায়।"

বিনোদ বলিলেন,—"ভাল ডাক্তার লইয়া যাও; উত্তম ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দেও। তাহার কাপড় চোপড় কিনিয়া দেও, তাহার আর যে কিছু দরকার থাকে তাহাও ঠিক করিয়া দেও। যে উপায়ে হউক, তাহাকে কল্যই হুগলী লইয়া যাইতে হইবে। আজি তাহার ব্যবস্থা কর।"

শ্রীরাম "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় বিনোদ তাহাকে হরিপুরের সমস্ত সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন। শ্রীরাম একে একে সমস্ত কথা

অবিকল জানাইল। সমস্ত শ্রবণ করিয়া বিনোদ মনে মনে ভাবিলেন, দাদাও আমার জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছেন। অপরাজিতাও, শ্রীরাম টাকা লইয়া কলিকাতায় আসিতেছে জানিয়া, এখানে আমার সন্ধানে আসিয়াছিলেন। কি অসীম স্নেহ! কি অপার করুণা! কিন্তু ধিক্ আমাকে, এমন অনুরক্ত ভাই-ভগ্নীর সহিত প্রতারণা করিতেছি। জীবনে কখন মিথ্যা কহি নাই, তাঁহাদের নিকট কদাপি কোন প্রবঞ্চনা করি নাই; কিন্তু আজি আমি তাঁহাদের নিকট প্রতারক। সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া আমার এ অপরাধ তাঁহারা ক্ষমা করিবেন না কি? নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন। বুদ্ধিমতী অপরাজিতা দুই দিন আসিয়াই সমস্ত কথা বুঝিয়া গিয়াছেন। বোধ করি কোন রহস্যই তাঁহার নিকট প্রচ্ছন্ন নাই। তথাপি এখনও আমার প্রতি দয়া—আমার জন্য অপরিসীম উদ্বেগ!

শ্রীরাম প্রস্থান করিলে, বিনোদ, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ্ত করিয়া গাড়ি ডাকাইলেন এবং পাচকদিগকে আবশ্যকমত আদেশ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তারাসুন্দরীর ঝি বাজারে যাইবার সময় রঘুকে দেখিতে পাইল এবং জানিয়া গেল, বাবু কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। সে বাটীতে গিয়া এ সংবাদ জানাইল।

নানাস্থান ঘুরিয়া বেলা প্রায় ১টার সময় বিনোদ বাসায় ফিরিলেন। শ্রীরাম তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া,

আছে। শ্রীরাম বলিল,—"তাহাকে লইয়া যাইবার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছে। পাছে রাসবিহারী তাহাকে মারিয়া ফেলে ইহাই তাহার প্রধান ভয়। আমি তাহাকে সকল বিষয়ে ভরসা দিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমার কলিকাতায় আর কোন কাজ নাই। এক মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করিবার সময় নাই। অদ্য বৈকালে যাওয়া যাইতে পারে কি?"

শ্রীরাম বলিল,—"আমি উপায় দেখিতে যাই।"

বিনোদ যথাসম্ভব অল্প সময়ে স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া ক্লান্ত দেহকে শয্যার উপর ফেলিয়া দিলেন। বিজলীর কঠিন পীড়া হইয়াছিল—এখনও সারে নাই। কিন্তু বিনোদের এখন সেখানে যাইতে সাহস নাই—ভরসা নাই—অধিকার নাই। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"বিজলী, এখনও তোমার পিতৃহন্তার কলঙ্ক আমার সর্ব্বাঙ্গে মাখা রহিয়াছে; এখনও তোমার পিতৃহন্তার শোণিত আমার ললাটে, আমার হৃদয়ে, আমার দেহের শিরায় শিরায় বহিতেছে, এ কলঙ্ক প্রক্ষালিত না হইলে, এ রক্তের চিহ্ন না ধৌত হইলে, আমি তোমার নিকটস্থ হইবার অযোগ্য। যদি তাহা না হয়—যদি বাসনা সিদ্ধ না হয়—তাহা হইলে বিজলী, এই পর্য্যন্ত—তোমার সহিত মিলনের আশার এই স্থানেই শেষ। হৃদয় তোমার চিন্তায় ফাটিয়া যাইতেছে। মন তোমার সহিত কথা কহিবার জন্য অস্থির হইয়াছে।

নয়ন তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। আমি সকলই বিচূর্ণ করিব; তথাপি তোমার পিতৃহন্তার পুত্ররূপে কদাপি তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইব না।”

সেই দিন বৈকালে বিনোদ, শ্রীরাম, গরফু সেখ ও রঘু হুগলী যাত্রা করিলেন। গরফুর অবস্থা বড় ভয়ানক; তাহার হাত ভাঙ্গা, পা ভাঙ্গা, হাতের অঙ্গুলিগুলি ভাঙ্গা, এ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোনই শক্তি নাই। পক্ষাঘাতে বিনষ্ট-শক্তি ব্যক্তির স্থায় সে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর তাহার নাক নাই, একটা কাণ নাই। ইহাতে সে বড়ই বিকৃত-দর্শন হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া বিনোদের বড়ই দুঃখ হইল। অতি জঘণ্য প্রবৃত্তির ক্ষণিক-মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, মানুষ এরূপ কাণ্ড করিতে পারে; একজন সবল, সুস্থ, সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ, শ্রমজীবী লোককে এরূপ অকর্ম্মণ্য, হীনদশাপন্ন ও কুৎসিত-কলেবর করিয়া দিতে পারে, ইহা মনে হইলেও হৃৎকম্প হইতে থাকে। তিনি মনে মনে করিলেন,—“আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির যাহা হয় হইবে, কিন্তু এই ব্যক্তির প্রতি যে অসীম অত্যাচার হইয়াছে, তাহার প্রতিকার সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ভগবন্! যে নরাধম এই নিরীহ ব্যক্তির এই দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে, তাহাকে সমুচিত শাস্তি না দিলে তোমার স্থায়-রাজ্যের বড়ই কলঙ্ক হইবে।”

‘অতীব যত্নে এবং বিশেষ সাবধানতা সহ গরফুকে রেলে

উঠান ও নামান হইল। তাহার নিমিত্ত হুগলীর বাবু-ঘাটের নিকট একটী স্বতন্ত্র ঘর লওয়া হইল। সেই ঘরে গরিকুকে রাখিয়া ও তাহার সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তাহার পরিচর্য্যা করিবার ও সর্ব্বদা নিকটে থাকিবার একজন লোক রাখিয়া দিয়া, বিনোদ শ্রীরাম ও রঘুকে সঙ্গে লইয়া, গঙ্গার উপরিস্থিত তাঁহার মনোহর বাসায় আগমন করিলেন।

দূর হইতেই বিনোদ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার বাসায় অনেক লোক। অনেক স্ত্রীলোক ছুটাছুটী করিয়া কাজ-কর্ম্ম করিতেছে। অনেক দ্বারবান্ বাহিরে গোল করিতেছে। তিনি নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, সকলেই চেনা লোক—সকলেই হরিপুরের। তাঁহাকে দেখিবামাত্র দ্বারবানেরা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সসম্মান অভিবাদন করিল। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমরা এখানে কেন?"

সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ দ্বারবান্ অগ্রসর হইয়া বলিল,—"হুজুর! দিদি জি মহারাজ।"

বিনোদ ব্যস্ততা সহ জিজ্ঞাসিলেন,—"এখানে আছেন?"

"খোঁদাবন্দ।"

দ্রুতপদে বিনোদ ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অতীব ব্যস্ততাসহ উপরে উঠিলেন। সিঁড়ির উপরেই অবনত-বদনা অপরাজিতা দণ্ডায়মানা। বিনোদ জিজ্ঞা-

সিলেন,—"একি অপি! তুমি এখানে কেন? খবর সব ভাল তো?"

অপরাজিতা সংক্ষেপে উত্তর দিলেন,—"হাঁ! তোমার জন্য আসিয়াছি।"

বিনোদ বলিলেন,—"কেন? আমার তো কোন পীড়া হয় নাই; আমি তো কোন বিপদে পড়ি নাই। সর্ব্বদাই তো সংবাদ দিতেছি। তবে কেন তুমি এখানে আসিলে?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তুমি বিপদে পড়িয়াছ।"

বিনোদ বলিলেন,—"কে বলিল? আমি তো সে কথা জানি না। বিপদ হইলে অবশ্যই তোমাদের সর্ব্বাগ্রে জানাইতাম। তুমি কাজ ভাল কর নাই।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"সকল বিপদ সকল সময় সকলকে জানান যায় না। তুমি বিপদে পড়িয়াছ সত্য, তাহা হয়তো এখন আমাদের জানাইতে তোমার অভিপ্রায় নাই। কিন্তু যাহাদের তুমি পরমাত্মীয় তাহারা তোমাকে বিপন্ন বুঝিয়া স্থির থাকিবে কিরূপে? ভালমন্দ বিচার না করিয়াই আমি আসিয়াছি। বিশেষ অন্যায় কার্য্য করিতেছি বলিয়া মনে করি নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"মনে কর আমি অতিশয় বিপন্ন হইয়াছি। কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক—তুমি আমার বিপদ উদ্ধারের কি সহায়তা করিবে?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"জানি না কি করিব? কিন্তু ইহা জানি, দরকার হইলে সবই করিতে পারিব।"

বিনোদ বুঝিলেন, অপরাজিতার ন্যায় বুদ্ধিমতা সাহসিকা নারী ভূতলে বড়ই দুর্ল্লভ। তিনি যে সংকল্প করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার অখণ্ডনীয় যুক্তি আছে। বলিলেন,—"যাহা হইবার হইয়াছে, কল্য তোমাকে বাটী যাইতে হইবে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"কেন যাইব? যাহা করিতে আসিয়াছি তাহার শেষ না করিয়া যাইব কেন? তোমার বিপদে সাহায্য করিব। যে দিন সে কার্য্যের সমাপ্তি হইবে, সে দিন তুমি না বলিলেও, আমি আপনি ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিব। যাহার শত অপরাধ ক্ষমা করিতে পার, তাহার এ অপরাধটা ক্ষমা করিবে না কি ভাই?"

বিনোদ বলিলেন,—"তুমি হয় তো আমার এখানকার কার্য্য কতক বুঝিয়াছ। তাহাতে তোমার দ্বারা কোনই সাহায্য সম্ভব নহে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"খুব সম্ভব। এই দেখ অদ্য প্রাতে শ্রীযুক্ত রামজীবন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সংবাদ অতি গোপনীয়, অথচ অতি প্রয়োজনীয়। আমি কৌশলে অনেক কাণ্ড করিয়া তাহা জানিয়া লইয়াছি।"

বিনোদ ব্যস্ততাসহ জিজ্ঞাসিলেন,—"কি সংবাদ? তিনি কি বলিয়া গিয়াছেন?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"রাসবিহারী নাগ ক্রোধের বশে একটা চাকরকে এতই মারিয়াছে যে, সে বাঁচে কি না সন্দেহ।"

বিনোদ বলিলেন,—"চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাটী ফিরিয়া গিয়াছেন কি? বড়ই প্রয়োজনীয় সংবাদ। সে চাকরটাকে রক্ষা করার চেষ্টা করিতে হইবে, সাহেবদের দেখাইতে হইবে, রাসবিহারীর অত্যাচার সমানই চলিতেছে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তবেই দেখ, সামান্য হইলেও আমার দ্বারা কিছু না কিছু সাহায্য হওয়া অসম্ভব নহে। আরও কোন কোন বিষয়ের ব্যবস্থাও আমি করিয়াছি; কিন্তু তাহার কথা তোমাকে এখনই বলিবার প্রয়োজন নাই। তোমার পায়ে পড়ি বিনোদ, তোমার এই গোলযোগের সময় আমাকে তাড়াইয়া দিও না।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার ন্যায় নারী জগতে বিরল। তুমি আমাকে সকল বিষয়েই সাহায্য করিতে পার জানি। কিন্তু তোমাকে এরূপ ভাবে দেখিলে পাছে লোকে কিছু বলে এই জন্য ভয় হয়।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"আমার সঙ্গে চারি জন অতি বিশ্বস্ত দ্বারবান্ আছে, দুইজন পরিচারিকা আছে, একজন পাচিকা আছে, আর আমাদের বাটীর গৃহিণীস্বরূপা

সোণার মা আছে। সুতরাং আমি একাকিনী নহি.; কোন নিন্দার অবসরও নাই। তথাপি লোকে যদি কোন কথা বলে, সে কথা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে হয় তাহা আমি জানি। তুমিও কি তাহা জান না ভাই?”

বিনোদ বুঝিলেন, কলঙ্কের কার্য্য যাহার জীবনের নিকটেও আসিতে পারে না, তাহার সম্বন্ধে লোকে যদি কখন কোন ঘৃণিত কথা বলে, সে কথা পদাঘাতে উড়াইয়া দেওয়াই উচিত। সুতরাং তিনি কথায় বা যুক্তিতে অপরাজিতাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। বলিলেন,—“আমি কলিকাতায় আসিয়া তোমার পত্র দেখিয়া অবাক্ হইলাম।”

“তুমি কলিকাতা হইতে আসিতেছ?”

“হাঁ।”

“বিজলী কেমন আছেন?”

বিনোদ নিরুত্তর। বিজলীকে অপরাজিতা দেখিয়াছেন—বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া নিশ্চয়ই তাহার সহিত বিশেষ আত্মীয়তা করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু বিনোদ যে তাঁহাকে হৃদয়ের দেবী জ্ঞানে ভাল বাসেন, তাহাও অপরাজিতা বুঝিয়াছেন কি? নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন। এরূপ বুদ্ধিমতী নারীর নিকট হৃদয়-ভাব প্রচ্ছন্ন রাখা কাহারও সাধ্য নহে। বড় লজ্জার কথা! বাটীর আত্মীয়গণের অজ্ঞাতসারে গোপনে নিজের ইচ্ছামত পাত্রী

নির্ব্বাচন করিয়া, তাঁহার প্রণয়-পাশে বদ্ধ হওয়া, বড়ই স্বাধীনতার পরিচায়ক।

অপরাজিতা আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কথা কহিতেছ না কেন? তবে কি বিজলীর পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে?"

বিনোদ বলিলেন,—"জানি না।"

"জান না? তবে কি তুমি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আইস নাই?"

"না।"

তখন অপরাজিতা ক্রুদ্ধা ফনিণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, হৃদয়-হীন, একটি সরল-হৃদয়া বালিকা তোমার জন্য উন্মাদিনী। তাহার সেই প্রেমোন্মত্ত ক্ষুদ্র হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে তোমার কি একটুও দয়া হয় না? এই কি তোমার উচ্চশিক্ষা, এই কি তোমার সদাশয়তা? ছিঃ বিনোদ! তোমার ব্যবহারে আমি প্রাণে বড়ই বেদনা পাইয়াছি।"

বিনোদ বলিলেন,—"শুনিয়াছ কি তুমি অপরাজিতা, আমি বিজলীর পিতৃহন্তার পুত্র?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"মিথ্যা কথা! তাঁহারা সে কথা বিশ্বাস করেন না।"

"তাঁহারা বিশ্বাস না করিলেও, লোকে তাহা বিশ্বাস করে, রাজ-পুরুষেরা তাহা বিশ্বাস করেন, আইন তাহা বিশ্বাস করে, ঘটনা তাহার অনুকূলে স্বাক্ষ্য দেয়।

কলঙ্ক প্রক্ষালন না করিয়া আমি তাঁহার সম্মুখে কখনই যাইব না।"

তখন অপরাজিতা বলিলেন,—"তোমাকে অনেক রূঢ় কথা বলিয়াছি। তুমি বড়, আমি ছোট। তোমাকে জ্যেষ্ঠের ন্যায় সম্মান করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু অনেক সময়েই কনিষ্ঠের ন্যায় শাসন করি। এ স্বাধীনতা তুমিই দিয়াছ, বিনোদ। আমার কথায় যদি মর্ম্মপীড়া পাইয়া থাক, তাহা হইলে ছোট ভগ্নীকে ক্ষমা কর এখন আইস। আগে জল খাও, শ্রান্তি দূর কর। অনেক বিষয়ের অনেক কথা আছে—পরে বলিব।"

বিনোদ বিশ্রামার্থ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অপরাজিতা অন্যদিকে তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিতে গেলেন।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে উঠিয়াই বিনোদ পুলিস সাহেবের কুঠিতে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন, সাহেব মেজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কুঠিতে গমন করিয়াছেন। বিনোদ মনে করিলেন, ভালই হইয়াছে। তিনিও অবিলম্বে তথায় গমন করিলেন।

শিষ্টাচারসূচক বাক্যাদি সমাপ্তির পর, পুলিস সাহেব বলিলেন,—"আপনার অনুমান যথার্থ। রামদীন যদুপতি মিত্র নহে।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"রামদীনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে কি ?"

মেজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন,—"না বাবু, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার বিরোধে পুলিস ইনিস্পেক্টর যুক্তিসঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। রামদীনই যে ঐ খুন করে নাই তাহার ঠিক কি ?"

বিনোদ বলিলেন,—"এ আপত্তি যে প্রমাণে টিকিবে না, তাহার সন্দেহ নাই। রামদীনের হাতে তরবারি পাওয়া গিয়াছিল, সে সেই দিনে রেলে চলিয়া গিয়াছিল, ইহাই তাহার বিরুদ্ধে সন্দেহজনক ঘটনা। কিন্তু তাহাতেই তাহার অপরাধ সপ্রমাণ হয় না।"

মেজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"পুলিস অন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন।"

বিনোদ বলিলেন,—"করুন। যত দিন যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়া যায়, তত দিন না হয় উহাকে হাজতে রাখুন। কিন্তু আমি পুনরায় সবিনয়ে বলিতেছি, রাসবিহারী নাগকে না ধরিলে এ খুনের কখনই কিনারা হইবে না, দেশেও শান্তি হইবে না।"

পুলিস সাহেব বলিলেন,—"আমরা তাহাতে প্রস্তুত। আপনি সে সম্বন্ধে আমাদের সাহায্য করিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ আছেন।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি সে মুসলমানকে সঙ্গে আনিয়াছি। তাহার অবস্থা দেখিলে আপনাদের হৃদয় ব্যথিত হইবে।"

মেজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"কিন্তু গোল এই যে, কেবল সেই মুসলমানের কথায় নির্ভর করিয়া একটা ধনবান্ লোককে গ্রেপ্তার করা সঙ্গত হইবে না। সে যে অন্য কারণে বা অন্য লোকের দ্বারা এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? আপনি রাসবিহারী কৃত অত্যাচারের সময় উপস্থিত ছিলেন না। তাহার নালিশ লওয়া যাইতে পারে, রাসবিহারীর নামে সমন বাহির হইতে পারে; কিন্তু ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে হইলে আর একটু প্রমাণ আবশ্যক। শুধু সমন দিয়া রাসবিহারীর মত

লোককে কায়দা করা যাইবে না। শেষে ভাল প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিলেও মোকদ্দমাও টিকিবে না। আপনি এ সম্বন্ধে কি উপায় চিন্তা করিতেছেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"গরফু মুসলমানের ভগ্নী আছে। তাহাকে আনিতে পারিলে বোধ হয় কাজ হইতে পারে।"

মেজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"অন্য কোন উপলক্ষ না পাইলে, রাসবিহারীকে কায়দা করিবার জন্য এই উপায়ই আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে। একটা টাটকা ঘটনা হইলে বড় ভাল হয়। গরফুর ব্যাপারটা বড় পুরাতন। ধর্ম্মনাশের মোকদ্দমা, কারি-জখমের মামলা সঙ্গে সঙ্গে হইলেই খুব জোর হয়। যাহাই হউক, এটা হাতছাড়া করা হইবে না।"

পুলিস সাহেব বলিলেন,—"আপনার মুখে শুনার পর হইতে, আমরা গোয়েন্দা লাগাইয়া রাসবিহারীর সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি। সে যে ভয়ানক অত্যাচারী লোক সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এখন তাহার বিরুদ্ধে একটা নূতন কাণ্ড পাইলেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারি।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি কল্য এখানে আসিয়াছি; এখানে আসিয়াই সংবাদ পাইয়াছি, সে একটা চাকরকে ক্রোধের বশে এতই প্রহার করিয়াছে যে, চাকরটা মরণাপন্ন হইয়াছে। এখন আছে কি না বলা যায় না।"

মেজিষ্ট্রেট বলিলেন,—“এ একটা বেশ মামলা। কিন্তু আইন সঙ্গত কোন খবর আমরা পাইতেছি না। আপনারও শুনা কথামাত্র। আপনি এ বিষয়ে অনেক পরিশ্রম করিতেছেন। প্রার্থনা করিতেছি, এজন্য আর একটু কষ্ট স্বীকার করুন। আপনি একবার আপনার দেশে যাইতে পারেন না কি?”

“কেন পারিব না? এখনই পারি।”

মেজিষ্ট্রেট বলিলেন,—“বেশ কথা। তাহা হইলে আপনি অবিলম্বে যাত্রা করুন। আপনার সহিত দুইজন পাহারাওয়ালা থাকুক। আবশ্যক হইলে তাহারা উর্দ্দি খুলিয়া দ্বারবানের ন্যায় আপনার সঙ্গে থাকিবে, অথবা প্রয়োজন হইলে তাহারা আপনার ইচ্ছানুসারে পাহারাওয়ালার বেশে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবে। আপনি বোধ হয় সহজেই রাসবিহারীর এই নূতন কাণ্ডের সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তৎক্ষণাৎ আপনি স্বয়ং আসিয়াই হউক, বা ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া লোক পাঠাইয়া হউক সংবাদ পাঠাইবেন। মামলা বুঝিয়া, তখনই রাসবিহারীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা বাহির করা হইবে; আর হয় তো পুলিসসাহেব স্বয়ং আবশ্যকমত লোকজন লইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে যাইবেন।”

বিনোদ বলিলেন,—“আমি তবে বিলম্ব না করিয়া এখনই যাত্রার আয়োজন করি।”

মেজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"একটু অপেক্ষা করুন। আমরা যেরূপ বুঝিতেছি, তাহাতে গরফুকে এখনই আমাদের নিকট আনিয়া গোল করিবার দরকার নাই। আমরা আপনার সঙ্গে তাহাকে দেখিতে যাইব।"

গাড়ি করিয়া তিনজনে গরফুর আবাস-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাহার সহিত যে যে কথাবার্ত্তা হইল তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। পুলিসসাহেবের আদেশ-ক্রমে থানার দারোগা, গরফুর জোবানবন্দী লিখিয়া লইয়া, রাসবিহারী নাগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা ঠিক করিলেন, এবং সেই দিন এ সম্বন্ধে "এ" ফরম পাঠাইলেন।

বিনোদ বাবু, সেই দিন আহারাদির পর শ্রীরাম, রঘু, দুইজন কনষ্টবল ও একজন দ্বারবান্ সঙ্গে লইয়া, স্বর্ণগ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন। বৈকালে তাঁহারা স্বর্ণগ্রামের নিকটে পৌঁছিলেন। পাকা রাস্তায় ঘোড়ার-গাড়ি যায়। ঘোড়ার গাড়ি হইতে নামিয়া, প্রায় এক মাইল ঘন বন ভেদ করিয়া, এক সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া গ্রামের মধ্যে যাইতে হয়। গাড়োয়ানকে ঠিক সেই স্থানে হাজির থাকিবার আদেশ দিয়া, বিনোদ বাবু লোকজন সহ, সেই সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া, রামজীবন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রামজীবন তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন,—"কাজ ভাল হয় নাই বাবা। রাস বিহারী তোমার উপর বড়ই রাগিয়াছে! সে হুগলীর

উকীল-মোক্তারের নিকট ও অন্যান্য উপায়ে সংবাদ পাইয়াছে যে, তুমি তাহার বিরুদ্ধে অনেক কাণ্ড করিতেছ। সে আমাকে নিজ-মুখে বলিয়াছে, তোমাকে কোন উপায়ে একদিন হাতে পাইলে, সে সর্ব্বনাশ করিয়া তবে ছাড়িবে। বাবা, এখনই তুমি ফিরিয়া যাও। আর কোন সন্ধানে তোমার কাজ নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"আপনি আমাকে বড়ই স্নেহ করেন, এই জন্য এত ভয় পাইতেছেন। মনুষ্য-জীবন চিরস্থায়ী নহে। আজি না হয় রাসবিহারী আমাকে মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু পলাইয়া গেলেও আর একদিন আমাকে মরিতে হইবে না কি? মৃত্যুর ভয়ে কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সাধনে বিরত হইতে কখনই পারিব না। আপনি আশীর্ব্বাদ করিবেন, তাহা হইলেই আমার মঙ্গল হইবে।"

শ্রীরাম বলিল,—"খুড়া ঠাকুর রাসবিহারীর দিনকাল ফুরাইয়া আসিতেছে বোধ হয়। আপনি চিন্তা করিবেন না।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"যে চাকরটীকে রাসবিহারী মারিয়াছে, সে এখনও বাঁচিয়া আছে?"

রামজীবন বলিলেন,—"আছে।"

"কোথায় আছে সে?"

"তাহার বাটীতে—দুর্গাপুরে। তাহাকে মর মর বুঝিয়া রাসবিহারী বাটী পাঠাইয়া দিয়াছে।"

"তাহার অবস্থা কিরূপ বুঝিয়াছেন ?"

"আমি স্বচক্ষে দেখি নাই। শুনিয়াছি তাহার একটা চক্ষু উঠিয়া গিয়াছে, দুইটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পাঁজরার হাড়ও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

"আমরা এখনই তাহাকে দেখিতে যাইব।"

"তুমিও যাইবে ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

রামজীবন বড়ই ভীত হইলেন। কিন্তু তাহার কথা টিকিবে না জানিয়া, চুপ করিয়া রহিলেন।

বিনোদ আবার বলিলেন,—"আপনাকে সঙ্গে যাইতে হইবে না। চাকরটার নাম কি ?"

"কেদার।"

"কি জাতি সে ?"

"নাপিত।"

বিনোদ তাহার পর শ্রীরামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, —"তুমি চিনিতে পারিবে ?"

শ্রীরাম বলিল,—"তাহাকে চিরদিনই জানি। সে আমাদের সমবয়স্ক।"

বিনোদ বলিলেন,—"তবে আইস সকলে।"

রামজীবন অবাক্। কিন্তু তিনি বারণ করিতে সাহস করিলেন না। বিনোদ তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া যাত্রা করিলেন। এত লোক সঙ্গে থাকিলেও, রামজীবন

বিনোদকে একাকী বলিয়াই মনে করিলেন। তাড়াতাড়ি একখানি চাদর কাঁধে ফেলিয়া বলিলেন,—"তোমাকে একলা যাইতে দেওয়া হইবে না। আমিও সঙ্গে যাইব।"

দুর্গাপুরে কেদার নাপিতের বাড়ীতে সকলে উপস্থিত হইলেন। পথে কোনই ব্যাঘাত বা বিপদ ঘটিল না।

কেদারের অবস্থা দেখিয়া বিনোদের বড়ই কষ্ট হইল, মোকদ্দমায় যাহা হয় হইবে, আপাততঃ এ লোকটার চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক বলিয়া তিনি মনে করিলেন। তাহার এমনও মনে হইল, অবিলম্বে রীতিমত চিকিৎসা হইলে কেদারের জীবনরক্ষা হইলেও হইতে পারে। কেদারের মা আছে, স্ত্রী আছে। বিনোদ তাহাদিগকে বলিলেন,—"তোমাদের কোন ভয় নাই। তোমরা কেদারকে সঙ্গে লইয়া হুগলী যাও। সেখানে চিকিৎসা হইলে কেদার বাচিবে। এখানে ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই। আমি সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। খরচ-পত্র যাহা লাগে দিতেছি।"

কেদারের মা বলিল,—"আমাদের যাইতে দিবে কেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"কে যাইতে দিবে না?"

"যে এই দশা করিয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"সে জন্য চিন্তা নাই। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। শ্রীরাম শীঘ্র একখান

পাল্কীর যোগাড় দেখ। যত ভাড়া লাগে ক্ষতি নাই।”

শ্রীরাম বলিল,—“আমি যাইতেছি; কিন্তু বেহারারা যাইতে চাহিবে কি না বলিতে পারি না।”

শ্রীরাম প্রস্থান করিল। বিনোদ এই অবসর কালে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা জানিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক প্রশ্ন করিয়া, অনেক ভয় দেখাইয়াও বিশেষ কথা কিছুই তিনি জানিতে পারিলেন না। কেবল এই মাত্র বুঝিলেন য, পৈরশ্ব বৈকালে রাসবিহারীর কয়েক জন লোক ধরাধরি করিয়া কেদারের মৃতকল্প দেহ তাহার বাটীতে ফেলিয়া গিয়াছে। কেন এরূপ ঘটিল জিজ্ঞাসা করিলে, লোকেরা বলিয়াছে, ‘এক জন চাষার সহিত মারামারি করিয়া কেদারের এই দশা ঘটিয়াছে।’

বিনোদ বুঝিলেন, এ মোকদ্দমারও প্রমাণ চাহি। রাসবিহারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিবার সময় প্রমাণ সংগ্রহ না করিতে পারিলে কোনই সুবিধা হইবে না। কেদারকে নির্ব্বিঘ্নে পাঠাইয়া দিয়া তিনি সে চেষ্টা করিবেন স্থির করিলেন। কেদার এখন বেহুঁস—বাক্‌শক্তিহীন। যদি তাহার একটু সংজ্ঞা হয়, যদি সে চিকিৎসাদি হইলে কথা কহিতে পারে, তাহা হইলে প্রমাণের যোগাযোগ হওয়া অসম্ভব নহে।

শ্রীরাম পাল্কী লইয়া ফিরিল। অনেক কৌশলে তাহাকে পাল্কী যোগাড় করিতে হইয়াছে। তাহার মুখে

সমস্ত অবস্থা ও বৃত্তান্ত শুনিয়া বিনোদ বড়ই পরিতুষ্ট হইলেন। অতি সাবধানে কেদারকে পাল্কীতে তুলিয়া দেওয়া হইল। তাহার স্ত্রী ও মা পাল্কীর সঙ্গে থাকিল। একজন কনষ্টবলকে বিনোদ পোষাক পরিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন,—"তুমি সাবধানে পাল্কীর সঙ্গে যাও। রোগীকে হাঁসপাতালে রাখিয়া পুলিসসাহেব ও মেজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিও। বলিও,বাবু এঘটনার এবং অন্যান্য ঘটনার প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই ফিরিবেন। কেদারের মা ও স্ত্রীকে আমার বাসা দেখাইয়া দিবে। সেখানে আমার ভগ্নী আছেন। আমার নাম করিয়া সেখানে বলিয়া পাঠাইবে যে, এই দুই স্ত্রীলোক সেখানে আহার করিবে। তাহাদের আর যে বিষয়ে যাহা দরকার হয়, তাহা বুঝিয়া আমার ভগ্নী যেন তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন। হয় তুমিই কালি ফিরিবে, না হয় সাহেবকে আর এক জন কনষ্টবল পাঠাইতে বলিবে।"

পাল্কী চলিয়া গেল। পাকা রাস্তা পর্য্যন্ত সকলে পাল্কীর সঙ্গে গমন করিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গরফুর ভগ্নী থাকে, নগরঘাট নামক ক্ষুদ্রগ্রামে—এখান হইতে ছয় ক্রোশ দূর। সুতরাং আজি রাত্রিতে কোন কার্য্য হইবে না ভাবিয়া, বিনোদ ও দলবল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটিতে ফিরিয়া আসিলেন।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে শ্রীরাম নগরঘাটে যাত্রা করিল। গরফুর ভগ্নীর সন্ধান করা, তাহাকে সম্পূর্ণ অভয় দিয়া মোকদ্দমা করিতে ও স্বাক্ষী দিতে অনুরোধ করা, এ সম্বন্ধে আর যে যে প্রমাণাদি পাওয়া যাইতে পারে তাহার তদ্বির করা ইত্যাদি অনেক গুরুভার লইয়া শ্রীরাম গমন করিল। যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়া আসিবার ব্যবস্থা থাকিল।

রামজীবন প্রাতে উঠিয়া রাসবিহারী নাগের গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। সে নরাধম কি করিতেছে, বিনোদ আসিয়াছেন, ইহা সে জানিতে পারিয়াছে কি না, এবং জানিয়াই বা বিনোদকে শাস্তি দিবার জন্য সে কি উপায় স্থির করিতেছে, এই সকল বিষয়ে যতদূর সম্ভব সংবাদ সংগ্রহ করাই তাঁহার গমনের উদ্দেশ্য। বেলা অনুমান এক প্রহরের সময় তিনি হৃষ্টচিত্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"বড় সুসংবাদ, রাসবিহারী কঠিন জ্বরে পড়িয়াছে, তিন দিন হইতে অজ্ঞান হইয়াছে!"

বিনোদ বলিলেন,—"জীবনের কোন আশঙ্কা নাই তো?"

রামজীবন বলিলেন,—"বলা যায় না। যে ডাক্তার

দেখিতেছে সে বলে, বেশী জোরে জ্বর হইয়াছে মাত্র, অন্য কোন দোষ ঘটে নাই।”

বিনোদ বলিলেন,—“তবু ভাল। সে বাঁচিয়া না থাকিলে আমার অনুসন্ধান বৃথা হইবে খুড়া। তাহাকে ধরিয়া কায়দা করিতে পারিলেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধির আশা আছে। সে মরিয়া গেলে আমার সকল আশাই ফুরাইবে।

রামজীবন বলিলেন,—“তোমার ও সকল কথা আমি ভাল বুঝিতে পারি না। আমি এইমাত্র বুঝিতেছি যে, সে এরূপ অচেতন ভাবে শয্যায় পড়িয়া থাকিলে, তোমার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।”

স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া বৈকালে বিনোদ, রঘু, রামজীবন ও কনষ্টবল দুর্গাপুর গমন করিলেন। সেই পুষ্করিণীর ধার দিয়াই তাঁহাদের যাইতে হইল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিনোদ আবার সেই পুষ্করিণীর চারিদিক ভাল করিয়া দেখিলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য সমানই রহিয়াছে। অতীতের স্মৃতি জাগরূক করিবার কোন চিহ্নই সেখানে নাই। আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, পুষ্করিণী পশ্চাতে রাখিয়া, বিনোদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দুর্গাপুর প্রান্তভাগে সুন্দরী জেলেনীর বাস। তাহার গৃহ-সন্নিধানে গমন করিয়া, সে কোথায় আছে জানিবার নিমিত্ত, বিনোদ, খুড়া ঠাকুরকে অনুরোধ করিলেন।

জেলেনী আপনার ঘরে বসিয়া পাতার জ্বাল দিয়া ভাত রাঁধিতেছিল? রামজীবন আসিয়া এইরূপ বলিলেন, বিনোদ একাকী তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গমন করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতি সকলেই বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিনোদ নিকটস্থ হইয়াই জিজ্ঞাসিলেন,—"মাসী ভাল আছ? আমাকে বুঝি আর চিনিতে পার না? তা পারিবে কেন? অনেক দিন দেখ নাই। আমি কিন্তু তোমাদের ভুলি নাই।"

জেলেনী অবাক্। সে অতি ইতর জাতীয়া। কোন ভদ্র লোকই তাহার সহিত 'ওরে,' 'হাঁরে' না করিয়া কথা কহে না। অন্য এক মনোহর রূপরাশিসম্পন্ন ভদ্রবেশযুক্ত নবীন যুবক তাহার বাটীতে কেবল পদার্পণ করিয়াই যে তাহাকে চরিতার্থ করিয়াছেন তাহা নহে, আবার অতি মিষ্টভাবে তাহাকে 'মাসী' বলিয়া আদরের কথা কহিতেছেন। সে বলিল,—"তা—তা বাবা—তা আমি কি তোমার মত লোককে চিনিতে পারি?"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার দোষ নাই। অনেক দিন, আমাকে তোমরা দেখ নাই। আমি যদুপতি মিত্র মহাশয়ের ছেলে।"

বৃদ্ধা উনানের নিকট হইতে উঠিয়া আসিল এবং উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—"তাই বটে। সেই

খোকা বাবুই বটে। তা বাবু, তুমি এখানে এসেছ কেন? এখানে তোমাদের শত্রু অনেক। যেখানে ছিলে সেখানেই কেন থাকিলে না?"

বিনোদ বলিলেন,—"শত্রু আমার আর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আমি তাহাকে এবার শাসন করিয়া দিব। তুমি শুন নাই, আমি কেদার নাপিতকে পাল্কী করিয়া হুগলী পাঠাইয়া দিয়াছি। কেহ আমার কিছু করিতে পারিয়াছে কি? চেনা-শুনা লোকদের সঙ্গে একবার দেখা করিব বলিয়া এবেলা আবার আসিয়াছি।" বিনোদ পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া বলিলেন,—"মাসী, এই দুইটা টাকা লও, একজোড়া কাপড় কিনিয়া পরিও। আমি এখন অন্যান্য দিকে চলিলাম। তুমি কালি প্রাতে আমার সহিত চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বাটীতে গিয়া দেখা করিও।"

সেস্থান হইতে কিঞ্চিদ্দূরে অগ্রসর হওয়ার পর, একটা স্থানে বড়ই কোন্দল-কোলাহল শুনিতে পাইয়া, বিনোদ সেই দিকে চলিলেন। দেখিলেন, একটা লোককে প্রহার করিবার জন্য বাঁশ লইয়া, আর দুইটা লোক বড়ই আস্ফালন করিতেছে। বিনোদ সেই স্থানের নিকটস্থ হইয়া শুনিতে পাইলেন, একজন বলিতেছে, 'নাগ বাবু কি না, মারিলেই হইল।' বিনোদ বুঝিলেন, নাগ রাজ-শাসনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া কি ভয়ানক অরাজকেরই উদ্ভব করিয়াছে।

বিনোদকে পূর্ব্বে অনেকেই দেখিয়াছে। যে ব্যক্তি অনায়াসে রাসবিহারীর বিরোধী হইয়া সর্ব্বসম্মুখে কার্য্য করিতে পারে, সে কখন সাধারণ লোক নহে। বিশেষ যখন তাঁহার সঙ্গের একটা ভোজপুরী দ্বারবান্ হঠাৎ কনেষ্টবল হইয়া পড়িল, তখন অনেকেই তাঁহাকে নাগের গড়ুর বলিয়া মনে করিয়াছে। বিনোদ নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"তোমরা ঝগড়া করিতেছ কেন?'

যে লোকটা একলা এক পক্ষ সে বলিল,—"দেখ দেখি মহাশয়, আমাকে গরিব পাইয়া ইহারা মারে। এ দেশে গরিবকে মারিলে কোন সাজা হয় না, তাই সবাই গরিবকে শুধু শুধু মারিতে আইসে।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তোমাকে মারিতে আসিয়াছে? কেন তোমাকে মারিতে চাহে?"

সে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই, অপর দুই ব্যক্তি অগ্রসর হইল এবং তাহার একজন বলিল,—"দেখ দেখি বাবু, এক বৎসর হইল বেটার কাছে একটা টাকা পাইব চাহিলেই বেটা গালি দিয়া উঠে।"

বিনোদ প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার নিকট টাকা পাইবে?"

সে উত্তর দিল,—"পাবে বই কি? তা তো আমি না বল্‌ছি না। তবে দু বৎসর অজন্মা—চালে খড় নাই—ছেলে পিলে নিয়ে উপোস করে আছি। দিই কোথা

থেকে? ওরা বলে 'এখনই দে।' তাই বিবাদ আর কি?"

বিনোদ পকেট হইতে দুইটী টাকা বাহির করিয়া বলিলেন,—"এই টাকাটী ওদের দিয়া, বাটী চলিয়া যাইবার সময় একটী টাকার ধান কিনিয়া লইয়া যাও।"

সে লোকটা অবাক্! বিনোদ তাহার ধন্যবাদ বা আশীর্ব্বাদ, অথবা সমবেত লোক সকলের প্রশংসাবাদ শুনিবার নিমিত্ত সেস্থানে অপেক্ষা করিলেন না। কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর, চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"নিধে চাঁড়ালের ঘর কোথায় ছিল?"

তাঁহাদের পশ্চাতে অনেক লোক আসিতেছিল। একজন বলিষ্ঠ ও অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বলিল,—"আজ্ঞা সে তো অনেকদিন এ গ্রামে নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহা আমি জানি। সে কোথায় আছে সন্ধান করাই আমার প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই আমি ঘুরিতেছি।"

লোক বলিল,—"সে সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। কত লোকে কত অনুমান করে। আমরা গরিব, তাহার কোন কথাই বলিতে পারি না। আপনি সন্ধান করিলে লোকের অনুমানগুলিও কতক জানিতে পারিবেন হয় তো।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার নাম কি?"

লোক উত্তর দিল,—"নিবারণ।"

"তুমি কি কাজ কর ?"

নিবারণ বলিল,—"এক্-আধ কুড়ো চাষ করি।"

"তোমরা কি জাতি ?"

"আজ্ঞা গোয়ালা ?"

"তুমি আমার সহিত আজি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে দেখা করিও। দেখিতেছি তুমি বেশ বুদ্ধিমান লোক। তোমার যাহাতে ভাল হয় আমি তাহার উপায় করিব।"

নিধে চাঁড়ালের ভিটা পড়িয়া আছে। ঘরখানি কাল-সহকারে কোথায় গিয়াছে তাহার চিহ্নও নাই। স্থানটী দেখিয়া বিনোদ মনে করিলেন, পরমাসুন্দরী পত্নী লইয়া নিধে এই স্থানে সুখের ঘর-কন্না পাতিয়াছিল। কত আশা, কত আনন্দ তাহার হৃদয়কে এই স্থানে নাচাইত ও মাতাইত। নরাধমের পাপ-প্রবৃত্তি সকলই উৎসন্ন করিয়া দিয়াছে। নিধে এখন কোথায় ?

সে স্থান হইতে দুই একটা উপস্থিত মত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, বিনোদ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনেক লোক তাঁহার সঙ্গে ও পশ্চাতে চলিতেছিল। নিবারণও সঙ্গে ছিল।

বিনোদ দুর্গাপুরে অসাধারণ শক্তি-শালী, দেবতুল্য ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইয়া পড়িলেন। এক তো তিনি বিশেষ ধনবানের সন্তান, কোম্পানির লোক তাঁহার সঙ্গে ফিরে, তাঁহার কথা সকলেই শুনে, তিনি দানে কল্প-

তরু, বুদ্ধি-বিদ্যায় বৃহস্পতি, রূপে কার্ত্তিক, তাহার পর সকলের উপর তাঁহার ক্ষমতা,—তাঁহার এতই ক্ষমতা যে, তিনি এ হেন রাসবিহারীকে গ্রাহ্যও করেন না! তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত দুর্গাপুরের নর-নারী ব্যাকুল।

স্বর্ণগ্রামে রামজীবনের বাটীর নিকট আসিলেও, অনেক লোক, তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে দেখিয়া, বিনোদ বলিলেন,—"ভাই সব, আজি তোমরা যাও। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। কালি আমি আবার তোমাদের গ্রামে যাইব। নিবারণ, তুমি একটু থাক। তোমার সহিত দুই একটা কথা আছে।"

ক্ষুণ্ণমনে লোকগুলি ফিরিয়া গেল। বিনোদ-ও আর সকলে চণ্ডীমণ্ডপে উপবেশন করিলেন। নিবারণকে লক্ষ্য করিয়া বিনোদ বলিলেন,—"এখানে অন্য কোন লোক নাই; তুমি নির্ভয়ে কথা কহিতে পার। নিধে চাঁড়ালের সন্ধান জানা আমার বিশেষ আবশ্যক। যে আমাকে সে সন্ধান দিতে পারিবে, সে আমার নিকট যাহা চাহিবে, আমি তাহাকে তাহাই দিব।"

নিবারণ বলিল,—"সন্ধান কেহই কিছু জানে বলিয়া বোধ হয় না। লোকটা হয় তো মরিয়া গিয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"অসম্ভব নহে। কিন্তু কোথায় গিয়া কিরূপে মরিল, তাহার কিছুই জানা যাইতেছে না।"

নিবারণ বলিল,—"সন্দেহ অনেক হইতে পারে; কিন্তু সে সব কথা বলিয়া কোন ফল নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার যাহা যাহা মনে হয় বল না কেন?"

নিবারণ বলিল,—"বাবু কি কি মনে করিয়াছেন, কিরূপ সন্ধান করিয়াছেন বলুন আগে; তাহা শুনিয়া আমার কোন বলিবার কথা আছে কি না বুঝিতে পারিব।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি জানি, রাসবিহারী তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে লাস্‌ গেল কোথা? ভয়ে ভয়ে নিধে যদি এদেশ ছাড়িয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলেই বা সে গেল কোথা? হুগলীতে সে নাই, কলিকাতাতেও নাই, নিকটের আর কোন স্থানেও নাই। তাহার স্ত্রীকে সে খুব ভাল বাসিত। নিরুদ্দেশ হইবার আগের দিন, তাহারা স্বামী স্ত্রীতে দেশ ছাড়িয়া পলাইবার পরামর্শ করিয়াছিল। তাহার স্ত্রী এখন হুগলীতে আছে। নিধে সে স্ত্রীর কোন খোঁজ লয় না কেন? যদি সে কোথায় গিয়া মরিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার স্ত্রী সে সংবাদ জানিতে পারিত, আমিও যেরূপে হউক তাহা জানিতে পারিতাম। আমি অনেক প্রকার বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি; নিধের ব্যাপার ভুই গোলের কথা।"

নিবারণ বলিল—"বাবু অনেক রকম ভাবিয়াছেন, অনেক খোঁজ করিয়াছেন। কিন্তু একটা কথা বাবুর মনে উদয় হয় নাই। মনে করুন, কেহ কি তাহাকে লুকাইয়া রাখিতে পারে না? গুমি করা আশ্চর্য্য কথা নয় তো।"

বিনোদের চমক ভাঙ্গিল। এ একটা অতি সুসঙ্গত অনুমান; ইহা তাঁহার একবারও মনে হয় নাই। তিনি এই অনুমানের জন্য মনে মনে নিবারণের নিকট কৃতজ্ঞ হইলেন। বলিলেন,—"তোমার একথা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে। আমি এ বিষয়েরও বিশেষ সন্ধান করিব। আজি রাত্রি হইয়া পড়িল; তুমি আজি যাও। কালি আমার সহিত দেখা করিও। কোন বিষয়ের ভয় নাই। যে বিষয়ে যে দরকার হইবে, তাহা আমাকে জানাইবে। সাধ্যমত উপকার করিতে কখনই আমি কুণ্ঠিত হইব না।"

নিবারণ প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। আহারাদির পর নিদ্রায় রাত্রি কাটিল।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে বেলা অনুমান সাড়ে আটটার সময়, রামজীবন চক্রবর্ত্তীর বাটীর অভ্যন্তরে, প্রাঙ্গন-পার্শ্বে বিনোদ ও সুন্দরী জেলেনী কথোপকথন করিতেছেন। জেলেনী বলিতেছে,—"মিথ্যা কথা বাবু, আগাগোড়া মিথ্যা কথা। তোমার বাপ কখনও কোন মেয়ে মানুষের মুখ পানে চাহিয়া দেখিতেন না। তাঁহার অপযশ ইহার আগে, আর কখনও কেহ শুনে নাই। তিনি গরীব-দুঃখী সকলের মা বাপ ছিলেন। এমন অন্যায় কাজ তাঁহাকে দিয়া কখনই হইতে পারে না।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে তুমি পুলিসের কাছে এমন সাক্ষ্য কেন দিয়াছিলে?"

সুন্দরী বলিল—"ভয়ে, টাকারও লোভে। পুলিস আমাকে দশ টাকা দিয়াছিল, আর বলিয়াছিল যদি তুই একথা না বলিস, তাহা হইলে তোর সর্ব্বনাশ করিব। আমরা ছোটলোক; একটা মিথ্যা কথা কহিয়া দায় কাটাইতে পারিলে বড় অন্যায় বলিয়া মনে করি না।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"নিধে চাঁড়ালের বিষয় তোমার মনে কি বোধ হয়?"

সুন্দরী বলিল,—"তা আমি বলিতে পারি না বাপু। নিধে যে হঠাৎ কোথায় গেল, আজ পর্য্যন্ত কেহই তাহার সন্ধান পাইল না। এ কথাটা খুব আশ্চর্য্য বটে!"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার কি মনে হয়, নিধে মরিয়া গিয়াছে?"

"না।"

"তবে কি সে কোন দেশান্তরে বাস করিতেছে?"

সুন্দরী বলিল,—"তাহাও আমার মনে হয় না।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"সে মরিয়া যায় নাই, এদেশেও নাই, অন্য স্থানেও নাই; তবে তাহার কি হইল?"

সুন্দরী বলিল,—সে কথা বাবু বলিতে পারি না। যাহা মনে আইসে তাহা মুখে বলিতেও ভয় হয়।"

বিনোদ বলিলেন,—"ভয়ের কথা আর তো কিছু নাই। রাসবিহারীর বিষ-দাঁত শীঘ্রই ভাঙ্গিবে। আমার এমন বিশ্বাস আছে, আমি সকলকে তাহার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিব। তবে তোমার মনে যাহা আসিতেছে, তাহা না বলিতেছ কেন?"

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া, সুন্দরী বলিল,—"আমার বোধ হয়, ইহার মধ্যেও রাসবিহারীর কারসাজী আছে। সে হয় তো নিধেকে লুকাইয়া রাখিয়াছে।"

বিনোদ চিন্তিত হইলেন। কল্য নিবারণ ঘোষ এই

ভাবের কথা বলিয়াছে আজি সুন্দরী জেলেনীও আবার সেই কথার পুনরুক্তি করিতেছে। এরূপ আশঙ্কা পূর্ব্বে আর কখন তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তিনি বুঝিয়া দেখিলেন, যে ব্যক্তি এত গর্হিতাচরণে সমর্থ, সে যে একটা মনুষ্যকে কিছু দিন লুকাইয়া রাখিতে না পারিবে এমন নহে। জিজ্ঞাসিলেন,—"লুকাইয়া রাখিয়াছে? দশ বৎসর একটা মানুষকে লুকাইয়া রাখা যায় কি?"

সুন্দরী উত্তর দিল,—"কেন রাখা যাইবে না? উহার কত কাছারী আছে, কত জায়গায় কত বাড়ী আছে। ইচ্ছা করিলে যেখানে সেখানে একটা মানুষকে লুকাইয়া রাখিতে,—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ও না পারে এমন কাজই নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার কথায় আমার অনেক উপকার হইয়াছে। এখন তুমি যাইতে পার। যখন যে বিষয়ে সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, আমাকে তাহা জানাইও। প্রয়োজন হইলে আবার তোমাকে খবর দিব। তোমার কোন ভয় নাই। রাসবিহারী যাহাতে তোমার উপর অত্যাচার করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা আমি করিব।"

জেলেনী প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল,—"তুমি চিরজীবী হও। কর্ত্তার মত তোমার খোসনাম হউক।"

বিনোদ উদ্বিগ্ন ভাবে বাহিরে আসিলেন। তথায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও নিবারণ ঘোষ ব্যতীত আর কেহই নাই। বিনোদ আসিয়াই জিজ্ঞাসিলেন,—"রাসবিহারী ইহার পূর্ব্বে আর কখনও কোন মানুষকে গুমি করিয়া রাখিয়াছিল, এমন কোন কথা আপনারা কখন শুনিয়াছেন কি?"

রামজীবন বলিলেন,—"বহুকাল পূর্ব্বে একবার এরূপ একটা কথার গুজব উঠিয়াছিল। সুন্দরবনের একটা প্রজার জমা রাসবিহারী জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে চাহে। প্রজা তাহাতে ঘোরতর আপত্তি করে; মামলা-মকদ্দমা করিয়াও রাসবিহারীকে অনেক কষ্ট দেয়। এক-দিন তাহাকে একাকী পাইয়া রাসবিহারীর লোকেরা ধরিয়া ফেলে এবং সদরে চালান দেয়। সে লোকটা তাহার পর আর দেশে ফিরিয়া যায় নাই। তাহার কি হইল, সে কোথায় গেল, এ সকল সংবাদ কেহই জানে না। রাসবিহারী তাহাকে গুমি করিয়াও রাখিতে পারে, মারিয়া ফেলিতেও পারে। কি হইয়াছে ঠিক জানা যায় না।"

নিবারণ বলিল,—"নিধে চাঁড়ালের হঠাৎ নিরুদ্দেশ দেখিয়া বড়ই সন্দেহ হয়। আমার তো মনে হয় রাস-বিহারী তাহাকে গুমি করিয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমাকে আজি হুগলী যাইতে

হইবে। বোধ হয় কালিই আবার আসিব। এখানে যাহা যাহা জানিয়াছি ও বুঝিয়াছি, মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেবের সহিত তাহার পরামর্শ করা আবশ্যক হইতেছে। নিবারণ, তোমার ঘরে এবার ধানটান মজুত আছে কি ?"

নিবারণ বলিল,—"আজ্ঞা না। গত দুই বৎসর অজন্মা হওয়ায়, নিত্য খোরাকের ধান পাওয়াই ভার হইয়াছে ; ঘরে মজুত কোথা হইতে থাকিবে ?"

বিনোদ, পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া, নিবারণের হস্তে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "ছেলে পিলে যেন খাবার কষ্ট না পায়। আমার টাকা নিজের বলিয়া জানিবে। আর যখন যে বিষয়ে সাহায্য পাইলে উপকার হইবে মনে করিবে, তাহা আমাকে বলিতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

নিবারণ ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণাম করিল।

রামজীবন বলিলেন,—"হুগলী পর্য্যন্ত আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। পথে তোমাকে একা যাইতে দিতে আমার বড় ভয় হয়।"

বিনোদ বলিলেন,—"আপনি সঙ্গে যাইলে আমি চরিতার্থ হইব। কিন্তু যে আশঙ্কা আপনি করিতেছেন তাহা অমূলক।"

এই সময়ে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর শ্রীরাম আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল,—"সব ঠিক হইয়াছে। গরফুর ভগ্নী

মতিয়ার সহিত দেখা হইয়াছে। সে সর্ব্বপ্রকারে আমাদের মতানুসারে চলিতে সম্মত আছে। গরফুর ভগ্নীপতিও এ বিষয়ের অনেক কথা জানে; সেও এ বিষয়ে উদ্যোগী আছে। আর এই ঘটনার একজন মাতব্বর সাক্ষী পাওয়া গিয়াছে; গরফু ও তাহার ভগ্নীর উপর অত্যাচারের সকল কথাই সে জানে। সে রাসবিহারীকে ডরায় না। আবশ্যক হইলে সে সকল কথা আদালতে বলিতে প্রস্তুত আছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"বেশ কথা; তোমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। এক্ষণে হুগলী যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও।"

স্নানাহার সমাপ্তির পর বিনোদ, রামজীবন, শ্রীরাম, রঘু ও কনষ্টবল, বন্য-পথ অতিক্রম করিয়া, পাকা রাস্তায় গাড়ীতে উঠিলেন এবং বৈকালে হুগলীতে পৌঁছিলেন। পথে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ব্যাপারই ঘটিল না।

বিনোদের উপদেশ ও অভিপ্রায় সমস্ত বুঝিয়া লইয়া, কনষ্টবল থানায় চলিয়া গেল। আর সকলকে সঙ্গে লইয়া বিনোদ আপনার বাসায় গমন করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়, শ্রীরামের সহিত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া, খানসামাকে তামাক সাজিতে আদেশ করিলেন। বিনোদ পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

# নবম পরিচ্ছেদ।

বিনোদ আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়াই, অপরাজিতা নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে, সিঁড়ির উপরে তাঁহার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার মুখ ভার, মন যেন বড়ই অপ্রসন্ন। বিনোদ ব্যস্ততা সহকারে তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং শীঘ্র তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,—"দেখ অপি! আমার তো কোনই বিপদ হয় নাই। তুমি অকারণ আমার বিপদের কল্পনা করিয়া কেবলই ভাবিতেছ—কতই কষ্ট পাইতেছ।"

অপরাজিতা নিরুত্তর। বিনোদ চিন্তাকুল ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"একি অপি, কোন কথা কহিতেছ না কেন? কোথা হইতে কোন মন্দ সংবাদ আসিয়াছে কি?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"না।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"আমার জন্য চিন্তায় তুমি কাতর হইয়াছ কি?"

অপরাজিতা আবার মৃদুস্বরে বলিলেন,—"না।"

বিনোদ বলিলেন,—"তবে কি? আমার কোন ব্যবহারে তুমি মনে কষ্ট পাইয়াছ কি?"

অপরাজিতা দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"হাঁ।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহা হইলে হয় আমার বুদ্ধি-ভ্রংশ হইয়াছে,না হয় তুমি পাগল হইয়াছ। আমি জ্ঞানতঃ, তোমার মনে বেদনা জন্মিতে পারে এমন কোন কার্য্য যদি করিয়া থাকি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, নিশ্চয়ই আমার বুদ্ধি বিচলিত হইয়াছে। আর আমার কোন কার্য্যে যদি তুমি মনে ব্যথা পাইয়া থাক, তাহা হইলে স্থির করিতে হইবে, তুমি আপনার বিচার-শক্তি হারাইয়াছ।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"ইহার কোনটাই সত্য কথা নহে।"

বিনোদ বলিলেন,—"তবে কি ? বল দিদি, বল আর কি হইয়াছে ? আমি তোমার ছোট ছোট কথা, একটু একটু জবাব শুনিয়া বড়ই কাতর হইতেছি।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"আমি এখনই বিজলীর পত্র পাইয়াছি।"

বিনোদ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—"তিনি ভাল আছেন ?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে বোধ হয় তোমার অধিকার নাই। সে পত্র পাঠ করিলে, দুঃখিনী, মর্ম্মপীড়িতা বালিকার সে হৃদয়ভেদী রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিলে, বোধ হয় পাষাণও গলিয়া যায়! বিনোদ, ভাই, একবার দূর হইতে তাঁহাকে দেখা দিয়া আসিলে,

না হয় স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার সংবাদ মাত্র লইলে, সরলা বালিকার এ হৃদয়-জ্বালা নিবারিত হইত। আমি বিজলীর সেই পত্র পড়িয়া এখনই কাঁদিতেছিলাম। স্থির করিয়াছিলাম, তোমার সহিত তুমুল কলহ করিব; কিন্তু সে সঙ্কল্প অসম্ভব। তুমি বিপদের ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়াছ দেখিয়া, সকলই ভুলিয়া গিয়াছি। তাই এত অল্প বিবাদে তুমি অব্যাহতি পাইলে।"

বিনোদ গম্ভীর ও ব্যথিত স্বরে বলিলেন,—"তুমি বুঝিতেছ না দিদি, আমার প্রাণের মধ্যে কি যুদ্ধ চলিতেছে। এক দিকে বিজলীর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা, অন্য দিকে তাহার পিতৃশোণিতে আমার সর্ব্বাঙ্গান প্রলেপ। এইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিতে, বা তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করিতে স্বভাবতঃ ঘৃণা হয়, লজ্জা হয়। এক দিকে পিতার কলঙ্ক-মোচনরূপ গুরু কর্ত্তব্যের ভার আমার স্কন্ধে, অন্য দিকে অহর্নিশ বিজলীর জন্য চিন্তা। তুমি বুঝিতেছ না দিদি, আমার হৃদয়ে কি আগুন জ্বলিতেছে। তুমি এক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছ, ইহা আমার সৌভাগ্য। তুমি নিশ্চয়ই কল্য বিজলীর পত্রের উত্তর লিখিবে। আমার এ হৃদয়ের ভাব যেরূপে পার, ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। কিয়ৎকালের অদর্শনে বা অনাদরে তিনি আপাততঃ কষ্ট অনুভব করিতেছেন, সত্য; কিন্তু কে বলিতে পারে যে,

তাঁহার এই কষ্ট চিরস্থায়ী হইবে না। পিতার কলঙ্ক বিমোচিত না হইলে, তাঁহার সহিত ইহ জীবনে আমার আর সাক্ষাৎ হইবে না।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তোমার এ সকল কথার বিশেষ কোন অর্থ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না; কিন্তু সে তর্ক এখন আর করিব না। তোমার সহিত আর কে কে এখানে আসিয়াছেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"চক্রবর্ত্তী খুড়া, আর শ্রীরাম আসিয়াছেন।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তাঁহাদের জন্য আপাততঃ জলখাবার পাঠাইতে হইবে কি? তাঁহারা বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতেছেন তো?"

বিনোদ বলিলেন,—"হাঁ তাঁহাদের জন্য সকল সুব্যবস্থা আমি করিয়া আসিয়াছি।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"যে উদ্দেশ্যে এই শ্রম তাহার কি হইল বল।"

বিনোদ কোন উত্তর না দিয়া, সম্মুখস্থ দ্বারের অপর পার্শ্বস্থিত বারান্দায় গমন করিলেন। অপরাজিতা তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। তথায় একখানি কাষ্ঠাসন পড়িয়াছিল। বিনোদ, তাহার উপর বসিয়া, একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত অপরাজিতার গোচর করিলেন। সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া, অপরাজিতার মুখ বড়ই চিন্তাকুল হইল।

তিনি কোন কথা কহিলেন না। তাঁহাকে নির্ব্বাক্ ও চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"আবার তোমার কথা বন্ধ হইল কেন? আবার তুমি কি ভাবিতেছ অপি?"

অপরাজিতা অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—"বিশেষ কিছু না।"

বিনোদ বলিলেন,—"কেন অপি! আজি বার বার তোমার ভাবান্তর দেখিতেছি? আমার কোন্ ব্যবহার আবার তোমাকে বিচলিত করিল? কেন দিদি, আবার তোমার এ চিন্তাকুল ভাব দেখিতেছি?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তুমি দুঃখিত হইও না। আমার ভাবান্তর কিছুই হয় নাই, চিন্তা কতকটা হইয়াছে বটে। তোমার কোন ব্যবহার তাহার কারণ নহে; যে সকল ঘটনা শুনিতেছি, তাহাই তাহার কারণ।"

বিনোদ বলিলেন,—"যাহা শুনিয়াছ তাহাতে চিন্তার কারণ বিশেষ কিছুই নাই তো।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"আছে—বিশেষ চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে। এই বারই তোমার বিশেষ বিপদ ঘটিত; আমি সে সংবাদের নিমিত্ত নিয়ত প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু রাসবিহারীর কঠিন জ্বর এবার আমাদের সহায় হইয়াছে। জ্বর বোধ হয় শীঘ্রই সারিয়া যাইবে; এবার যে সকল কার্য্য তুমি করিয়া আসিয়াছ, আর যাহা যাহা করিবে স্থির করিয়াছ তাহাতে তোমাকে নিশ্চয়ই গুরুতর বিপদে

পড়িতে হইবে। কিন্তু যাহা হইবে, তাহার অন্যথা ঘটাইতে বোধ হয় আমাদের সাধ্য নাই। সুতরাং, তাহার জন্য প্রস্তুত থাকাই আমাদের কর্ত্তব্য।”

বিনোদও একটু চিন্তিত ভাবে বলিলেন,—“অসম্ভব নহে। তোমার আশঙ্কা এবার ঘটিলেও ঘটিতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া তুমি কি আমাকে এই মহৎ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেও?”

অপরাজিতা বলিলেন,—“কখন না। সামান্য বিপদই হউক, আসামান্য বিপদই হউক; চরণে কুশাঙ্কুর মাত্র বিদ্ধ হওয়ার পর অব্যাহতি লাভ ঘটুক, অথবা অশেষ আশা ও উৎসাহপূর্ণ এই নবীন জীবন বিনষ্টই বা হউক, যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তাহার পরিসমাপ্তি করিতে তুমি বাধ্য। সে পবিত্র, পুণ্যময় সৎকার্য্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইলে, আমিই তোমাকে কুলাঙ্গার ও বর্ব্বর-বোধে ঘৃণা করিব। বিপদের ভয়ে এই পবিত্র ব্রত-পালনে পরাঙ্মুখ হইলে আমাদের অগৌরবের সীমা থাকিবে না। তবে ভাই, একটা কথা আমি তোমাকে অনুরোধ করি। তুমি অকারণ বিপদের অন্বেষণ করিও না; স্বকার্য্য সাধন করিতে যত বিপদ অপরিহার্য্য তাহা ঘাড় পাতিয়া গ্রহণ করিবে; কিন্তু পরিহার্য্য বিপদের নিকটেও যাইবে না। তোমাকে আমার নিকট এই কথার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে।”

বিনোদ বলিলেন,—"আমি কথনই তোমার এই সদুপদেশ লঙ্ঘন করিব না। যাহাতে অনর্থক বিপদের সম্ভাবনা আছে বুঝিব, সেরূপ কোন কার্য্যই আমি করিব না। অথচ বিপদের ভয়ে কোন আবশ্যক কার্য্য সম্পাদনে আমি পশ্চাৎপদ হইব না। সে কথা যাউক। আমরা নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায়, অনেকক্ষণ আপনাদের কথাই কহিতেছি, নিজের ভাবনাই ভাবিতেছি। কেদারের সংবাদ কিছু জান কি?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"আজি কেদারের অবস্থা খুব খারাপ গিয়াছে। তাহার মা ও স্ত্রী এখানে থাইতে আসিবার কথা ছিল; কিন্তু কেদারকে ফেলিয়া আসিতে পারে নাই। আমি লোক দিয়া খাবার হাঁসপাতালে পাঠাইয়াছি। এ বেলাও তাহার খবর লইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলাম। শুনিতেছি, এবেলা সে একটু ভাল আছে। তুমি দেখিয়াছ, এ গরিব বাঁচিবে বলিয়া তোমার আশা হয় কি?"

বিনোদ বলিলেন,—"অবস্থা খুব খারাপ। এ অবস্থায় কি ঘটিবে, তাহা বলা যায় না, আমি কালি প্রাতে তাহাকে দেখিয়া আসিব।"

তাহার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও শ্রীরামের সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে বিনোদ নীচে নামিয়া আসিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

## দশম পরিচ্ছেদ।

বিনোদ বাবু পরদিন প্রাতে মেজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে গমন করিলেন। সাহেব তখন প্রাতরাস সমাপ্ত করিয়া কাজে বসিয়াছেন। বিনোদের কার্ড প্রাপ্তিমাত্র সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিষ্টাচারাদি সমাপ্তির পর, বিনোদ আসন গ্রহণ করিলে, সাহেব বলিলেন,—"গরফু ও কেদার নাপিত উভয়েরই মোকদ্দমা অতি সঙ্গিন। এই দুই জনের প্রত্যেকটীর জন্যই ওয়ারেণ্ট দেওয়া যাইতে পারে। আমি কল্য কেদারের মুমূর্ষোক্তি লিখিয়া লইয়াছি।"

বিনোদ সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন,—"কেদার কি মারা গিয়াছে?"

মেজিষ্ট্রেট বলিলেন;—"ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, তাহার জীবনের আশা নাই। সেই জন্যই কল্য আমাকে কাছারির কাজ ফেলিয়া, তাহার জবানবন্দী লিখিয়া লইতে যাইতে হইয়াছিল। শুনিতেছি, সে কালি রাত্রিতে ভাল ছিল, আজি প্রাতেও একটু ভাল আছে। সে যে প্রকার জবানবন্দী দিয়াছে, তাহাই আপাততঃ যথেষ্ট মনে করিয়া ওয়ারেণ্ট বাহির করা যাইতে পারিবে। কেবল আপনার

অপেক্ষায় আমি এখনও কিছু করি নাই। প্রমাণের অবস্থা কিরূপ ?"

বিনোদ বলিলেন,—"গরফু ঘটিত ব্যাপারের সম্পূর্ণ প্রমাণ আমার হস্তগত হইয়াছে। আপনি অনুমতি করিলেই আমি স্বাক্ষী হাজির করিতে পারিব। কেদারের সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণের চেষ্টা আমি এখনও করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

সাহেব বলিলেন,—"সে জন্য এক্ষণে কোন অসুবিধা দেখিতেছি না। তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া গ্রেফতারি পরওয়ানা বাহির করায় বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। কেদারের এ দুর্দ্দশা যে রাসবিহারী করিয়াছে, সে বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং এখন রাসবিহারীকে হাজতে ফেলিয়া ক্রমে প্রমাণাদি উপস্থিত করিলে কাজের অসুবিধা হইবে না।"

বিনোদ বলিলেন,—"এ সম্বন্ধেও আমি যে সন্তোষজনক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিব, তাহার সন্দেহ নাই।"

সাহেব বলিলেন,—"নিশ্চয়ই পারিবেন। আপনি এবিষয়ে যেরূপ ধীরতা, সাহস, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারি না। আপনি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন। কিন্তু সে কথা এখন থাকুক। আপাততঃ পুলিস যে ভাবে গরফুর

মোকদ্দমা চালান দিয়াছেন, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারেণ্ট বাহির করা যাইতে পারে, পুলিস সাহেবও এজন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। আমরা উদ্বিগ্নভাবে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছি।”

বিনোদ বলিলেন,—“আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, রাসবিহারীর সম্বন্ধে আরও অতি ভয়ানক চার্জ্জ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। আমি তাহার ভাল প্রমাণ এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। দয়া করিয়া আমাকে সময় দিলে, আমি সে সম্বন্ধেও চেষ্টা করিব। তাহার পর তাহার বিরুদ্ধে এক সঙ্গে সকল কেসের ওয়ারেণ্ট বাহির হইলেই বোধ হয় সুবিধা হইবে। তাহাকে আগেই ধরিয়া ফেলিলে, বা স্থানান্তরিত করিলে, হয় তো আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে।”

সাহেব বলিলেন,—“আপনার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে আমাদিগের কোনই আপত্তি নাই। আপনি যে ভাবে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাতে আপনার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া চলাই আমাদের কর্ত্তব্য। রাসবিহারীর যে সকল দুষ্কর্ম্ম আপনি আমাদিগের গোচরে আনিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যে নিতান্ত শৈথিল্য ও অনবধানতা ব্যক্ত হইতেছে। রাসবিহারী ঘটিত এই সকল কথা শুনিয়া সকলেই মনে করিবে, হুগলীর মেজিষ্ট্রেট, পুলিস ও শাসন-বিভাগে লিপ্ত তাবৎ

কর্ম্মচারী হয় বেজায় ঘুষ খায়; না হয় কেবল ঘুমাইয়া, মদ খাইয়া, বা লনটেনিস্ খেলিয়া কাল কাটায়। এরূপ অরাজক, মুসলমানদিগের শাসনের শেষ ভাগে হইলে শোভা পাইত। আপনি রাসবিহারীর বিরুদ্ধে যে নূতন চার্জ্জের কথা বলিতেছেন, তাহা কি ভাবের?"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি আপনাকে পূর্ব্বে একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, নিধে চাঁড়াল নামক এক ব্যক্তি রাসবিহারীর অত্যাচারে দেশত্যাগী হইয়াছে, এপর্য্যন্ত তাহার সন্ধান নাই। আমার সন্দেহ হইতেছে, রাসবিহারী তাহাকে প্রচ্ছন্নভাবে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে। আমি স্বয়ং এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া ফলাফল আপনাকে জানাইতে ইচ্ছা করি। তাহার পর আপনি যথা-কর্ত্তব্য করিবেন।"

সাহেব বলিলেন,—"উত্তম কথা। আপনি তাহার বিরুদ্ধে আরও যে সকল কেস উপস্থিত করিবেন মনে করিয়াছেন,ইচ্ছানুরূপ সময়ে তাহার আয়োজন করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি তাহার বিরুদ্ধে যে দুই ভয়ানক মোকদ্দমা আপনি উপস্থিত করিয়াছেন,তাহার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে বিলম্ব হইলে, আমাদের বড়ই নিন্দার কথা হইবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি আপনাদিগকে এ জন্য অধিক বিলম্ব করিতে অনুরোধ করি না।"

সাহেব বলিলেন,—"আপনি আমাদিগকে কত বিলম্ব করিতে বলেন?"

বিনোদ কহিলেন,—"তিন চারি দিন মাত্র। বোধ হয় তিন চারি দিনেই আমার কার্য্য শেষ হইবে।"

মেজিষ্ট্রেট সাহেব একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"তাহাই হইবে। আপনার অনুরোধে তিন চারি দিন গ্রেফতারি পরোয়ানা বাহির করা বন্ধ থাকিল।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহা হইলে এই কথাই এক্ষণে স্থির থাকিল। আমি অদ্যই স্বর্ণগ্রামে যাইব এবং সেখানে আবশ্যক মত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। যদি আমি নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য শেষ করিতে পারি, তাহা হইলে তিন চারি দিনের মধ্যেই স্বয়ং আসিয়া, বা উপযুক্ত লোক পাঠাইয়া আপনাদিগকে সকল কথা জানাইব। যদি তিন চারি দিনের মধ্যে আমার নিকট হইতে কোন সংবাদ না আইসে তাহা হইলে আপনারা বুঝিবেন যে, আমার প্রাণান্ত হইয়াছে, বা আমি ঘোরতর বিপদে পড়িয়াছি। তখন আপনারা যোগ্য লোক দ্বারা ওয়ারেণ্ট পাঠাইবেন এবং যদি আমি তখনও জীবিত থাকি, তাহা হইলে আমার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিবেন।"

সাহেব বলিলেন,—"জীবনান্ত হইতে পারে বলিয়া যদি আপনার আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে এরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আপনাকে আমি পরামর্শ দিই না।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি এ কার্য্যের জন্য জীবনকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছি। আমার পিতা নর-হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া সমাজ-পরিত্যক্ত ও নিরুদ্দেশ হইয়া রহিয়াছেন। আমার বিশ্বাস এ জগতে রাসবিহারী পাষণ্ড-ব্যতীত তাঁহার সংবাদ আর কেহই জানে না। তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে না পারিলে, সে কখনই তাহা স্বীকার করিবে না। অন্য মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়া সে হাজতে থাকিলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আমি তাহাকে স্বয়ং স্বকীয় অধীনতায় বদ্ধ করিয়া, আয়ত্ত করিতে চাহি।"

সাহেব বলিলেন,—"আপনার অভিপ্রায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি. এজন্য আপনাকে রাজকীয় সহায়তা প্রদানেও আমরা প্রস্তুত আছি। আপনার নিকট পরোয়াণা আছে; আপনি আবশ্যক বুঝিলে, ইচ্ছামত পুলিস কর্ম্মচারী সঙ্গে লইতে পারিবেন।"

বিনোদ বলিলেন,—"আপনার সৌজন্যে আমি অনুগৃহীত হইয়াছি, কিন্তু এজন্য কাহারও সহায়তা আমি লইব না। যে ব্যক্তি আমার পিতার দেব-চরিত্রে এই কলঙ্ক আরোপ করিয়া, তাঁহাকে দেশান্তরিত করিয়াছে, তাহাকে রাজদণ্ডে ও মনুষ্য-সমাজে লাঞ্ছিত করিবার নিমিত্ত যে কিছু অনুষ্ঠান আবশ্যক, তাহা আমি স্বয়ং সম্পন্ন করিব। তবে প্রয়োজন না হইলেও, আইনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখি-

বার নিমিত্ত, আমি পূর্ব্ববৎ দুইজন প্রচ্ছন্ন-বেশধারী কনষ্টবল সঙ্গে রাখিতে ইচ্ছা করি।"

মেজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"আপনার উদ্যম ও অধ্যবসায় অসাধারণ, নির্ভীকতা ও কার্য্যময়তা অতুলনীয়। আপনি পিতার সুসন্তান। আশা করি, আপনার প্রযত্নে আপনার পিতৃনামের কলঙ্ক সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষালিত হইবে। কিন্তু আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনি বালক; আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি অকারণে বিশেষ বিপজ্জনক কার্য্যে কদাচ হস্তক্ষেপ করিবেন না।"

বিনোদ সবিনয়ে বলিলেন,—"মহাশয়ের উপদেশ আমার শিরোধার্য্য। আমি নিশ্চয়ই অতিশয় সাবধানতা সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব। আপনার নিকট আমি চিরবাধিত। বিদায় কালে একটা কথা আমি বিনীতভাবে মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছি। রামদীনের সম্বন্ধে আপনি কি স্থির করিয়াছেন? আমার বোধ হয় এ ব্যাপারের সহিত তাহার কোনই সংশ্রব নাই।"

সাহেব কহিলেন,—"পুলিস এ পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারে নাই। এ ব্যাপারে আপনি যাহা হউক প্রমাণ না আনিতে পারিলে,আর কেহ যে কিছু আনিতে পারিবে এমন বোধ হয় না। আপনি যখন তাহাকে নিরপরাধ বলিয়া বুঝিতেছেন, তখন

তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ায় হানি নাই। ভবিষ্যতে যদি তাহার সম্বন্ধে কোন গোল উঠে, বা তাহাকে প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যাহাতে তাহাকে সহজে পাওয়া যায়. তাহার একটা উপায় থাকা মন্দ নহে। আপনি অদ্য কাছারির সময়, একটা জামিন দিয়া তাহাকে খালাস করিয়া লইয়া যাইবেন।"

যথানিয়মে অভিবাদনাদি করিয়া, বিনোদ বিদায় হইলেন।

# একাদশ পরিচ্ছেদ।

মেজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হইতে বিদায় হইয়া বিনোদ সত্বর পুলিস সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। যাহা যাহা তিনি করিয়াছেন, মেজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত তাঁহার যেরূপ কথোপকথন হইয়াছে, সমস্ত তাঁহাকে জানাইয়া এবং তাঁহার উপদেশ ও অভিপ্রায় বুঝিয়া লইয়া, বিনোদ যথানিয়মে সে স্থান হইতে বিদায় হইলেন।

তাহার পর তাঁহার গাড়ি হাসপাতালের ফটকে প্রবেশ করিল। তখন ডাক্তার সাহেব সেখানেই ছিলেন। বিনোদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, অন্যান্য কথার পর, কেদার নাপিতের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাহেবের কথা শুনিয়া বিনোদ বুঝিলেন, কেদার একটু ভাল আছে, তাহার জ্ঞান হইয়াছে, সে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, কিন্তু এখনও জীবনের কোন আশা নাই। ডাক্তার সাহেবের অনুমতি লইয়া, তিনি কেদারের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন।

কেদারের মা ও স্ত্রী বিনোদকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মা বলিল,—"আপনারই জন্য যদি আমার কেদার প্রাণ পায়।"

তাহার স্ত্রী বলিল,—"যেমন বাবু, তেমনই তাঁহার বহিন। তিনি, আমাদের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া, কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরের জন্ত কেহ কি কাঁদে?"

কেদারের মা বলিল,—"এ সব কি মানুষ? ইঁহারা দেবতা। কালি আবার লোক দিয়া তিনি আমাদের জন্য কত খাবার এখানে পাঠাইয়াছেন; আমরা খাইতে পারি নাই বলিয়া বার বার লোক দিয়া খবর লইয়াছেন।"

যখন দুর্গাপুরে কেদারের বাটীতে উপস্থিত হইয়া, বিনোদ তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন সে অজ্ঞান ছিল। এক্ষণে তাহার বেশ জ্ঞান হইয়াছে। তাহার মা তাহাকে বুঝাইয়া দিল, এই বাবুই তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়াছেন, কত খরচ করিয়াছেন, কত যত্ন করিতেছেন, খবর লইতেছেন। ইনি রাসবিহারী নাগের ভয় করেন না, তাহার সর্ব্বনাশ ইঁহার দ্বারাই হইবে। সমস্ত শুনিয়া, কেদার তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্ত চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার বাম হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কাজেই সে এক হাত কপালে তুলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বিনোদ বলিলেন,—"তুমি একটু ভাল আছ শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখানে এইরূপ যত্নে কিছুদিন থাকিলে তুমি সারিয়া উঠিবে।"

অতি মৃদুস্বরে কেদার বলিল,—"আপনার দয়া। বড় কঠিন কাজে আপনি হাত দিয়াছেন। নাগ পারে না

এমন কাজ নাই। আপনার কাজ শেষ হইয়াছে কি? আর সেখানে না যাইতে হইলেই ভাল হয়।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমার কাজ এখনও শেষ হয় নাই। তুমি অনেক দিন রাসবিহারীর সংসারে কাজ করিয়াছ। অনেক কথা তোমার জানা থাকিতে পারে। তোমাদের গ্রামের নিধে চাঁড়ালের উপর রাসবিহারী অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। তাহার পর সে কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ধান নাই। আমি সেই বিষয়ের সন্ধানের জন্য বড়ই আগ্রহান্বিত হইয়াছি।"

কেদার বলিল,—"কোন প্রকার সন্ধান করিতে পারিয়াছেন কি?"

বিনোদ বলিলেন,—"না। কেহ কেহ বলিতেছে, রাসবিহারী হয় তো তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে।"

কেদার বলিল,—"অসম্ভব নয়। রাসবিহারীর এরূপ বে-আইন কয়েদ করা দুই এক জন লোক আছে বলিয়া আমার বোধ হয়।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"কিসে তুমি এরূপ অনুমান কর?"

কেদার বলিল,—"রাসবিহারীর এক জন শত্রু কোন কাজে পড়িয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল জানি। তাহার পর সে আর দেশে ফিরিয়া যায় নাই। কোথায়ও

তাহার সন্ধান হয় নাই, তাহার লাসও কেহ কোথায় দেখে নাই। তাহার কি হইল, আমরা সর্ব্বদা কাছে থাকিয়াও, তাহা বুঝিতে পারি নাই। ইহাতেই বোধ হয়, রাসবিহারী তাহাকে গুমি করিয়াছে।"

বিনোদ বলিলেন,—"সম্ভব বটে। কিন্তু এমন করিয়া মানুষ গুমি করিল, অথচ তোমরা পর্য্যন্ত কখন জানিতে পারিলে না, ইহা কি সম্ভব?"

কেদার বলিল,—"আশ্চর্য্য কিছু নাই। অনেক স্ত্রীর ধর্ম্মনাশ, খুন, জখম, আমরা তাহার চাকর হইলেও, জানিতে পারিতাম না।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"কিন্তু যে ব্যক্তি খুন করিতে একটুও পিছ পা নহে, সে কেন মানুষ গুমি করিয়া বিব্রত হইবে?"

কেদার বলিল,—"কথাটা আমরাও অনেক সময়েই ভাবিয়াছি। আমার বোধ হয়, যখন খুন করিবার অসুবিধা হইত, যখন খুন করিলে ধরা পড়িবে বলিয়া সে বোধ করিত, তখনই মানুষটাকে সে লুকাইয়া ফেলিত। এও এক রকম খুন। কেন না হয় তো সেখানে মানুষটা সহজেই, দুই এক মাসের মধ্যে, আপনি মরিয়া থাকিত।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার এ সকল অনুমান বড়ই সুসঙ্গত। তবে একটা কথা সহজেই মনে হয় যে, দুনিয়ায় কাহাকেও যে ব্যক্তি ভয় করে না, আর সংসারের

কোন লোকই যাহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে সাহস করে না, সে নিধে চাঁড়ালের মত একটা সামান্য লোককে একবারে খুন না করিয়া, কেন তাহাকে লুকাইয়া রাখিবে? নিধেকে মাঠের মধ্যে খুন করিয়া ফেলিলেই কে রাসবিহারীর কি করিতে পারিত?”

কেদার বলিল,—“এ কথা ঠিক বটে। কিন্তু আমি আগেই বলিয়াছি, খুন করিবার সুবিধা সকল সময়ে হয় না। যে এত অত্যাচার করে, সে খুব সাবধানী লোক। চারিদিক বাঁচাইয়া চলিতে পারে বলিয়াই, রাসবিহারীর এত অত্যাচার চলিয়া আসিতেছে। নিজ গ্রামে খুন করিয়া রাসবিহারী হয় তো লাস পাঁচ ক্রোশ দূরে আর এক গ্রামের মাঠে ফেলিয়া দেয়; এমন ভাবে লাস পুকুরে ফেলিয়া থাকে, যে তাহা কখনই ভাসিয়া উঠে না। এমন করিয়া পুতিয়া ফেলে যে তাহার সন্ধান হয় না। এইরূপ সাবধানে সে কাজ করে। এ কাজে তাহার বিশ্বাসী লোক আছে। অনেকে ইহা জানে, কিন্তু সহজে রাসবিহারীকে ধরিতে ছুঁইতে পারে না। তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রমাণও পাওয়া যায় না। কোন গরীব লোকই তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে সাহস করে না। ধনবান্ ভদ্রলোক গ্রামে কেহ নাই। যে দুই জন ছিলেন, জানি না, তাঁহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে। গ্রামের চৌকীদারটী পর্য্যন্ত রাসবিহারীর বাধ্য—টাকার বাধ্য—ভয়ে বাধ্য।”

বিনোদ বলিলেন,—"তা তো ঠিক। এত সাবধান না হইলে,এত পাপ এত দিন লুকাইয়া চলিতে পারে কি ? আমার বোধ হয়, তুমি বলিতেছ যে, যেখানে যেরূপ সুবিধা পায়, সেখানে রাসবিহারী সেইরূপ করে। যেখানে খুন করিলে লাস সরাইবার সুবিধা দেখে, সেখানে খুন করিয়া ফেলে। যেখানে সে সুবিধা না হয়, সেখানে সে গুমি করে। তোমার কথা শুনিয়া আমি বুঝিতেছি যে নিধেকে হয়ত খুন করিবার সুবিধা হয় নাই ; তাই হয় ত তাহাকে লুকাইয়া ফেলিয়াছে।"

কেদার বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ।"

বিনোদ বলিলেন,—"এমনও হইতে পারে যে,নিধেকে খুন করিয়া লাস এমন ভাবে গোপন করিয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা জানিতে পারে নাই।"

কেদার বলিল,—"তাহা তো হইতেই পারে। সেরূপ কাণ্ড তো কতই হইয়াছে। তবে লোককে গুমি করিয়া রাখাও রাসবিহারীর পক্ষে অসম্ভব নয় ; সেরূপ ভাবে দুই চারি জনকে সে লুকাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়।"

বিনোদ বলিলেন,—"বুঝিতেছি, এ সকল অনুমান মাত্র। কি যে হয়, রাসবিহারী কি যে করে, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে কাহারও সাধ্য নাই। তবে কথা এই মানুষ গুমি করিয়া রাখিতে হইলে একটা ভাল নিরাপদ

জায়গা চাই। বাড়ীর চাকর পর্য্যন্ত জানিতে না পারে, এমন একটা জায়গা ঠিক করিয়া রাখা সহজ নহে।"

কেদার বলিল,—"রাসবিহারীর সেরূপ জায়গা আছে। তাহার বাটীর এক ক্রোশ দক্ষিণে উত্তরপাড়া নামে গ্রাম ছিল। এখন গ্রাম নাই, বসতি উঠিয়া গিয়াছে, ঘর দুয়ার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বাগান আর বনে সমস্ত জায়গা ছাইয়া গিয়াছে। সে গ্রামটার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, দিনেও সে দিকে লোক যাইতে ভয় পায়। সেই গ্রামে রাসবিহারীর এক পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড থাকা সম্ভব। কেন না সে বাড়ীর দেউড়িতে একজন বাগদি নিয়ত উপস্থিত থাকে, সেখানে রাঁধাবাড়া করিয়া খায়, রাত্রিতেও শুইয়া থাকে। যদি কোথায় যাইতে হয়, তাহা হইলে দরজায় চাবি দিয়া যায়, আবার শীঘ্রই ফিরিয়া আইসে। এ কথা আমি জানি, আরও দুই একজন জানে। কিন্তু সেখানে কি আছে তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। সকলেই আন্দাজ করে, হয় তো যাহাদের প্রাণে মারার সুবিধা হয় না, তাহাদিগকে সেখানে আটকাইয়া রাখে।"

বিনোদ এই সকল কথা ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় প্রাণের মধ্যে গাঁথিয়া লইলেন। বলিলেন,—"অসম্ভব নয়। কিন্তু যে সকল স্ত্রীলোক লইয়া সে অত্যাচার করে, তাহাদের হয়ত

সেখানেও লইয়া যাইতে পারে। এই জন্যই এ লুকান স্থানটা রাখিয়াছে।"

কেদার বলিল,—"এজন্য তাহার লুকান স্থানের দর কার হয় না। কান্না, পায়ে ধরা, চীৎকার কিছুই সে গ্রাহ্য করে না। তাহার বৈঠকখানায় কত সতীর চীৎকার প্রায়ই শুনা যায়। সে সব কথা নয়; কয়েদ করা লোক থাকাই সেখানে সম্ভব। আর কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।"

বিনোদ বলিলেন,—"এত বড় ভয়ানক ব্যাপার যদি সেখানে থাকে, তাহা হইলে কেবল মাত্র একটা সামান্য বাগদির হাতে তাহার ভার রাখিয়া, রাসবিহারী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে কি ?"

কেদার বলিল—"প্রকাশ হইবার কোন উপায় নাই; যে বাগদি সেখানে থাকে সে খুব অনুগত, লোকজন কেহ সেদিকে যায় না; কেহ কিছু জানিতে পায় না। এই সকল কারণে বোধ হয় এমন কাণ্ড চলিয়া আসিতেছে। আমি ঠিক বলিতে পারি না; আপনি এত অনুসন্ধান করিতেছেন, সে দিকটাও একবার সন্ধান করিবেন।"

বিনোদ বলিলেন,—"নিশ্চয়ই সন্ধান করিব। তোমার কথায় আমার বিশেষ উপকার হইল।"

কেদার বলিল,—"কিন্তু খুব সাবধান। উত্তরপাড়ার সে বাড়ীতে যাওয়ার রাস্তা নাই। চারিদিকে কেবল

বন। নিকটে গ্রাম কি লোক নাই। লোকের পায়ে পায়ে যে রকম রাস্তা হয়, তা'ও সেখানে নাই। কেহ তো সেখানে যায় না। কেবল এক পথ আছে, তাও রাসবিহারীর বাড়ীর পাশ দিয়া গিয়াছে, খানিক দূর যাওয়ার পর, সে পথও বনে মিশিয়া গিয়াছে কাজেই সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করিতে হইলে, রাসবিহারী জানিতে পারিবে। খুব সাবধান বাবু।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার কথামত আমি খুব সাবধানে কাজ করিব। আমি আজিই স্বর্ণগ্রাম যাইব। ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের সহিত দেখা করিব। ভরসা করি, এবার আসিয়া তোমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিব। তুমি খুব সাবধানে থাকিবে।" তাহার পর তাহার মা ও স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তোমরা বিশেষ সাবধান থাকিবে। যখন যে বিষয়ের আবশ্যক হইবে, আমার ভগ্নীর নিকট চাহিয়া পাঠাইবে। কোন কথাই তাঁহাকে জানাইতে কুণ্ঠিত হইবে না। আমি এক্ষণে আসি।"

জিতা স্বহস্তে স্থান পরিষ্কার করিয়া, আসন পাতিয়া, জল রাখিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে স্বহস্তে থালায় করিয়া ভাত লইয়া আসিলেন এবং সে থালা যথাস্থানে স্থাপনের পর ত্বরিতপদে গমন করিয়া আর এক থালায় নানা প্রকার ব্যঞ্জনাদি লইয়া আসিলেন। বিনোদকে উঠিয়া আসিয়া খাইতে বলিয়া, তিনি আবার দ্রুতপদে দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন আনিতে গমন করিলেন। দুগ্ধ বড়ই উষ্ণ ছিল; অপরাজিতা তাহাতে পাখার বাতাস দিতে লাগিলেন।

বিনোদ, ভোজন করিতে করিতে, অদ্য সাহেবদিগের সহিত যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, কেদার তাঁহাকে যাহা যাহা বলিয়াছে, সমস্তই অপরাজিতাকে জানাইলেন। আহার সমাপ্ত হইলে, বিনোদ আচমনাদি শেষ করিয়া তাম্বূল চর্ব্বন করিতে লাগিলেন।

এতক্ষণ অপরাজিতা বিশেষ কোন কথা কহেন নাই; অনন্যমনে বিনোদের বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন মাত্র। এক্ষণে জিজ্ঞাসিলেন,—"এবার তুমি কবে ফিরিবে?"

বিনোদ বলিলেন,—"ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে যেমন যাওয়া আসা চলিতেছে, সেইরূপই হইবে বোধ হয়। দুই-তিন দিনের বেশী বিলম্ব হইবে বোধ হয় না।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তাহা হইলে দুই-তিন দিনের বেশী বিলম্ব দেখিলে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, তুমি বিপদে পড়িয়াছ?"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহা মনে করিবে কেন?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তবে কোন্ অবস্থা দেখিলে তাহা মনে করিব, বলিয়া দেও।"

বিনোদ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিয়া উঠিলেন, "এ প্রকার একটা কথা স্থির করিয়া রাখা মন্দ নহে। তোমার প্রশ্ন আমাকে বড়ই সতর্ক করিয়া দিয়াছে। শুন দিদি, যদি দুই দিন অতীত হইয়া যায়, অথচ আমি ফিরিয়া না আইসি, অথবা আমার নিকট হইতে কোন সংবাদ না আইসে, তাহা হইলে বুঝিবে, আমি কোন বিপদে পড়িয়াছি।"

অপরাজিতা নীরব। বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"কি ভাবিতেছ?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তখন আমার কর্ত্তব্য কি, তাহাই ভাবিয়া স্থির করিতেছি।"

"কি স্থির করিলে?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ মেজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তোমার নাম করিয়া বলিয়া পাঠাইব যে, রাসবিহারী নাগকে এখনই গ্রেপ্তার করা হউক; বিনোদ বাবু বিপন্ন।"

বিনোদ আরও কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন এবং অপরাজিতার সাবধানতার বার বার প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"মন্দ পরামর্শ নহে। আমি একখানি পত্র

লিখিয়া রাখিতেছি। আমার বিলম্ব হইলে সেই পত্রখানি মেজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবে। তাহাতেই সকল কথা লেখা থাকিবে।”

অপরাজিতা বলিলেন,—“বেশ কথা। আজি বুধবার। যদি শুক্রবারের রাত্রির মধ্যে তোমার সংবাদ না পাই,তাহা হইলে মেজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সেই রাত্রিতেই তোমার পত্র পাঠাইয়া দিব, এবং যতক্ষণ তোমার খবর না পাই, ততক্ষণ ছটফট করিতে করিতে বসিয়া থাকিব।”

বিনোদ বলিলেন,—“বোধ হয় কোনই প্রয়োজন হইবে না। আমরা অকারণ অনাগত বিপদ-ভয়ে অনাবশ্যক সাবধানতা অবলম্বন করিতেছি। কালি যদি না হয়, তাহা হইলে পরশু আমি নিশ্চয়ই ফিরিব।”

অপরাজিতা নীরব। বিনোদ আবার বলিতে লাগিলেন,—“আমি যাহা জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুল রহিয়াছি, এইবার সে সন্ধানের সূত্র-পাত হইবে। আমার বিশ্বাস, আমার পিতৃদেবের নিয়তি কি হইয়াছে, তাহা এ জগতে রাসবিহারী ভিন্ন আর কেহই জানে না। সেই রাসবিহারীকে এইবার আমি স্বয়ং আয়ত্ত করিব। তাহাকে অধীন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে নিজের পদানত করিয়া, তাহার নিকট হইতে এ সংবাদ বাহির করিতে পারিব। যে আশায় বুক বাঁধিয়া এত আয়োজন করিতেছি, জানি না তাহার সফলতা আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে, অথবা

অতঃপর কি ভাবে, কোন্ পথে আমাকে কার্য্য-সূত্রের অনুসরণ করিতে হইবে।"

বিনোদ ধীরভাবে সকল কথা গুছাইয়া মেজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে পত্র লিখিয়া অপরাজিতার হস্তে প্রদান করিলেন এবং তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

অপরাজিতা মনে মনে বলিলেন,—"পরশু—পরশু পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট ভাবে তোমার জন্য চিন্তা করিয়া কাল নষ্ট করা অসম্ভব। কিন্তু উপায় নাই, তাহাই থাকিতে হইবে। পরশুর পর—শুক্রবারের রাত্রিতে আমি কি করিব? বিনোদ বিপন্ন হইয়াছেন বুঝিয়াও আমি কেবল ভাবিয়া সময় কাটাইব? জানি না ভগবান্ কি ঘটাইবেন।"

বিনোদ বাহিরে আসিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়, শ্রীরাম, রঘু এবং দুইজন বলিষ্ঠকায় ভোজপুরী দ্বারবান্ সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। অন্যান্য সকলকে গাড়িতে রাখিয়া, তিনি কাছারীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে মেজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, রামদীনের মুক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া লইলেন এবং সাবধানতার অনুরোধে আপনার ভগ্নীর নিকট যে পত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কথাও জানাইলেন। সাহেব তাঁহার এই সুব্যবস্থার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

সেখান হইতে বিদায় হইয়া বিনোদকে জেলখানায়

যাইতে হইল। সাহেবের আদেশলিপি দেখাইলে, একটু লেখা পড়ার পর, রামদীন মুক্ত হইল। বলা বাহুল্য, সে আগ্রহসহকারে বিনোদের সঙ্গী হইল।

পূর্ব্ব পরিচিত কনষ্টবল দুইজনও তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইল।

দুইখানি গাড়ি করিয়া সকলে যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যার একটু পরে সকলে নির্ব্বিঘ্নে স্বর্ণগ্রামে পৌঁছিলেন। সে রাত্রিতে আর কোন কার্য্য হইল না।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হরিপুরের রায় বাবুদিগের বিশাল ভবনের অন্তঃপুর মধ্যে, ব্রজেশ্বরী আপনার শয়ন-প্রকোষ্ঠে বসিয়া, অপরাজিতাকে পত্র লিখিতেছেন। পত্র রচনা সমাপ্ত হইলে, তিনি তাহা পাঠ করিলেন।

"ভাই-ভুলান ঠাকুরঝি আমার,

"কালি তোমার কোন পত্র আইসে নাই; সে জন্য আমি বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি বলিলে হয় তো তোমার বড় গায়ে লাগিবে না; কিন্তু সত্য বলিতেছি, তোমার দাদাও বড় ব্যাকুল হইয়াছেন; এ কথায় বোধ হয় তুমিও ব্যাকুল হইবে।

"তুমি ভাই বড় একচখো। ভাই দুজনেই সমান! এক ভাইকে পাগল করিয়া—নিয়ত কাঁদাইয়া, আর ভাইকে লইয়া রঙ্গ-রসে কাল কাটান বড় পক্ষপাতিতা নয় কি? দুজনকে সমান করিয়া চলিতে পারিলেই তোমার বেশ বাহাদুরী বুঝা যাইত।

"ঠাকুরপোর দিকে তোমার প্রাণের টান আছে জানি; কিন্তু তোমার দাদা বলেন. তাঁহার দিকেও কম নহে।

তোমার রকম দেখিয়া তাঁহার কথাটা মিথ্যা বলিয়াই মনে হয় না কি ?

"ঠাকুরপোর সহিত স্বাধীনভাবে ঘর-কন্না করিবে, ইহাই যদি তোমার মনে ছিল, তাহা হইলে সে কথা ঘুণাক্ষরে আগে আমাকে জানাইলে, আমি নিশ্চয়ই তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিতাম। তোমাকে এত কাণ্ড করিয়া ঘর ছাড়িয়া গিয়া, ভাইকে ধরিতে হইত না।

"এখানে বড় কলঙ্ক রটিয়াছে। তোমার দাদা বলেন, হয় তো লোকে আমাদের বাটীতে আহার-ব্যবহার ত্যাগ করিবে। কিন্তু তিনি এ কথাও বলেন, ঠাকুরপো ছেলে-মানুষ বলিয়া গোল করিয়া ফেলিয়াছেন ; তোমার দাদা হইলে সকল দিক সামলাইয়া সাবধানে চলিতে পারিতেন —এত গোল হইত না।

"তুমি বড় আমোদে আছ, তাই হয় ত সকল সময় আমাদের কথা মনে পড়ে না—পড়িলেও হয়ত পত্র লেখার সময় হয় না।

"আমাদের পোড়া মন তোমাদের খবর না পাইলে বড়ই অস্থির হয়। এক সময়ে, একটু আমোদ বন্ধ করিয়া, একটা খবর লিখিতে পারিবে না কি ?

"ঠাকুরপোর কাজের কতদূর কি হইল ? তিনি এক-বার বাটী আসিয়া পূজনীয়া মা ঠাকুরাণীকে আর আমাকে দেখা দিয়া যাইতে পারিবেন না কি ? তুমি দয়া

করিয়া একবার ছুটী দিলেই আসিতে পারেন বোধ হয়।

"তোমার দাদা হয় তো তোমাদের দেখিবার জন্য কালি হুগলী যাইবেন। কিন্তু দেখিও ভাই, যেন দুই ভাইয়ে মারামারি না বাধে—খুব সাবধান।

"ঠাকুরপো পনর দিন, আর তুমি দশ দিন বাড়ী ছাড়া। বাড়ী হাঁ হাঁ করিতেছে। দোহাই ঠাকুরঝি, তুমি ঘরে বসিয়া যাহা হয় করিও—এমন করিয়া ভাই লইয়া আর পলাইও না।

"তুমি আপন মুখে কবুল করিয়াছ, ভাইকে ভালবাসার চেয়ে সুখ আর নাই। ভাইয়ের গৃহিণী হইয়া সংসার করার কত সুখ, তাহা বোধ হয় এখন বলিতে পারিবে। কথাটা সরল মনে বলিবে কি ?

"তোমাদের জন্য চিন্তায় আমরা বড় কষ্টে আছি। আমি বলিতেছি, তোমাদের কলঙ্কের বোঝা যেমন করিয়া হউক, আমরা ঘাড় পাতিয়া লইব ; তোমরা ঘরে ফিরিয়া আইস।

"একদিন সংবাদ না পাইলে আমরা বড় কষ্ট পাই, এ কথা মনে করিবার একটু অবকাশ কি তোমরা পাও না ? ইতি

"তোমার<br>
( কে তা বুঝিতে পারি না )<br>
ব্রজেশ্বরী।"

পত্র পাঠ করিয়া ব্রজেশ্বরী তাহা থামের মধ্যে পুরিয়া ফেলিলেন। ঠিক সেই সময় যতীন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"আজিও তো বিনোদ কি অপির কোন পত্র পাওয়া গেল না। তোমার হাতে ও কি পত্র ?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "এ পত্র আমি এখন ঠাকুর-ঝিকে লিখিতেছি। এখনও অাঁটা হয় নাই। দেখিবে কি ?"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"না—দেখিতে চাহি না। তোমার পত্র কেবল কদর্য্য গালিতে পূর্ণ।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"আমি যাহা বলি, তাহা যদি গালি বলিয়া মনে হয়, আর তাহা শুনিতে যদি তোমরা ভাল না বাস, তাহা হইলে সাবধানে চলিতে পার না ? তোমরা অন্যায় কাজ করিতে পার, আমাদের বলাতেই যত দোষ !"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"সকলকে আপনার মত দেখা সকল সময়ে উচিত হয় না। সেদিনকার কথা বলিব কি ?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"বল না—কি বলিবে। যাহার মনে পাপ নাই, সে কথার ভয় করিবে কেন ? কি বলিতে চাও—বল !"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"বলিতে বলিতেছ—বলি তবে —আমার দোষ নাই। সেই সেদিন—মনে পড়ে তোমার ? খুব মনে পড়ে—সে কি ভুলিবার কথা—সেই সেদিন—

তোমার দাদা যে দিন এখানে আসিয়াছিলেন—বলি—না বলিব না—তোমার মুখ শুকাইয়া যাইতেছে—আহা, আহা!, না আর কাঁদিতে হইবে না। আমরা তো সে জন্য কিছু বলিতেছি না—সে তো সওয়া রোগ—জানি আমরা সে রোগ তোমাকে কখন ছাড়িবে না। না—আর বলিব না—থাক্—তুমি আর কাঁদিও না।"

যতীন্দ্র ব্রজেশ্বরীর নিকটস্থ হইলেন এবং সাদরে বাম হস্তে তাঁহার চিবুক ধরিয়া,দক্ষিণ হস্তে কাপড় দিয়া তাঁহার মুখ মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন,—"তবেই তো ভাই, জান যদি সে কথা মনে হইলেই কাঁদিতে হইবে, তবে সে ছাই কথা তুলিবার কি দরকার ছিল? তা যাক্—আর তো সে-কথা বলিতেছি না, তবু কাঁদ কেন? না আর কাঁদিও না। তোমার ভাইয়ের গলা জড়াইয়া ধরা গুণের কথা সকলেই জানে তো—তুমিও সে কাজ লুকাইয়া কর না—সে জন্য কাহাকে ভয়ও কর না। তবে আজি কাঁদিতেছ কেন? আমি আর বলিব না, তুমি আর কাঁদিও না।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, —"তুমি বড় দুষ্ট! আমার ইচ্ছা হইতেছে, তোমার গোঁফগুলা টানিয়া ছিঁড়িয়া দেই।"

যতীন্দ্র বলিলেন.—"এ ইচ্ছা হইতে পারে। যে ব্যক্তিকে আপনার সুখের পথের কণ্টক বলিয়া মনে হয়, তাহাকে সাজা দিয়া, কষ্ট দিয়া, দূর করিয়া দিতে ইচ্ছা হয় বটে। তা ভাই তোমার ভুল হইতেছে; আমি তো তোমার

ভাই লইয়া রঙ্গ-রসের বিরোধিতা করা দূরে থাকুক, সহায়তাই করিয়া থাকি। তবে কেন ভাই আমার গোঁফ ছিঁড়িয়া দিবে?"

তখন ব্রজেশ্বরী কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না বুঝিয়া, সোহাগভরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা যতীন্দ্র বাবুর কণ্ঠ-বেষ্টন করিয়া, তাঁহার বক্ষে মস্তক স্থাপন করিলেন এবং বলিলেন,—"তোমার মত দুষ্ট বোধ হয় দুনিয়ায় আর কেহ নাই। থাক তুমি—আমি তোমাকে খুব জব্দ করিব।"

তখন যতীন্দ্র সাবধানে ব্রজেশ্বরীর হস্ত আপনার কণ্ঠ হইতে তুলিয়া এবং উভয় হস্তে তাঁহাকে ধরিয়া, আপনি একটু সরিয়া বসিলেন এবং বলিলেন,—"ও ব্রজেশ্বরি! তোমার বড় ভুল হইয়াছে; তুমি কি ভাবিয়া কি করিলে? আমি তোমার দাদা নহি—আমি যতীন্দ্র! তুমি দাদা ভাবিয়া কাহার গলা জড়াইয়া ধরিতেছ? তোমার দাদা শুনিলে হয় তো বড়ই ঝগড়া বাধাইবেন। আমি কিন্তু এ কথা তাঁহাকে বলিয়া দিব না।"

যতীন্দ্র হা হা শব্দে হাসিতে লাগিলেন। ব্রজেশ্বরী মুখ ভার করিয়া, হেঁট মুখে বসিয়া রহিলেন। যতীন্দ্র তাঁহার চক্ষুর সহিত নিজ চক্ষু মিলাইবার অভিপ্রায়ে নত মুখে বলিলেন,—"বিনোদ, অপরাজিতা ছেলে মানুষ; তুমি তাহাদের উপর বড়ই লাগ। আমাকেও রেয়াইত কর না। আমরা কি একদিনও তোমার কথার

জবাব দিতে পারি না ? তা রাগ করিও না ভাই, দোহাই তোমার। এই লও—আমার গোঁফ ছিঁড়িতে হয়, ছিঁড়িয়া দেও।”

এই বলিয়া আদরে ব্রজেশ্বরীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার কপোল চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন,—“আমি একবার কালি হুগলী যাইব মনে করিতেছি। কি বল ?”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“তুমি তো বলিয়াছ কোন ভয়ের কারণ নাই। ঠাকুরপো হুগলী থাকিয়া আর পশ্চিমের স্থানে স্থানে ঘুরিয়া পিতার সন্ধান করিতেছেন। তবে কেন কালি হুগলী যাইবে ?”

যতীন্দ্র বলিলেন,—“সে কথা ঠিক। আমি যতদূর বুঝিয়াছি, ইহাতে বিনোদের কোন বিপদ বা অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। আর আপ যখন সেখানে গিয়াছে, তখন যত্নেরও কোন ত্রুটি হইতেছে না। তথাপি তাহারা দুই জনেই ছেলে মানুষ। কি করিতেছে, কি হইতেছে খোঁজ না লইয়া চুপ করিয়া থাকা আমার উচিত নহে।”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“হিংসা হইতেছে বুঝি ? ঠাকুর-ঝিকে ঠাকুরপো একা দখল করিয়াছেন, এটা বড়ই অসহ্য।”

যতীন্দ্র বলিলেন,—“আবার—আবার দুষ্টামি! আবার সেদিনকার কথা বলিব ?”

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—“আর তোমার সেদিনকার কথা

বলিতে হইবে না। আমার মনে সময়ে সময়ে একটা বড় ভাবনা হয়। তুমি কি ভাবিবে জানি না—তথাপি আমি কথাটা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ঠাকুর-পো যদি পিতার সন্ধান পান, তাহা হইলে কি আমাদের ছাড়িয়া পিতার সঙ্গে পৈতৃক বাটীতে গিয়া বাস করিবেন ?"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"আমি এ কথার কখনই আলোচনা করি নাই। এক তো পিতার সন্ধান পাওয়ার আশা খুবই কম। দশ বৎসর নিরুদ্দেশ; তিনি যে বাঁচিয়া আছেন তাহা আমার মনে হয় না। মনে কর যদিই খুড়া মহাশয়কে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি আর বিনোদ যে বিষয়ের যাহা স্থির করিবেন, তাহাই হইবে; আমি তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করিব।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"বেশ সোজা কথা তুমি বলিয়া তো খালাস হইলে। আমি সে কথা বলিতেছি না। যদি ঠাকুর-পো পিতার সঙ্গে স্বর্ণগ্রামে বাস করার অভিপ্রায় করেন, তাহা হইলে কি হইবে, তাহাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"তাঁহারা সেরূপ অভিপ্রায় করিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। যদিই সে প্রকার অভিপ্রায় করেন, তাহা হইলে সে বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায় এই সময় বলিয়া রাখ, আমি তাহার মত ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিব।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"যেখানে ঠাকুর-পো থাকিবেন, সেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঠাকুর-পোকে লইয়াই সংসার। সেই ঠাকুর-পো এখানে না থাকিলে, এক দিনও এ বাটীতে থাকা যাইবে না। এ বিষয়ে তুমি কি ভাবিয়াছ জানি না।"

যতীন্দ্র কহিলেন,—"আমি এ সম্বন্ধে কোন কথাই ভাবি নাই; কেন না ভাবিবার কথা কিছুই নাই। ইহা আমি স্থির জানি বিনোদ কোন বিষয়ে কখনই আমার ইচ্ছার বিরোধী হইবে না। আর খুড়া মহাশয়—তাঁহার সন্ধান আর হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস—যদিই অদৃষ্টক্রমে তাঁহাকে পাওয়া যায়, কখনই আমাদের ক্লেশ-জনক কোন ব্যবস্থায় তিনি মত দিবেন না। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার কোনই চিন্তার কারণ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তোমার যখন এ সম্বন্ধে চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে, তখন কিরূপ ব্যবস্থা হইলে তুমি সুখী হও, তাহা এই সময়ে বলিয়া রাখ।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"তাহা বলিবার পূর্ব্বে, কেন ছোট ঠাকুরের সন্ধান পাওয়া যাইবে না বলিয়া তুমি মনে করিতেছ, সেই কথাটা আগে আমাকে বল।"

যতীন্দ্র কহিলেন,—"সেটা সোজা কথা। যখন তিনি প্রথম নিরুদ্দেশ হন, তখনকার সকল কথাই আমার বেশ মনে আছে। আমার বাবা এ বিষয়ে অনুসন্ধানের কোন

ত্রুটি করেন নাই। তিনি হতাশ হইয়া এ সন্ধান ছাড়িয়া দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে খুনী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। কথাটা অলীক এবং অসম্ভব সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাই হউক, সরকারী লোক কথাটা মিথ্যা বলিয়া একবারও মনে করে নাই; সুতরাং যতদূর অনুসন্ধান সম্ভব, তাহার কিছুই তাহারা ছাড়ে নাই। তাহারা অশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই।"

ব্রজেশ্বরী কহিলেন,—"তাহা হইলে তাঁহার কি হইল বলিয়া তোমার মনে হয়?"

যতীন্দ্র। আমার মনে হয়, তিনি মারা পড়িয়াছেন। নিশ্চয়ই কোন শত্রু তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিয়াছে।

"তুমি এরূপ কথা ঠাকুর-পোকে বল নাই কেন?"

যতীন্দ্র। আমি কতক কথা বলিয়াছি বই কি। কিন্তু বিনোদকে এককালে এ চেষ্টা ত্যাগ করিতে আমি পরামর্শ দিই নাই। কেন না বিনোদ তাঁহার ঔরস-পুত্র। এ সম্বন্ধে একবার স্বয়ং সাধ্যমত সন্ধান করা পুত্রের উচিত। আর বিনোদ অসাধারণ বুদ্ধিমান ও বিদ্বান্ ব্যক্তি। অন্যে যতই অনুসন্ধান করুক, বিনোদের ন্যায় বিদ্যা, বুদ্ধি ও আন্তরিক অনুরাগ লইয়া কেহই এ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া আমি বোধ করি না। সুতরাং বিনোদকে এ চেষ্টা হইতে এককালে নিরস্ত হইবার পরামর্শ দিলে, অন্যায় কার্য্য হইবে বলিয়া মনে করি।"

ব্রজেশ্বরী কহিলেন,—"ঠাকুর করেন যেন অসম্ভবও সম্ভব হয়—ছোটঠাকুর মহাশয়কে যেন পাওয়া যায়। তবে এই গোঁলের কথা শুনিয়া অবধি বড় ভয় হয়, পাছে ঠাকুর-পো ছোটকর্ত্তাকে পাইলে আমাদের ছাড়িয়া যান।"

যতীন্দ্র। এ আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। তথাপি তোমার কি অভিপ্রায় বল।

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"আমি ঠাকুর-পোকে কখনও ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করি; কখনও বা একমন এক-প্রাণ ভাবিয়া নানা প্রকার তামাসা করি; কখনও বা পেটের ছেলে ভাবিয়া কত শাসন ও অনুযোগ করি। ঠাকুর-পোও যখন যে ব্যবহার সঙ্গত, আমার মনের ভাব-গতি বুঝিয়া, সেইরূপই করিয়া আসিতেছেন এরূপ অকৃত্রিম একপ্রাণ সুহৃদ্ আমাদের আর কেহ নাই। ঠাকুর-পোকে দেখিলে সুখ, তাঁহার সহিত কথা কহিলে সুখ, ঝগড়া করিলে সুখ, তামাসায় সুখ। ভাইয়ে এত আনন্দ হয় না, ছেলেতে এরূপ হয় কি না জানি না। এই ঠাকুর-পোর সহিত যদি এক সঙ্গে থাকা না হয়, তবে কি লইয়া ঘর-কন্না করিব? আমাদের ছেলে হয় নাই। সে জন্য আমার কোন দুঃখ হয় না। আমি জানি বড় ঘটা করিয়া ঠাকুর-পোর বিবাহ দিব, বড় সুন্দরী আমার যা হইয়া, দিদি দিদি করিতে করিতে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে, মনের মত করিয়া তাহাকে সাজাইব, তাহার

পেটে ঠাকুর-পোর সোণার ছেলে হইবে; সেই ছেলে আমি মানুষ করিব, বউ কেবল ছেলেকে মাই দিবে, তা ছাড়া আর খোকাকে ছুঁইতেও দিব না; পেটে ছেলে না হওয়ার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। আমি ঠাকুর-পোর উপর অনেক ভরসা করি। ঠাকুরপোকে লইয়া অশেষ সুখী হইব বলিয়া আশা করি। কাজেই যেদিন হইতে এই গোলমালের কথা উঠিয়াছে, সেই দিন হইতে আমার অনেক ভাবনা হইয়াছে।"

যতীন্দ্র। তোমার ভাবনা নিতান্ত অমূলক। তুমি বিনোদকে বড় ভালবাস সত্য,কিন্তু তাহাকে তুমি এখনও চিনিতে পার নাই; ইহা বড়ই লজ্জার কথা। আমি জানি বিনোদ দেব-চরিত্র-বিশিষ্ট মানব। তোমার এই আদর, এং মমতা, মার এত স্নেহ, অপির এত সোহাগ, তুমি কি মনে কর, ইহা তাহার প্রাণে গাঁথিয়া যায় নাই? জীবনের যে অবস্থাই কেন হউক না, আমাদের ছাড়িয়া বিনোদ কোন অবস্থাতেই সুখী হইবে না, ইহা স্থির জানিবে। সুতরাং তোমার ভয়ের কোন কারণই নাই। এখন আমি কালি একবার হুগলী যাইব কি না বল।'

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"মার মত হয়—যাও।"

যতীন্দ্র কহিলেন,—"তবে আইস, মার কাছে গিয়া পরামর্শটা স্থির করিতে হইবে।"

উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

# সোণার কমল।

## তৃতীয় খণ্ড।

# প্রথম পরিচ্ছেদ

বুধবারের রাত্রিকালে বিনোদ সঙ্গীগণ সহ স্বর্ণগ্রামে আসিয়াছেন, একথা বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে। বৃহস্পতিবারের প্রাতে, গরফুর মোকদ্দমার স্বাক্ষী প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া আনিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরাম নগরঘাটা যাত্রা করিল। রামদীন, রঘু, কনষ্টবলদ্বয় এবং দ্বারবানদ্বয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চণ্ডী-মণ্ডপে বসিয়া আছে। বাটীর মধ্যে একস্থানে বসিয়া রামজীবন ও বিনোদ কথা কহিতেছেন। চক্রবর্ত্তী বলিতেছেন,—"আমি বাবা, ও কথাটা মোটেই বুঝিতে পারিতেছি না। উত্তরপাড়ায় ঘর-বাড়ী কিছু আছে বলিয়া আমার তো মনে হয় না। আমার জ্ঞানে আমি কখন উত্তরপাড়ায় যাই নাই। সেস্থানে কেবল জঙ্গল, মানুষের যাতায়াত সেখানে মোটেই নাই। যদিই সেখানে রাসবিহারীর বাড়ী থাকে, তাহা দেখিতে যাওয়ায় আমাদের এখন দরকার কি? নাগ অতি ভয়ানক লোক। তোমাকে সে প্রবল শত্রু বলিয়া জানিয়াছে। বাস্তবিক তুমি প্রকাশ্য রূপেই তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছ। আমার বোধ হয়, তোমার অনিষ্ট করিবার জন্য সে কোন কাজেই

পিছাইবে না। তাহার সাহস অতুল, লোকবল যথেষ্ট, ধন-সম্পত্তিও প্রচুর। সে-যে কি কাণ্ড ঘটাইবে তাহা ভাবিয়া আমি ভয়ে অস্থির হইয়া রহিয়াছি। তাঁহার জ্বর ভাল হইয়াছে। সে আজিই পথ্য করিবে শুনিয়াছি। এখন তাহার হাত হইতে ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। এ কয়দিন যে তোমাকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিতে পারিয়াছি, সে কেবল তাহার জ্বরের জন্য। এখন যে কি ঘটিবে, আমি কেবল তাহাই ভাবিতেছি।"

বিনোদ বলিলেন,—"সে যে আমাকে প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিবে, তাহা আমিও বেশ বুঝিতেছি।"

রামজীবন বলিলেন,—"তবেই বাবা, বিশেষ সাবধান হওয়া বড়ই আবশ্যক। এ বিষয়ে তোমাকে কোন কাজ করিতে দিতে আমার আর ইচ্ছা নাই। পুলিস আসুক, তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাউক, বিচারে তাহার সাজা হউক, ফুরাইয়া যাউক সকল গোল। তোমার নিজের এত কাণ্ড করিবার দরকার কি বাবা?"

বিনোদ। আপনি দেখিতেছেন না খুড়া মহাশয়, এ সংসারে আমার পিতার সংবাদ যদি কোন ব্যক্তির জানা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সে লোক রাসবিহারী ছাড়া আর কেহ নহে। রাসবিহারী তদন্তের সময় সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছে, সে তাঁহাকে বেগে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছে।

সেই অসময়ে তাহার বাটী হইতে দূর স্থানে সে কেন আসিল? আমার পিতা নিকটবর্ত্তী সকল স্থানেই সুপরিচিত লোক; তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে চলিয়া যাইতে এ জগতে রাসবিহারী ছাড়া আর কেহই দেখিল না। ইহাতে সহজেই অনুমান হয়, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা গোল আছে। রাসবিহারীকে গলায় পা দিয়া না ধরিতে পারিলে, সে গোলের কোনই মীমাংসা হইবে না।

রামজীবন। তাহার তো কোন উপায় দেখিতেছি না। এক পুলিস আসিয়া যদি তাহাকে ধরে, তবেই যাহা হউক হইবে; নহিলে আমরা কয়জন তাহার কি করিতে পারিব?

বিনোদ। আমরাই করিব। আমি স্বয়ং তাহাকে আমার হাতের মধ্যে আনিয়া ফেলিব, ইহা আপনি স্থির জানিবেন।

রামজীবন। একটা কথা বলি। একটু ঠাণ্ডা হইয়া কাজ করিলে হয় না? ভাল, আগে তাহাকে পুলিস ধরুক, তাহার পর যাহা হয় করিলে হইবে না?

বিনোদ। তখন সে আর আমার হাতে থাকিবে না খুড়া মহাশয়। তখন সে সরকার বাহাদুরের হাতে গিয়া পড়িবে। তাহার নিকট হইতে জোর করিয়া কোন কথা আদায় করিবার ক্ষমতা, তখন আর আমার হাতে থাকিবে না। সে তখন মোকদ্দমায় যাহা হয় হইবে।

ভাবিয়া, আমার আবশ্যক মত কোন সংবাদই আমাকে দিবে না ; বাড়ার ভাগ, আমাকে পরম শত্রু এবং তাহার সেই দুরবস্থার কারণ জানিয়া, আমার সংবাদ প্রাপ্তির সকল পথই বন্ধ করিয়া দিবে।

রামজীবন। ভাল, সময় মত অন্য সুযোগে, যাহা হয় করিলেই হইবে। আমি বলিতেছি, এ যাত্রায় আর কিছু না করিলেই ভাল হয়।

বিনোদ। কোন বিশেষ কাণ্ডই তো আমি এখন করিতেছি না। যে কয়টা মোকদ্দমা তাহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে, আমি এক্ষণে তাহারই প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছি মাত্র।

রামজীবন। তবে উত্তরপাড়ার সে বাটীতে যাইবার কথা বলিতেছ কেন ?

বিনোদ। নিধে চাঁড়ালের খোঁজে। নিধে হঠাৎ গেল কোথা, ইহার একটা সন্ধান হওয়া আবশ্যক। এ ব্যাপারের সহিত রাসবিহারীর কোনই সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ইহাতে রাসবিহারীর অধিক বিরাগের কারণ কি হইবে ?

রামজীবন। কিসে রাসবিহারীর সম্বন্ধ আছে, আর কিসে নাই, তাহা আমি জানি না বাবা। বিরক্ত সে খুবই হইয়াছে। এখন ভাল মন্দ কোন বিচার না করিয়াই সে তোমার মন্দ চেষ্টা করিবে। সে কথা যাউক, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, নিধে চাঁড়ালের অদৃষ্টে কি

হইয়াছে, তাহারই খোঁজ করিতে গিয়া, এ সময়ে আপনাদের বিপদ ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? এ সময়ে, নিধের সন্ধান করিবার কোনই আবশ্যকতা আমি দেখিতেছি না।

বিনোদ। খুড়া মহাশয়, একটা কথা আপনি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখুন। যেদিন নিধে চাঁড়াল অন্তর্দ্ধান হয়, সেই দিনই আমার পিতা নিরুদ্দেশ হন, সেই দিনই জগদ্বন্ধু বসু মহাশয়ের মৃত্যু হয়। এই তিনটী ঘটনা এক দিনে, আর আমার বোধ হয় এক সময়েই ঘটে। বসু মহাশয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই; কেন না সকলেই সে লাস দেখিয়া, তাহা বসু মহাশয়ের দেহ বলিয়া, সনাক্ত করিয়াছে। আমার পিতার সম্বন্ধে পুলিস ও অন্যান্য লোক অনেক সন্ধান করিয়াছে; কোথাও কেহ কোন খবর পায় নাই। সুতরাং তিনি হয় তো নাই, থাকিলেও তাঁহার সন্ধান পাওয়া সুকঠিন, বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে তাঁহার সন্ধান করিতেছি মাত্র। যদি কেহ তাহার সন্ধান জানা সম্ভব হয়, তাহা হইলে যে তাঁহাকে পলাইতে দেখিয়াছে বলিয়া স্বাক্ষ্য দিয়াছে, সেই তাহা জানিতে পারে। সে কথা যাউক। বসু মহাশয়ের মৃত্যু সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই। আমার পিতার সম্বন্ধে সন্ধানের ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু নিধের সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত

কেহই কোন সন্ধান করে নাই। তাহার প্রসঙ্গ মানব-সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস, তাহার ন্যায় একটা সামান্য লোককে লুকাইয়া রাখা নিতান্ত কঠিন কার্য্য নহে। আমার মনে হয়, তিনটী ঘটনাই একসঙ্গে গ্রথিত। তন্মধ্যে একটীমাত্র ঘটনার সূত্র ধরিতে পারিলে, আর দুইটীর তথ্য সহজে নির্ণয় করা যাইবে। যাহার কোন সন্ধানই হয় নাই, এক্ষণে তাহার সন্ধান করিলে হয় তো সহজেই ফল পাওয়া যাইবে বিবেচনায়, [illegible] এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। নিধের সন্ধান হইলে, আমার পিতার সন্ধান হওয়াও আশ্চর্য্য নহে বলিয়া আমার মনে হয়।

রামজীবন। তোমার অভিপ্রায় আমি বুঝিতেছি। সত্য বটে ঘটনা তিনটীই এক সময়ে ঘটিয়াছে। তিনটা কার্য্যেরই বোধ হয় একই কারণ থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু আমি বলিতেছি, এক সঙ্গে পাঁচ রকম চেষ্টা করায় লাভ কি? রাসবিহারীকে জব্দ করিয়া কথা আদায় করিবে বলিতেছ, সেই তো বেশ কথা। যখন বেশ যোগাযোগ হইবে, তখন সেই চেষ্টা করিলেই হইবে। এ চেষ্টার সহিত আবার নিধের সন্ধান জড়াইতেছ কেন? নিধে কি আছে? সে বেটা এত দিনে কোথায় গিয়া মরিয়া ভূত হইয়াছে। এ সন্ধানে এখন কোন দরকার নাই।

বিনোদ। একসঙ্গে পাঁচ রকম চেষ্টা করায় ক্ষতি কি খুড়া মহাশয়? কে বলিতে পারে কোনটায় কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে?

রামজীবন। আমি বুঝিতেছি বাবা, তুমি যাহা ধরিয়াছ তাহা না করিয়া কখনই ছাড়িবে না। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যেন কোন নূতন বিপদ না ঘটে। আর কি বলিব?

বিনোদ। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি সকল বিপদ কাটাইয়া উঠিব। আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।

তাঁহারা এ বিষয়ের আলোচনা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। তথায় রামদীন, রঘু, তুইজন কনষ্টবল ও তুইজন দ্বারবান পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছিল, এক্ষণে নিবারণ আসিয়া তাহাদের সংখ্যা বাড়াইয়াছে। নিবারণকে লক্ষ্য করিয়া বিনোদ বলিলেন,—"উত্তরপাড়ার জঙ্গলের মধ্যে রাসবিহারীর একটা পুরাতন বাটী আছে; তাহার খবর তুমি কিছু জান কি?"

নিবারণ বলিল,—"না বাবু, উত্তরপাড়া নাগের খাসমহল? সেখানকার বাগান জঙ্গল সকলেরই মালিক রাসবিহারী। সেখানে চাস-আবাদের জমিও নাই; আমাদের সে দিকে যাইবার কোন দরকার কখনই হয় নাই। সে দিকে দিনে-তুপুরে ঠেঙ্গাইয়া মানুষ মারিলেও কাহারও সন্ধান পাইবার উপায় নাই।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি কালি সেখানে যাইব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাইতে চাহ কি ?"

নিবারণ বলিল,—"সেখানে যাইতে পারি যাইবে, এমন বোধ করি না। যাইতে পারিলেও, ফিরিয়া আসিতে পারিব না, সেখানেই প্রাণ যাইবে বুঝিতেছি। কিন্তু আপনি যখন যাইতেছেন, তখন কপালে যাহা থাকুক, আমি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে যাইব।"

রামদীন বলিল,—"হুজুর আমরাও যাইব তো ?"

বিনোদ বলিলেন,—"বড় বিপদের কাজ, অতি দুর্গম স্থান। সেখানে কাহাকেও আমি যাইতে বলিব না। যে ইচ্ছা করিয়া যাইবে তাহাকেই সঙ্গে লইব।"

রামদীন বলিল,—"গোলাম আগে আগে যাইবে যদি বিপদ হয় তাহা হইলে আগে গোলামের জান যাইবে তাহার পর হুজুরের যাহা হয় হইবে।"

তখন এ বিষয়ের আর কোন আলোচনা হইল না কেন না তখন সুন্দরী জেলেনী আসিল, দুর্গাপুরের অনেক লোক বিনোদকে দেখিতে আসিল। অনেকে অনেক প্রার্থনা জানাইল। বিনোদ অনেককেই যথাসম্ভব সাহায্য করিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নানা গোলে কাটিয়া গেল। বিশেষ কাজ কিছু হইল না।

আহারাদির পূর্ব্বেই রামদীন কোথায় গেল কেহই তাহা জানিতে পারিল না। সকলের স্নানাহার শেষ

হইল; তথাপি সে ফিরিল না। তাহার জন্য বিনোদ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"এ দেশে তাহার অনেক জানা-শুনা লোক আছে। সে হয় তো কোথায় গিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতেছে। সে জন্য চিন্তার বিশেষ কারণ নাই।"

বিনোদের মনে এ মীমাংসা ঠিক বলিয়া বোধ হইল না। এইরূপ স্থির করিয়া তাহার সন্ধান না করা, তিনি উচিত কাজ বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি নানা স্থানে তাহার সন্ধানার্থ লোক প্রেরণ করিলেন। লোকেরা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। রামদীনের কোনই সন্ধান নাই। অবশেষে বিনোদ স্বয়ং তাহার সন্ধানে যাইতে উদ্যত হইলেন। রামজীবন, তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক যুক্তি দেখাইয়া, স্বয়ং সন্ধানার্থ বাহির হইলেন। তিনি ফিরিবার পূর্ব্বেই—সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ অগ্রে, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর রামদীন ফিরিয়া আসিল।

বিনোদ বলিলেন,—"একি রামদীন, তুমি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, সারাদিন কোথায় কাটাইয়া আসিলে? আমরা তোমার ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছি।"

রামদীন করজোড়ে বলিল,—"হুজুর গোলামের কসুর মাপ করিবেন। আমি উত্তরপাড়া গিয়াছিলাম।"

বিনোদ বলিলেন,—"সে কি! উত্তরপাড়া গিয়া-

ছিলে? কেন গিয়াছিলে? কে তোমাকে যাইতে বলিয়াছিল?”

রামদীন বলিল,—“কাহারও হুকুম লইয়া যাই নাই। অন্যায় কাজ করিতেছি বলিয়া মনে করি নাই; এজন্য হুকুম চাহি নাই। কালি যখন সেখানে যাইতে হইবে, আর জায়গাটা কেবলই জঙ্গল, তখন তাহার রাস্তা, যাওয়া আসার উপায়, ঠিক করিয়া রাখা উচিত বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল। সমস্ত দিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকার অপেক্ষা, এ দরকারী কাজ শেষ করা মন্দ নহে বলিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম। তাই আমি সেখানে গিয়াছিলাম।”

বিনোদ বলিলেন, “তার পর? কি তুমি দেখিয়াছ?”

রামদীন বলিল, “আমি সে বাড়ী দেখিয়াছি। বৃহৎ বাড়ী। চারি দিকে উঁচু পাঁচীর। লোক-জন কাহাকেও দেখিলাম না। দরজায় তালা বন্ধ। কোন লোক সেখানে থাকে বলিয়া বোধ হইল না। দরজার কাছেও বন।”

বিনোদ বলিলেন,—“সেখানে যাইবার পথ আছে?”

রামদীন বলিল,—“কখন কখন সেখানে মানুষের যাওয়া-আসা থাকিলেও একটা পথ থাকিত। আমি চারিদিক দেখিয়াছি। কোন দিকেই মানুষের যাওয়া আসার পথ নাই। আমি কিন্তু যাওয়ার একটা রাস্তা ঠিক করিয়া আসিয়াছি। কষ্ট করিয়া কোনরূপে সে পথ দিয়া যাওয়া যাইতে পারিবে।”

বিনোদ বলিলেন,—"তুমি মন্দ কাজ কর নাই ; আমি তোমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু একটা কথা আমাকে বলিয়া গেলে আমাদের এত ভাবনা হইত না।"

রামদীন বলিলেন,—"চাকরের অপরাধ যদি মনিব মাপ না করেন তাহা হইলে কাহার কাছে সে দাঁড়াইবে ?"

বিনোদ বলিলেন,—"তুমি বিশ্রাম কর, জল খাও, তাহার পর অন্যান্য কথা হইবে।"

রাত্রি আটটার পর শ্রম-কাতর শ্রীরাম ফিরিয়া আসিল। সে সমস্ত দিনের কার্য্য বিবরণ বলিতে উদ্যত হইলে, বিনোদ বলিলেন,—"তুমি আগে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিবে, আহারাদি করিয়া ঠাণ্ডা হইবে, তাহার পর তোমার কথা শুনিব ; আমরা যাহা পরামর্শ করিয়াছি তাহাও তোমাকে বলিব।"

অগত্যা শ্রীরামকে বাধ্য হইয়া অগ্রে দেহ-রক্ষার ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। আবশ্যক মত কার্য্য শেষ হইলে, সে বিনোদের নিকটে আসিয়া বলিল,—"কালি প্রাতে রফুর মোকদ্দমা সংক্রান্ত লোকেরা এখানে আসিবার জন্য বাটী হইতে যাত্রা করিবে। বোধ হয় বেলা দুপুরের মধ্যে পৌঁছিতে পারে। গাড়ি করিয়া আসিবে। আমি খরচ-পত্র দিয়া আসিয়াছি।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমরা কালি প্রাতে উত্তরপাড়ার জঙ্গলে বেড়াইতে যাইব স্থির করিয়াছি। বলা

যায় না, সেখানে আমাদের বিলম্ব হওয়াও অসম্ভব নহে। যদি তাহারা আইসে, তাহা হইলে চেনা লোককে দেখিতে না পাইয়া, তাহারা বিরক্ত হইবে। তাহা হইলে শ্রীরাম, তোমার আমাদের সঙ্গে যাওয়া হইবে না।”

শ্রীরাম বলিল,—“কেন, খুড়াঠাকুর বাড়ী থাকিবেন, তাহা হইলেই তাহাদের কোন অসুবিধা হইবে না।”

রামজীবন বলিলেন,—“আমার বাড়ী থাকা হইবে না, দরকার আছে—স্থানান্তরে যাইতে হইবে।’

বিনোদ বলিলেন,—“কিন্তু খুড়া মহাশয়, বলিয়া রাখিতেছি, আমাদের সঙ্গে আপনার যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনার যে কাজ আছে তাহা বন্ধ রাখিয়া, আপনাকে কালি বাড়ীতেই থাকিতে হইবে।”

রামজীবন বলিলেন,—“শক্ত কাজ; বন্ধ রাখিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি। কিছুতেই বন্ধ হইবে না, কাজেই যাইতে হইবে।”

বিনোদ বলিলেন,—“এখন সে পরামর্শ থাকুক। প্রাতে যাহা হয় স্থির করা যাইবে।”

সে রাত্রিতে আর বিশেষ কোন কাজ হইল না। সকলেই নিতান্ত উদ্বিগ্ন মনে, কল্য না জানি কি ঘটিবে ভাবিয়া ব্যাকুল চিত্তে, অনেক রাত্রিতে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাতে উঠিয়া বিনোদ বলিলেন,—"আমি এখনই উত্তরপাড়া যাইব। রামদীন, দ্বারবান্, দুইজন, কনষ্টবল দুইজন, শ্রীরাম, তোমরা সকলে প্রস্তুত হও। খুড়া মহাশয় বাড়ী থাকুন।"

রামজীবন বলিলেন,—"বাড়ী থাকিলে চলিবে না—আমারও কাজ আছে—আমাকেও স্থানান্তরে যাইতে হইবে—আমিও প্রস্তুত হই।"

তাঁহারা গমনোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় দুর্গাপুর নিবাসী এক দরিদ্রা মুসলমান-নারী কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় উপস্থিত হইল এবং বিনোদের পাদ-মূলে নিপতিত হইয়া বলিল,—"আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আমার মেয়ের ভেদ-বমি হইতেছে—মারা যায় যায় হইয়াছে। আপনি রক্ষা করুন।"

বিনোদ তাহাকে উঠিতে বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"ওলাউঠা হইয়াছে? ঔষধ কিছু দেওয়া হইয়াছে কি?"

স্ত্রীলোক বলিল,—"কোথায় পাইব? দিন যায় না—ঔষধ ডাক্তার কেমন করিয়া হইবে?"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি তোমাকে পাঁচটী টাকা

দিতেছি। তুমি শীঘ্র বাটী গিয়া ডাক্তার ডাক—ঔষধ আন। তাহার পর ও বেলা সংবাদ লইয়া যাহা করা উচিত আমি তাহার উপায় করিব।”

স্ত্রীলোক বলিল,—“শুনিয়াছি তুমি দয়ার সাগর। এমন বিদ্যা নাই, যা তুমি জান না। তুমি একবার আসিয়া দেখিলেই আমার মেয়ে ভাল হইবে।”

বিনোদ বলিলেন,—“আমি ডাক্তার নহি—আমার কাছে বিশেষ কোন ঔষধও নাই। ডাক্তার ডাকাই তোমার উচিত। বিলম্ব না করিয়া তুমি তাহারই চেষ্টা কর।”

স্ত্রীলোক বলিল,—“তুমি যদি জবাব দেও, তবে আমার মেয়ে কিছুতেই বাঁচিবে না। শুনিয়াছি তুমি যা না পার, তা আর কেহ পারে না। আমার কপাল মন্দ, তাই তুমি টাকা দিয়া ডাক্তারের কথা বলিয়া বিদায় করিতেছ।”

স্ত্রীলোক খুব কাঁদিতে লাগিল। বিনোদ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“আমি একবার যাইয়া তোমার মেয়েকে দেখিলে যদি তুমি সন্তুষ্ট হও, তাহা হইলে চল, আমি যাইতেছি। কিন্তু তোমাকে ডাক্তারও ডাকিতে হইবে, ঔষধও আনিতে হইবে।”

স্ত্রীলোক বলিল,—“তুমি দেখিলে আর কিছুই করিতে হইবে না। তুমি যাহা মনে কর, তাহাই করিতে পার। বাবা, তুমি রাজা হও।”

বিনোদ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তাহা হউক, আমার ভয়ানক কাজ ছিল। খানিকক্ষণ তাহা বন্ধ রাখিতে হইল। চল, আগে তোমার কন্যাকে দেখিয়া আসি। রামদীন, রঘু, আর একজন কনষ্টবল আমার সঙ্গে চল।"

রামজীবন হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন,—"আমার বিশেষ কাজও এ বেলা বন্ধ থাকিল। চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই।"

অগ্রে স্ত্রীলোক, তৎপশ্চাতে রামজীবন, তাহার পর বিনোদ, তদনন্তর রামদীন, রঘু, কনষ্টবল ও একজন দ্বারবান্ যাত্রা করিলেন। আবার সেই ভয়ানক পুষ্করিণী! সেই নরহত্যায়—বিনোদের পিতার কু-কীর্ত্তির নিদর্শন-স্থল—সেই জলাশয়! বিনোদ একটু চঞ্চল হৃদয়ে, চারিদিকে শূন্য ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, সেই পুষ্করিণীর ধার দিয়া চলিতে লাগিলেন।

স্ত্রীলোক একটু দ্রুত চলিতে লাগিল। বলিল,—"আমি একটু আগে যাই। মেয়েকে দেখিগে—সব ঠিক করিগে। তোমরা এস—চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আমার বাড়ী জানেন।"

স্ত্রীলোক দৌড়িতে লাগিল। পুষ্করিণীর এক পার্শ্বে বন আছে, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই বনের নিকটস্থ হইলে, সহসা "রে রে" শব্দে পাঁচ ব্যক্তি সেই বনের মধ্য হইতে বাহির হইল এবং কথা কহিবার বা ভাবিবার সময় না দিয়া, বিনোদের মাথায় এক প্রচণ্ড

লাঠির আঘাত করিল। বিনোদ তখনই "বাবাগো" শব্দে ভূ-পতিত হইলেন।

রামজীবন চক্রবর্ত্তী, ক্ষুধিত সিংহের ন্যায় লম্ফ দিয়া, সেই ব্যক্তিকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং বজ্র মুষ্টিতে তাহার ঘাড়ে এক কিল মারিলেন। সে চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতে লাগিল, তাহার হাত হইতে লাঠি পড়িয়া গেল। তাহাকে রামজীবনের হাত হইতে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে, অপর চারিজন আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। রামদীন ও দ্বারবান্ লাঠির আঘাতে তৎক্ষণাৎ দুইজনকে ধরাশায়ী করিল। বাকী দুইজন, একটু সরিয়া গিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর বেগে পলায়ন করিল। রামদীন ও দ্বারবান্ তাহাদের পশ্চাতে দৌড়িতে দৌড়িতে ক্রমাগত হস্তস্থিত লাঠির দ্বারা তাহাদের পায়ে মারিতে লাগিল। তাহারা পড়িয়া গেল। রামদীন তখন দ্বারবান্‌কে বলিল,—"তুমি এখানে থাক। যদি ইহারা উঠিতে, বা পলাইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে পায়ে হাতে খুব মারিবে। প্রাণে মারিও না। আমি বাবুকে দেখিয়া আসি; ইহাদের বাঁধিবার জন্য দড়া লইয়া আসি।"

রামদীন আসিয়া দেখিল, কনষ্টবল পুষ্করিণী হইতে কাপড় ভিজাইয়া জল আনিয়া বিনোদের চক্ষুতে মুখে ও কপালে দিতেছে; রঘু তাহার মাথা কোলের উপর লইয়া

রহিয়াছে ; আর চক্রবর্ত্তী মহাশয় চাদর দিয়া বাতাস করিতেছেন।

রামদীন কাতরভাবে বলিল,—"মাথা হইতে অল্প রক্ত পড়িতেছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আঘাত কি গুরুতর বলিয়া বোধ করিতেছেন ?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "না। এখনই জ্ঞান হইবে।"

রামদীন ও দ্বারবান্ প্রথমে যে দুই ব্যক্তিকে আঘাত করিয়াছিল, তাহারা সংজ্ঞা-শূন্য ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে ; কিন্তু চক্রবর্ত্তীর কিল খাইয়া যে ব্যক্তি ভূপতিত হইয়াছিল, সে এক্ষণে চক্ষু মেলিয়া চাহিতে লাগিল এবং সন্নিহিত লাঠি গাছটী হাত দিয়া সরাইয়া লইল। রামদীন তাহা লক্ষ্য করিয়া, ব্যাঘ্রের ন্যায় বেগে তাহার ঘাড়ে পড়িল। সে বলিল,—"কাজও হইল না, ধরাও পড়িলাম। ইহা কখনই হইবে না। ঐ বাবুকে খুন না করিলে আমাদের বখসিস মাটী।"

রামদীন বলিল,—"তবে যমের বাড়ী গিয়া বখসিস আদায় কর।"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথায় প্রচণ্ড লাঠি পড়িল। সে ব্যক্তি রক্তাক্ত কলেবরে ভূপতিত রহিল। চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"বেটাকে মারিয়া ফেলিয়াছ কি ? বেশ করিয়াছ।"

রামদীন নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"বাবুর অবস্থা কিরূপ বুঝিতেছেন ?"

রামজীবন বলিলেন,—"ভয় নাই; শীঘ্র চৈতন্য হইবে। তাহার পর ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।"

রামদীন বলিল,—"এ লোকগুলাকে এই ভাবে মাঠে ফেলিয়া যাওয়া উচিত কি? সবগুলাই বাঁচিবে; কেবল এই হতভাগা যদি মরে।"

রামজীবন বলিলেন,—"না, ফেলিয়া যাওয়া হইবে না। এ দুইটার এখনই জ্ঞান হইবে। ইহারা উঠিয়া আবার অনিষ্ট করিতে পারে। তুমি, আমাদের সকলের চাদর দিয়া, ইহাদের হাত পা আগে ভাল করিয়া বাঁধিয়া ফেল। মাঠে যে দুইজন পড়িয়া আছে তাহাদের কাছে দ্বারবান্ আছে। তাহারা পলাইতে পারিবে না।"

বিনোদ চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। বলিলেন,—"আঃ! আমরা কোথায়?"

রামদীন চাদর দিয়া দুইজনের হাত পা সুদৃঢ় রূপে বাঁধিয়া ফেলিল। আবার বিনোদের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিল,—"বাবুর কি ভাব দেখিতেছেন?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"ভাল। তুমি খান দুই গরুর গাড়ির জোগাড় দেখিতে পার?"

রামদীন বলিল,—"পারি; কিন্তু এখন এখান হইতে যাইতে ভরসা হয় না। দূরে কে একজন আসিতেছে বোধ হয় না?"

যে ব্যক্তি প্রথমে, চক্রবর্ত্তীর কিল খাইয়াছিল, শেষে

রামদীনের লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল,—"জল—একটু জল।"

চক্রবর্ত্তী কনষ্টবলকে বলিলেন,—"তুমি উহার মুখে একটু জল দেও। উহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা কর। জলে কাপড় ভিজাইয়া উহার আঘাত স্থানে বাঁধিয়া দেও।"

কনষ্টবল তাহাই করিতে লাগিল। যে লোক আসিতেছিল সে নিবারণ ঘোষ। সে নিকটস্থ হইলে সংক্ষেপে চক্রবর্ত্তী সমস্ত কাণ্ড তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। সে বলিল, "এরূপ হইবে তাহা আমরা জানি। ইহার চেয়েও ভয়ানক কাণ্ড হওয়াও অসম্ভব নহে। এ সকল রাসবিহারীর শেষ কালের মরণ কামড়।"

রামজীবন বলিলেন,—"সে যাহা হউক, এক্ষণে এই লোকগুলাকে কি করিয়া চালান করি বল দেখি?"

নিবারণ বলিল,—"কোথায় পাঠাইতে চাহেন?"

রামজীবন বলিলেন,—"কনষ্টবল সঙ্গে দিয়া হুগলী পাঠাইতে চাহি।"

"আমি গরুর গাড়ির সন্ধান করিব কি?"

"দুই খানি গাড়ি দেখ দেখি।"

বিনোদ চক্ষু মেলিয়া বলিলেন,—"বড় কষ্ট—মাথার মধ্যে বড় কষ্ট। খুড়া মহাশয়, আমাকে বাড়ী লইয়া চলুন।"

রঘু বলিল,—"আমি আর রামদীন বাবুকে বেশ লইয়া যাইতে পারিব।"

রামদীন বলিল,—"সেই বেশ। আমরা বাবুকে লইয়া যাই। আপনি এ সকল লোকের ব্যবস্থা করিয়া আসুন।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"তাহা হইবে না। আমাকেও তোমাদের সঙ্গে থাকিতে হইবে।" কনষ্টবলকে জিজ্ঞাসিলেন,—"ও লোকটার অবস্থা কি বুঝিতেছ?"

কনষ্টবল বলিল,—"বাঁচিলে বাঁচিতে পারে। বেশ নিশ্বাস ফেলিতেছে। ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বোধ হয়। মাথার হাড় ফাটে নাই; চামড়া ফাটিয়া গিয়াছে।"

যে দুইজন হাত-পা বাঁধা পড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন বলিল,—"আমাদের তোমরা কি করিবে?"

রামদীন বলিল,—"যমালয়ে পাঠাইয়া তোমাদের উপকার করা হইল না। এখন হুগলী পাঠাইয়া গারদে পচাইব মনে করিয়াছি। তা, তোমাদের কি ইচ্ছা? আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়া খাজা কাঁটাল আর ক্ষীর খাইতে চাহ কি?"

তাহারা চুপ করিয়া রহিল। বিনোদ আবার বলিলেন,—"আমার মাথায় জল ঢালা বন্ধ না হয়। রক্ত জমিতে না পায়।"

রামদীন একটা ভাঙ্গা হাঁড়ি সংগ্রহ করিয়া জল

আনিল এবং ক্রমাগত ধীরে ধীরে তাহা হইতে আহত স্থানে জল ঢালিতে লাগিল।

দ্বারবান্ দূরে যে দুই জনের নিকট দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের পায়ে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল। নড়িবার ও দাঁড়াইবার ক্ষমতা ছিল না। তাহারা ভূশয্যায় পড়িয়া দ্বারবানকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

রামদীন যাহার মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল,—"আমি উঠিয়া বসিতে চাহি; একটু জল দেও!"

কনষ্টবল বলিল,—"জল না। শুইয়া থাক, শুয়ার।"

দূরে দুইখানি গরুর গাড়ি আসিতেছে দেখা গেল। বিনোদকে রামজীবন জিজ্ঞাসিলেন,—"বাবা, এখন কেমন বুঝিতেছ?"

বিনোদ বলিলেন,—"মস্তিষ্কে আঘাত লাগায় আমি অজ্ঞান হইয়াছিলাম মাত্র—বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই বোধ হয়। আমাকে বাটী লইয়া চলুন; খানিকটা নিদ্রা হইলে আমার বিশেষ উপকার হইবে।"

রামজীবন বলিলেন,—"এই ডাকাইতগুলাকে গরুর গাড়ি করিয়া, কনষ্টবলের সঙ্গে, হুগলী চালান দিতেছি। তুমি কি বল?"

বিনোদ বলিলেন,—"বেশ; কিন্তু সে মাগীটাকেও এই সঙ্গে চালান দেওয়া উচিত। সেও এই চক্রান্তের একজন।"

রামজীবন বলিলেন,—"তাহাকে আমি জানি। পরে তাহাকে ধরা যাইবে। এখন ইহারাই যাউক।"

গাড়ি আসিল। একে একে সকলকেই গাড়িতে উঠান হইল। গাড়িতে দড়া ছিল। তাহাদ্বারা কাহারও হাত, কাহারও পা, কাহারও উভয়ই, গাড়ির সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইল। যে লোকটার মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল, সে যাহাতে শুইয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইল। কয়েক আটী বিচালী দিয়া তাহার বিছানা ও বালিশ করিয়া দেওয়া হইল।

কনষ্টবল বলিল,—"এতগুলা আসামী লইয়া একা যাওয়া উচিত হয় না। পথে অনেক উৎপাত ঘটিতে পারে।'

রামজীবন কথাটা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন বলিলেন,—"ঐ পথ দিয়াই যাইতে হইবে। যদি দরকার বোধ কর, তাহা হইলে তোমার জুড়িদারকে সঙ্গে করিয়া লও। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, ঠিক ঠিক থানায় লিখাইয়া দিও। ঐ লোকটাকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে বোধ হয়। তুমি গো[illegible]া দুই টাকা লইয়া যাও। পথে দরকারমত খরচ করিও।"

রঘুর নিকট টাকা ছিল। সে কনষ্টবলের হাতে দুই টাকা প্রদান করিল। কনষ্টবল বলিল,—"আমরা দুইজনেই যাওয়া ঠিক নহে। এখানে কখন কি হয় বলা যায় না। একজনও বাবুর কাছে না থাকা ভাল নহে।"

রামজীবন বলিলেন,—"তাহা হইলে তোমার সঙ্গে অন্য এক জনকে দিতেছি। তুমি থানায় লেখাপড়া শেষ করিয়া এবং আসামীদিগকে বুঝাইয়া দিয়াই চলিয়া আসিবে। এখন বেলা নয়টা। বেলা ১টার মধ্যে নিশ্চয়ই গরুর গাড়ি হুগলী পৌঁছিবে। লেখাপড়া, হাঁসপাতালে যাওয়া ইত্যাদিতে জোর দুই ঘণ্টা লাগিবে। খাওয়া দাওয়াতেও এক ঘণ্টা। তাহার পরে ঘোড়ার গাড়ি করিয়া আসিলে তুমি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এখানে ফিরিয়া আসিতে পারিবে।"

সে বলিল,—"নিশ্চয়ই পারিব।"

রামজীবন বলিলেন,—"নিবারণ, তুমি এই সঙ্গে যাও; আবার সন্ধ্যার মধ্যে ঘুরিয়া আসিতে পারিবে।"

বিনা বাক্যে নিবারণ কনষ্টবলের সঙ্গী হইল। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

তখন দ্বারবান্, রামদীন, রঘু ও রামজীবন, এক এক জন বিনোদের পৃষ্ঠদেশ দিয়া অপরের হস্ত ধারণ করিলেন। দেহের প্রধান স্থানগুলিই আশ্রয় পাইল। সেই অবস্থায় বিনোদকে তুলিয়া, রামজীবন জিজ্ঞাসিলেন,—"কষ্ট হইতেছে কি বাবা?"

বিনোদ বলিলেন,—"না।"

ধীরে ধীরে তাঁহারা চলিতে লাগিলেন।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই অবস্থায় ধরাধরি করিয়া বিনোদকে চক্রবর্ত্তীর বাটীতে আনিয়া ফেলা হইল এবং বাটীর মধ্যে এক নিভৃত কক্ষে শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করান হইল। একবার বিনোদের নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সেবন করান হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্ত্রী ও কন্যা অবিশ্রান্ত-ভাবে বিনোদের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। আহত স্থানে নিরন্তর জল-ধারা প্রদত্ত হইতে লাগিল। বৈকালে বিনোদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। রামজীবন অতীব উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কেমন বুঝিতেছ, বাবা?"

বিনোদ বলিলেন,—"কোন ভয় নাই। শরীর সুস্থ হইয়াছে। যে স্থানে লাঠি মারিয়াছে সেই স্থানটায় অতিশয় বেদনা ভিন্ন অন্য কোন কষ্ট নাই।"

রামজীবন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিছু আহার করিবে কি?"

বিনোদ বলিলেন,—"এরূপ আঘাতে জ্বর হওয়ার আশঙ্কা আছে। অতএব অন্নাদি কোন পদার্থ না খাইয়া, একটু একটু দুধ খাইয়া থাকাই ভাল।"

চক্রবর্ত্তীর ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"তবে বাবা, এখন আর একটু দুধ আনি।"

বিনোদ বলিলেন,—"আচ্ছা।"

দুধ আসিল এবং ঝিনুকে করিয়া ধীরে ধীরে বিনোদের মুখে দেওয়া হইল। দুধ খাওয়ার পর, বিনোদ বলিলেন,—"একবার উঠিবার চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

রামজীবন বলিলেন,—"কাজ নাই। আজি উঠা হইবে না। তাহা হইলে মূর্চ্ছা যাইতে পার।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমার অনুগত লোকজনদের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"তাহাদের সকলকে ডাকিয়া আনিতেছি। তিনি বাহিরে গমন করিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া দিয়া, বিনোদের পার্শ্বেই বসিয়া রহিলেন। চক্রবর্ত্তীর সহিত শ্রীরাম, রামদীন, দুইজন দ্বারবান্ ও কনষ্টবল তথায় প্রবেশ করিল।

বিনোদ বলিলেন, —"তোমরা বোধ হয় আমার জন্য বড়ই চিন্তিত আছ। আমি এখন ভাল আছি। শয্যা-ত্যাগ করিয়া উঠিলেও উঠিতে পারি; কিন্তু পাছে অসুখ বাড়ে এই আশঙ্কায় এখন উঠিতেছি না। শ্রীরাম, তোমার সে লোকেরা এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই?"

শ্রীরাম বলিল,—"আজ্ঞা না। বোধ হয় সন্ধ্যার মধ্যে আসিবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"আসিলে তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। আমার সহিত আজি আর তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে না। কালি প্রাতে আমি উঠিতে পারিব; তখন তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা হইবে।

রামদীন বলিল,—"আমাদিগের প্রতি এখন আর কোন হুকুম আছে কি?"

বিনোদ বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়ের ভয়ে আমি বলিতে পারিতেছি না; কিন্তু না বলিলেও চলিতেছে না। আজি রাত্রি যে আমাদিগের নির্ব্বিঘ্নে কাটিবে এমন বোধ হয় না। তোমরা সকলে বিশেষ সাবধান থাকিবে। রঘুকে বলিবে, ট্রঙ্ক হইতে আমার রিভলভার বাহির করিয়া, যেন ছয়টা ঘরেই টোটা পুরিয়া রাখে। তোমরাও সকলে ভাল ভাল লাঠি ঠিক করিয়া রাখিবে।"

কনষ্টবল বলিল,—"হুজুর একখানা তলোয়ার পাইবার উপায় নাই কি? আমার হাতে তলোয়ার থাকিলে আমি একশত জনের মোহাড়া লইতে পারি।"

বিনোদ বলিলেন,—"আমি তলোয়ার সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু রক্তপাত করা আমার ইচ্ছা নহে। যদিই কোন শত্রু আইসে, তোমরা লাঠিদ্বারা তাহার হাত-পা ভাঙ্গিয়া দিবে, ইহাই আমার ইচ্ছা। তবে যে রিভল-

ভার ঠিক করিয়া রাখিতে বলিলাম, নিতান্ত ভয়ানক, প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে তাহার ব্যবহার হইবে না। নিবারণ আর কনষ্টবল কতক্ষণে ফিরিয়া আসিবে, খুড়া মহাশয় ?"

রামজীবন উত্তর দিলেন,—"সন্ধ্যার মধ্যে তাহারা নিশ্চয়ই ফিরিবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমরা এখন বাহিরে যাইতে পার। আমার নিকট কাহারও থাকিবার প্রয়োজন নাই। খুড়ী মা ও দিদি ঠাকুরাণী আমাকে যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহাতে আর কাহারও কোন প্রকার সাহায্য অনাবশ্যক।"

একজন দ্বারবান বলিল,—"সন্ধ্যার পর হইতে আমরা দুইজন এই ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া পাহারা দিব।"

বিনোদ বলিলেন,—তাহার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল আমাকে রক্ষা করাই দরকার নহে ; আমাদিগের প্রত্যেককেই বাঁচিতে হইবে, অথচ শত্রুদিগকে ধরিয়া ফেলিতে হইবে। কোনরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে, প্রয়োজন মত ব্যবস্থা হইবে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্যতীত, পুরুষেরা সকলেই প্রস্থান করিল।

বিনোদ বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, সন্ধ্যার আগেই খুড়ী মা, দিদি ও ছোট ছোট ছেলেদের অন্য কোন গৃহস্থের বাটীতে রাখিয়া আসিতে হইবে।"

রামজীবন বলিলেন,—"তুমি যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছ, তাহাতে বোধ হইতেছে, আজি আমাদিগের ভয়ানক বিপদ হইবে বলিয়া তোমার আশঙ্কা হইতেছে। আমার ইচ্ছা, এই সময়ে তোমাকেও স্থানান্তরে রাখিয়া আসি।"

বিনোদ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"তাহাই যদি হইবে খুড়া মহাশয়,তবে তো আমি এখানে না আসিলেও চলিত। প্রাণের মায়া আমি অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছি। অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত, নরাধম রাসবিহারীকে সজীব অবস্থায় আমি ধরিব, ইহাই আমার সঙ্কল্প। আমি দূরে থাকিলে আমার সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আপনি আমাকে যেরূপ স্নেহ করেন, তাহাতে আমার জীবনের জন্যই আপনার চিন্তা হইতেছে; কিন্তু আপনি আমার উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইতেছেন। আপনি আজি প্রাতে যে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমি বুঝিয়াছি, ভয় কাহাকে বলে তাহা আপনি জানেন না। স্নেহের প্রাবল্যে আপনি আমাকে ভয়াতুর ব্যক্তির ন্যায় সাবধান করিতেছেন।"

রামজীবন নীরব।

দিন প্রায় কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে কনষ্টেবল ও নিবারণ আসিয়া পৌঁছিল। সন্ধ্যার অনেকক্ষণ পরে নগরঘাটা হইতে তিন জন মুসলমান আসিল। শ্রীরাম তাহাদিগকে যত্ন করিয়া এক পল্লাবাসার খালি ঘরে রাখিয়া

আসিল। গরফুর ভগ্নী আইসে নাই; যে মুহূর্ত্তে আবশ্যক হইবে, তখনই সে আসিবে, ইহাই স্থির হইয়াছে। অদ্য রাত্রির সম্ভাবিত বিপদের কথা শ্রীরাম মুসলমানদিগকে জানাইয়া রাখিল। তাহারা উৎসাহ সহকারে যথাসময়ে সংবাদ প্রাপ্তির প্রার্থনা করিল। নিবারণ আহারাদির পর, প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া,চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চণ্ডী-মণ্ডপে অন্যান্য সকলের সহিত মিশিয়া,গল্প-গুজব করিতে লাগিল।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। কোন প্রকার বিপদের কোন লক্ষণই উপস্থিত হইল না। নানাপ্রকার জল্পনা চলিতে থাকিল। সকলেই স্থির করিল, আজি প্রাতে যে কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহার পর তাহাদিগের নিকটস্থ হইতে কাহারও সাহসে কুলাইবে না।

বিনোদ ভালই আছেন। সন্ধ্যার পর হইতে নিদ্রা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিতেছে না। তিনি নিতান্ত সতর্ক ভাবে শয্যায় পড়িয়া আছেন। প্রত্যেক শব্দ তাঁহাকে বিচলিত করিতেছে। কিসের শব্দ, কেন হইল, জানিবার নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইতেছেন। রামজীবন একবার ভিতর, একবার বাহির করিতেছেন এবং বিনোদের কৃত বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। বাটীতে একজনও স্ত্রীলোক বা শিশু নাই।

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। সুধাংশুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল হৈমকরে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন। ধীরে ধীরে মন্দ পবন-হিল্লোলে

বৃক্ষ-শাখা ও লতিকাগ্র হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেছে। পৃথিবী নিস্তব্ধ। নিদ্রার সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশক ক্রোড়ে, রামজীবন চক্রবর্ত্তীর ভবনস্থ ব্যক্তিবৃন্দ ব্যতীত। তাবতেই শান্তি সম্ভোগ করিতেছে। সেই শান্তি ভঙ্গ করিয়া, সেই নীরবতা বিনাশ করিয়া, সেই দৃশ্যের পবিত্রতা বিধ্বংস করিয়া, সহসা এককালে চতুর্দ্দিক হইতে শব্দ হইয়া উঠিল, "মার, মার।" তৎক্ষণাৎ চণ্ডীমণ্ডপস্থ ব্যক্তিবৃন্দ, যেন যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার ন্যায়, লাঠি হস্তে প্রাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল এবং "রে রে" শব্দে চারিদিকে ধাবিত হইল। মাথায় ভিজা কাপড় বাঁধিয়া ও রামজীবনের স্কন্ধাশ্রয় করিয়া বিনোদ চণ্ডীমণ্ডপে আসিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"আমি আসিয়াছি, কোন ভয় নাই, কেহই যেন পলাইতে না পারে।"

দূরে ও নিকটে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে "মার, মার", "ধর ধর", "ঐ যায়", "বাবা গো", "মা গো" শব্দে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইয়া উঠিল। যে তিন জন মুসলমান অপর গৃহস্থের বাটীতে শয়ন করিয়াছিল, তাহারাও বাঁশ হাতে লইয়া আসিয়া যোগ দিল। শত্রুরা বাটার চারিদিক ঘেরাও করিয়াছিল এবং তাহারা সংখ্যায় পঁচিশ জনের কম ছিল না। আমাদিগের লিখিতে যে সময় যাইতেছে ইহারই মধ্যে রামদীন, নিবারণ ও কনষ্টেবলদ্বয়ের আঘাতে অনেকগুলি শত্রু ধরণীশায়ী হইল; কিন্তু এ পক্ষেও

একজন দ্বারবান বড়ই আঘাত পাইল। তখন শত্রুরা, চারিদিক হইতে একত্রিত হইয়া, এক স্থানে মিলিত হইল। বিনোদের পক্ষীয় লোকেরা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিনোদ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"যেন কেহই পলাইতে না পারে। কেবল পায়ে আঘাত করিবার চেষ্টা করিও।"

শত্রুদিগের নিকট কয়েকখানি তরবারি ও সড়কি ছিল।

বিনোদ বলিলেন—"খুড়া মহাশয়, আপনি দেখিয়াছেন কি, শত্রুদিগের মধ্যে রাসবিহারী নিজে আছে?"

রামজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ লোকটা?"

বিনোদ দেখাইয়া বলিলেন,—"যাহার মুখে মুখোস।"

রামজীবন বলিলেন,—"তুমি ক্ষণেক পিস্তল লইয়া এই দেওয়াল হেলান দিয়া, এই স্থানটায় বসিয়া থাক, আমি একবার দেখিয়া আসি।"

বিনোদ তাহাই করিলেন। তখন রামজীবন মাথায় চাদর বাঁধিয়া এবং প্রকাণ্ড এক পাকা লাঠি হাতে লইয়া, চণ্ডীমণ্ডপ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং "মার মার" শব্দে ধাবিত হইলেন। অগ্র-পশ্চাৎ কোন বিচার না করিয়া, তিনি একেবারে শত্রুদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। অদ্ভুত লাঠি চালনার ক্ষমতা! দেখিতে দেখিতে তিন জন, ধরাশায়ী হইল। অবশিষ্টেরা হটিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পশ্চাৎ হইতে রামদীন ও

নিবারণ তাহাদের উপর নিরন্তর লাঠি প্রহার করিতে লাগিল। তখন যাহার মুখে মুখোস, সে চীৎকার করিয়া বলিল,—"যে লোকটা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছে, তাহাকে যদি ধরিয়া আনিতে পার, অথবা মারিয়া ফেলিতে পার; তাহা হইলে যাহা চাহিবে তাহাই আমি বখশিস দিব।"

তখন অগ্রসর হওয়াই শত্রুপক্ষীয় লোকদিগের এক মাত্র সঙ্কল্প হইল এবং তাহারা আত্মরক্ষা বা শত্রুনিপাত ভুলিয়া গেল। তখন রামজীবন, রামদীন, রঘু, দ্বারবান্ এক জন, মুসলমান তিন জন ও কনষ্টবল দুই জন, শত্রুরা যাহাতে এক পাও অগ্রসর হইতে না পারে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং এক স্থানেই উভয় পক্ষীয় লোক সম্মুখীন হইল এবং সেই স্থানে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল।

একজন মুসলমান বড়ই আহত হইল। রামদীনের বাম হস্তে বর্শা বিদ্ধ হইল। সে তাহাতে দৃকপাতও না করিয়া, বর্শা বাহির করিয়া ফেলিল এবং সমান লাঠি চালাইতে লাগিল। একজন কনষ্টবল ভূপতিত হইল, বিপক্ষদিগেরও অনেক লোক অকর্ম্মণ্য হইল।

রামজীবন চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"ভাই সব, যাহার মুখে মুখোস উহাকে যেমন করিয়াই হউক ধরিতে হইবে। চারি দিক হইতে লাঠি চালাও।"

শত্রুপক্ষে যাহাদিগের হস্তে তরবারি ছিল তাহারা

বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না; কেননা লাঠির আঘাতে অনেকগুলি তরবারি ভগ্ন হইয়া গেল। সড়কি চালাইতেও যেরূপ ব্যবধানের প্রয়োজন, তাহা না থাকায়, সড়কি-ওয়ালাদের বিশেষ সুবিধা হইতেছিল না। তথাপি বিপক্ষেরা সংখ্যায় বিনোদের পক্ষ অপেক্ষা বেশী। এই সংখ্যা-বাহুল্য হেতু তাহারা ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল। এক পা এক পা করিয়া ক্রমে তাহারা চণ্ডীমণ্ডপের নিকটে আসিয়া পড়িল। রামজীবন ভয়ে আকুল হইয়া উঠিলেন।

মুখোসওয়ালা বলিল,—"ঐ থামের আড়ালে বসিয়া আছে। সড়কি দিয়া বিঁধিয়া ফেল। বখশিস যে যাহা চাহিবে সে তাহাই পাইবে।"

রামজীবন প্রাণপণে লাঠি চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু বুঝি সকল চেষ্টাই বিফল হয়! বুঝি তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া শত্রুরা চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া পড়ে!

সহসা সেই আর্ত্তনাদ, প্রহারধ্বনি ও উভয় পক্ষের হুংকার শব্দ পরাভূত করিয়া, নৈশ নিস্তব্ধতা বিনাশ করিয়া এবং সমস্ত প্রকৃতিকে বিচলিত ও বিকম্পিত করিয়া, কোমল সুমধুর নারী-কণ্ঠ হইতে উচ্চ শব্দ উঠিল,—"ধরিয়া ফেল! বাঁধিয়া ফেল! মারিয়া ফেল! প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্ত সহস্র মুদ্রার তোড়া আমার পাল্কির মধ্যে প্রস্তুত রহিয়াছে।"

বিনোদ চমকিত হইয়া উঠিলেন; তাহার চক্ষুতে জল আসিল। একি! অপরাজিতার কণ্ঠস্বর! তখনই দশ জন ভীমকায় পুরুষ, পশ্চাৎ হইতে আসিয়া, বেগে শত্রুদিগকে জড়াইয়া ধরিল এবং প্রত্যেকে মল্লযুদ্ধে অপরকে পরাভূত করিয়া ভূপাতিত করিল। তখন উভয় পক্ষই লাঠি তরবারি ও সড়কি পরিত্যাগ করিল। বিনোদের পক্ষীয় লোকেরা আসিয়া সেই মল্লযুদ্ধে যোগ দিল। সংখ্যার বাহুল্য হেতু, শত্রুরা সহজেই পরাভূত হইল।

তখন নবাগত বীরেরা বলিল,—"মা জি, সকলকে মারিয়া ফেলি?"

সেই নারীকণ্ঠে আদেশ হইল,—"না। গ্রামে সকলের বাটীতেই কুয়া আছে, সুতরাং দড়া আছে। নিকটের সকল গৃহস্থই জাগিয়া উঠিয়াছে। সকল বাটী হইতে দড়া আনিয়া প্রত্যেক লোকের হাত-পা কঠিনরূপে বাঁধিয়া ফেল।"

তখন শ্রীরাম দড়া আনিতে ছুটিল। রামজীবন বিনোদের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"বাবা, একি ভগবতী আমাদের সহায় হইয়াছেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"অপরাজিতা আসিয়াছেন। আপনি দেখুন, কোথায় তিনি।"

শ্রীরাম আট-দশ গাছ দড়া লইয়া ফিরিল। তখন শত্রুপক্ষীয় প্রত্যেক লোকের হস্ত-পদ একত্রিত করিয়া

দৃঢ় নিবদ্ধ করা হইল। যে ব্যক্তি বল প্রকাশ করিয়া আপত্তি করিতে লাগিল, নবাগত বীরেরা তাহার বুকে পা দিয়া তাহাকে পরাজিত করিল।

সমস্ত বন্ধন-কার্য্য শেষ হইলে, সেই নারী-কণ্ঠে পুনরায় শব্দ হইল, "আমার ভাই কোথা ?"

রামজীবন বিনীতভাবে বলিবেন, -"মা, আমি বিনোদের খুড়া; আপনি আমার সঙ্গে আসুন। বিনোদ সুস্থ আছেন।"

পাল্কীর মধ্য হইতে দুই জন পরিচারিকা দুইটী লণ্ঠন হস্তে বাহির হইল এবং সেই দেবীর উভয় পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। রামজীবন হুগলীতে অপরাজিতার অনেক গুণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু কখন তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। এক্ষণে তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, এত রূপ মনুষ্যের কখনই হয় না। বলিলেন,—"মা, আসুন।"

ধীরে ধীরে, কম্পিত-কলেবরে অপরাজিতা রাম-জীবনের পশ্চাতে চলিলেন। পরিচারিকারা লণ্ঠন লইয়া পার্শ্বে পার্শ্বে চলিল। চণ্ডীমণ্ডপের সিঁড়িতে উঠিবার সময় অপরাজিতার পদদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল, যেন দেহভার বহনে অসমর্থ হইল। তখন তিনি একজন পরিচারিকার স্কন্ধাশ্রয় করিলেন। বিনোদ, ক্ষীণ শরীরে, বিকম্পিত পদে উঠিয়া অগ্রসর হইবার নিমিত্ত, পা বাড়াইলেন। অপরা-

জিতা চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া, কম্পিত কাতর কণ্ঠে বলিলেন,-"ভাই আমার, দাদা আমার, তুমি নাকি আহত হইয়াছ ?"

তৎক্ষণাৎ সেই অপাপবিদ্ধা স্নেহময়ী সুন্দরী সংজ্ঞাহীনা হইয়া ছিন্ন-মূল পাদপের ন্যায়, বিনোদের চরণ-সমীপে পড়িয়া গেলেন। তখন বিনোদ ও রামজীবন পরিচারিকা-দিগকে লইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। মুখে ও চক্ষুতে জল প্রয়োগ এবং বায়ু ব্যজন হইতে লাগিল। রামজীবনের আদেশে শ্রীরাম একটা লণ্ঠন লইয়া বাটার মহিলাদিগকে আনিতে গেল। শীঘ্রই অপরাজিতার মোহ অপনোদিত হইল। তখন তিনি বলিলেন,—"বিনোদ কই ? আমার নিকটে আইস দাদা! তোমার শরীরে কোথায় প্রহার করিয়াছে ? আঘাত কি গুরুতর হইয়াছে ?"

বিনোদ বলিলেন,--"না। সামান্য আঘাত, ভয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু বড় অসমসাহসের কার্য্যই তুমি করিয়াছ। তুমি এতদূর করিবে ইহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"এখানে অনেক পুরুষ। আমাকে বাটার মধ্যে লইয়া চল।"

তখন শ্রীরামের সহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্ত্রী ও কন্যা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পরম সমাদরে এই সুর-সুন্দরীকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলেন।

ক্রমে উষার পিঙ্গলমূর্ত্তি দেখা দিল এবং প্রভাতের মধুর বায়ু আহত ও শ্রম-কাতর ব্যক্তিবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রামজীবন প্রভৃতি সকলকে ডাকিয়া, বিনোদ বলিলেন,—"নানা স্থানে নিপতিত উভয় পক্ষের আহত ব্যক্তিগণকে সাবধানে এক স্থানে আনিয়া দেখা আমাদের এখন প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।"

তখন সেই নবাগত দশজন বীর ও রামজীবন আহতগণকে তুলিয়া এক স্থানে আনয়ন করিতে লাগিলেন। পনর জন আঘাত পাইয়াছে। হত একজনও হয় নাই। নাগের পক্ষের দশজন ও বিনোদের পাঁচজন আঘাত পাইয়াছে। কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে। কাহারও অসির আঘাতে দেহের স্থানবিশেষের মাংস ও চর্ম্ম ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কাহারও দেহ হইতে দর দর ধারায় রুধির পড়িতেছে, কেহ বা মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে, কেহ বা যন্ত্রণা হেতু কাতরতা প্রকাশ করিতেছে। বিনোদ সকলকেই সমান যত্নে শুশ্রূষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীরাম ও রঘু সেই কার্য্যের ভার পাইল। নবাগত দশজনও ইচ্ছা পূর্ব্বক এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কাহারও মুখে ও মাথায় শীতল জল দেওয়া হইতে লাগিল। মাদুর বিছাইয়া ও বালিস

মাথায় দিয়া সকলকেই শয়ন করান হইল। সকলেরই ক্ষত স্থান সমূহ রেড়ির তৈল ও তুলা দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আবশ্যকানুসারে কাহারও দেহের স্থান বিশেষে শীতল জলের ধারা দেওয়া হইতে লাগিল। রাসবিহারীর গ্রামে এক জন ডাক্তার আছেন। তাঁহাকে ডাকিবার নিমিত্ত নিবারণ গমন করিল। প্রচুর দুগ্ধ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত রামজীবন লোক পাঠাইলেন।

সেই বাটীর পশ্চাতে বনের পার্শ্বে দুই খানি পাল্কী পড়িয়া রহিয়াছে। বাহকগণ এই সকল ভয়ানক কাণ্ড দেখিবার নিমিত্ত পাল্কী ছাড়িয়া এই দিকে আসিয়াছে। বিনোদ বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, দেখুন দেখি পাল্কীতে কিছু আছে কি না। অপরাজিতার কথার ভাবে আমার বোধ হইয়াছিল, তাঁহার সঙ্গে অনেক টাকা আছে।"

রামজীবন পাল্কীর নিকট গিয়া দেখিলেন, প্রত্যেকের মধ্যে একটী করিয়া প্রকাণ্ড ষ্টীল ট্রঙ্ক। তিনি তাহা তুলিয়া আনিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বড় ভারী; পারিলেন না। তখন তিনি ও একজন দ্বারবান্ ধরাধরি করিয়া একে একে সেই ট্রঙ্ক আনিয়া চণ্ডীমণ্ডপে ফেলিলেন।

ক্রমে লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। রাত্রিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে ডাকাইত পড়িয়াছিল। কেহই পলাইতে পারে নাই, সকলকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

অনেকে মারা পড়িয়াছে। জনরব, ইত্যাদি নানা কথা অচিরে বহু দূরে বহন করিয়া লইয়া চলিল। স্ত্রী ও পুরুষ, বালক ও বালিকা এই কাণ্ড দেখিবার নিমিত্ত, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চণ্ডী-মণ্ডপের সম্মুখস্থ অঙ্গন ও পথ ছাইয়া ফেলিল। স্থানাভাবে ক্রমে বন-জঙ্গল ভাঙ্গিয়াও লোক দাঁড়াইতে লাগিল। তিন ক্রোশ দূরের লোকও ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কোলাহলে সেখানে যেন হাট বসিয়া গেল। বেলা যখন সাতটা তখন চণ্ডীমণ্ডপ হইতে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই কেবল মনুষ্য-মস্তক ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না।

আহতগণের শুশ্রূষার ব্যবস্থা ঠিক চলিতেছে দেখিয়া বিনোদ, দ্বারবান্ ও কনষ্টবলকে ডাকিয়া, বলিলেন—"তোমরা ঐ লোকটার মুখের মুখোস খুলিয়া ফেল খুড়া মহাশয়, আপনি আমার নিকটে আসুন।"

মুখোস খুলিতে দিতে সে লোক বড়ই অপত্তি করিতে লাগিল। তখন কনষ্টবল তাহার বুকে পা দিয়া দাঁড়াইল কাজেই আর নড়াচড়া চলিল না। মুখোস খুলিয়া ফেলিলে, চারিদিক হইতে শব্দ উঠিল,—"রাসবিহারী বাবু!" "আরে না, সে কেন ডাকাইতি করিবে? "ডাকাইতি তো নয়, ঐ বাবুকে মারিবার জন্য চেষ্টা। "সেই বটে।" "বেশ হইয়াছে, খুব হইয়াছে!" "যেমন পাপ তার তেমনই সাজা!" "ধর্ম্ম আছেন মাথার উপরে!

এই বা হইয়াছে কি ?" ইত্যাদি নানা প্রকার শব্দ চারি দিক হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। একটা লোকও আহা করিল না, কেহ হায় হায় করিল না।

বিনোদ বলিলেন,—"মুখোস না খুলিলেও আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি রাসবিহারী নাগ। বুঝিয়াছ তুমি, এ পর্য্যন্ত তোমার দ্বারা যত অত্যাচার ঘটিয়াছে, তাহার শাস্তি ভোগ করিবার সময় এত দিনে উপস্থিত হইয়াছে ?"

চীৎকার করিয়া রাসবিহারী বলিল,—"কাহার সাধ্য আমাকে শাস্তি দেয় ?"

বিনোদ বলিলেন,—"শাস্তি দিবার কর্ত্তা গবর্ণমেণ্ট। সেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সাহেব ও অন্যান্য লোক তোমাকে এখনই গ্রেপ্তার করিতে আসিতেছেন। আদালতে বিচার হওয়ার পর তোমার উচিত মত শাস্তি হইবে। অপাততঃ তুমি আমার হাতে বাধা পড়িয়াছ।"

রাসবিহারী হা হা শব্দে হাসিয়া বলিল,—"তোমার হাতে ? আমাকে বাধা কি তোমার সাধ্য। পাল্কী করিয়া যে আসিল, সে তোমার কে ?"

বিনোদ বলিলেন,—"আমার ভগ্নী।"

রাসবিহারী বলিল,—"বেশ ভগ্নী তো তোমার ! এমন ভগ্নী তুমি কোথায় পাইলে ? আগে তো তোমার ভগ্নী ছিল না। তোমার সেই ভগ্নীই আমাকে বাঁধিয়াছে। তুমি

যদি এক রাত্রি মাত্র তোমার ঐ ভগ্নীকে আমার কাছে দেও, তাহা হইলে আমি, হাত-পা বাঁধা কেন, ফাঁসি কাঠে গলা ঝুলাইয়া দিতেও পারি।"

রামজীবন বলিলেন,—"ছুঁচো বেটা! মুখ সামলাইয়া কথা কহ। লাথি মারিয়া মুখ ছিঁড়িয়া দিব।"

বিনোদ বলিলেন,—"ছি খুড়া, উহার মত ক্ষুদ্র জীবের কথায় রাগ করিতে আছে কি? দেখ রাসবিহারী, তুমি আমার পিতা যদুপতি মিত্র মহাশয়ের কোন সংবাদ বলিতে পার কি?"

রাসবিহারী বলিল,—"পারি। সে জগদ্বন্ধু বোসকে খুন করিয়া ভাগড়া হইয়াছে।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"আর কোন সংবাদ তুমি জান না?"

রাসবিহারী বলিল,—"জানি; কিন্তু তোমাকে বলিব কেন? তোমার ঐ ভগ্নী যদি আমার বৈঠকখানায় গিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তাহার কাণে কাণে সব কথা বলিতে রাজি আছি।"

রামজীবন বলিলেন,—"সোজা কথায় জবাব দিবে কেন? জুতা মারিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দিব, আর তখন ঠিক জবাব বাহির হইবে।"

রাসবিহারী বলিল,—"তুমিও একজন কৃষ্ণ-বিষ্ণু হইয়াছ দেখিতেছি। যে লোক সম্মুখে কথা কহিতে

হইলে কাঁপিয়া খুন হইত, সেও যে আজি জুতা মারিতে চাহে!"

একজন দর্শক বলিল,—"উনি তো বামুন ঠাকুর—দেবতা; ওঁর জুতা খাইলেও তুমি উদ্ধার হইবে। তোমার মুখে কুকুর-শিয়ালেও লাথি মারিবে।"

রাসবিহারী বলিল,—"বল, যে যত পার বলিয়া লও। একবার খোলসা হইলেই ঐ সকল মুখে রক্ত বাহির করিয়া ছাড়িব।"

বিনোদ বলিলেন,—"তুমি যদি আমার কথার যথার্থ উত্তর দেও, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত ভদ্র-ব্যবহার করিতে সম্মত আছি।"

রাসবিহারী বলিল,—"তুমি যদি একটুও ভদ্র ব্যবহার জানিতে, তাহা হইলে তোমার ঐ ভগ্নীকে আমার কাছে বসাইয়া রাখা উচিত ছিল। ছি! ভগ্নীকে নিজে রাখা কি ভাল?"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার সহিত কথা কহা অসম্ভব। তোমার দণ্ড যাহাতে কিছু লঘু হয় তাহার চেষ্টা করিলেও করিতে পারিতাম। কিন্তু বুঝিলাম, তোমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। তথাপি আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। নিধে চাঁড়ালের খবর তুমি জান?"

রাসবিহারী বলিল,—সে বেটা হয় তো কোথায় পটল তুলিয়াছে। তাহার খবর কে তোমাকে দিবে? তাহার

বউটি কিন্তু বেশ। অনেক দিন তাহার সঙ্গে আমার ভাব ছিল। কিন্তু এক জিনিষ অনেক দিন ভাল লাগে কি? তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছি। এখন সে হুগলী আছে।”

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—“উত্তরপাড়ায় জঙ্গলের মধ্যে তোমার বাড়ী আছে?”

রাসবিহারী বিচলিত হইল। এতক্ষণে সে যেন চিন্তিত ও ভীত হইল। বলিল,—“কেন?”

বিনোদ বলিলেন,—“কেন কি? সেখানে তোমার কোন বাড়ী আছে কি না বল?”

রাসবিহারী বলিল,—“আছে। কিন্তু তুমি সে খোঁজ করিতেছ কেন?”

বিনোদ বলিলেন,—“আমি এখনই সেখানে যাইব আমার বিশ্বাস, নিধে চাঁড়াল সেখানেই আছে।”

রাসবিহারী বলিল,—“সেখানে? রাধাকৃষ্ণ! সেখানে কি মানুষ থাকিতে পারে? সেখানে যাইও না, মারা যাইবে, সাপে খাইবে।”

বিনোদ বলিলেন,—“আমাকে মারাই তোমার উদ্দেশ্য। আমাকে মারিতে আসিয়াই তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে আমি যদি সাপের কামড়ে মরি, তোমার পক্ষে সে তো মঙ্গলের কথা।”

রাসবিহারীর দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া, বিনোদ সেস্থান হইতে উঠিয়া গেলেন।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিনোদ একটু চিন্তা করিয়া রামজীবনের নিকটস্থ হইলেন এবং আর কেহ শুনিতে না পায়, এইরূপ ভাবে তাঁহাকে বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, এখন এই লোকগুলাকে কোথায় রাখা যায়? সাহেব ও সিপাহীরা নিশ্চয়ই বেলা ১০ টার মধ্যে এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন। তাঁহাদের হাতে ইহাদিগকে দিতে পারিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইব। যতক্ষণ তাঁহারা না আইসেন, ততক্ষণ ইহাদের সাবধানে রাখিতে হইবে—যেন পলাইতে না পায়—কেহ আসিয়া বাঁধন কাটিয়া না দেয়—কোন উপায়ে সরিতে না পারে। আমাদিগকে এখনই উত্তরপাড়া যাইতে হইবে। লোক-জন কে কোথায় থাকিবে, কে সঙ্গে যাইবে, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।"

রামজীবন বলিলেন,—"তোমাদের বাটীর বৈঠকখানা ঘরে ইহাদের পুরিয়া, দরজা জানালা বন্ধ করিয়া, দরজায় চাবি লাগাইয়া, চারিজন লোক খাড়া করিয়া রাখা ভিন্ন আর উপায় দেখিতেছি না।"

বিনোদ বলিলেন,—"তাহাই হউক। দরজা-জানালা

ভাঙ্গা নাই তো। সাবধান! যদি রাসবিহারী এখন পলাইতে পারে, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ ঘটাইবে। ইহাদের এক ঘরে রাখা উচিত নহে। অন্ততঃ রাসবিহারীকে একটা স্বতন্ত্র ঘরে রাখা আবশ্যক। যাহাই হউক, শীঘ্র উপায় করুন। সাহেবেরা আসিবার পূর্ব্বে আমি উত্তরপাড়া হইতে ঘুরিয়া আসিতে ইচ্ছা করি।"

পাল্কীর বেহারারা হাত-পা বাঁধা লোকগুলাকে ধরিয়া বিনোদ বাবুর পুরাতন বাটীতে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। গমন কালে অনেকেই নানা প্রকারে অসুবিধা ঘটাইতে লাগিল। রামজীবন বেত মারিয়া সকলকে ঠাণ্ডা করিলেন। রাসবিহারীর পৃষ্ঠেও অনেক বেত পড়িল। যখন তাহাদের লইয়া যাওয়া হইতেছে, সেই সময়ে ডাক্তার আসিলেন। বিনোদ বলিলেন,—"আপাততঃ আপনার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিবার সময় নাই। আমি একটু বিশেষ কাজে যাইতেছি, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। কালি রাত্রিতে এখানে একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছে। অনেকগুলি লোক অল্প-বিস্তর আঘাত পাইয়াছে। আপনি দয়া করিয়া, ইহাদিগকে যত্ন সহকারে দেখুন; কেহই যেন কষ্ট না পায়। আপনার পুরস্কার ও ঔষধাদির মূল্য আমি আসিয়াই দিব। এখনই হুগলী হইতে পুলিস সাহেব ও অন্যান্য লোক আসিবেন। আমাকে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"

ডাক্তার বলিলেন, —"আমি আপনার বৃত্তান্ত সকলই জানি। আপনি এক্ষণে যে কার্য্যে যাইতেছেন, স্বচ্ছন্দে তাহা শেষ করিয়া আসুন। আমার উপর যে ভার থাকিল, তাহা আমি যথাসাধ্য সুসম্পন্ন করিব।"

বিনোদ বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, খোলা তরবারি হাতে দুই ব্যক্তিকে সেখানে পাহারা রাখুন। দরজায় ভাল তালা দিয়াছেন তো?"

রামজীবন বলিলেন,—"হাঁ। দুই ঘরে দুটা দুটা চারিটা তালা দিয়াছি। শ্রীরাম, রঘু আর একজন দ্বারবান্ পাহারা থাকুক। এখানে ডাক্তার বাবুর কাছে বোধ হয় অনেক লোক চাহি। মার সঙ্গের পাঁচ জন লোক এখানে থাকুক, পাঁচ জন আমাদের সঙ্গে চলুক। বেহারা ছয়টা আমাদের সঙ্গে একখানি পাল্কী লইয়া আসুক। তোমার হাঁটিয়া যাওয়া হইবে না, বাবা। বাকী বেহারারা এখানে থাকুক।"

রামদীন হাতে অনেক ভিজা কাপড় জড়াইয়া ছিল। সেই কাপড়ে আর একবার জল দিয়া, সকলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে পথ-প্রদর্শক। ভাঙ্গা হাত লইয়াও সে যাইবে।

ট্রঙ্ক দুইটা বাটার ভিতর পাঠান হইল। সকল দিক একবার উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া, অপরাজিতার নিকট বিদায় লইয়া, উদ্দেশে পিতৃদেবতার চরণে প্রণাম করিয়া,

মনকে অন্য চিন্তা বিরহিত করিয়া, বিনোদ ও তাঁহার সঙ্গীগণ উত্তরপাড়া যাত্রা করিলেন। খুড়া মহাশয় হাঁটিয়া যাইবেন, আর বিনোদ পাল্কীতে উঠিবেন ইহা অসঙ্গত; সুতরাং পাল্কী সঙ্গে চলিবার ব্যবস্থা হইল। খুড়া বুঝাইয়া দিলেন,—"ছেলেরা বাপ-খুড়ার কোলে চড়িয়া যায়, তবে তুমি পরের কাঁধে কেন না যাইবে বাবা ?"

বিনোদ কোন মতেই পাল্কীতে উঠিতে সম্মত হইলেন না। কল্যকার সেই আঘাত, তাহার পর সমস্ত রাত্রি জাগরণ, পরিশ্রম, উৎকণ্ঠা ও অশেষ ক্লেশ। শরীর বড়ই কাতর।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাসবিহারী নাগের বাটীর পার্শ্ব দিয়াই উত্তরপাড়া যাইবার পথ। অন্য দিক দিয়া যাইবার কোনই উপায় নাই। বিনোদের মনে আশঙ্কা ছিল, নাগের ভবন-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে তাঁহার লোকেরা নিশ্চয়ই আক্রমণ করিবে এবং অভিপ্রেত স্থানাভিমুখে কখনই অগ্রসর হইতে দিবে না। রামজীবন জানিতেন, উত্তর-পাড়া যাত্রা কালে তাঁহাদিগকে বিপদাপন্ন হইতে হইবে এবং হয় তো সে বিপদের পরিমাণ বিগত বিপদ সমূহের অপেক্ষা গুরুতর হইবে। শঙ্কাকুলচিত্তে তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রামদীন, ভগ্ন হস্ত হইলেও, নির্ভীক ভাবে, সম্প্রদায়ের পথ-প্রদর্শকরূপে অগ্রে চলিতে লাগিল।

রাসবিহারীর বিশাল ভবন তাঁহাদের নেত্র-পথবর্ত্তী হইল। ফুলবাগান, বৈঠকখানা, কাছারি, অশ্বশালা, পূজার বাড়ী, অন্দর মহল, ভৃত্যাদির বাসস্থান সকলই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। কতই বিগত কাহিনীর বিষাদময়ী ছায়া কল্পনা-সূত্রাবলম্বনে বিনোদের মনকে ব্যথিত করিতে লাগিল। এই সকল রম্য নিকেতনের অভ্যন্তরে কত সময় কতই বিজাতীয় ও বীভৎস কাণ্ডের

অভিনয় হইয়াছে। কত ধর্ম্মশীলা কুল-কামিনী, ঐ পুষ্প-কানন মধ্যস্থিত উপবনে, পাশবিকশক্তির বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে অবসন্ন হইয়া, আর্ত্তনাদ করিতে করিতে, আপনার ধর্ম্মধনকে বিসর্জ্জন দিয়াছে; ঐ অট্টালিকার অভ্যন্তরে কত সময় কত অভাগা, আপনার প্রেমময়ী প্রিয়তমাকে পরের অঙ্কশায়িনী দেখিয়া, অব্যক্ত যন্ত্রণার তীব্র তুষানলে দগ্ধ হইয়াছে। ঐ প্রাসাদের স্থান বিশেষে হয় তো কত সময় কত সহায়-সম্পত্তি-বিহীন দরিদ্র ব্যক্তি, হৃদয়ের বিষম বেদনাজনিত অপরিহার্য্য প্রতিবাদ উত্থাপিত করিয়া, নিদারুণ দৈহিক ক্লেশ ভোগ করিয়াছে। কত পাপের তরঙ্গ, কত উৎকট ভোগ-প্রবৃত্তির বিকট রঙ্গ, কত ঘৃণিত কার্য্যের বিগর্হিত সঙ্গ এবং কত নিন্দিত অনুষ্ঠানের অযোগ্য প্রসঙ্গ, ঐ সকল মনোহর সৌধের নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কত ভৈরব হাস্যের বিকট রোল, কত প্রমত্ত কাণ্ডের উৎকট গোল, কত অবলার পাষাণভেদী দুঃখের আলেখ্য, কত নিরপরাধ নর-নারীর হৃদয়-নিঃসৃত অশ্রুবারি, কত সাধু-সজ্জনের হাহাকার ও আর্ত্তনাদ ঐ সকল সুরম্য হর্ম্ম্যের ইষ্টক ও কাষ্ঠাদির সহিত মিশিয়া আছে।

বিনোদ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চিন্তা করিলেন,- "যে হতভাগ্য পুরুষ, প্রভুতা ও ধনমদে মত্ত হইয়া, এইরূপ ভয়ানক পাপ-স্রোতে বসুন্ধরা প্লাবিত করিতেছিল, ঘটনা চক্রে তাহার লীলার সমাপ্তি হইয়া

আসিতেছে। তাহার অনেক পাপই সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইবে সন্দেহ নাই; সুতরাং তাহার ধন-বল বা কোন শক্তিই তাহাকে এবার রাজশাসন হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।” তাহার পরেই তাঁহার মনে হইল,—“রাসবিহারী কি ভয়ানক পাপী, কি চিরাভ্যস্ত হীন-চরিত্র! নিধে চাঁড়ালের কোন কথাই সে বলিল না। আমার পিতার কোন বৃত্তান্তই তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। তাহার হৃদয়ে কিছুমাত্র অনুতাপ নাই। এখনও সে একটুও কাতর নহে। কোনরূপ অবসন্নতা তাহাকে এখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। অতি হীন জনের সঙ্গে সমভাবে ঘৃণিতরূপে নিবদ্ধ থাকিয়া, এখনও সে আমাকে অশ্রাব্য অনালোচ্য কুৎসিত বাক্য বলিতে সাহস করিতেছে। এ ব্যক্তি যদি সংস্বভাব ও সুশিক্ষিত হইত, তাহা হইলে এরূপ অকাতর, নির্ভীক ও তেজস্বী হৃদয় লইয়া, হয় তো মহদ্ব্যক্তি রূপে পরিগণিত হইলেও হইতে পারিত।”

রাসবিহারীর ভবনের সীমা অতিক্রম করা হইল। কোন দিকে কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনাও কেহ বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই সুবিশাল পুরীর সর্ব্বত্র যেন জন-শূন্য। প্রধান দ্বারের পার্শ্বে একজন দৌবারিক বসিয়া আছে; কিন্তু সে যেন উদাসীন ও উৎসাহ হীন! কাছারিতে কয়েকজন আমলা বসিয়া

তামাক খাইতেছে ও কি কথা কহিতেছে। পাল্কী ও লোকজন লইয়া বিনোদ বাটীর সীমা অতিক্রম করিলেন। কোন কথা কহা দূরে থাকুক, কেহ তাহাদের প্রতি দৃক্‌পাতও করিল না।

ক্রমে পথ অতি সংকীর্ণ হইয়া পড়িল। চার দিকে কেবল বন। মাঝখান দিয়া একটা পাদচারী লোকের যাওয়ারমত পথের চিহ্ন আছে মাত্র; পাল্কী তাহার মধ্য দিয়া যাইতে পারিল না। সেই স্থানেই পাল্কী রহিয়া গেল। দুই জন বেহারা পাল্কীর নিকট রহিল, আর চারিজন তাহাদের সঙ্গে চলিল। ক্রমে সে পথও বিলুপ্ত হইয়া গেল। কেবল ঘন বন ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। রামদীন স্থানে স্থানে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া ও পাতা ফেলিয়া একটা চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল এবং সহজেই পথ নির্ণয় করিয়া গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবার উপায় করিয়া গিয়াছিল। সে সকলকে নির্ভীক ভাবে তাহার অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিতে লাগিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখের ভাব বিশেষ চিন্তাকুল। বিনোদ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া চলিতে চলিতে বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, কি ভাবিতেছেন?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"ভাবিতেছি যে কি তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তুমি পরম পণ্ডিত হইলেও, বালক। বিদ্যা-বুদ্ধি-বলে, ধন-সম্পত্তির বলে একটা ভয়ানক কাণ্ড

বাধাইয়া তুলিয়াছ। কিন্তু ইহার শেষ ফল কি হইবে, তাহা আমি এখনও ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছি না।"

বিনোদ বলিলেন,—"খুড়া মহাশয় আমার মনের কথার আপনি প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আমি যে উদ্দেশে এত গোল ঘটাইতেছি, তাহার সিদ্ধির কোন উপায়ই তো দেখিতেছি না। আমার বিশ্বাস ছিল, রাসবিহারীকে হাতে পাইলেই আমার পিতার সন্ধান পাওয়া যাইবে। তাহাকে ক্ষমতাধীন করিয়াও তো কোন উপায় হইল না। তবে কি হইবে?"

রামজীবন বলিলেন,—"তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিতে হইলে, অন্য প্রকার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাকে মিষ্ট করিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিলেই যে, সকল কথার সদুত্তর দিবে, এমন লোক সে নহে। তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া অশেষ উৎপীড়ন করিলে, যদি কথা পাওয়া যায়।"

বিনোদ বলিলেন,—"সে কথা ঠিক। রাসবিহারীর ন্যায় পুরাতন পাপী এক কথায় যে লুকান রহস্য ব্যক্ত করিবে, তাহা কখন সম্ভব নহে। তাহাকে উৎপীড়ন করিয়া কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সে পাপী—নরাধম; কিন্তু তাহাকে দণ্ডিত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। ক্রমশঃ তাহার যে সকল দুষ্কৃতির বৃত্তান্ত আমি জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাহাকে

রাজদ্বারে যথোচিত শাস্তি প্রদানের সুব্যবস্থা করিতে আমার বাসনা জন্মিয়াছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় অন্বেষণ করিবার প্রবৃত্তি এক মুহূর্ত্তও আমাকে ত্যাগ করে নাই। রাসবিহারীর শাস্তির সময় উপস্থিত-প্রায়; কিন্তু আমার মনোরথ-সিদ্ধির কোন সূত্রই তো আমি এখনও দেখিতেছি না।”

রামজীবন বলিলেন,—“আমিও কিছুই বুঝিতেছি না। উত্তরপাড়ার বনের মধ্যে রাসবিহারীর বাটী আছে, তাহা আমরাও জানি। কিন্তু সে বাড়ীতে, যে কিছু সন্ধান পাওয়া যাইবে, ইহা তো আমার কখন মনে হয় নাই। এ স্থানে মানুষের যাওয়া আসার লক্ষণও নাই। এখানকার সন্ধানেই বা কি ফল হইবে?”

বিনোদ বলিলেন,—“আমি বিভিন্ন স্থানে নানা প্রকার সংবাদ শুনিয়া স্থির করিয়াছি, উত্তরপাড়ায় নিধের সন্ধান হওয়া অসম্ভব নহে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, নিধের যদি সন্ধান হয়, তাহা হইলেই আমার পিতৃদেবেরও সন্ধান হইবে।”

রামজীবন বলিলেন,—“উত্তরপাড়ার এ বাটীতে কোন রহস্য থাকা সম্ভব নহে। যাহাই হউক, দেখিতেই হইবে। তুমি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছ, নানা স্থানে নানা প্রকার সন্ধান জানিয়াছ, অনেক বিষয় অনেক প্রকারে ভাবিয়া দেখিয়াছ, তোমার বুদ্ধি-বিদ্যাও

যথেষ্ট : সুতরাং তুমি যখন এস্থানে সন্ধান করা আবশ্যক বলিয়া বুঝিয়াছ, তখন তাহার শেষ করিতেই হইবে।”

বিনোদ বলিলেন,—“আমি আর কিছু জানি না খুড়া মহাশয়। আপনার চরণ ধূলা আমার প্রধান সম্বল। আর আমার পিতৃদেবের সেই চরণ-যুগল আমার একমাত্র লক্ষ্য। ফলাফল ভগবান্ জানেন; তাহা ভাবিতে বা স্থির করিতে আমাদের অধিকার নাই। আপনার পদ-ধূলি আমাকে যে পথ দেখাইয়া দিতেছে, আমার পিতৃ-দেবের চরণ আমাকে যে পথে, যে ভাবে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, আমি বিপদ বা সম্পদ, সুখ বা দুঃখ, জীবন বা মরণ কিছুই লক্ষ্য না করিয়া, সেই দিকেই ধাবিত হই-তেছি। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কি উপায় হইবে তাহা আর ভাবিয়া কাজ নাই,—আর তাহা ভাবিব না। যে কার্য্য সম্মুখে উপস্থিত তাহা সম্পন্ন করাই আমাদের এখনকার সাধনা।”

রামদীন বলিল,—“হুজুর, বনের ফাঁক দিয়া সম্মুখে ঐ সেই বাড়ী দেখা যাইতেছে।”

বিনোদের বক্ষে রক্তস্রোত প্রবলবেগে বহি[তে] লাগিল। ভাবিলেন,—“এই স্থানে—এই জন-সমাগম[শূন্য] অরণ্য মধ্যস্থ ভগ্ন ভবনে আমার পিতার কোন স[ন্ধান] পাইব কি? নিধে চাঁড়াল এখানে এই সুদীর্ঘ [কাল] আছে কি? এতদিন এরূপ ভাবে থাকিলে সে বাঁ[চিয়া]

চক্র বার কটা

পারে কি? বাঁচিয়া থাকিলে এবং তাহাকে দেখিতে পাইলে, কোন সন্ধান সে দিতে পারিবে কি? ঈশ্বর জানেন। কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার সামর্থ্য নাই। তাঁহার মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে।"

তাঁহারা সেই পুরাতন বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিনোদের হৃদয় নানা ভাবের প্রাবল্যে আলোড়িত হইয়া উঠিল। নানা প্রকার সুখময়ী আশা, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা বিনাশক আশঙ্কা তাঁহার অন্তরকে উত্থিত অবনত করিতে থাকিল। তিনি যৌবনের প্রথম সীমায় অধিষ্ঠিত হইলেও, একান্ত ঈশ্বর-পরায়ণ ও ধর্ম্মব্রত। হৃদয়ের এই বিষম সময়ে তিনি একবার প্রাণ ভরিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিত্ত অপেক্ষাকৃত বলবান ও প্রকৃতিস্থ হইল। তখন তিনি সেই প্রাচীন অট্টালিকার অবস্থা দর্শনে চিত্ত-সন্নিবিষ্ট করিলেন। দেখিলেন, সেই অট্টালিকা বহুবিস্তৃত ও চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত; ভবনে প্রবেশের একমাত্র পথ সুদৃঢ় কবাট দ্বারা নিরুদ্ধ এবং সেই কবাটের দুই স্থান দুইটা তালার দ্বারা আবদ্ধ। ভবনের অভ্যন্তরের অবস্থা কিরূপ, বাহির হইতে তাহা নির্ণয় করিবার কোন সুযোগ নাই। তথায় জনমানব সমাগমের কোন চিহ্ন নাই; সুতরাং কেহই তাঁহাদিগের কার্য্যে বাধা দিবার সম্ভাবনা নাই।

বিনোদ বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, এ স্থানে একটা

কোন গুপ্ত কাণ্ড থাকাই সম্ভব ; নতুবা এ বাটীর প্রবেশ-পথ এত সযত্নে সুরক্ষিত হইত না। আমাদিগের বাসনা-সিদ্ধির কোন উপায় হউক বা নাই হউক, অনুসন্ধান দ্বারা এ স্থান হইতে রাসবিহারীর অনন্ত পাপ লীলার কোন না কোন নূতন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, এই ভবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিবার আর আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে আপনি তালা দুইটী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার কোন উপায় করুন।"

রামজীবন বলিলেন—"তালা খুব ভাল এবং যে কড়ায় ও শিকলে ইহা লাগান রহিয়াছে তাহাও বিলক্ষণ মজবুত। তথাপি আমরা চেষ্টা করিয়া যে ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিব না, এমন বোধ হয় না।"

রামদীন বলিল,—"আমার একটা হাত কাজের মত নাই ; এক হাতে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিব বোধ হয় না। আমি বিবেচনা করি, অনবরত ইটের ঘা মারিতে মারিতে কড়া ও শিকলের সুড়শো ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।"

শ্রীরাম বলিল,—"সে চেষ্টা চলুক ; আর আমি বলিতেছি, ঐ আম গাছটায় উঠিয়া, প্রাচীরের উপর উঠিবার চেষ্টা করা হউক। প্রাচীরের উপর উঠিতে পারিলে, কোন প্রকারে ভিতরে লাফাইয়া পড়া যাইতে পারিবে।"

বিনোদ বলিলেন,—"তোমার এ পরামর্শ মন্দ নহে ;

দুই রকম চেষ্টাই চলুক ; শক্ত ইট সংগ্রহ করিয়া কড়া ও সিকিল ভাঙ্গিতে থাক। আর শ্রীরাম তুমি গাছের উপর উঠিয়া প্রাচীরে পড়িবার চেষ্টা কর।”

তখন বহুলোক মিলিয়া শিকল ও কড়ায় নানা প্রকার আঘাত করিতে লাগিল। ইট চূর্ণ হইতে থাকিল ; শিকলের ও কড়ার কিছুই হইল না।

শ্রীরাম গাছের উপর উঠিয়া বলিল,—“আমি এ স্থান হইতে পাঁচীরের উপর লাফাইয়া পড়িতে পারি। বাটীর ভিতর অনেক দূর আমি দেখিতে পাইতেছি ; কিন্তু কোথায়ও মানুষের চিহ্ন দেখিতেছি না।”

বিনোদ বলিলেন,—“তুমি পাঁচীরের উপর আইস, তাহার পর একটা জায়গা স্থির করিয়া লাফাইয়া ভিতরে পড়। ভিতর হইতে কোন প্রকার শক্ত সামগ্রী পাওয়া যাইলেও যাইতে পারে ; তাহার দ্বারা তালা ভাঙ্গিবার উপায় হইতে পারিবে।”

অসীম সাহসিকতার সহিত শ্রীরাম গাছ হইতে লাফাইয়া প্রাচীরের উপর পড়িল ; ব্যবধান প্রায় ছয় হাত। তাহার বুকে একটু আঘাত লাগিল। স্থিরভাবে একটু বসিয়া, সে বলিল,—“বাটী প্রকাণ্ড ; সমস্তই এক তলা, কোন দিকে একটীও দোতলা ঘর নাই। অনেক ঘরের দরজা জানালা খোলা। সমস্ত বাটীই ঘন বনে ঢাকা। বন আর লতা অনেক ঘরের ভিতরেও প্রবেশ

করিয়াছে। দুই একটা ঘর যেন বাহির হইতে তালাবন্ধ বন্ধ আছে বোধ হইতেছে। কিন্তু কোথাও মানুষের কোন চিহ্ন দেখিতেছি না।”

বিনোদ বলিলেন,— লাফাইয়া ভিতরে পড়িবার কোন উপায় আছে কি না দেখ।”

শ্রীরাম বলিল,—“পাঁচীর বোধ হয় পাঁচ ছয় হাত উচ্চ। লাফাইয়া পড়িলে আঘাত লাগিলেও লাগিতে পারে; কিন্তু আন্দাজ কুড়ি হাত তফাতে একটা নোনা আতার গাছ আছে। ঐ স্থানে গিয়া গাছটাকে ধরিতে পারিলে আর কোন ভয় থাকিবে না; সহজেই নামা যাইবে।”

বিনোদ বলিলেন,—“তাঁহারই চেষ্টা কর।”

শ্রীরাম অগ্রসর হইতে লাগিল। যে পাঁচজন নবাগত বীর তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদের একজন, কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই, সেই আম গাছের উপর উঠিয়া পড়িল এবং প্রাচীরের উপর শ্রীরামের অধিকৃত স্থানে লাফাইয়া পড়িল। শ্রীরাম তখন নোনা আতা গাছের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং তাহারই শাখা-বিশেষ অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রাচীরের উপর হইতে নূতন আরোহী বলিল,—“হুজুর, ভিতরে লাফাইয়া পড়িব কি?”

বিনোদ বলিলেন—“অনেক উচ্চ। আঘাত লাগিবে বোধ হয়।”

সে ব্যক্তি উত্তর দিল, "কিছু না, হুজুর হুকুম দিলে ইহার অপেক্ষা বেশী উঁচু হইতে লাফাইতে পারি।"

বিনোদ বলিলেন,—"তবে তাহাই কর।"

শ্রীরামও তখন গাছ আশ্রয় করিয়া ভিতরে পড়িয়াছে। এ ব্যক্তিও ভিতরে লাফাইয়া পড়িল! উচ্চৈঃস্বরে বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাহারও লাগে নাই তো?"

উভয়ে উত্তর দিল,—"না।"

বিনোদ বলিলেন,—"আগে একটা শক্ত জিনিষের সন্ধান কর।"

শ্রীরাম দরজার বিপরীত দিক হইতে উত্তর করিল,—"এখানে নিশ্চয়ই মানুষ থাকে। একখানা দড়ীর খাটিয়া পড়িয়া আছে। শিকার উপর হাঁড়ি রহিয়াছে, উনান আছে, কয়েকখানি শুকনা কাঠ রহিয়াছে, জলের কলসী, মাটীর ভাঁড় ও প্রদীপও আছে।"

নবাগত বীর বলিল, "আর একখানি বেশ মজবুত কুড়ালি আছে।"

রামজীবন বলিলেন,—"বটে! কুড়ালই আমাদের এখন বিশেষ দরকারী জিনিষ। তুমি সেই খানি প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ফেলিয়া দেও।"

নবাগত বীর সে স্থান হইতে একটু দক্ষিণ পার্শ্বে সরিয়া গিয়া, কুঠার ফেলিয়া দিল। রামদীন তাহা তুলিয়া আনিল। দ্বারবান তাহা দ্বারা কড়ায় ও শিকলে

সবলে পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিল ; অবিলম্বে কড়ার মুখ কাটিয়া গেল, শিকল উঠিয়া পড়িল। তখন তাবৎ ব্যক্তি সেই ভবন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহারা দেখিলেন, দ্বারের সন্নিধানে একটা স্থান অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং দ্বারের পার্শ্বস্থিত প্রকোষ্ঠ মনুষ্যের দ্বারা অধিকৃত হইয়া থাকে বলিয়া বোধ হয়। তথায় নিয়ত না হউক, সময়ে সময়ে যে মনুষ্য বাস করে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহার পর প্রশস্ত অঙ্গন। সে স্থান নানা প্রকার গুল্ম-লতায় আচ্ছাদিত।

শ্রীরাম ও সেই বীর তখন সেই অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে উঁকি দিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছে। সহসা এক নিরুদ্ধ-দ্বার প্রকোষ্ঠের নিকট হইতে শ্রীরাম চীৎকার করিয়া বলিল,—"এই ঘরে নিশ্চয়ই মানুষ আছে।"

তখন উন্মাদের ন্যায় অস্থিরতা সহকারে, কণ্টক লতা বা গুল্মাদির ব্যাঘাত উপেক্ষা করিয়া, বিনোদ সেই দিকে প্রধাবিত হইলেন। বলিলেন,—"ভাঙ্গিয়া ফেল! যেমন করিয়া পার, দরজা খুলিয়া ফেল! খুড়া মহাশয়, কুড়ালি লইয়া শীঘ্র আসুন।"

রামজীবন প্রভৃতি সকলে ব্যস্ততার সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রকোষ্ঠের দ্বার সদর দরজার মত মজবুত ছিল না ; তাহাতে একটী মাত্র তালা লাগান ছিল। অল্প আঘাতেই কড়া ভাঙ্গিয়া গেল। দ্বার উন্মুক্ত হইল।

যে সময়ে দ্বার খোলা হইতেছিল, বিনোদ এবং রামজীবন সেই সময়ে বাতায়ন দিয়া প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তর ভাগে দৃষ্টি-পাত করিতেছিলেন। তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন, তথায় ভূ-পৃষ্ঠে মলিন ও ছিন্ন বস্ত্রাচ্ছাদিত এক সজীব বা নির্জীব মনুষ্য-মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। দ্বার খুলিবা মাত্র প্রথমে বিনোদ, তৎপশ্চাতে রামজীবন, তদনন্তর অন্যান্য সঙ্গিগণ সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিকটস্থ হইয়া বিনোদ দেখিলেন, সুদীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুধারী, কঙ্কালাব-শেষ এক মনুষ্য উদাস ভাবে তাঁহাদিগের প্রতি চাহিয়া আছে। করুণ স্বরে বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে? তুমিই কি নিধে চাঁড়াল?"

শায়িত ব্যক্তি নিতান্ত ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিল,—"একি পরিহাস! নিধে চাঁড়াল কে? তাহাকে তো অনেক দিন আগে মারিয়া ফেলিয়াছে। তবে আজি আবার তোমরা তাহার নাম করিতেছ কেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"কে মারিয়াছে? কোথায় মারি-য়াছে?"

সেই শায়িত ব্যক্তি পুনরায় উত্তর দিল,—"তোমরা কে? কিছুই কি তোমরা জান না? দুর্গাপুরের পুকুরের ধারে নিধেকে মারিয়া জলে ডুবাইয়া দিয়াছিল, এ কথা তোমরা শুন নাই কি?"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে আপনি কে?"

শায়িত ব্যক্তি বলিলেন,—"আমি কে তাহা যদি তোমরা না জান, তবে আর জানিয়া কাজ নাই। আমি নিধে চাঁড়ালের একজন সঙ্গী; প্রভেদ এই, তাহার যন্ত্রণা অতি অল্প সময়েই শেষ হইয়াছিল; আমার যন্ত্রণা অনেক দিন চলিতেছে। বোধ হয় এইবার যন্ত্রণার শেষ হইতেছে। মরণের আর বিলম্ব নাই। এ অবস্থায় আমার পরিচয় জানাইবার আর প্রয়োজন দেখিতেছি না।"

বিনোদ বলিলেন,—"অনেক কথা কহিয়াছেন, কৃপা করিয়া আর একটী কথা কহুন। আমরা আপনার হিতৈষী। দয়া করিয়া আপনার নামটী বলুন।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"হিতৈষী হও, আর শত্রু হও, আমার তাহাতে আর ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আমার নাম শুনিলে চিনিতে পারিবার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। কারণ এ নাম পৃথিবী হইতে অনেক দিন মুছিয়া গিয়াছে। এক সময়ে আমাকে লোকে জগদ্বন্ধু বসু বলিয়া ডাকিত।"

বিনোদ, দুই চারি পদ পিছাইয়া আসিয়া, গলদশ্রু-লোচনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া ভূতলে মস্তক সংলগ্ন করিলেন; কিয়ৎকাল পরে উঠিয়া বলিলেন,—"ভগবন্, তুমি না পার কি? দশ বৎসর পূর্ব্বে দুর্গাপুরের পুকুরে যাঁহার মৃতদেহ লোকে ভাসিতে দেখিয়াছে; যাঁহাকে মনুষ্য-সমাজ ও রাজপুরুষগণ, এমন কি তাঁহার স্ত্রী কন্যা পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তি বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন,

সেই ব্যক্তি এখনও সজীব, সজ্ঞান এবং সেই অতীত ঘটনার সম্পূর্ণ রহস্যজ্ঞ।" তাহার পর সেই বৃদ্ধের চরণ-তলে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—"বাস্তবিকই আপনার যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে। আমি আপনাকে মুক্ত করিতেই আসিয়াছি। অধিক কথা আমি এখন জিজ্ঞাসিব না, সমস্ত বৃত্তান্ত আমার এখন জানিবারও প্রয়োজন নাই। কেবল একটী কথা আমি কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনার সেই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু, যাঁহার সহিত আপনি কুক্ষণে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহার সংবাদ কি?"

বৃদ্ধ ক্ষীণ হস্তে চক্ষু পরিষ্কার করিয়া বলিলেন;—"যদুপতি—আমার প্রাণের দোশর যদুপতি। উভয়েরই এক দশা! তিনি জীবিত ছিলেন, এই বাটীরই কোন এক অংশে—খুব দূরে তিনি ছিলেন। অনেক সময়ে তাঁহার আওয়াজ শুনিতে পাইতাম। বহুদিন আর কিছু শুনিতে পাইতেছি না। এত কষ্ট সহিয়া সে সুখী লোক এতদিন জীবিত আছেন কি?"

বিনোদ বলিলেন,—"দুইজন ইঁহার নিকটে থাক। ইঁহাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া আইস। আমার এই চাদর লইয়া ইঁহাকে পরিতে দেও। আমি এখন অন্য দিকে যাইতেছি। দুইজন ছাড়া আর সকলে আমার সঙ্গে আইস।"

বেগে সকলে অন্য নিরুদ্ধ প্রকোষ্ঠের সন্ধানে ছুটিতে

লাগিলেন। পাঁচ-সাতটা ঘরের পরেই আর একটা তালা দেওয়া ঘর দেখিতে পাওয়া গেল। কিন্তু সে ঘর হইতে বিজাতীয় দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া তন্মধ্যে কোন মৃতদেহের বিদ্যমানতা পরিব্যক্ত করিতেছে। বিনোদ দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, শেষে কি এই হইল? বসু মহাশয় যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই কি সত্য হইল? আমার পিতা কি তবে নাই? এই কারাগারেই কি তাঁহার জীবনের শেষ হইয়াছে?"

রামজীবন বলিলেন,—"শান্ত হও বাবা, যেরূপ অসম্ভব ব্যাপার ঘটিতেছে দেখিতেছি, তাহাতে কোন কথাই স্থির করিয়া বলিতে পারা যায় না। এ ঘরে কোন সজীব মনুষ্য নাই; নিশ্চয়ই এখানে যিনি ছিলেন, তাঁহার গলিত দেহ এই ঘরে পড়িয়া আছে। কিন্তু তিনিই যে তোমার পিতা একথা কে বলিতে পারে? রাসবিহারী আর কাহা-কেও এরূপ অবস্থায় রাখিয়াছিল কি না, কে জানে।"

কুঠার আঘাতে দ্বার খুলিয়া গেল। বিনোদ বলিলেন, —"তোমরা যাও, আর কোন ঘরে তালা বন্ধ আছে কি না, সন্ধান কর। এখানে সকলে থাকিবার আবশ্যক নাই।"

শ্রীরাম প্রভৃতি সঙ্গিগণ প্রস্থান করিল। উৎকট দুর্গন্ধ উপেক্ষা করিয়া বিনোদ ও রামজীবন প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ভয়ানক কাণ্ড!

বহুদিন পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তি-বিশেষের বিকৃত ও গলিত শরীর জীবনের সুখ ও দুঃখ, বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া, সেই ভূ শয্যায় পতিত রহিয়াছে।

সেই শবের সমীপদেশে উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে, বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জানি না তুমি কে? বলিতে পারি না তুমি আমার পিতা কি না। যদি তুমি আমার জনক হও, তাহা হইলে কোন পাপে তোমাকে আজি এ দশায় দেখিতে হইল, তাহা সেই সর্ব্ব কর্ম্ম-ফল বিধাতা ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারেন না।"

দূর হইতে শ্রীরাম উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"আর একটা ঘরে তালা বন্ধ আছে। এখানেও মানুষ আছে।"

রামজীবন ও বিনোদ বেগে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। তাহারা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, শ্রীরাম প্রভৃতি লোকেরা দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। বিনোদ সর্ব্বাগ্রে প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন; পশ্চাতে রামজীবন। তাহারা দেখিলেন, জগৎবন্ধুর ন্যায় সুদীর্ঘ ধবল শ্মশ্রু ও কেশ সমন্বিত এক পুরুষ, দেওয়ালের গায়ে মস্তক রাখিয়া, কাতর ভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্র বিনোদের প্রাণ বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে?"

চক্রবর্ত্তীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বৃদ্ধ ক্ষীণ-কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"তোমরা কে? আমার যদি চক্ষু-কর্ণের উপরে

বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে তোমাদিগকে চিনিবার চেষ্টা করিতাম। বালক, তোমার নাম কি?"

বিনোদ উত্তর দিলেন,—"শ্রীবিনোদবিহারী রায়।"

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন,—"রায়? হইবে। কিন্তু তুমিও কি রামজীবন ভায়া নহ?"

রামজীবন বলিলেন,—"মিত্র দাদা! এই হতভাগাই আপনার রামজীবন ভায়া। আর এই বালকই আপনার পুত্র—বিনোদ বিহারি।"

তৎক্ষণাৎ বিনোদ, সেই বৃদ্ধের চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন।

বাহিরে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল। বহু লোক, নানা প্রকার অস্ত্রাদি লইয়া, বেগে সদর দরজা দিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং রাসবিহারী নাগ।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিনোদ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উত্তর পাড়ায় যাত্রা করার কিঞ্চিৎ কাল পরে, রাসবিহারীর ভবনস্থিত অনুগত ভৃত্য, দ্বারবান্, লাঠিয়াল প্রভৃতি লোকেরা, যেমন করিয়া হউক, প্রভুকে মুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিল। সহিস কোচোয়ান প্রভৃতি লোকেরাও তাহাদের সহিত যোগ দিল। ত্রিশ জন লোক সেই অভিপ্রায়ে সমবেত হইল; তাহারা যে যেরূপ পারিল, সে সেইরূপ অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লইল। নূতন উৎসাহে তাহারা আসিয়া যদুপতি মিত্রের ভবনস্থিত রক্ষিদিগকে আক্রমণ করিল। তিন চারি জন মাত্র রক্ষী ছিল; বহুসংখ্যক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে তাহারা সহজেই পরাভূত হইয়া গেল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাসবিহারির এই বন্ধুগণ প্রভুকে ও প্রভুর ভৃত্য-দিগকে উদ্ধার করিল। রাসবিহারী, নববলে বলীয়ান হইয়া, সঙ্গিগণ সহ সন্নিহিত রামজীবন চক্রবর্ত্তীর বাটীর দিকে ধাবিত হইল। সেখানে তখন ডাক্তার মহাশয় অনেক লোক লইয়া রোগীগণের শুশ্রূষায় ও চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন। বহু অস্ত্রধারী লোক সহ রাসবিহারিকে সহসা সমাগত দেখিয়া, সকলেই বিস্ময়াপন্ন ও কিংকর্ত্তব্য

বিমূঢ় হইয়া পড়িল। রাসবিহারী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—
"ভাই সব, এই বাটীর মধ্যে এক স্ত্রীলোক আছে; তাহার মত সুন্দরী আমি কখনও কোথায় দেখি নাই। তাহাকে পাইয়া যদি এক দিনও বাঁচিয়া থাকিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজি আছি। তোমরা যেমন করিয়া পার, তাহাকে ধরিয়া আমার বৈটকখানায় লইয়া চল।"

এই সময় এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া রাসবিহারীর কাণে কাণে বলিল,—"এই সুযোগে কোন স্থানান্তরে পলাইয়া যাইলে হইত না? শুনিতেছি এখনই পুলিস আসিবে।"

বিকট হাস্য করিয়া রাসবিহারী বলিলেন, "পাগল তোমরা! পুলিস রাসবিহারীর কি করিবে? এ জগতে রাসবিহারীর অনিষ্ট করিতে পারে, এমন ক্ষমতা কাহারও নাই। এই বাটীতে দুইটা ট্রাঙ্কে আন্দাজ দশ হাজার টাকা আছে। সুন্দরীকে আমার হাতে দিয়া তোমরা সকলে সেই টাকা ভাগ করিয়া লও।"

তখন সেই লোক সকল, অর্থলোভে উন্মত্ত হইয়া, বেগে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল। মহিলাগণের উচ্চ ক্রন্দনের রোল শুনিতে পাওয়া গেল। অপরাজিতা তখন সাবধানে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, অধোমুখে পুর-মধ্যস্থ প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাসবিহারির সমস্ত কথাই তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন।

এ অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে তাঁহার অধিক সময় লাগিল না। রাসবিহারীর কয়েকজন লোক তাঁহার নিকটস্থ হইয়া "এই, এই" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।

অপরাজিতা বলিলেন,—তোমরা কেহই আমার নিকট আসিও না; তোমাদের মনিবকে আমার কাছে পাঠাইয়া দেও।"

এক ব্যক্তি বলিল,—"টাকা কোথায়? ট্রাঙ্ক দুইটা চাহি।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"এই ঘরে আছে, তোমরা কোন দৌরাত্ম্য করিও না, আমি বাহির করিয়া দিতেছি।"

লোকেরা বাহিরে আসিল। রাসবিহারী ভবন মধ্যে প্রবেশ করিল।

অপরাজিতা বলিলেন,—"আপনি আমাকে আপনার বৈটকখানায় লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। আমি স্বেচ্ছায় আমার দাসীদিগকে সঙ্গে করিয়া সেখানে যাইতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আপনাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, আমার ভাই যে স্থানে গিয়াছেন সে স্থান হইতে যতক্ষণ তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া না যাইবে, ততক্ষণ আপনি আমার সহিত দেখা-শুনা করিতে পাইবেন না।"

রাসবিহারী বলিল,—"তাহাই আমার উদ্দেশ্য। তোমাকে বৈটকখানায় রাখিয়া তোমার ভাইকে আমি

ধরিতে যাইব। এখন তোমার সহিত আলাপ করিবার সময় আমার নাই। তোমার ভাইকে ধরিয়া, তাহার হাতে পায়ে গলায় শিকল লাগাইয়া তোমার নিকট লইয়া আসিব সে যদি না দেখিল যে, তাহার রূপের ডালি বহিন আমার সহিত এক বিছানায় বসিয়া আছে, তাহা হইলে আমার সমস্ত আয়োজনই বৃথা, জীবনই মাটি।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"বেশ কথা! আমার পাল্কী আছে; আমি আপনার সম্মুখে তাহাতে উঠিতেছি। আপনার লোকেরা আমাকে সঙ্গে করিয়া বৈটকখানায় লইয়া চলুক!"

এত সহজে উদ্দেশ্য সাধন হইবে, তাহা রাসবিহারী মনে করে নাই। সে চরিতার্থ হইল।

অপরাজিতা বলিলেন,—"টাকার ট্রাঙ্ক দুইটার জন্য আপনার লোকেরা প্রার্থনা করিতেছিল; এই ঘরে তাহা আছে। আপনি ইচ্ছা করিলে তাহা লইতে পারেন।

রাসবিহারী বলিল,—"নিশ্চয়ই লইতে হইবে। আজিকার যুদ্ধে আমার পুরস্কার তুমি, আর আমার লোকদের পুরস্কার ঐ টাকা।"

টাকার ট্রাঙ্ক বাহির করিয়া লোকেরা লইয়া গেল। পাল্কী আসিল। রামজীবনের স্ত্রী ও কন্যা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অপরাজিতা তাঁহাদের চরণধূলি লইয়া বলি-

লেন,—"কোন চিন্তা করিবেন না। আমার দেহে করস্পর্শ করিতে পারে এমন লোক সংসারে নাই। আমি বড় জোর দুই ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আবার আপনাদের চরণ বন্দনা করিব!"

নিশ্চিন্ত ভাবে অপরাজিতা বাহিরে আসিলেন। বিগত রাত্রির বিবিধ যন্ত্রণা ও ক্লেশে তাঁহার রূপের বিভা অপচিত না হইয়া যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া কাতর আহতগণ ক্ষণেকের নিমিত্ত সকল জ্বালা ভুলিয়া গেল। অপরাজিতা পাল্কীতে উঠিবার সময় বলিলেন,—"আপনার মনে থাকে যেন, আমার ভাইকে বাধিয়া আনিতে না পারিলে, আপনি আমার সম্মুখে আসিতে পারিবেন না।"

রাসবিহারী বলিল,—"নিশ্চয়। আমি এখনই তাহাকে বাধিয়া আনিতেছি।"

পাল্কীর কপাট বন্ধ হইল, দুই জন ঝি দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল, বাহকেরা পাল্কী কাঁধে তুলিল, রাসবিহারী ও কয়েক জন লোক অগ্রে চলিল, অবশিষ্টেরা পাল্কীর পশ্চাতে চলিল। সকল গোল থামিয়া গেল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই সকল ভয়ানক কাণ্ড সম্পন্ন হইল।

যথাসময়ে রাসবিহারী লোকজন সহ নিজের ভবনে পৌছিল; সঙ্গে সঙ্গে বৈটকখানার দ্বারে অপরাজিতার পাল্কী আসিয়া লাগিল। দুই জন ঝি সঙ্গে লইয়া, অপ-

রাজিতা সেই পাপের নিকেতনে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে সমস্ত প্রবেশ-দ্বার বন্ধ করিয়া, বলিলেন,—"আপনি এক্ষণে প্রস্থান করুন; যতক্ষণ আমার ভাইকে বাঁধিয়া না আনিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ আমার সহিত সাক্ষাৎ বা কথা কহিবার চেষ্টা করিবেন না। যদি বল-পূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমাকে সজীব দেখিতে পাইবেন না।"

রাসবিহারী বলিল,—"আমি এখনই তাহাকে ধরিয়া আনিতেছি। আমার আর একটুও অপেক্ষা করিবার সময় নাই। না জানি হতভাগা এতক্ষণে আরও কতই গোল বাধাইল। সময় থাকিলে আমি তোমার কোন কথাই শুনিতাম না।"

তাহার পর রাসবিহারী কতকগুলি তালা লইয়া বৈটকখানার সকল দ্বারে লাগাইয়া দিল এবং চাবিগুলি আপনার পকেটে রাখিয়া বেগে নামিয়া আসিল। তাহার অনুচরবর্গ আশাতীত পুরস্কার লাভ করিয়াছে—দশ হাজার টাকা পাইয়াছে; সুতরাং তাহাদের উৎসাহের সীমা নাই। দ্বিগুণ উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া তাহারা রাসবিহারীর সহিত উত্তরপাড়া অভিমুখে ধাবিত হইল।

# নবম পরিচ্ছেদ।

রাসবিহারী প্রস্থান করার অনতিকাল পরেই বৈঠক-খানার একটী দ্বারের তালা খুলিয়া গেল এবং বাহির হইতে শব্দ হইল,—"দ্বার খোল, আমি ভিতরে যাইব।"

মধুর কোমল নারী-কণ্ঠের ধ্বনি শ্রবণে অপরাজিতা সবিস্ময়ে দ্বারের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি? কেন ভিতরে আসিতে চাহ?"

যে নারী দ্বার খুলিয়া ছিলেন তিনি সুন্দরী ও যুবতী। বলিলেন,—"বুঝিতেছ না, আমি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোককে ভয় করিতেছ কেন?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"ভয় যমকেও করি না। তুমি যে একা আছ তাহার প্রমাণ কি?"

স্ত্রীলোক উত্তর করিলেন,—"প্রমাণ আমার কথা?"

অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে তাহা এখনও বলিলে না তো।"

স্ত্রীলোক বলিলেন,—"যে নারী এমন রাক্ষসের হাত হইতে এতক্ষণও নিস্তার পাইতে পারে, সে বড়ই চতুরা। ভাবিয়াছিলাম, আমি কে তাহা বলিলেও তুমি বুঝিতে পারিবে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"এ বাটীতে স্ত্রীলোকের যেরূপ সদ্গতির কথা শুনিয়া আসিতেছি, তাহাতে কেবল কণ্ঠস্বর শুনিয়া কাহার কি পদ তাহা স্থির করা দুষ্কর। এই জন্য তোমার পরিচয় জানিবার প্রয়োজন।"

স্ত্রীলোক বলিলেন,—"তুমি এক্ষণে যাঁহার হৃদয়েশ্বরী আমাকে লোকে তাঁহার স্ত্রী বলিয়া থাকে।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"এ অনুমান পূর্ব্বেই আমার মনে উদিত হইয়াছিল। তবে তুমিই কি স্বামীর এই সকল কার্য্যের দূতী।"

স্ত্রীলোক বলিল,—"আমার স্বামীর এরূপ কার্য্যে দূতীর সাহায্য লাগে না; দূতী মধ্যে থাকিলে কাজটা একটু মিষ্ট হয়, একটু সরস হয়। যে পথে মিষ্টতা বা রস আছে, আমার স্বামী সে পথ দিয়া চলিতে জানেন না।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"তবে তুমি এখানে কেন?"

স্ত্রীলোক বলিল,—"দরজা খোল, বলিতেছি।"

অপরাজিতা দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। স্ত্রীলোক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন,—"আমি তোমাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি, ইচ্ছা করিলে তুমি এখন যেখানে খুসি পলাইতে পার।"

অপরাজিতা জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন তুমি এরূপ ভয়ানক কার্য্যে উদ্যত হইয়াছ?"

স্ত্রীলোক উত্তর দিলেন,—"বুঝিতেছি আমার স্বামীর সর্ব্বনাশ উপস্থিত; এ অবস্থায় তাঁহার রাগ বা অসন্তোষ কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। সুতরাং যদি নারী হইয়া আর একজন নারীর ধর্ম্ম রক্ষার সহায়তা করিতে পারি, তাহাতে ক্ষতি কি?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"বুঝিলাম তোমার উদ্দেশ্য ভাল; কিন্তু বোধ হয় আমাকে তোমার সাহায্য লইয়া মুক্তি লাভ করিতে হইবে না। আমি জানি আমার ভাই বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও সুধীরের একশেষ। তাঁহার ব্যবস্থায় আমি যে অবিলম্বে মুক্ত হইব, সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই।"

স্ত্রীলোক বলিলেন,—"বুঝিতেছি পরের নিকট সাহায্য গ্রহণ করার প্রয়োজন তোমার নাই। জিজ্ঞাসা করিতেছি, বিপদাপন্ন পরকে সাহায্য করিতে তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি?"

অপরাজিতা উত্তর দিলেন, "প্রার্থনা করি এ প্রয়োজন যেন চিরদিনই থাকে।"

স্ত্রীলোক বলিলেন,—"তবে আজি আমি কাতর ভাবে তোমার নিকট একটী ভিক্ষা চাহিতেছি, আমাকে তাহা দিবে কি?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"আমার সাধ্য হইলে আমি অবশ্য তোমার প্রার্থনা পূরণ করিব।"

তখন সেই স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে অপরাজিতার চরণ বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং বলিল,—"আমার স্বামীকে তোমার রক্ষা করিতে হইবে। যেমন করিয়া হউক, তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিতে হইবে।"

অপরাজিতা সাদরে তাঁহাকে উঠাইয়া বলিলেন,—"আমার ভাই এ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন আমি তাহা জানি না। তাঁহার বা আমার চেষ্টায় যদি কোন উপকার হইবার সম্ভব থাকে, তাহা হইলে আমরা কেহই তাঁহার ত্রুটী করিব না।"

সহসা বাহিরে বহু লোকের কণ্ঠ-ধ্বনি ও কলরব শুনিয়া উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, একজন ইংরাজ প্রশ্ন করিতেছেন,—"বল শুয়ার, কোন কাম্‌রায়।"

একজন বাঙ্গালী উত্তর দিল,—"হুজুর ও কিছুতেই জবাব দিবে না; কিন্তু আমি জানি, এই কামরায় বাবুর ভগ্নী আছেন।"

সাহেব বলিলেন,—"দরজা ভাঙ্গিয়া ফেল।"

একজন হিন্দুস্থানী বলিল,—"খোদাবন্দ, দরজা ভাঙ্গিবার দরকার হইবে না। ইহার পকেটে চাবি আছে।"

সাহেব বলিলেন,—"যেমন করিয়া পার খুলিয়া ফেল।"

দরজা খোলা হইল; কিন্তু ভিতর হইতে তাহা বন্ধ।

বিনোদের কণ্ঠস্বরে কথিত হইল,—"অপরাজিতা এখানে আছ কি? দরজা খোল; আমি বিনোদ।"

অপরাজিতা তখন রাসবিহারীর স্ত্রীকে অপর দিক দিয়া বাহিরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন,—"তোমার ভাইকে আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। আমি এখানে থাকিব।"

অপরাজিতা দ্বার খুলিয়া দিলেন। ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর বিনোদ তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"অপি, আমার আদরের ভগ্নী অপি, যে তোমাকে এই পাপ-নিকেতনে আনিয়াছে, কোন শাস্তিই তাহার অপরাধের অনুরূপ নহে। কিন্তু এখন তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, সুতরাং আর তাহার উপর রাগ করিয়া কোন ফল নাই।"

রাসবিহারীর স্ত্রী ভূপতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—"আমি শুনিয়াছি আপনি দেবতা। পাপী অধমকে রক্ষা করাই দেবতার ধর্ম্ম। কৃপা করিয়া আমার স্বামীকে আপনার রক্ষা করিতে হইবে।"

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইনি কে?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"নাগের স্ত্রী।"

বিনোদ বলিলেন,—"অপরাধ অনেক; অপরাধী রাজ-পুরুষদিগের হস্তগত; এ সম্বন্ধে আমার কোন কথাই চলিবে না। আমি আপনাকে কোন প্রকার ভরসা

দিতে অক্ষম। অপি, তুমি নির্ভয়ে একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসিতেছি।”

বিনোদ প্রস্থান করিলেন। নাগের স্ত্রী হতাশ ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল!

বাহিরে “রিজার্ভ পুলিসের” একশত কনষ্টবল বন্দুক হস্তে দণ্ডায়মান; বেঙ্গল পুলিসের পঞ্চাশ জন, কনষ্টবল লাঠি হস্তে উপস্থিত। চৌকিদার প্রায় ত্রিশ জন হেড কনষ্টবল চারিজন, ইন্‌স্‌পেক্টর,সব ইনস্পেক্টর স্থুপারিণ্টেণ্ড এবং এসিষ্ট্যাণ্ট স্থুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত।

এক স্থানে রাসবিহারী এবং তাহার সঙ্গিগণ বসিয়া আছে; তাহার চতুর্দ্দিকে রিজার্ভ পুলিসের কনষ্টেবলগণ সঙ্গিন সমেত বন্দুক লইয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। রাসবিহারীর পায়ে বেড়ি এবং হাতে হাতকড়ি। অন্যান্য সকলেরও হস্ত-পদ-নিবদ্ধ এবং চারি চারি ব্যক্তি এক শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত।

বিনোদ বাহিরে আসিয়া পুলিস সাহেবকে বলিলেন,—“আমার ভগ্নী এই ঘরেই আছেন। আপনি স্থুসময়ে আসিয়া, উত্তরপাড়ায় রাসবিহারীকে গ্রেক্‌তার না করিলে, আমাদের সর্ব্বনাশ হইত। আমরা যাবজ্জীবন আপনার নিকট অচ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ রহিলাম।”

সাহেব বলিলেন,—আপনি এ বিষয়ে যেরূপ তৎপরতা, উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন,

তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। আমরা সকলেই আপনার ব্যবহারে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। আপনি সকল কার্য্যই স্বয়ং সমাধা করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের কোন সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই। কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে আপনি একবারও পশ্চাৎপদ হন নাই। আমরা আপনাকে অজস্র প্রশংসা করিতেছি। এক্ষণে আপনি পিতা, পিতার বন্ধু ও ভগ্নীকে লইয়া সুখ-দুঃখের কথা কহিবার নিমিত্ত যেখানে ইচ্ছা গমন করুন; আমরা আসামীদিগকে লইয়া এবং চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে যাহারা পড়িয়া আছে তাহাদিগের উচিত মত ব্যবস্থা করিয়া, পরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। প্রার্থনা করি এই সুদীর্ঘ সময় আপনি আত্মীয়গণের সহিত পরম সুখে অতিবাহিত করিবেন।”

বিনোদ, সাহেবদ্বয়ের নিকট বিদায় হইয়া, অপরাজিতার সমীপে আগমন করিলেন। রামজীবনের বাটীতে যে পাল্কী ছিল, তাহা আনিবার জন্য বাহকেরা অনেকক্ষণ গমন করিয়াছিল। এক্ষণে পাল্কী আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল। রাসবিহারীর হতভাগিনী স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া, অপরাজিতা পাল্কীতে উঠিলেন। ঝি দুই জন পাল্কীর উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইল, বাহিরে আর একখানি পাল্কীতে যদুপতি মিত্র ও জগদ্বন্ধু বসু মৃতকল্প অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। বিনোদ এবং রামজীবন সেই

পাল্কীর দুই দিকে দাঁড়াইলেন। সঙ্গে দ্বারবান প্রভৃতি কয়েক জন লোক চলিতে লাগিল। উভয় পাল্কী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া যদুপতি মিত্রের সেই জীর্ণ ভবনে প্রবেশ করিল।”

রামজীবনের স্ত্রী ও কন্যা তৎক্ষণাৎ সেই বাটীতে আগমন করিলেন। শ্রীরামের বাটীর যাবতীয় স্ত্রী ও পুরুষ পরিচর্য্যা করিতে অগ্রসর হইল। অনেকের চেষ্টায় উপরের তিন-চারিটী ঘর এক প্রকার পরিষ্কার করা হইল। শয্যা প্রস্তুত করিয়া যদুপতি ও জগদ্বন্ধুকে শয়ন করান হইল। উষ্ণদুগ্ধ পান করিয়া তাঁহারা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। মনের আনন্দে ও হৃদয়ের সন্তোষে তাঁহারা ক্রমে উৎসাহশীল হইয়া উঠিলেন। নাপিত আসিয়া তাঁহাদের ক্ষৌর-কার্য্য সমাধা করিয়া দিল। বিনোদের বস্ত্র ও জামা পরিধান করায় তাঁহাদের মূর্ত্তি অন্যরূপ হইয়া উঠিল। আনন্দের সীমা রহিল না।

# দশম পরিচ্ছেদ।

চারিদিকে আনন্দের কলরব। উৎসাহে সকলেই উন্মত্ত। যাহা হইবার নহে, যাহা স্বপ্নেও কেহ মনে করে নাই, যাহা কবির কল্পনাতেও উদিত হইতে পারে না, তাহাই আজি ঘটিয়াছে। মৃত ব্যক্তি যমালয় হইতে সজীব অবস্থায় সশরীরে প্রত্যাগত হইয়াছেন; কল্পনাতীত কলঙ্কের বোঝা ঘাড়ে লইয়া যিনি লোক-সমাজের অন্তরালে পলায়ন করিয়াছিলেন, তিনি স্বকীয় নিষ্কলঙ্ক দেব-চরিত্র লইয়া পুনরায় দেখা দিয়াছেন। বিনোদ নিকটে বসিয়া পিতার ও পিতৃসখার পরিচর্য্যা করিতেছেন; তাঁহাদের মুখে বিগত ক্লেশের কাহিনী শুনিয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতেছেন। বিনোদের উদ্যমশীলতা, ধর্ম্মময়তা, বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, বৃদ্ধদ্বয় আন্তরিক আনন্দ পরিব্যক্ত করিতেছেন। বিনোদ নত বদনে তাঁহাদের সেই সুখ ও সন্তোষজনিত পরিতৃপ্তি উপভোগ করিতেছেন। অতি অল্প সময়েই বিনোদ সুকৌশলে সমস্ত ঘটনা ও অবস্থা তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন। বিজলী ও তাঁহার জননী জীবিত আছেন, এবং বিনোদ তাঁহাদের একান্ত হিতৈষী জানিয়া জগদ্বন্ধু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন।

হাসিতে হাসিতে রামজীবন তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"দাদা, সকল কথা আপনাকে বলা হয় নাই। কত দিনে পেটের কথা সব বলিয়া শেষ করিতে পারিব জানি না। আপনার সেই রামদীন চাকর এ ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। ভুল প্রযুক্ত আপনাকে মনে করিয়া, পুলিস তাহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে। গরিব আপনার ক্ষমার প্রার্থী; সে আপনাকে প্রণাম করিতে চাহে।"

যদুপতি বলিলেন,—"ভায়া, আমি আর কে? তুমি আর বিনোদ সকলই করিয়াছ। তোমাদের প্রাণান্ত চেষ্টা না হইলে আমাদিগকে রাসবিহারীর সেই ঘরেই মরিয়া ভূত হইতে হইত। তোমরা রামদীনকে ক্ষমা করিলেই যথেষ্ট। তাহাকে আসিতে বল।"

রামজীবনের আজ্ঞাক্রমে, রামদীন আসিয়া যদুপতির চরণ সমীপে প্রণাম করিল। যদুপতি বলিলেন,—"আমি বিনোদের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়াছি, তুমি অনেক কষ্ট করিয়াছ। তোমার বাম হাতখানি গিয়াছে। চিরদিন যাহাতে তুমি কষ্ট না পাও, বিনোদ নিশ্চয়ই তাহার ব্যবস্থা করিবেন।"

রামদীন বলিল,—"হুজুরের নিকট আমি অপরাধী। গোলামের কসুর মাপ করিতে হইবে। হুজুরকে যে আবার দেখিতে পাইলাম, ইহাতেই আমার সকল পুরস্কার

লাভ হইয়াছে। হাতের কথা কি বলিতেছেন? এ কাজে জান দিলেও কোন ক্ষতি হইত না।”

যদুপতি বলিলেন,—“এরূপ সদ্ব্যবহারের পর যদি তোমার অপরাধের কথা আমরা ভুলিয়া না গিয়া তোমাকে ক্ষমা না করি, তাহা হইলে আমরা মহা পাপী।”

রামদীন পুনরায় প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

যদুপতি বলিলেন,—“ভায়া, অনেকেই আমাদের জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছে। গ্রামের লোক এই দুই বুড়াকে এত ভাল বাসিত মনে করিলে আহ্লাদ হইতে পারে বটে। শ্রীরামদাস অনেক কষ্ট করিয়াছে; দুর্গাপুরের অনেক লোক অনেক সাহায্য করিয়াছে। বিনোদ, সকলকে তুমি তুষ্ট করিও, সকলকেই আমাদের ভালবাসা জানাইও, আর সকলকেই আপনার লোক জানিয়া, আপদ-বিপদে সাহায্য করিও। রামজীবন ভায়া, তোমার মেয়ের ছেলে-মেয়ে হইয়াছে। তুমিও বুড়া হইয়া গিয়াছ। আজি এই আনন্দের দিনে ঘরে গৃহিণী না থাকায় বড় কষ্টের বিষয় মনে হইতেছিল। তোমার নাতিনী আমার গৃহিণী হইয়া ঘর আলো করিবেন কি?”

অন্যান্য নানা বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত বিনোদ প্রস্থান করিলেন।

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—“ঠিক বলা যায় না। উমেদার অনেক। কাহার কপাল প্রসন্ন হইবে কে জানে।”

যদুপতি বলিলেন,—"আচ্ছা, স্বয়ম্বরের উদ্যোগ কর; দেখ আমার কপাল প্রসন্ন হয় কি না।"

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—"তুমি খুনে। বন্ধুকে খুন করিয়া তুমি পলাতক। খুনের গলায় কেহ কি মালা দেয়?"

যদুপতি বলিলেন,—"আর তুমি তো মরিয়া ভূত হইয়াছ হে। ভূতকে কেহ কি বিবাহ করে?"

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—"বুড়ী জেলেনী মাগীও যাহার কাছে পার পায় না, তাহাকে মালা দিতে কাহার পড়িয়াছে?"

একটা হাসির রোল উঠিল। যদুপতি বলিলেন,—"রহস্য যাউক। ভাবিয়া দেখ ভাই, এ সংসারে হরিদাস রায় কি অপ্রাকৃত মনুষ্য। তাঁহার সহিত আমরা আত্মীয়তা যথেষ্ট ছিল সত্য। এ সংসারে কে সেই খাতিরে এত করে ভাই? আমার নিঃসহায় পুত্রকে নিজের পুত্রের ন্যায় যত্নে মানুষ করিয়া, লেখা-পড়ায় সুপণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন; উইলের দ্বারা বিষয়েরও পুত্রের অনুরূপ অংশ বিনোদকে দিয়া গিয়াছেন; পরের ছেলে বলিয়া আপনারাও বুঝেন নাই, বিনোদকেও বুঝিতে দেন নাই। এ সংসারে এরূপ আত্মীয়তা বড়ই বিরল। তিনি আমার অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় ছিলেন। কিন্তু মরিবার বয়স হয় নাই। আজি তিনি বাঁচিয়া থাকিলে, কি সুখের বিষয়ই হইত।"

এই সময়ে অপরাজিতা, দুইখানি রেকাবে খানিকটা করিয়া মোহনভোগ লইয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন। রামজীবন বলিলেন,—"ইনিই বিনোদের ভগ্নী অপ-রাজিতা।"

অপরাজিতা উভয় বৃদ্ধের নিকট এক একখানি রেকাব রাখিয়া উভয়কে প্রণাম করিলেন। যদুপতি বলিলেন,—"মা, যাহা শুনিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি তোমার প্রকৃতি অলৌকিক। তুমি আমাদের জন্য বড় ক্লেশ ভোগ করিয়াছ, তাহাও আমরা শুনিয়াছি। তুমি বিনোদের ভগ্নী; সুতরাং আমার কন্যা। পিতা কখন পুত্র-কন্যার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"

বিনোদ পুনরায় তথায় আগমন করিলেন।

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—"তুমি মা আমার দুঃখিনী কন্যাকে বাচাইয়াছ। তাহাদের সম্ভবাতীত যত্ন করিয়াছ। তোমার গুণ কখন বলিয়া শেষ করিতে পারিব না।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"আপনার কন্যা রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। তাঁহাকে কে না ভাল বাসিবে?"

যদুপতি বলিলেন,—"জগদ্বন্ধু, মোহনভোগ একটু একটু খাইতে খাইতে গল্প কর; সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারীর সেই শুকনা চাউলের কথা মনে করিতে থাক।"

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—"সে চাউলও যদি না দিত, তাহা হইলে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিতে কি?"

যদুপতি বলিলেন,—"তা ঠিক। সে যাহা হউক, মেয়ে তোমার খুবই বড় হইয়াছে। এখন প্রথমেই তোমাকে বিবাহের জন্য পাত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে।"

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—"পাত্র খুঁজিবার কষ্ট বোধ হয় আমাকে পাইতে হইবে না। অতি সৎপাত্র আমার ঠিক করাই আছে। কলিকাতায় গিয়াই বোধ হয় শুভ কর্ম্ম শেষ করিতে পারিব।"

যদুপতি বলিলেন,—"বটে! তাহা হইলে নাগের কয়েদে থাকিয়াও তুমি বেশ কাজ করিয়াছ দেখিতেছি কোথায় সে পাত্র?"

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—"বলিব? না, এখন বলিয়া কাজ নাই। যদুপতিকে বিশ্বাস নাই, বড় দুষ্ট লোক। যদি ভাঙ্গচি দেয়। মা যদি বল তবে বলি।"

অপরাজিতা বলিলেন,—"বলুন।"

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—"পাত্র হরিদাস রায়ের পুত্র—বিনোদবিহারী রায় এম্ এ।"

অপরাজিতার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিনোদের মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল। পিতা এ কথার কি উত্তর দেন, জানিবার জন্য তাঁহার প্রাণ অস্থির হইল।

যদুপতি বলিলেন,—"তবে আইস বেহাই, তোমার সহিত কোলাকুলি করি। আমরা শৈশব হইতে এক সঙ্গে বেড়াইয়াছি, এক সঙ্গে খেলা-ধূলা লেখা-পড়া

করিয়াছি, শেষ জীবনে উভয়ে এক সঙ্গে সমান দুঃখ ভোগ করিয়াছি। আমাদের মধ্যেই এরূপ বন্ধন হওয়া আবশ্যক।"

যদুপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জগদ্বন্ধুও অগ্রসর হইলেন। উভয় বন্ধু আন্তরিক প্রেমের প্রাবল্যে পরস্পর গভীর আলিঙ্গন করিলেন। সকলেরই চক্ষুতে জল।

অপরাজিতা বলিলেন,—"আপনারা জল খান।"

যদুপতি বলিলেন,—"তুমি আমাদের ভাগ্য-দেবী। তোমার জন্যই আজি আমাদের এত আনন্দ। কেবল এক নিরানন্দ তোমার এই বেশ। তোমাকে বালিকা কালে দেখিয়াছি—যেন সোণার পুতুল। সে মূর্ত্তি এখন আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। কিন্তু না, তোমার এই বেশ দেখিয়া তোমার সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিতেছি না।"

অপরাজিতা অধোমুখে বলিলেন,—"এ অবস্থায় চিত্তের যে ভাব জন্মিলে সুখী হওয়া যায়, তাহা আমি ঠিক করিয়া লইয়াছি। এখন আর আমি ইহাতে অসুখী নহি। আপনারা এ জন্য অসুখী হইবেন না। এখন আপনারা আর একটু মোহনভোগ খান।"

তাঁহারা পরমানন্দে জলযোগ ও হাস্যকৌতুক করিতে লাগিলেন।

# একাদশ পরিচ্ছেদ।

রামদীন আসিয়া সংবাদ দিল, সাহেবরা ও বাবুর দেখা করিতে আসিয়াছেন। বিনোদ সেই ঘরে দুইখানি আমকাঠের বেঞ্চ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অপ রাজিতা রেকাব লইয়া প্রস্থান করিলেন। রামজীবন আদর-সহকারে সাহেবদ্বয়কে ও বাবুদের উপরে লইয় আসিলেন।

বিনোদ অগ্রসর হইয়া, পরম সমাদরে, সাহেবদ্বয় ইন্স্পেক্টর ও সব-ইন্স্পেক্টরদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া ঘরের মধ্যে আসিলেন। বলিলেন,—"আমাদের সকলই গিয়াছে কেবল ইট কয়খানি যায় নাই। আপনাদিগকে বসিতে দিবার একখানি আসনও আমাদের নাই। কৃপা সহকারে এই কদর্য্য আসনে উপবেশন করিয়া আমাদের অনুগৃহীত করুন।"

সাহেবদ্বয় এক বেঞ্চে আসন গ্রহণ করিলেন, অন্য বেঞ্চে বাবুরা বসিলেন। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন,— "আমি আপনাদের দুর্দ্দশার কথা সমস্তই বুঝিতেছি সে যাহা হউক, আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য হইল, অনুমান যথার্থ হইল, আপনার পিতা নিষ্কলঙ্ক হইলেন, আপনার

পরিশ্রম ও ক্লেশ সার্থক হইল, ইহা আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয়। এই মহাত্মাই বুঝি আপনার পিতা? আর ইনিই বুঝি আপনার পিতৃবন্ধু?"

বিনোদ মস্তকান্দোলন করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সাহেব পূর্ব্বে মিলিটারি অফিসর ছিলেন। বলিলেন,—"মিত্র মহাশয়! আপনি বন্ধুর বুকে ছোরা মারিয়া পলাইয়াছিলেন। ছিঃ! আপনি অতি ভয়ানক লোক! আর আপনি মরিয়া বাঁচিয়াছেন। মরিয়া ভূত হওয়ার কথা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত আছে। আমরা অদ্য তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতেছি।"

একটা হাসির রোল উঠিল। বিনোদ বলিলেন,—"আপনাদের আজি পরিশ্রম ও কষ্টের সীমা নাই। আমি আপনাদিগকে কিঞ্চিৎ জল খাওয়াইবার ইচ্ছা করিতেছি এবং আমার সেই ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য সানুনয় অনুরোধ করিতেছি। কিন্তু আমাদের অবস্থা আপনারা দেখিতেছেন। কোনই আয়োজন করিয়া উঠিতে পারি নাই। খানিকটা দুধ, কতকগুলি কলা, কিঞ্চিৎ চা, আর বলিতে সাহস করি না, যদি দয়া করিয়া গ্রহণ করেন, আমাদের লুচি মোহনভোগ ছাড়া আর কোন পদার্থই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কৃপা করিয়া অনুমতি করিলে, আমি সমস্ত আনিয়া উপস্থিত করি।"

সাহেব বলিলেন,—"আমাদের আহারের ভয়ানক

প্রয়োজন হইয়াছে। আপনি না বলিলেও আমাদিগকে খাদ্য চাহিয়া লইতে হইত। আপনি প্রচুর আয়োজন করিয়াছেন ; আনয়ন করুন।”

বিনোদ যাইবার সময় বাবুদের বলিয়া গেলেন,—“আপনারা কায়স্থ। যদি অন্নভোজনে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাহাই দিতে বলি। নতুবা লুচি-তরকারিও আছে। ফলতঃ কিছু না খাইলে ছাড়িব না।”

ইনস্পেক্টর বলিলেন,—“ভাতই ভাল।”

গরম চা আসিয়া পড়িল। ইন্‌স্পেক্টর ও সবইন্‌স্পেক্টর আহূত হইয়া গৃহান্তরে পরিতোষ সহকারে মৎস্যের ঝোল ও ভাত খাইলেন। তাঁহাদের পরিত্যক্ত বেঞ্চ সাহেবদের টেবিল হইল। নানা প্রকার খাদ্য আসিল। সাহেবরা পানাহার করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন।

চুরুট খাইতে খাইতে বড় সাহেব বলিলেন,—“আসামীদিগকে চালান দেওয়া হইয়াছে। যাহারা আহত, তাহাদের গাড়ি করিয়া পাঠান হইয়াছে। চক্রবর্ত্তীর বাটী হইতে অনেকের জবানবন্দী লিখিয়া লওয়া হইয়াছে। আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া আনন্দে আছেন, বড় ব্যস্তও আছেন জানিয়া, আপনাকে ডাকাডাকি করিয়া ত্যক্ত করি নাই ; এখনও ত্যক্ত করিতাম না। কিন্তু এক খাওয়ার প্রয়োজন—”

বিনোদ বাধা দিয়া সবিনয়ে বলিলেন,—"সেটা অতি কদর্য্য ভাবেই সম্পন্ন হইল।"

সাহেব বলিলেন,—"সেজন্য যদি আপনি কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সব ঠিকঠাক হওয়ার পর আর একদিন ভাল করিয়া খাওয়াইবেন। দ্বিতীয় প্রয়োজন—আপনার পিতার ও তাঁহার বন্ধুর জবানবন্দী। কেন না সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারীর কেস তৈয়ার করিতে হইবে।"

যদুপতি বলিলেন,—"স্বচ্ছন্দে লিখিয়া লইতে পারেন যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি।"

সবইন্‌স্পেক্টর অগ্রসর হইয়া লিখিতে বসিলেন। যেরূপ প্রশ্ন উত্তর হইতে লাগিল তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ না করিয়া, আমরা তাহার তাৎপর্য্য মাত্র নিম্নে সঙ্কলিত করিতেছি।—সালের—মাসের—শে যদুপতি, জগদ্বন্ধু দুই-জনে পরামর্শ করিয়া, বেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় দুর্গাপুরের দিকে বেড়াইতে যান। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকায়, ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে তাঁহাদের বিলম্ব হইয়া পড়ে। মাঠে সে সময় আবাদ না থাকায়, কোথায়ও জন-মানব ছিল না। যখন তাঁহারা পুষ্করিণীর নিকটস্থ হইলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা। তাঁহারা দূর হইতে দেখিলেন, পুষ্করিণীর পাড়ে চারি পাঁচজন লোক মারামারি করিতেছে। তখনই "বাবাগো, মাগো" শব্দে চীৎকার-

ধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করে। তাঁহারা ব্যস্ত-ভাবে নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, রাসবিহারী বাগ, নিধে চাঁড়ালের বুকে প্রকাণ্ড তরবারি বসাইয়া দিয়াছে, তাঁহারা যখন নিকটস্থ হইলেন, তখন রাসবিহারী তরবারি বুক হইতে তুলিয়া লইতেছে। যদুপতি বলিলেন, "ছি ছি রাসবিহারী তুমি নিধেকে মারিয়া ফেলিলে!" এই কথায় রাসবিহারী তাঁহাদের বাঁধিতে হুকুম দিল। তাহার সঙ্গের চারি ব্যক্তি তাঁহাদের ধরিয়া ফেলিল। রাসবিহারীও নিধের মৃতদেহের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া তাহাদের সাহায্য করিল। সম্মুখে এই হত্যাকাণ্ড দেখিয়া, তাঁহারা হতবুদ্ধি ও জড়প্রায় হইয়া গিয়াছিলেন। বিশেষ বলপ্রকাশ বা চীৎকার করিতে তাঁহাদের মনে হইল না। রাসবিহারী উভয়েরই মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। সে বলিল,—"ভালই হইয়াছে। এই দুই জনের একজন খুন হইয়াছে, আর এক জন খুন করিয়াছে সাব্যস্ত করিলেই হইবে।" তাহার পর সে জগদ্বন্ধুর গায়ের জামা চাদর কাপড় সকলই খুলিয়া লইল, এবং তাঁহাকে ছোট একখানি গামছা মাত্র পরাইয়া দিল। পরে নিধের মৃতদেহের সমীপে গিয়া, সঙ্গীদের সাহায্যে মৃতদেহে জগদ্বন্ধুর জামা পরাইল, তাহার কটিতে কাপড় জড়াইয়া দিল, গলায় চাদর বাঁধিয়া দিল। তাঁহারা নীরবে সেই স্থানে পড়িয়া সকলই দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর নিধের দেহ জলে ডুবাইয়া দিল।

তাহার কাপড় চোপড় বোধ হয় সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল।

নিধের রক্তাক্ত সেই তরবারি হস্তে রাসবিহারী তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"যাহা বলি তাহা যদি নিঃশব্দে কর, তাহা হইলে তোমাদের প্রাণে মারিব না; আর যদি একটুও গোল কর বা কোন আপত্তি কর, তাহা হইলে এই পুকুরে নিধের সহিত তোমাদের দেহও ডুবিবে।" তাহারা কোন আপত্তিই করিতে সাহস করিলেন না। তাহার পক্ষে দুই একটা মানুষ কাটিয়া ফেলা বড় বেশী কথা নহে, ইহা তাঁহারা বেশ জানিতেন। তাঁহাদের চক্ষু উত্তমরূপে বাঁধিয়া ফেলিল, হস্তদ্বয় পিঠের দিকে বাঁধিয়া দিল। তাহার পর দুইজন লোক দুইজনকে ধরিল। রাসবিহারী বলিল,—"ভদ্রলোকের মত চলিয়া আইস।" তাঁহারা অন্ধভাবে চলিতে লাগিলেন। তখন বোধ হয় রাত্রি অনেক। কোন পথ দিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না। পায় লতা-গুল্ম বাধিয়া যাওয়ায়, গায়ে গাছ ও ডাল লাগায় তাঁহারা বুঝিলেন, বনের মধ্য দিয়া তাঁহারা যাইতেছেন। কতদূর পথ যাইতে হইল তাহাও তাঁহারা ঠিক করিতে পারিলেন না। অনুমান দেড় ক্রোশ পথ চলার পর একটা স্থানে তাঁহাদের দাঁড় করাইল। তালা খোলার শব্দ হইল। দুই জনকে দুইটা ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

তাহার পর তাঁহাদের চক্ষু খুলিয়া দিয়া বলিল—"আজ এইখানে থাক, কালি যাহা হয় করিব।" সে কালি আর আসিল না। রাসবিহারী আর দেখা দিল না। ঘরের তালা বন্ধ হইল। মধ্যে মধ্যে একটা লোক আসিয়া এক হাঁড়ি মোটা চাউল দিয়া যাইত ও দুইটা কলসীতে জল রাখিয়া যাইত। শত বিনয়ে, সহস্র প্রলোভনেও সে কথা কহিত না। সেই চাউল জলে ভিজাইয়া বা কাঁচা চিবাইয়া খাইতে হইত। জল বা চাউল ফুরাইলে তখনই পাওয়া যাইত না। যখন সেই লোকটার সময় হইত, তখনই সে আসিত। সুতরাং ভয়ে ভয়ে অল্প অল্প করিয়া জল ও চাউল খরচ করিতে হইত। শীতের সময় প্রথমবার একখানি করিয়া কম্বল ও কাপড় দিয়াছিল; এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর বস্ত্রাদি দেয় নাই। ঘর হইতে বাহির হওয়ার কোনই উপায় ছিল না। ঘরেই মল-মূত্র ত্যাগ করিতে হইত। দূরবর্ত্তী দুই স্বতন্ত্র ঘরে দুই জন ছিলেন। প্রথম প্রথম চীৎকার করিয়া পরস্পরের সংবাদ লওয়া হইত। ক্রমে দুর্ব্বলতার আতিশয্যে সে সুখও বন্ধ হইল। এইরূপ অবস্থায় বহুকাল থাকার পর, তাঁহারা বুঝিতে পারেন, আর একটা লোক সেই বাড়ীতে আনীত হইয়াছে, কারণ সেও চীৎকারে যোগ দিত। তাঁহারা কথা শুনিয়া জানিতে পারেন, সে ব্যক্তি রাসবিহারীর একজন প্রজা। কিছুদিন

পরে সকলেরই চীৎকার বন্ধ হয়। অধিকন্তু অচিরে একটা মরা পচার দুর্গন্ধে উভয় বন্ধুই অস্থির হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের একজন মারা গিয়াছেন স্থির করিয়া, বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে স্থান তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারিবেন, এ আশা তাঁহাদের ছিল না। তাহার পর এই অসম্ভাবিত মুক্তি।

সাহেব বলিলেন,—"এ ব্যাপার অদ্ভুত। বিনোদ বাবু প্রথম হইতেই এরূপ কাণ্ড হওয়া সম্ভব বলিয়া আভাষ দিয়া আসিতেছেন। আমরা কেহই তাহার কথায় আস্থা-বান্ হইতে পারি নাই। আজি তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ। আপনারা এক্ষণে আনন্দ উপভোগ করুন—আমরা বিদায় হই। শীঘ্রই আপনাদের সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিবার সুযোগ হইবে আশা করি। বিনোদ বাবু, একটা কথা যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করি। আপনাদের দশ হাজার টাকা হারাইয়াছে কি?"

বিনোদ বলিলেন,—"ঠিক বলিতে পারি না, কত টাকা। দুই ট্রঙ্ক টাকা ছিল। দশ হাজার টাকাই সম্ভব।"

সাহেব বলিলেন,—"সব টাকাই পাওয়া গিয়াছে। রাসবিহারীর লোকেরা ট্রঙ্ক ভাঙ্গিয়া তাহা ভাগ করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের কাছেই টাকা ছিল। টাকা সমেত আসামীদিগের বিরুদ্ধে ডাকাইতির চার্জ্জ সাব্যস্ত

করিয়া, তাহাদের চালান দিতে হইয়াছে। মোকদ্দমার পর আপনি সমস্ত টাকা পাইবেন।”

বিহিত শিষ্টাচারাদির পর, সাহেবরা ও বাবুরা প্রস্থান করিলেন। বিনোদ বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন।

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ.

অপরাহ্নকালে কলিকাতার সেই বাসায় বিজলী ও তারাসুন্দরী বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। বিজলীর শরীর বড় দুর্ব্বল ; দেহের বর্ণ যেন সাদা হইয়া গিয়াছে। নড়িতে চড়িতে বড় কষ্ট হয় ; শুইয়া না হয় বসিয়াই দিন কাটাইতে হইতেছে। রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হয় না ; যদি একটু নিদ্রা আইসে নানাবিধ সুখ-দুঃখ-পূর্ণ স্বপ্নেই সেটুকু কাটিয়া যায়। আহার খুব কমিয়া গিয়াছে।

বিনোদ সেই চলিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই ; একখানি চিঠি লিখিয়াও তিনি সংবাদ লন নাই,--দেন নাই। কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, খুব নিকটেই বাসা, তথাপি একটিবার কোন খবর লন নাই। তাঁহারা কি কোন অপরাধ করিয়াছেন ? জ্ঞানতঃ কোনই দোষ তাঁহারা করেন নাই তো। ঘটনা যেরূপ ঘটিয়াছে, লোকে যাহা বুঝিয়াছে, পুলিস যাহা বুঝিয়াছে, তাহাই তাঁহারা বলিয়াছেন। তাঁহারা সে কথা বিশ্বাস করেন নাই, তাঁহাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ বিপরীত, ইহাও তো তাঁহারা বিশেষরূপে বলিয়াছেন। তবে কেন তিনি এই দুঃখিনীদের প্রতি এরূপ নিষ্করুণ ব্যবহার করিলেন ?

তিনি দেবতা। দেবতার বিবেচনায় ভুল হইতে পারে না! তবে তাঁহার এত ভুল হইল কেন? তাহাদের অদৃষ্ট!

বিজলীর প্রাণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বড়ই আশা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, বড়ই মোহকর স্বপ্ন তাঁ ক মাতাইয়াছিল, বড়ই সুখের ও সোহাগের রাজ্যে তিনি বেড়াইতেছিলেন; দুর্ভাগ্যক্রমে সকলই হঠাৎ শেষ হইয়া গেল। সহসা কাল মেঘ দারুণ বজ্র উদ্‌গীরণ করিল। আশার লতা ছিঁড়িয়া গেল. স্বপ্নের সুখ ফুরাইয়া গেল, আনন্দের রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল। কেন এমন হইল?

বড়ই সঙ্কুচিত ভাবে, কাতর কণ্ঠে বিজলী জিজ্ঞাসিলেন,—"মা, তিনি—সেই দেবী, তিনি আর খবর দেন না কেন মা?"

তাঁহার জননী বলিলেন,—"জানি না. মা, কি হইল। পাঁচ-ছয় দিন তাঁহারও সংবাদ আইসে নাই। ওদিকে প্রতি দিনই তো অপরাজিতার পত্র পাওয়া গিয়াছে। কেন এ কয়দিন কোন সংবাদ আসিতেছে না?"

বিজলী বলিলেন,—"কোন বিপদ ঘটাও তো অসম্ভব নহে। তাঁহারা বড়ই ভয়ানক কার্য্যে মাথা দিয়াছেন।"

সব যায়, কিন্তু সুখের আশা, আনন্দের কল্পনা, গিয়াও তো যায় না। বিজলী বিষাদিনী। দারুণ বজ্র তাঁহার সকল আশার শেষ করিয়া দিয়াছে। তাঁহার হৃদয়-কানন ভস্ম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সবই আছে। আবার সেই

ভস্মস্তূপ হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়াছে; আবার সেই শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইয়াছে। আশা যায়—হৃদয়কে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া, নিতান্ত নিষ্ঠুর দস্যুর ন্যায় আশা চলিয়া যায়; কিন্তু তখনই পরম দয়াময় দেবতার ন্যায় শান্তির অমৃত-কলস হস্তে লইয়া, আবার আসিয়া দেখা দেয়; আবার ভস্মাবশেষ প্রাণকে নন্দন-কাননে পরিবর্ত্তিত করে; সুমধুর সুশীতল শান্তি-সলিল সেচন করিয়া, আবার হৃদয়-কাননের তরু-লতাকে সজীব ও সুস্থ করিয়া তুলে। বিজলার হৃদয় বড়ই প্রবল আঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কিন্তু আবার সবই নবীন হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ ভাঙ্গা-গড়া অনেকবার চলিয়াছে।

যখন অপরাজিতার কথা মাতার নিকট বলিবার প্রয়োজন হইল, তখন বিজলী তাঁহার নামটা মুখে আনিতে ভরসা করিলেন না কেন? তাঁহার কর্ণমূলে কুহকিনী আশা সেই দেবীকে ঠাকুরঝি বলিতে উপদেশ দিয়াছে; লজ্জা বলপূর্ব্বক কণ্ঠরোধ করিয়া তাহা বলিতে বারণ করিতেছে। আর বিনোদ তাহার সহিত সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন বলিয়াই যদি বিজলী বুঝিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কথা স্পষ্টরূপে বলিতেই বা ক্ষতি কি? পোড়া আশার সূত্র ছিঁড়িয়াও ছিঁড়ে না। যখন মনে হয় সকলই ফুরাইয়াছে, তখনও সকলই থাকে।

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"হুগলী হইতে অপরাজিতার

পত্র পাওয়া গিয়াছে। সে পত্রেও আমাদের জন্য উদ্বেগের সীমা নাই। কোন বিপদ্ না ঘটলে হঠাৎ পত্র লেখা বন্ধ হইল কেন? এ অবস্থায় আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে। বিনোদ হয় তো বিপদে পড়িয়াছেন। অপরাজিতার হয় তো সময় নাই। আমরা তাঁহাদের পরমাত্মীয়। এ আত্মীয়তা কেবলই কি মৌখিক? তাঁহাদের বিপদের কল্পনা করিয়া স্থির থাকা আমাদের উচিত নহে।"

বিজলী জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে কি করিবে মা?

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"আজকার দিনটা দেখিব। কালি হয় তো হুগলী যাইব।"

বিজলী নিরুত্তর। এ কথার কি উত্তর? বহুক্ষণ মা ও মেয়ে কোন্ কথাই কহিলেন না। সহসা প্রবল শব্দে বাহিরের দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। বিজলী চমকিয়া উঠিলেন। প্রাণ যেন নাচিয়া উঠিল। বেগে গিয়া দরজা খুলিয়া দিবার বাসনা হইল। কড়া নাড়ার শব্দটা যেন তাঁহার চির পরিচিত। ঝি কোথায় গিয়াছিল। কড়া আবার বাজিয়া উঠিল। বিজলী চঞ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তারাসুন্দরী বেগে সিঁড়ি দিয়া নিম্নে অবতরণ করিলেন এবং দরজা খুলিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ উৎসাহে উন্মত্ত, আনন্দে অস্থির, বিনোদ আসিয়া তারাসুন্দরীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন,—"মা, আপনার

আশীর্ব্বাদে সকলই শুভ হইয়াছে। আমার নিষ্কলঙ্ক পিতা জীবিত আছেন; আপনার স্বামীর মৃত্যু হয় নাই; তিনি সুস্থ শরীরে আছেন। আপনি বিধবার বেশ এখনই পরিত্যাগ করুন।"

তারাসুন্দরী ধীরে ধীরে সেই স্থলে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"তুমি তো আমাদের বিনোদ! তবে এ দুঃখের দশায় আমাদের সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছ কেন?"

বিনোদ বলিলেন,—"কথাটা নিতান্ত অসম্ভব হইলেও সত্য। আমি আপনার নিকট মিথ্যা কহিতেছি, ইহা কি কখন সম্ভব?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"দেখিলেও যাহা সহজে বিশ্বাস হয় না, তাহাও কি শেষে সত্য হইল? তোমার কথা—দেবতার বাক্য, মিথ্যা হইবে কেন?"

বিনোদ সংক্ষেপে কতক বৃত্তান্ত বলিলেন। তাঁহারা শীঘ্রই আসিতেছেন, শীঘ্রই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হইবে, ইহাও জানাইলেন।

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"বাবা, তুমি উপরে যাও, দুঃখিনী বিজলীকে সকল কথা বলিয়া আইস।"

একটু সামান্য অনুমতির নিমিত্ত বিনোদ ব্যাকুল ছিলেন। আর কি বিলম্ব সহে? তীরবেগে তিনি উপরে উঠিলেন। বিজলী বাতায়ন হইতে সকলই শুনিয়াছেন। আনন্দাশ্রু তাঁহার মুখ ভাসাইয়া রাখিয়াছে। বিনোদ

উপরে উঠিতে না উঠিতে, সেই সুন্দরী বেগে আসিয়া বিনোদের বক্ষের উপর পড়িলেন এবং বলিলেন,—"বিনোদ তোমার গুণের তুলনা নাই; তোমার এ পরিশ্রমের পুরস্কার নাই।"

বিনোদ, সেই ক্ষীণকায়া, কম্পিতা সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন,—"পুরস্কার আছে। যাঁহাকে পাইব বলিয়া এ সাধনা করিয়াছি, যাঁহার সন্তোষই জীবনের ব্রত, তাঁহার নিকট এ পরিশ্রমের পুরস্কার আছে। আমি সে পুরস্কার লইতে জানি। সকল স্থানে, দাতা ইচ্ছা থাকিলেও, সহজে পুরস্কার দান করে না; কৃপণ যথেষ্ট ধন থাকিলেও, সহজে লোককে পুরস্কার দিতে পারে না; অনেক স্থলে একটু জোর করিয়া, একটু কৌশল করিয়া প্রাপ্য আদায় করিতে হয়। আমার জীবনের অমূল্য পুরস্কার, আমার পরিশ্রমের অতুলনীয় পুরস্কার, আমার সাধনার চিরস্মরনীয় পুরস্কার আমি তোমার নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছি দেখ।"

তখন সেই দেবকান্তি যুবা সেই সুরবালার অধরে প্রেমের প্রথম সুমধুর চুম্বন বিন্যাস করিলেন। সে আনন্দের, সে সুখের অনুরূপ পদার্থ বোধ হয় জগতে আর কিছুই নাই। তাহা মধুরতার সার, পবিত্রতার ভাণ্ডার, শান্তি ও সুখের আধার। পবিত্র প্রেমের প্রথম চুম্বন—অতুলনীয়—স্বর্গীয়—দেবভোগ্য অমৃতরসে অভিষিক্ত।

বিনোদ বলিলেন,—"হৃদয়েশ্বরি! আমি তোমার নিকট অধিকক্ষণ থাকিতে পাইব না। এখনই আমাকে প্রস্থান করিতে হইবে। আমার পিতা আসিয়াছেন। তোমার পিতা আসিয়াছেন, অপরাজিতা আসিয়াছেন। আত্মীয়-স্বজন অনেক আসিয়াছেন। সকলের সকল ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হইবে। আবার হয় তো আজিই বাটী যাইতে হইবে। শীঘ্রই অচ্ছেদ্য বন্ধনে আমরা বদ্ধ হইব। দাদা, মা, বউ-দিদির সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নাই; তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য বড়ই চিন্তাকুল রহিয়াছেন।"

বিজলী কোন্ কথাটা আগে জিজ্ঞাসা করিবেন? হৃদয়ে তো কথার স্রোত বহিয়া যাইতেছে। বলিলেন,—"আমাকে সঙ্গে লইয়া যাও; আমি একবার দূর হইতে বাবাকে দেখিয়া আসি।"

বিনোদ বলিলেন,—"এখনই তাঁহারা এখানে আসিবেন। আমি গিয়াই তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া আসিব। তুমি মার বেশ বদলাইয়া দেও। ও বেশ এখন বড়ই মন্দ দেখাইতেছে।"

আবার—আবার সেই সুমধুর চুম্বন। তাহার পর বিনোদ সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নিম্নে আসিলেন। তারাসুন্দরীকে সমস্ত কথা জানাইয়া তিনি ব্যস্ততা সহ প্রস্থান করিলেন।

বিজলী ধীরে ধীরে আসিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"মা সিঁথেয় সিঁদুর পর, হাতে চুড়ি লোহা পর, সাড়ী পর, আর অকল্যাণ করিও না।"

কাঁদিতে কাঁদিতে তারাসুন্দরী কন্যার মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—"না মা, এখন থাক। এতদিন অকল্যাণ করাতেও যদি এত কল্যাণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর এক ঘণ্টায় কোন ক্ষতি হইবে না।"

বিজলী বলিলেন,—"কেন মা, এখনও কি তোমার সন্দেহ আছে?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"না মা, বিনোদের কথার উপর সন্দেহ করিলে চন্দ্র-সূর্য্য মিথ্যা হইবে। যাঁহার জন্য আমার এই অভাগিনীর সাজ, তাঁহাকে দিয়াই আমি সাজ বদলাইয়া লইব মা।"

তাহার পর দেখা-সাক্ষাৎ মিলন সকলই হইল। সকল কথা লিখিবার স্থান আমাদের নাই। জগদ্বন্ধু স্বহস্তে তারাসুন্দরীর বেশ পরিবর্ত্তিত করিলেন। অন্তর-জাত ঘটনাবলীর বৃত্তান্ত বলিতে ও শুনিতে অনেক কাল কাটিয়া গেল। যাহা স্বপ্নেও কেহ মনে করে নাই, শেষে তাহা সত্য হইল।

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হরিপুরে সমারোহের সীমা নাই। ছোট বাবুর বিবাহ! কত নাচ-গান হইয়া গিয়াছে, কত দান ধ্যান হইয়া গিয়াছে, কত ভোজ্য-ভোজন হইয়া গিয়াছে, কত বারুদ-বাজি পুড়িয়া গিয়াছে, কত তৈল-বাতি জ্বলিয়া গিয়াছে—এখনও কত বাকী আছে।

এখনই বরকন্যা বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সহিত পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ব্রজেশ্বরী তাঁহাদের বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়া লইয়াছেন। মাতার শুভাশীর্ব্বাদ, বউ দিদির স্নেহ-নিষিক্ত কল্যাণ-কামনা, অপরাজিতার অন্তর-নিঃসৃত আনন্দাশ্রু লইয়া বরকন্যা ঘরে বসিয়াছেন। দর্শ-নার্থিনী নারীগণ সে স্থান হইতে সরিয়া আসিয়াছে।

কন্যা দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতেছে। হাসিতে হাসিতে ব্রজেশ্বরী তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"এতদিনে ঠাকুরপো, আমার সেই "কেনর" উত্তর পাইয়াছি। একমাস আগে, তোমার দাদার অনুরোধে, আমি তোমাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলাম। তুমি অমত প্রকাশ করিয়াছিলে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "কেন?" তুমি বলিয়াছিলে,—"এ

"কেনর" উত্তর নাই। এতদিনে আমি সে "কেনর" উত্তর পাইয়াছি।"

বিনোদ জিজ্ঞাসিলেন,—"কি উত্তর পাইয়াছ ?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"এমন অপ্সরাকে যে দেখিয়াছে, মানুষকে তাহার মন চাহিবে কেন ?"

বড়ই ব্যস্ততার সহিত অপরাজিতা তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, এখনই আসিয়া পৌঁছি-লেন। মা, দাদা, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আনিতেছেন।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"কিন্তু দেখদেখি ঠাকুরঝি, তোমার দাদার কি বিবেচনা ! এই সোণার অঙ্গে দুই-গাছা শুধু বালা পরাইয়া, ভ্রাতৃ-বধূ ঘরে আনিতে তাঁহার একটু লজ্জা হইল না ?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"সময় কই বউ দিদি ? অতি অল্প সময়ে গহনা হইয়া উঠিবে কেন ? পলাইয়া যায় নাই তো। এখন যেখানে যা সাজে দিলেই হইবে। আর এ অঙ্গে গহনার কি দরকার ? গহনা তো হারি মানিয়া, গায়ে উঠিতে সাহস করিবে না। মাথার সিঁদুর, দুগাছি শাঁখা, একগাছি নোয়া, আর একখানি লাল পেড়ে সাড়ী পরিলেই ছোট বউকে রাজরাজেশ্বরীর মত দেখাইবে।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"তা হউক, তোমাদের ভাই

বহিনের কেমন এক কথা; দাঁড়াও আমি আসিতেছি। তুমি কোথাও যাইও না ঠাকুরঝি।"

ধীরে ধীরে বিজলী উঠিয়া অপরাজিতার নিকটে আসিলেন এবং অবগুণ্ঠনের এক পার্শ্ব খুলিয়া বলিলেন,—"আপনাকে ঠাকুরঝি বলিয়া ডাকিবার জন্য কত দিনই বিরলে বসিয়া কাঁদিয়াছি। এ অধিকার জীবনে কখন পাইব বলিয়া আশা ছিল না। আজি ভগবানের দয়ায়, আপনাদের অনুকম্পায়, অভাগিনীর সে অধিকার হইয়াছে। আজি আমি প্রাণ ভরিয়া আপনাকে ঠাকুরঝি বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে আপনার গলা জড়াইয়া ধরি।"

তখন বিজলীর সেই মৃণাল-বিনিন্দিত ভুজবল্লী অপরাজিতার সেই কুসুম-কোমল কলেবর বেষ্টন করিয়া ধরিল। সুনির্ম্মল মুকুরে সমুজ্জ্বল আলোক প্রতিফলিত হইল; কুসুম-রচিত প্রতিমার কণ্ঠে কুসুম-মালা শোভা পাইল; বিশুদ্ধ কাঞ্চনের সহিত মৌক্তিকের মিলন হইল। ঘরে তখন বিনোদকে লইয়া তিন জন উপস্থিত; তিন জনেরই তখন চক্ষুতে জল। অপরাজিতা বলিলেন,—"কিন্তু ভাই, তোমার ঐ আপনি কথাটা আমার প্রাণে যেন বিষ ঢালিয়া দিতেছে। বিনোদ আমার দাদা হইলেও, আমি তাঁহাকে কখন দাদা বলিতে পারি নাই। কিন্তু এখন হইতে দেখিতেছি, তাঁহাকেও দাদা, আপনি

মহাশয় বলিয়া কথা কহিতে হইবে, তোমাকেও ছোট বউ দিদি বলিয়া ভয়ে ভয়ে চলিতে হইবে।”

বিনোদ বলিলেন,—“একের পাপে অন্যের দণ্ডের কেন ব্যবস্থা করিতেছ? তোমার মুখে বিনোদ সম্বোধন, তোমার শাসন, তোমার উপদেশ ও তিরস্কার সকলই আমার পরম তৃপ্তিকর। সে আনন্দে যেন আমাকে কখন বঞ্চিত হইতে না হয়।”

বিজলী পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—“আর যাহাকে আপনি যাহা ইচ্ছা বলিবেন, কিন্তু আমাকে আপনি বিজু বলিয়া না ডাকিলে আমি খুব কষ্ট বোধ করিব। আমি আর আপনি বলিব না।”

অপরাজিতা পরম স্নেহের সহিত বিজলীকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন ব্রজেশ্বরী একটা বাক্স লইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন,—“স্বামীর ভগ্নীও বড় মিষ্ট সামগ্রী, স্বামীর গন্ধ তাঁহার গায়ে লাগিয়া থাকে কি না! এখন এস আমার কাছে।”

ব্রজেশ্বরী সাদরে বিজলীর হাত ধরিয়া শয্যায় আনিয়া বসাইলেন এবং সেই বাক্স খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার মধ্যে এক বাক্স হীরকাদি-খচিত স্বর্ণালঙ্কার। ব্রজেশ্বরী সেইগুলি একে একে বাহির করিয়া বিজলীর গায়ে পরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন,—“দেখ ঠাকুরঝি, দেখ ঠাকুরপো, আজি গহনার জন্ম সার্থক হইল কি না!

প্রার্থনা করি, এই গহনাগুলি তোমার অঙ্গে ক্ষয় হইয়া যাইবে।"

এই সময়ে যদুপতি, অপরাজিতার মাতা এবং যতীন্দ্র সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন। যতীন্দ্রের জননী বলিলেন,—"আপনি আশ্চর্য্যরূপে জীবন লাভ করিয়াছেন, ইহাতে আমাদিগের বড়ই আহ্লাদ। এক সময়ে আপনি সর্ব্বদাই আমাদিগের বাটীতে আসিতেন; আমিও কর্ত্তার সহিত কতবার আপনার বাটীতে গিয়াছি। কর্ত্তার সহিত আপনার যেরূপ আত্মীয়তা ছিল, অন্যে তাহা না জানিতে পারে; কিন্তু আপনিও তাহা জানেন, আমিও জানি। এত বিপদের পরও ভগবান যখন আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং আমাদিগের নিকট ফিরাইয়া দিয়াছেন, তখন আবার সকলই আনন্দময় হইবে আশা করিতেছি।"

যদুপতি বলিলেন,—"সকলই হইল কিন্তু আমার সে হরিদাস দাদা আর ফিরিয়া আসিবেন না; সুতরাং পুর্ণানন্দ হইল কই? সেকালের আনন্দ বোধ হয় আর ফিরিবে না; কেন না, বউ ঠাকুরাণী তখন আমাকে ঠাকুরপো বলিতেন; এখন আর তাহা বলেন না। সে সময়ে তাঁহার মুখে তুমি আমি শুনিতাম; এখন আপনি ছাড়া আর শুনিব না; সুতরাং পূর্ব্বের আনন্দ আর ফিরিল কই?"

যতীন্দ্রের জননী বলিলেন,—"বেশ বলিয়াছ ঠাকুর-

পো। আমারও অভিমানের দুইটা কথা আছে, শুন আগে। বিনোদ, তুমি, বর্ত্তমান থাকিতেও, পিতৃহীন বালকের ন্যায় বিবাহ করিতে গেল; যতীন্দ্র ছেলে-মানুষ, বরকর্ত্তা হইয়া কার্য্য শেষ করিয়া আসিল। এটা কি তোমার ভাল কাজ হইয়াছে ঠাকুর পো?"

যদুপতি বলিলেন,—"বড়ই ভাল কাজ হইয়াছে বউ ঠাকরুণ। আমি ইচ্ছা করিয়াই এ দুই দিন, পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত দেখা করিবার ওজরে হুগলীতে কাটাইয়া আসিলাম। তুমি বুঝিয়া দেখ, বউ ঠাকরুণ, বিনোদ আমার কে? সে যখন নিতান্ত শিশু তখন হইতেই তাহার সহিত আমার আর সম্বন্ধ নাই। কে তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিয়াছে? কে তাহাকে রোগে-শোকে শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে? কে তাহাকে পেটের ছেলের অধিক যত্ন করিয়া এমন সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিয়াছে? কে তাহাকে বি. এ., এম. এ., পাশ করাইয়া এমন কৃতী করিয়াছে? কে তাহাকে আপনার উপাধিটা পর্য্যন্ত দিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে? আর কে আপনার পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া ধর্ম্মার্জ্জিত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ তাহাকে দান করিয়াছে? বউ ঠাকরুণ, বিনোদ তোমাদিগের সন্তান। তাহার শুভাশুভ কোন কর্ম্মে কথা কহিবার বা ব্যবস্থা করিবার কোনই অধিকার আমার নাই। তাহার বিষয়ে তোমরা যাহা

করিবে তাহাই হওয়া উচিত। বিনোদ যে আমার সেই স্বর্গগত দাদার পুত্ররূপে তোমারই গর্ভে জন্মিয়াছে, ইহাই আমি বুঝিয়াছি। যতীন্দ্র তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর। বিনোদের সম্বন্ধে যতীন্দ্র যাহা করিবেন আমি তাহার মধ্যে কথা কহিবার কে?"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"বড় অল্প সময় বলিয়া বধূমাতাকে কোন অলঙ্কার দেওয়া হয় নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে জড়াও গহনা। একি ব্যাপার অপি?"

অপরাজিতা বলিলেন,—"বউ দিদি আপনার সকল গহনা বিজলীকে দান করিয়াছেন; গহনা দেওয়া হয় নাই বলিয়া তোমাকে আমাকে অনেক গালি দিয়া, স্বহস্তে আপনার বাক্স আনিয়া, যেখানে যাহা সাজে তাহা পরাইয়া দিয়াছেন।"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"বড়ই ভাল কাজ করিয়াছেন। বিনোদ যে আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়, বধূমাতা যে আমার পরম আদরের সামগ্রী ইহা আমিও জানি তিনিও জানেন। প্রার্থনা করি, তাঁহার এই ভাব যেন কখনও বিচলিত না হয়।"

যদুপতি বলিলেন,—"আইস যতীন্দ্র, আমরা বাহিরে যাই। দুই বধূমাতা লজ্জায় কাপড় মুড়ি দিয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছেন।"

যতীন্দ্রের জননী বিজলীকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া

আনিলেন এবং বলিলেন,—"তোমার শ্বশুরকে প্রণাম কর মা, পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দাও। বড় বউ মা, তুমিও আইস, শ্বশুরকে প্রণাম কর।"

ব্রজেশ্বরী ও বিজলী যদুপতির চরণে প্রণাম করিলেন। যদুপতি বলিলেন,—"আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আমার আর কিছুই নাই মা। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা বহু পুত্রবতী হও, চিরসুখী হও, সর্ব্বপ্রকারে তোমরা উভয়ে একপ্রাণ হইয়া সুখে জীবন যাপন কর, আর নারীর মধ্যে দেবী, পুণ্যময়ী অপরাজিতার প্রতি একান্ত অনুরাগিনী হও। আমার পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা ঘরে মজুত ছিল; কিন্তু এখন তাহার কিছুই নাই, কোন সন্ধানও নাই। আসবাব পত্র যে কতই ছিল, তাহার সীমা নাই। এখন তাহার কিছুই দেখিতেছি না; বোধ হয় দস্যুরা সকলই লুটিয়া লইয়াছে। আমি এখন বড় দরিদ্র। তোমরা বড় আদরের সামগ্রী, প্রাণের আশীর্ব্বাদ ছাড়া তোমাদিগকে আর কিছুই আমি দিতে পারিলাম না।"

যতীন্দ্রের মাতা বলিলেন,—"তুমি দরিদ্র এ কথা বলিও না ঠাকুর পো। যাহার যতীন্দ্র-বিনোদ আছে, তাহার সকলই আছে। তোমার আশীর্ব্বাদ বউ মাদের অমূল্য সম্পত্তি। তোমার টাকা যে আর পাওয়া যাইবে না, এমন কথা বলা যায় না। আমি কর্ত্তার মুখে শুনিয়াছিলাম, কোন না কোন সময়ে টাকাকড়ি পাওয়া

যাইলেও যাইতে পারে; জিনিষ পত্রের কি হইয়াছে তাহা শুনি নাই।”

যদুপতি বলিলেন,—“দাদা যদি একথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে হয় তো পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে। কিন্তু কিরূপে পাওয়া যাইবে তাহা ঈশ্বর জানেন। আমি বুঝিতেছি কিছুই পাওয়া যাইবে না। যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমার তাহাতে আর কোনই প্রয়োজন নাই। যতীন্দ্র ও বিনোদ তোমরা দুই ভাই তাহা তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবে, ইহাই আমার অনুরোধ। আমি তোমাদিগের নিকট আপাততঃ মাসিক কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্যের প্রার্থী। কিছুদিন পরেই, তোমাদিগের সঙ্গসুখ আর কয়েকদিন মাত্র ভোগ করিয়াই, আমি কাশী যাইব। প্রিয় বন্ধু জগদ্বন্ধু চিরদিন সহোদর ভাইয়ের মত আমার অনুগত ও পরমাত্মীয়; এখন আবার তিনি বৈবাহিক হইলেন। তাঁহার অবস্থা বড় মন্দ; এ বয়সে এবং এই দুর্গতির পর, আর কোনরূপ উপার্জ্জন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাঁহার একটা ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই আমার এক্ষণে প্রধান চিন্তা।”

অপরাজিতা বলিলেন,—“খুড়া মহাশয়, আমাদিগের দশ হাজার টাকা হারাইয়া গিয়াছিল; আমরা কেহই সে জন্য দুঃখিত হই নাই। সুতরাং সে দশ হাজার টাকা

এখনও হারাইয়া রহিয়াছে মনে করিলে, আমাদিগের কোনই কষ্টের কারণ নাই"। এখন শুনিতেছি, সেই দশ-হাজার টাকা পাওয়া যাইবে। আপনি তাহা আদালত হইতে বাহির করিয়া তালুই মহাশয়কে দিন না কেন? যদি বলেন, আমার টাকা তিনি লইবেন কেন? আমি বলিতেছি, বিপদে-সম্পদে কন্যা-জামাতার সাহায্য লইতে কাহারও কোনই আপত্তি হইতে পারে না। আমি সেই টাকা এখনই বিজলীকে দিতেছি। বিজলী বাপ-মাকে টাকা দিলে তাঁহারা কেন লইবেন না?"

যদুপতি বলিলেন,—"অবশ্য লইবেন। তাঁহার হৃদয় বড়ই উদার। তোমাকে তিনি দেবী বলিয়া চিনিয়াছেন। আমরা অনায়াসে তাঁহাকে যে সাহায্য করিতেপারি, তিনি তাহা অনায়াসেই গ্রহণ করিতে বাধ্য। আমার ভরসা আছে, আমি সহজেই এ বিষয়ে তাঁহার মত করা-ইতে পারিব।"

ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, কলিকাতা হইতে ছোট বাবুর শ্বশুর আসিয়াছেন।

যদুপতি বলিলেন,—"এক সন্তান পাঠাইয়া দিয়া বেহাইন নিশ্চয়ই বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন, তাই খবর লইতে চাকর পাঠাইয়াছেন। এস আমরা যাই।"

যদুপতি, যতীন্দ্র ও বিনোদ বাহিরে চলিলেন; বাহিরে আসিয়া যদুপতি জগদ্বন্ধুকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

বলিলেন,—"আজিকার বাজারে পাশকরা ছেলের বিবাহ দিয়া বাপেরা অনেক পায়। তুমি আমাকে ফাঁকি দিলে কেন ভাই?"

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—"আমি তোমাকে কি দিব দাদা?"

যদুপতি বলিলেন,—আমার যাহা নাই। এ বয়সে একটী তৈয়ারী করা গৃহিণী পাইলে আমি আবার সুখের ঘর-কন্না পাতিতে পারিতাম। শুনিয়াছি তোমার গৃহিণী বিধবা; আমিও পত্নীহীন; সুতরাং বিশেষ অসুবিধা কোন পক্ষেই হইত না।"

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—"তোমার গৃহিণী দুর্গাপুরে কাঁদিয়া মরিতেছে। আমার গৃহিণী বিধবা ছিলেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে সধবা সাজাইয়া আসিয়াছি।"

বাটীর মধ্যে জলখাবার আয়োজন করিয়া, অপরাজিতা সকলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—"বেশ কথা, বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে বটে।"

যদুপতি বলিলেন,—"তবে বাজার হইতে কিছু কিনিয়া আনিয়া খাও। মেয়ের বিবাহ দিয়া দৌহিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত জামাতার বাটীতে খাইতে নাই। তোমাকে কেহ জল খাইতে ডাকে নাই। আমি বরকর্ত্তা, সব খবর ঠিক জানি।"

জগদ্বন্ধু বলিলেন,—"তুমি কেহে, এতদিন পরে কর্ত্তা

হইয়া দেখা দিলে ? আমি হরিদাস রায় মহাশয়ের পুত্রের সহিত মেয়ের বিবাহ দিয়াছি। বাটীতে বিহাইন আছেন ; যাহা বলিতে হয়, যাহা বুঝিতে হয় তাঁহার নিকট বলিব ও বুঝিব। তুমি কোন অধিকারে আমার কুটুম্ব বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, ? কে তুমি ?”

যদুপতি বলিলেন,—“ঠিক কথাই বলিয়াছ ভাই। বাস্তবিকই আমি কে ? সকলই হরিদাস দাদার অলৌকিক মাহাত্ম্য। তাঁহার কৃপা না হইলে, আজি আমাদের এ আনন্দ কোথায় থাকিত ?”

সকলে পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

# উপসংহার।

বহুদিন ব্যাপী দায়রার বিচারে, রাসবিহারীর অনেক নরহত্যা ও অন্যান্য অনেক অত্যাচার সপ্রমাণ হইয়া গেল। জুরীরা একবাক্যে তাহাকে অপরাধী স্থির করিলেন। রাসবিহারীর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া জজ সাহেব যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। যে দিন এই আদেশ প্রচারিত হইল, সেই রাত্রিতেই রাসবিহারীর স্ত্রী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার বিপুল সম্পত্তি উত্তরাধিকারী না থাকায়, গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হইল। রাজপুরুষেরা প্রকাশ্য নিলামে রাসবিহারীর স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিলেন। ব্রজেশ্বরী ও বিজলীর নামে অপরাজিতা দুই লক্ষ মুদ্রা মূল্যে তাহা ক্রয় করিলেন।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কের তদানীন্তন সেক্রেটারী এক পত্র দ্বারা বিনোদকে জানাইলেন, "হরিপুরের হরিদাস রায় দশবৎসর পূর্ব্বে বিনোদ বিহারী মিত্র নামক এক নাবালকের

নামে, ব্যাঙ্কে সাত লক্ষ টাকা জমা রাখিয়াছেন। সর্ত্ত আছে, ঐ বালক যখন সাবালক হইবে, তখন তাহাকে সমস্ত টাকা মায়, সুদ বুঝাইয়া দিতে হইবে। বিনোদ-বিহারীর পিতার নাম যদুপতি মিত্র। সংবাদপত্রাদিতে এক অদ্ভুত মোকদ্দমায় বৃত্তান্ত দেখা যাইতেছে। সেই আশ্চর্য্য কাণ্ডের প্রধান ব্যক্তি বিনোদবিহারী রায়; কিন্তু ইহাও প্রকাশ হইয়াছে যে, সেই বিনোদবিহারী রায়ই যদুপতি মিত্রের পুত্র। আপনাকে সেই ব্যক্তি মনে করিয়া এই পত্র লিখিত হইল। যদি আপনিই প্রকৃত ব্যক্তি হন, তাহা হইলে শীঘ্র রীতিমত প্রমাণাদিসহ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই টাকা গ্রহণ করিবেন, বা তাহার যথেচ্ছা ব্যবস্থা করিবেন।" বলা বাহুল্য সহজেই সমুচিত প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়া, বিনোদ সমস্ত টাকা হস্তগত করিলেন এবং যতীন্দ্র যাহা শ্রেয়ঃ মনে করেন, তাহাই করিবেন ভাবিয়া, তৎসমস্ত তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন।

যতীন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া স্বর্ণগ্রামের বাটী সুন্দর-রূপে মেরামত করাইলেন এবং আবশ্যক মত গৃহ-সজ্জা সংগ্রহ করিয়া, যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত করিলেন। তাঁহারা সকলেই কখনও বা স্বর্ণগ্রামে, কখনও বা হরিপুরে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন যতীন্দ্র হাসিতে হাসিতে ব্রজেশ্বরীকে জিজ্ঞা-

সিলেন,—"বিনোদ একদিনও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে থাকিবার কল্পনাও মনে ঠাঁই দিয়াছে কি? আমি বলিয়াছিলাম, তুমি তবে বিনোদকে চেন না। কেমন তোমার আশঙ্কা মিথ্যা হইয়াছে ?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"তা হইয়াছে ; কিন্তু এরূপ হইয়াছে কি তোমার গুণে ?"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"তবে কি তোমার গুণে ?"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"না। তা কেন হইবে ? আমার ভাই-ভুলানী ঠাকুরঝির গুণে।"

ব্রজেশ্বরীর হাসিমাখা গালে যতীন্দ্র একটী ছোট চড় উপহার দিলেন।

যতীন্দ্র ও বিনোদ সানুনয়ে যদুপতিকে গৃহে থাকিয়া, কর্ত্তৃত্ব করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন ; কিন্তু তিনি কিছু দিনের পর, কোন ক্রমেই গৃহে থাকিতে সম্মত হইলেন না। কাশীতে তাঁহার নিমিত্ত গঙ্গার ধারে মনোহর অট্টালিকা ক্রয় করা হইল। দাস-দাসী ও পরিচারক নিয়োজিত হইল। তিনি ইচ্ছামত ব্যয়-ভূষণ করিয়া কাশীতে বাস করিতে লাগিলেন।

জগদ্বন্ধুর নামে দশহাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ করা হইল। স্বর্ণগ্রামের বাটীর জীর্ণ-সংস্কার করিয়া তিনি ও তাঁহার পত্নী তথায় কাল কাটাইতে লাগিলেন।

রামজীবন চক্রবর্ত্তীর খড়ের ঘর ভাঙ্গিয়া পাকাবাড়ী প্রস্তুত হইল। অপরাজিতা তাঁহার কন্যাকে স্বহস্তে দুই সহস্র মুদ্রার স্বর্ণালঙ্কার পরাইয়া দিলেন।

অপরাজিতার নিকট হইতে শ্রীরাম মূল ধন স্বরূপ নগদ পাঁচ শত টাকা এবং অনেক নিষ্কর জমি লাভ করিল। সে কলিকাতায় কাজ-কর্ম্ম না করিয়া স্বদেশে স্বাধীন ভাবে, সম্পন্ন গৃহস্থের ন্যায় চাষ-আবাদ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

কেদার নাপিত সুস্থ হইয়া হুগলীর হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিল। বিনোদ তাহাকে নিজের আশ্রয়ে রাখিলেন। অপরাজিতা তাহার পত্নীকে অনেক অর্থ প্রদান করিলেন।

রামদীনকে অপরাজিতা নগদ এক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিলেন। তাহার হাত ভাল হইয়া গিয়াছে। টাকা লইয়া সে দেশে গেল না; যাবজ্জীবন বিনোদের দাস হইয়া থাকিবে সঙ্কল্প করিয়া, সে এখানে রহিয়া গেল।

আর যে যে ব্যক্তি অপরাজিতার সঙ্গে স্বর্ণগ্রাম গিয়াছিল, আর বিনোদের সঙ্গে থাকিয়া সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককেই অপরাজিতা পাঁচ শত টাকা হিসাবে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। নিবারণ ঘোষ সকলের সঙ্গে পাঁচ শত টাকা পাইল, বাড়ার ভাগ তাহার একটী পাকা ঘর হইল। গরফু মুসলমানকে কলিকাতায়